No 66 A

সং ৬৬ A

BHARAT RAHASYA

OR

ESSAYS ON THE ANCIENT RELIGION

AND

WARFARES OF INDIA &c.

BY

RAMDAS SEN, M. R. A. S.

MEMBER ORDINARY OF THE ORIENTAL ACCADEMY,
FLORENCE.

ভারত-রহস্য।

প্রথম ভাগ।

শ্রীরামদাস সেন প্রণীত

শ্রীনিমাইচরণ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
বহরমপুরে প্রকাশিত।

"येनास्य पितरोयाता येन याताः पितामहाः।
तेन यायात् सतां मार्गं तेन गच्छन् न रिष्यते॥"

কলিকাতা

বাল্মীকিযন্ত্রে মুদ্রিত।

১২৯২ সাল।

বিজ্ঞাপন

প্রথম ভাগ "ভারত-রহস্য" মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল। ইহার প্রস্তাব গুলি পূর্ব্বে "ভারতী" "আর্য্যদর্শন" "পাক্ষিক-সমালোচক" ও "নব্যভারত" নামক বিখ্যাত মাসিক পত্রিকায় মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল। সেই সকল প্রবন্ধ ইহাতে অবিকল মুদ্রিত করা হয় নাই; সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত করা হইয়াছে। স্থলবিশেষে পরিবর্ত্তন, স্থল বিশেষে নূতন অংশের সংযোজন এবং সংশোধন করা হইয়াছে।

এই পুস্তকের অনেক স্থানে অনেক বরাতী কথা আছে; অর্থাৎ ইহাতে "ইহার বিস্তৃত বিবরণ পরে বলিব।" এবং "পশ্চাৎ ব্যক্ত হইবে।" এইরূপ অনেক কথা পাইবেন। সে সকল কথার বিস্তৃত বিবরণ ইহার দ্বিতীয় ভাগে দেখিতে পাইবেন। দ্বিতীয় ভাগ শীঘ্র মুদ্রিত ও প্রচারিত হইবে।

বিষয় গুলি লিখিতে হস্তলিখিত নাগরাক্ষরের পুরাতন পুস্তক সংগ্রহ করিতে হইয়াছিল। সেইসকল পুস্তক অপাঠ্যতম ও অশুদ্ধতম। তৎকারণে ইহার সংস্কৃত প্রমাণ গুলিতে

যৎকিঞ্চিৎ অশুদ্ধ থাকিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে। অতএব প্রার্থনা এই যে, বিজ্ঞ পাঠকগণ তাহা আপন আপন বিবেচনা শক্তির সাহায্যে শুদ্ধ করিয়া পাঠ করিবেন।

আমি যখন "ভারত-রহস্যের" জন্য প্রবন্ধ লিখিতে ব্যাপৃত ছিলাম, আমার সংস্কৃতাধ্যাপক মাননীয়তম পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কালীবর বেদান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য মহাশয় আমাকে তৎকালে অনেক বিষয়ে উপদেশ দিয়া উপকৃত করিয়াছিলেন এবং ইহার সংশোধন ভার লইয়াও আনন্দিত করিয়াছেন।

ডাক্তার শ্রীরামদাস সেন।

বহরমপুর।

ভূমিকা

পিতৃ পিতামহগণ ইহলোক পরিত্যাগ করিলে পুত্র পৌত্রগণ তাঁহাদের ধন, মান, গৌরব ও পদমর্য্যাদা প্রভৃতির উত্তরাধিকারী হইয়া সে-সকল রক্ষার্থ যত্ন তৎপর হন, ইহা এ দেশের চিরাভ্যস্ত প্রথা। এই চিরন্তনী প্রথাই আমাদের জাতিপ্রবাহ, ধর্ম্মপ্রবাহ, ও কুলপ্রবাহ এবং শ্রেণীপ্রবাহ অদ্যাপি অক্ষত রাখিয়াছে; সঙ্কর হইতে দেয় নাই। কশ্যপ মুনি কোন্ কালে জন্মিয়া ছিলেন তাহার ঠিকানা নাই, অথচ আমরা কাশ্যপ (কশ্যপের বংশ বা সন্তান)। কশ্যপ ব্রাহ্মণ ছিলেন; তাই তাঁহার উত্তরাধিকারিসূত্রে আমরাও ব্রাহ্মণ। কশ্যপ হিন্দু ছিলেন; তাই তদ্বংশীয় আমি হিন্দু। এরূপ উত্তরাধিকারিতা অন্য কোন দেশে আছে কিনা সন্দেহ; অথবা থাকিলেও অন্যদেশের লোক উহা অব্যাহত রাখিতে জানে কি না তাহা সংশয়।

মনুষ্যের সুযশ, পদমর্য্যাদা ও ধর্ম্মখ্যাতি স্বর্ণ রৌপ্য প্রভৃতি ভৌমসম্পত্তির ন্যায় নশ্বর বা ক্ষণভঙ্গুর নহে। উহা

রাখিতে জানিলে যুগযুগান্তকাল থাকে, রাখিতে না জানিলে এক নিমেষে লয় হইয়া যায়। পূর্ব্বকালের হিন্দুসন্তানেরা অথবা আর্য্যসন্তানেরা আপন আপন বংশপুরুষের জ্ঞান, ধর্ম্ম, পদমর্য্যাদা ও সুযশ বজায় রাখিতে জানিতেন; তাই এদেশে আজপর্য্যন্ত একই ধর্ম্ম, একই জ্ঞান, একই অভিজ্ঞতা, একই নীতি ও একই আচার ব্যবহার অচ্ছিন্নপ্রবাহে দীর্ঘাদপি দীর্ঘকাল চলিয়া আসিয়াছে। কিন্তু হায়! আর তাহা চলে না; চলিবে না; চলিবার সম্ভাবনাও নাই। আচার, ব্যবহার, ধর্ম্ম ও আভিজাত্য বজায় রাখা দূরে থাকুক, বিবেচনা হয়, যেন অচিরে এই বিস্তীর্ণজাতির চিহ্ন পর্য্যন্ত প্রলুপ্ত হইয়া যাইবে।

যাঁহারা যথার্থ বংশধর সন্তান, যাঁহারা যথার্থ সৎপুত্র, তাঁহাদের আন্তরিক বিশ্বাস এই যে কুলপুরুষের পূর্ব্বমহিমা স্মরণ করিলে যেন তাঁহাদের শরীর মন পবিত্র হয়; অঙ্গ পুলকিত হয়; অধিকন্তু অভূতপূর্ব্ব আনন্দরসের সঞ্চার হয়। ঐরূপ পিতৃভক্ত ও প্রেমিক হিন্দু সন্তান দিগের সন্তোষার্থ আমি পূর্ব্বে আর্য্যজাতির পূর্ব্বমহিমাস্মারক কতিপয় প্রবন্ধ "ঐতিহাসিক-রহস্য" নাম দিয়া প্রচারিত করিয়া ছিলাম; সম্প্রতি আবার "ভারত-রহস্য" নাম দিয়া ভারতের পূর্ব্বজ্ঞান, ভারতের পূর্ব্বধর্ম্ম, ভারতের পূর্ব্বাচার, ভারতের পূর্ব্বব্যবহার, ভারতের সমর-বিজ্ঞান, ভারতের যুদ্ধাস্ত্র এবং

ভারতের পূর্ব্ব ভক্ষ্য ও পূর্ব্বপরিচ্ছদ প্রভৃতি অবশ্য স্মর্ত্তব্য কতিপয় বিষয় সাধারণের গোচর করিলাম।

পূর্ব্বে ভারত বাসী ঋষিরা কি প্রকারে যাগ যজ্ঞ করিতেন; কিরূপ প্রণালী অবলম্বন করিয়া যুদ্ধ করিতেন, যুদ্ধের উপকরণ বা অস্ত্র শস্ত্র প্রভৃতি কিরূপ ছিল? এ সকল প্রশ্নের প্রকৃত প্রত্যুত্তর বা প্রকৃতভাব আজ কাল জনসাধারণের অবিদিত প্রায় হইয়া আছে; সুতরাং ঐ সকল তথ্যের অববোধক এতৎপুস্তকের "রহস্য" নাম দেওয়া বোধ হয় নিতান্ত অসঙ্গত হয় নাই।

প্রাচীন ভারতের জ্ঞান, ধর্ম্ম, ধর্ম্মানুষ্ঠানপ্রকার, নীতি-সেবা, সমাজ ব্যবস্থা, যুদ্ধপ্রণালী প্রভৃতি অনুসন্ধান করায় অন্য কোন সুফল না হউক, মনের বিস্ফার ও আনন্দ অবশ্যই হইবে এবং বর্ত্তমান-সমাজ-সংস্করণেচ্ছার অনেক আনুকূল্য হইবে। যাঁহারা অনন্তকালের সামাজিক-ব্যবস্থার পরিপর্ত্তন ও সংশোধন করিতে ইচ্ছুক; তাঁহাদের পক্ষে ইহা অবশ্যই অনুকূল অবলম্বন হইবে; কেন না, প্রাচীন ব্যবস্থার মর্ম্ম ইহাতে বিশদ রূপে উদ্ঘাটিত হইয়াছে। পূর্ব্বব্যবস্থায় পাণ্ডিত্য জন্মিলে অবশ্যই পূর্ব্বব্যবস্থার পরিবর্ত্তন সংশোধন সহজ হইয়া আসিতে পারে; এইরূপ বিবেচনা করিয়াই আমি পূর্ব্বে "ঐতিহাসিক রহস্য", প্রচার করিয়া ছিলাম; এক্ষণে আবার তাহার শাখাস্বরূপ "ভারত-রহস্য" প্রচার

করিলাম। ইহার দ্বারা যদি কাহার অত্যল্প আনন্দ, অত্যল্প জ্ঞান ও অত্যল্প উপকার হয়, তাহা হইলে আমি আমার ব্যয়ের ও উৎকট পরিশ্রমের যথোচিত সাফল্য অনুভব করিব।

সূচী।

ভারত-রহস্য।

সোমযাগ।

ভারতের পূর্ব্ব মহিমা অনুসন্ধান করা নিস্ফল নহে। আমরা জানি, অনুসন্ধান দ্বারা আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণের অত্যল্প মহিমা জানিবামাত্র কেমন এক অনির্ব্বচনীয় জাতীয় প্রেম উচ্ছলিত হয়। সেই জন্যই আমি "ভারত-রহস্য" নাম দিয়া পুরাতন ইতিবৃত্ত প্রকাশে উৎসুক হইয়াছি। প্রথমতঃ তাঁহাদের যাগযজ্ঞ প্রভৃতি ধর্ম্মকার্য্যের ইতিবৃত্ত ও ইতিকর্ত্তব্যতা (প্রণালী) বর্ণন করিব, পশ্চাৎ অন্যান্য রহস্য, যাহা এখন লুপ্ত প্রায় হইয়াছে, সে গুলির বর্ণনা করিব।

বৈদিক সময়ে দুই শ্রেণীর যজ্ঞ ছিল। দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, এবং পুরোডাশ প্রভৃতি পিষ্টক আহুতি দিয়া এক প্রকার; আর সোমরস আহুতি দিয়া দ্বিতীয় প্রকার প্রথম প্রকারের নাম "হবির্যজ্ঞ", দ্বিতীয় প্রকারের নাম "সোম-যজ্ঞ" বা "সোমযাগ"।

হবির্যজ্ঞের পরে সোম-যজ্ঞ আবিষ্কৃত হয়। ইহার প্রমাণ অথর্ব্ব বেদে আছে। অথর্ব্ব বেদের গোপথ ব্রাহ্মণে লিখিত আছে, ভৃগু ও অঙ্গিরা ঋষিই প্রথমে সোম-যজ্ঞ মনোনীত করেন।

হবির্যজ্ঞ অনেক প্রকার, এবং সোম-যজ্ঞও অনেক প্রকার। কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদের প্রথম কাণ্ডে যজ্ঞসমূহের নাম আছে এবং ঐ বেদে তত্তাবতের বিধিও আছে। কিন্তু ব্রাহ্মণ-ভাগে যাহা আছে তাহা কিছু বিস্পষ্ট। ফল, যজুর্ব্বেদের প্রচার সময়েই সমুদায় যজ্ঞের প্রাদুর্ভাব হয়, ঋগ্বেদের সময়ে কেবল অঙ্কুর মাত্র ছিল। প্রাচীন লোকেরা সেই জন্যই "বৈতায়াং যীয়সুত্থনি" বলিয়া থাকেন।

কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদের ১ কাণ্ড ষষ্ঠ প্রপাঠক, ৯ অনুবাকে যজ্ঞের নাম ও সৃষ্টির কথা আছে। যথা—

"প্রজাপতির্যজ্ঞানসৃজত। অগ্নিহোত্রং চাগ্নিষ্টোমঞ্চ পৌর্ণমাসী-ঞ্চোক্থ্যঞ্চামাবাস্যাঞ্চাতিরাত্রং—" ইত্যাদি ইত্যাদি।

প্রথমে যে হবির্যজ্ঞের কথা বলিয়াছি তাহা প্রধানতঃ

৭ প্রকার। যথা অগ্ন্যাধেয়, অগ্নিহোত্র, দর্শ পৌর্ণমাস, আগ্রয়ণী, চাতুর্মাস্য, পশুবন্ধ, ও সৌত্রামনী।

সোম-যজ্ঞও প্রধান কল্পে ৭ প্রকার। অগ্নিষ্টোম, অত্যগ্নিষ্টোম, উক্থ, ষোড়শী, বাজপেয়, অতিরাত্র ও আপ্তোর্যাম; এবং রাজ-সূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞও এই সোমযাগের মধ্যে গণ্য, কিন্তু ইহা ব্রাহ্মণেরা করিতেন না।

এই সোম-যজ্ঞের অন্তঃপাতি অনেক প্রকার যাগ আছে। যত প্রকারই থাকুক, প্রথমোল্লিখিত অগ্নিষ্টোমই সকলের প্রকৃতি। সুতরাং বিশেষ বিশেষ প্রকারের অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ, বিশেষ বিশেষ সংজ্ঞায় উক্ত হইত। সোমরস দ্বারা সাধিত হইত বলিয়া ইহাকে সোমযাগ বলিত।

এবম্প্রকার সোম-যাগ আবার ৩ প্রকার। "অহীন" "সত্র" এবং "একাহ"। যাহা এক দিনে সমাধা হয় তাহা "একাহ"।

২ হইতে ১২ দিন পর্য্যন্ত যজ্ঞ হইলে তাহার নাম "অহীন।"

১ পক্ষ কি বহুকাল-ব্যাপী হইলে সেই যজ্ঞের নাম "সত্র।"

সত্র আবার অনেক প্রকার "দীর্ঘ সত্র" ইত্যাদি।

সত্রের একটী বিশেষ লক্ষণ পরে বলিব। অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ করিবার কাল এই রূপ নির্ণীত আছে। যথা—"বসন্তেঽগ্নি

ষ্টোমঃ।" (কাত্যায়নসূত্র) "বসন্তে অগ্নিষ্টোমেন যজেত" (আপস্তম্ব সূত্র।) সুতরাং বসন্ত কালই সোমযাগ করিবার কাল, বসন্ত কালেই প্রচুরতর সোম পাওয়া যাইত, সুতরাং বসন্ত কালেই ঋষিরা সোম-যাগে প্রবৃত্ত হইতেন।

যোগ-যাগের দেবতা অগ্নি। অগ্নিরই স্তব করা যাইত বলিয়া অগ্নিষ্টোম (অগ্নেঃ স্তোমঃ স্তবনং যত্রাগ্নিষ্টোমঃ।) অগ্নির স্তোত্র ও পূজা করাই প্রধান উদ্দেশ্য, আনুষঙ্গিক অন্যান্য বহু দেবতারও পূজা করা হইত।

এই যজ্ঞ সম্পাদনের জন্য যজ্ঞ-কার্য্যে সুপটু প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণেরাই নিযুক্ত হইতেন।

প্রথমে কোন পুণ্য ও লক্ষণ-যুক্ত ভূমি যজ্ঞ-ক্ষেত্রের জন্য অন্বেষণ করিয়া তাহাতেই যজ্ঞ হইত। যেখানে সেখানে হইত না। পরে, ক্রমে, যেখানে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ পাওয়া যায় সেই স্থানই যজ্ঞের উপযুক্ত বলিয়া বিধি প্রচারিত হইয়াছিল। ইহা শতপথ ব্রাহ্মণের তৃতীয় কাণ্ডে উল্লিখিত আছে।

"তদুহোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যো বার্ষ্ণায় দেবযজনং জোষয়িতুমৈম। তৎ সাত্যযজ্ঞোঽব্রবীৎ সর্ব্বা বা ইয়ং পৃথিবী দেবযজনং যত্র বা অস্যৈ ক্ব যজুষৈব পরিগৃহ্য যাজয়েদিতি।"

ইহার অর্থ এই যে, যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি বলিলেন, যে আমরা এক সময়ে বার্ষ্ণের জন্য যজ্ঞোপযুক্ত স্থান অন্বেষণ করিতে-ছিলাম, পথে সাত্যযজ্ঞের সঙ্গে দেখা হইলে তিনি বলিলেন,

সকল স্থানেই যজ্ঞ হয়, তোমরা যথা ইচ্ছা, যেস্থানেই মন্ত্র-লভ হইবে সেই স্থানেই তোমরা বায়ুকে লইয়া যজ্ঞ কর।

এইরূপ স্থান নিশ্চয় হইলে তথায় প্রথমতঃ একটী মণ্ডপ নির্ম্মাণ করা হইত। তাহা চারি দিকে সমান ও প্রত্যেক দিকে ১২ অরত্নি প্রমাণ (কনুই হইতে হস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলির মূল-পর্য্যন্ত অরত্নি শব্দের অভিধেয়। যাহাকে আমরা "মুটুম-হাত" বলি; অর্থাৎ এক হাত পূর্ণ নহে, সেই মুষ্টিবদ্ধ হস্তই অরত্নি। এই মণ্ডপটীর নাম "প্রাচীন বংশ।" ইহার চারিটী দ্বার থাকে, সুতরাং ইহাকে চতুর্দ্বার মণ্ডপও বলে। এই মণ্ডপের চারিদিক তৃণাচ্ছাদিত করা হয়।

এইরূপে প্রাচীন বংশ মণ্ডপের নির্ম্মাণ সমাপ্ত হইলে এবং যজ্ঞীয় তাবদ্দ্রব্যের আয়োজন পূর্ণ হইলে ঋত্বিক্ অর্থাৎ পুরোহিতেরা যজমানকে সেই গৃহে লইয়া গিয়া দীক্ষিত করান (যজ্ঞ-বিষয়ক উপদেশ দেন, যজমানও তাহা স্বীকার করেন।) সোম-যাগে কত গুলি পুরোহিত বা ঋত্বিক্ আবশ্যক হইত, তাহা এস্থলে বলা আবশ্যক হইতেছে।

সকল যজ্ঞে সমান ঋত্বিক আবশ্যক হয় না। অগ্ন্যাধেয় যাগে ৪, অগ্নিহোত্রে ১. দর্শ পৌর্ণমাস প্রভৃতি যাগে ৪, চাতুর্মাস্য যাগে ৫, পশুবন্ধ যাগে ৬, সোমযাগে ১৬।

এই ১৬ জন ঋত্বিকের ভিন্ন ভিন্ন নাম ও কার্য্য আছে। নাম যথা— "ব্রহ্মা" "উদ্গাতা" "অধ্বর্য্যু" "হোতা"

"ব্রাহ্মণাচ্ছংসী" 'প্রস্তোতা" "মৈত্রাবরুণ" "প্রতি-প্রস্থাতা" "পোতা" "প্রতিহর্ত্তা" "অচ্ছাবাক" "নেষ্টা" "আগ্নিধ্র" "সুব্রহ্মণ্য" "গ্রাবস্তুৎ" এবং "উন্নেতা"।

আপস্তম্ব বলেন, "সদস্য"ও লাগে। তাহা হইলে সোমযাগের ১৭ জন পুরোহিত, ইহাদের মধ্যে ৪ জন প্রধান. অবশিষ্ট ঐ ৪ জনের সাহায্যকারী। হোতা উদ্গাতা, অধ্বর্য্যু, ব্রহ্মা, এই ৪ জনই প্রধান।

কে কাহার সাহায্যকারী তাহা বলা যাইতেছে। অধ্বর্য্যুর সাহায্যকারী "প্রতি-প্রস্থাতা" "নেষ্টা" ও উন্নেতা এই ৩ জন।

হোতার সাহায্যকারী "মৈত্রাবরুণ" "অচ্ছাবাক" এবং "গ্রাবস্তুৎ" এই তিন জন।

উদ্গাতার সাহায্যকারী "প্রস্তোতা" "প্রতি-হর্ত্তা" এবং 'সুব্রহ্মণ্য" এই ৩ জন।

দেবতার স্তব ও আহ্বান করা হোতার কার্য্য। দেবতার সন্তোষ জনক সাম গান করা উদ্গাতার কার্য্য। কর্ম্ম-বিশেষে অনুমতি দেওয়া এবং সকলের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করা এবং জপ করা ব্রহ্মার কার্য্য।

যজমান এই সকল ঋত্বিক্ বরণ করিবেন। ইঁহারা যজমানকে হস্তে ধরিয়া সেই যজ্ঞমণ্ডপে লইয়া গিয়া দীক্ষিত করিবেন।

দীক্ষা গ্রহণ কালে যজমান অগ্রে ক্ষৌরিক, পরে স্নান, নববস্ত্র পরিধান ও মাঙ্গল্য দ্রব্য ধারণ করিবেন। পশ্চাৎ জ্ঞাতি কুটুম্বের সহিত মহা আনন্দে যজ্ঞ-শালায় উপনীত হইবেন। ঋত্বিকেরা দর্ভপিঞ্জলী অর্থাৎ কুশ-গুচ্ছ লইয়া যজমানের সর্ব্বাঙ্গ মার্জ্জন করিবেন। বেদ-মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে যজমানকে সেই প্রাচীন বংশ নামক যজ্ঞমণ্ডপের পূর্ব্বদ্বার দিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করাইবেন। প্রবেশের পরেই যজ্ঞে দীক্ষিত করাইবেন। দীক্ষিত করান কি না একটী মাত্র ক্ষুদ্র হোম করান। সেটী আরম্ভ-সূচক। ইহার নাম "দীক্ষণীয় ইষ্টি"। এই ইষ্টিতে বিষ্ণু দেবতার উদ্দেশে একাদশটী পুরোডাশ হোম করা হয়।

এইরূপ দীক্ষা-কার্য্য সমাধা হইলে, প্রথমতঃ অধ্বর্য্য উচ্চৈঃস্বরে দেবতা ও মনুষ্যদিগকে শুনান, যে, "অদীক্ষিষ্টা-য়ং ব্রাহ্মণঃ" অর্থাৎ এই ব্রাহ্মণ দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য হইলেও ব্রাহ্মণ বলা হইত। পরে দীক্ষিত যজমান নিজে একটী "প্রাণেষ্টি" নামক ক্ষুদ্র যাগ করেন। এই যাগে চরু পাক করিয়া তদ্বারা অদিতি এবং ঘৃতের দ্বারা অগ্নি, সোম ও সূর্য্য দেবতার হোম করা হয়। এই ইষ্টি করা হইলেই প্রকৃত প্রস্তাবে যজ্ঞের আরম্ভ হইল। ইহার পরে প্রতিপ্রস্থাতা নামক ঋত্বিক্ "উপরব" প্রদেশে (উপরব কাহাকে বলে, তাহা পশ্চাৎ ব্যক্ত হইবেক এক খানি বৃষ-চর্ম্ম

বিস্তার করেন, তদুপরি কুশ বিছাইয়া দিয়া তাহার উপর সোমলতার ভার অর্থাৎ বোঝাটী স্থাপন করেন পরে সোমবিক্রেতা সোমের অংশু অর্থাৎ তন্ত সকল পরীক্ষা করিতে থাকে এবং পরিষ্কার করিতে থাকে। পরে ১৭ জন ঋত্বিক্ সমভিব্যাহারে যজমান তথায় আগমন করিয়া তাহা ক্রয় করেন। অন্য কিছু দিয়া ক্রয় করিলে হইবে না, একটী অরুণ-বর্ণ পিঙ্গলচক্ষু এক বৎসরের গাভী দিয়া ক্রয় করিতে হইবেক। এতাদৃশী গাভীটী উপস্থিত করিয়া প্রথমতঃ অধ্বর্য্যুর সঙ্গে সোম-বিক্রেতার ক্রয় বিক্রয়ের কথা হয়। সেই কথা গুলি বড় আশ্চর্য্য। যথা—

প্রথমে অধ্বর্য্যু বলেন, "ক্রয্যস্তে সোমো রাজা?" রাজা সোমকে কি তুমি বিক্রয় করিবে?

সোম-বিক্রেতা! "ক্রয্যঃ" "হাঁ বিক্রয় করিতে হইবে।"

অধ্ব। "কলয়া তে ক্রীণানি" এই গাভীর ষোল অংশের এক অংশ মূল্য দিয়া আমরা কিনিব।

সোম—"ভূয়ো বা অতঃ সোমো রাজাহর্হতি" রাজা সোম ইহা অপেক্ষা অধিক মূল্য পাইবার যোগ্য।

অধ্ব। ভূয়ঃ সোমো রাজা অর্হতি মহাংস্ত্বেব গোর্মহিমা। গোর্হ্যেব দধি পয়ঃ নবনীতমুদশ্বিৎ ঘৃতম্ ... ... প্রভবন্তি।" সত্য বটে যে, সোম অধিক

মূল্যবান; কিন্তু গাভীরও বিশিষ্ট মহিমা আছে। তুমি দেখ, দুগ্ধ, ক্ষীর-সার অর্থাৎ সর বা মালাই, দধি, আমিক্ষা অর্থাৎ ছানা, নবনীত উদশ্বিৎ অর্থাৎ তক্র বা ঘোল, ঘৃত, ইত্যাদি অনেক প্রকারবস্তু গাভী হইতে পাওয়া যায়। *

সোমবি—"অক্ষীনম্ নথাপি গীঃ ঘীভূয়াম্নাদধিকং ক্ষীনী বস'স্কেনি।" সত্য বটে, তথাপি রাজসোম গাভীর ষোড়-শাংশের অধিক মূল্যের যোগ্য।

ক্রমে অধ্বর্য্যু ৪ ভাগের এক ভাগ মূল্য দিয়া কিনিতে চাহেন। পরে ৩ ভাগের এক ভাগ দিয়া, ক্রমে অর্দ্ধেক, ক্রমে সেই সম্পূর্ণ গাভীটী দিতে স্বীকৃত হন, তখন সোমবিক্রেতা বলেন, "বিক্রীনী ময়া সীমঃ ষরন্ত্ বন্ত্রাদিকং পারিতোষিকমুত্তমং লব্ধুমিচ্ছামি।" আমি সোমবিক্রয় করিলাম, পরন্তু পারিতোষিক পাইতে ইচ্ছা করি; পরে বিক্রেতাকে পারিতোষিক দিয়া রাজা সোমকে শকটে উঠাইয়া সেই প্রাচীন-বংশ নামক যাগ-গৃহে পূর্ব্ব দ্বার দিয়া আনিয়া "আহবনীয়" নামক অগ্নি-কুণ্ডের দক্ষিণ দিকে এক খানি কাষ্ঠ পীঠের (পিঁড়ি) উপরমৃগচর্ম্ম বিছাইয়া তাহার

---

* ছেনক প্রস্তুত করিবার নিয়ম বৈদিক কাল হইতে প্রচলিত আছে। "মম পয়ীমি দধ্যানয়নি স বৈশ্বদেব্যামিক্ষা" এই শ্রুতিই তাহার প্রমাণ।

উপর রাখা হয়। এই সময়ে একটী "আতিথেষ্টি" নামক ক্ষুদ্র যাগ করা হয়। অর্থাৎ রাজা সোম যেন গৃহে অতিথি হইয়াছেন সুতরাং যথোচিত অতিথি সৎকার করা উচিত, এই ভাবেই সেই ইষ্টিটি করা হয় এবং তাহা ঠিক লৌকিক রীতিতে সম্পাদিত হয়।

পরে সোম-যাগের বিঘ্নকারী অসুর দিগের পরাভব কামনায় যজমান ৩ দিন পর্য্যন্ত "উপসদ" নামক একটী ক্ষুদ্র যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। ইহাতে প্রাতঃ ও সায়ংকালে সোম ও বিষ্ণু দেবতার উদ্দেশে ঘৃতাহুতির দ্বারা হোম করা হয়। তৈত্তিরীয় কৃষ্ণযজুঃ সংহিতায় এই (উপসদ) যজ্ঞ সম্বন্ধে একটী আখ্যায়িকা আছে, তাহা উদ্ধৃত করা নিষ্প্রয়োজন।

দিনত্রয়-ব্যাপক "উপসদ" যজ্ঞের মধ্য দিনে সৌমিক বেদী নির্ম্মাণ করা হয়। ইহা পূর্ব্বোক্ত প্রাগ্বংশ শালার সম্মুখ ভাগে পাদত্রয়-পরিমিত ভূভাগ ত্যাগ করিয়া পূর্ব্ব-পশ্চিমে আয়ত ও বিস্তৃত।

এই বেদীটীর উপরিভাগও চতুর্দ্দিক বিতান দ্বারা আচ্ছাদিত করা হয়। ইহার সম্মুখভাগের নাম "অংস," আর পশ্চাৎ ভাগের নাম "শ্রোণী।" এই বেদীর অংস প্রদেশের উত্তর ভাগে আয়তনে ১০ পদ পরিমিত একটী বেদী রচনা করা হয়। ইহা অগ্নিহোত্রবেদীর সদৃশ। ইহার

নাম "উত্তর বেদী।" এই বেদীর অংস প্রদেশের উত্তর ভাগে পূর্ব্বপশ্চিমে ১ পদ আয়ত এক বেদী নির্ম্মিত হয়। ইহার আকার অগ্নিহোত্র বেদীর সদৃশ অর্থাৎ কৃশমধ্য। অনন্তর মহাবেদীর মধ্যভাগে শ্রোণী-রেখা টানা হয়। মধ্য হইতে অংস পর্য্যন্ত সেই সুব্যক্ত রেখার নাম "পৃষ্ঠ্যা।" অপিচ মহাবেদীর উত্তরাংশের পশ্চাৎ ভাগে ৩ পদ দূরে একটী গর্ত্ত খনন করা হয়। ইহাকে বৈদিকেরা "চাত্বালক" বলেন। এই চাত্বালক গর্ত্ত হইতে ১২ পদ দূরে অপর একটী গর্ত্ত করা হয় তাহার নাম "উৎকর"।

এই সমস্ত নির্ম্মাণের পর, অধ্বর্য্যু ও প্রতিপ্রস্থাতা "হবির্ধান" নামক দুই খানি শকট (গাড়ী) সেই উৎকর গর্ত্তে ধৌত করিয়া পশ্চিম ধার দিয়া মহাবেদীতে আনয়ন করতঃ শ্রোণীর নিকটে রাখেন এবং সেই পৃষ্ঠ্যা নামক রেখার দক্ষিণ উত্তর পার্শ্বে একখানি শকট মধ্যে রাখিয়া দক্ষিণ উত্তর ক্রমে ৩ অরত্নি এবং পশ্চিম দিকে ৯ অরত্নি পরিমিত (৪ কোণা) চতুরস্র এবং চারিটী স্তম্ভ যুক্ত এক মণ্ডপ নির্ম্মাণ করেন। এই মণ্ডপের নাম "হবির্ধান মণ্ডপ।" পূর্ব্বে ও পশ্চিমে ২টী দ্বার থাকে। বীরণ অর্থাৎ শর-পত্রের কট (মাদুর) দিয়া চারিদিক্ আচ্ছাদিত করা হয়।

অনন্তর মণ্ডপের মধ্যে সমান চারিটী প্রকোষ্ঠ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক তাহার আগ্নেয় (অগ্নিকোণস্থিত) প্রকোষ্ঠের মধ্য-স্থলে

হস্তপ্রমাণ সমচতুরস্র (স্কোয়ার) রেখা কল্পনা করিয়া, প্রত্যেক কোণের প্রান্ত প্রদেশে বিস্তারে অর্দ্ধ হস্ত এবং গভীরতায় এক হস্ত, এরূপ চারিটী গর্ত্ত করা হয়। গর্ত্তের মুখে বরুণকাষ্ঠ অথবা যজ্ঞডুম্বুর কাষ্ঠের চারি খানি ফলক দ্বারা পুটিত অর্থাৎ আবদ্ধ করিয়া তদুপরি বৃষচর্ম্ম, তদুপরি শিলাপট্ট (পাথরের পাটা) রাখা হয়। তাহাতেই রস-নিষ্কাষণের নিমিত্ত সোম পেষণ করা হইয়া থাকে।

"হবির্ধান", মণ্ডপের সম্মুখে "পষ্ঠ্যা" নামক স্থানের দক্ষিণে "হবির্ধান" মণ্ডপের ন্যায় "সদোমণ্ডপ" রচনা করা হইয়া থাকে। এই মণ্ডপ দশ অরত্নি প্রমাণ পর্ব্বায়ত, নব অরত্নি দীর্ঘ, চতুরস্র, স্তম্ভসুশোভিত এবং সুপরিষ্কৃত করা হয়। এতাদৃশ সদোমণ্ডপের ঠিক্ মধ্যস্থলে যজমানের তুল্যপ্রমাণ একটী ঔদম্বরী স্থূণা (যজ্ঞডুম্বুর কাষ্ঠের গোটা) প্রোথিত করা হইয়া থাকে। পশ্চাৎ অগ্নিধ্রশালার নির্ম্মাণ এবং তাহা সদোমণ্ডপ ও হবির্ধান মণ্ডপ, এই দুয়ের উত্তর ভাগেই হইয়া থাকে। ইহার আয়তন ও বিস্তারাদি প্রায় পূর্ব্বের মত পূর্ব্বপশ্চিম দীর্ঘ। ইহার এক অর্দ্ধাংশ বেদীর প্রান্তপ্রদেশে প্রবিষ্ট, এবং অপর অর্দ্ধাংশ বেদীর বাহিরে নিঃসৃত থাকে। ইহার দুইটী দ্বার থাকে, দক্ষিণ দিকে একটী ও পূর্ব্বদিকে একটী।

উল্লিখিত সদোমণ্ডপে বা অগ্নিধ্রশালায় মৃত্তিকা ও

কাকারের হস্ত প্রমাণ যে সকল বেদী নির্ম্মাণ করা হয়, যাজ্ঞিকগণ সে গুলিকে "ধিষ্ণ্য" বলিয়া উল্লেখ করেন। তন্মধ্যে অগ্নিধ্রশালার দুইটী "ধিষ্ণ্য" অর্থাৎ দক্ষিণ ভাগে একটী (ইহার নাম মার্জ্জালীয়) উত্তর ভাগে একটী (ইহার নাম আগ্নীধ্রীয়)। অপিচ হোতার জন্য ১, মৈত্রাবরুণের জন্য ১, প্রশাস্তার জন্য ১, ব্রাহ্মণাচ্ছংশীর জন্য ১, পোতার জন্য ১, নেষ্টার জন্য ১, এবং অচ্ছাবাকের জন্য ১, এই সাতটী ধিষ্ণ্য সদোমণ্ডপ মধ্যে নির্ম্মিত হইয়া থাকে।

মহাবেদীর সম্মুখভাগে এবং আহবনীয় কুণ্ডের সন্নিকটে যজ্ঞীয় যূপস্তম্ভ উচ্ছ্রিত করা হয়।*

মহাবেদীর নির্ম্মাণ সমাধা হইলে, বৈসর্জ্জন-নামক হোমের পরে, "অগ্নিষ্টোমীয়" পশুযাগের প্রারম্ভ হয়। এই যাগটী সোম-যাগের পূর্ব্বাঙ্গ। এই সময়েই প্রাগ্বংশশালায় উত্তরবেদীস্থিত সোমলতা সকল আনীত হইয়া হবির্দ্ধান মণ্ডপে স্থাপিত করা হয়। পরে যজ্ঞীয় পশুকে পবিত্রজলে স্নান করাইয়া যূপের সম্মুখে পশ্চিমাভিমুখে স্থাপন করতঃ কুশপিঞ্জলীযুক্ত প্লক্ষশাখার দ্বারা উপাকরণ অর্থাৎ মন্ত্রপূত

---

* যজ্ঞীয় যূপ সকল অষ্টাস্র অর্থাৎ আট পোয়ালে করা হইত। যজ্ঞবিশেষে ইহার উচ্চতার তারতম্য ছিল। সোমযাগে যূপের উচ্চতা পঞ্চ অরত্নি হইতে পঞ্চদশ অরত্নি পর্য্যন্ত এবং খদির কাষ্ঠের দ্বারা অভাবে পলাশ কাষ্ঠের দ্বারা নির্ম্মিত হইত।

করা হয়। উপাকরণ কার্য্য সমাপ্ত হইলে সংজ্ঞপন অর্থাৎ বধ করা পর্য্যন্ত যে সকল ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করা হইত সেই সমুদায়ের নাম পশ্বালম্ভন।

জাতদন্ত, অবিকৃতাঙ্গ, রোগ শূন্য এবং বিশেষরূপে পুষ্ট, এতাদৃশ ছাগ পশুই যজ্ঞকার্য্যে গৃহীত হইত।

কথিত প্রকারের পশু যখন বধ্যস্থানে নীত হয়, ঋত্বিকেরা তখন উচ্চৈঃস্বরে বেদমন্ত্র গান করিতে থাকেন। সেই গীয়মান মন্ত্রের অর্থ এই রূপ——— "হে ব্যাপক ইন্দ্রিয়-সমূহ! এই পশুর ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতার সহিত অর্থাৎ প্রাণবায়ুপ্রভৃতি ও জীবাত্মার সহিত তোমরা আমাদের "হবি" অর্থাৎ হোম দ্রব্য প্রদান কর। পশ্চাৎ এই পশুর ভবিষ্যৎ-দেব-শরীরের সহিত সংযুক্ত হও।" সংজ্ঞপন * কার্য্য সমাধা হইলে তাহার নিম্ন-লিখিত অঙ্গ সকল উৎকর্ত্তন করিয়া লইয়া "শামিত্র" নামক অগ্নিকুণ্ডে তাহা পাক করিয়া মন্ত্রগান করতঃ আহুতি প্রদান করা হইত। হৃদয়, জিহ্বা, বক্ষ, যকৃৎ, বৃক্কদ্বয় বাম হস্ত, পার্শ্বদ্বয়, দক্ষিণশ্রোণী, পায়ুনাল, বপা, এবং বসা প্রভৃতি আরও কএকটী অঙ্গ ছেদন করিয়া

---

* এই সংজ্ঞপন কার্য্য যে কোন ব্যক্তি নির্ব্বাহ করিতে পারেন। এখন যেমন খড়্গের একাঘাতে পশু বধ করার প্রথা প্রচলিত আছে, পূর্ব্বে এরূপ ছিল না। মুষ্ট্যাঘাত প্রভৃতি নিষ্ঠুর উপায়ে যজ্ঞ পশু বিনষ্ট করা হইত। তাদৃশপ্রকারে বিনাশ করার নাম "সংজ্ঞপন"।

তদ্দ্বারা হোম করা হইত। এতদন্ত কার্য্য-কলাপের নাম "অগ্নিষ্টোমীয় পশু-যাগ।"

ইহার পরেই পুরোহিত ব্রাহ্মণেরা চাত্বাল ও উৎকর ভূমির উত্তরভাগে অবস্থিত বহমান জলাশয় হইতে জল আহরণ করিয়া যজ্ঞশালায় স্থাপন করেন। সেই আহৃত জলের বৈদিক নাম "বসতীবরী"। এই দিবসের রাত্রিতে যজমান জাগরণ পূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণের নিকট নানা প্রকার পুরাতন ইতিহাস ও দেবচরিত্র শ্রবণ করিয়া থাকেন; সেই কারণেই এই দিনের নাম "উপবসথ।"

তাহার পরদিবসের নাম "সুত্যাদিবস।" তদ্দিনের প্রাতে অধ্বর্য্যু প্রভৃতি ব্রাহ্মণেরা কৃতস্নান ও কৃতাহ্নিক হইয়া এই দিবসের বৈধকার্য্য সকল অনুষ্ঠান করিতে প্রবৃত্ত হন। যথা——

প্রথমতঃ হবির্ধান শকট হইতে সোম* আহরণ করিয়া

---

* আমরা সোমলতা সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ ঐতিহাসিক রহস্য ২য় ভাগের বেদ প্রস্তাবে লিখিয়াছি। তাহাই এক্ষণে কোন কোন যশোলুব্ধ ব্যক্তি অবিকল বা কিঞ্চিৎ রূপান্তর করিয়া প্রস্তাবান্তরে বা গ্রন্থান্তরে প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা স্পষ্ট লিখিতেছি যে, সোমলতা সম্বন্ধীয় যে সকল বৈদিক প্রমাণাদি আমাদিগের বেদ-প্রস্তাবে প্রকাশিত হইয়াছে সে গুলি পূর্ব্বে ইউরোপীয় পণ্ডিত বা বঙ্গদেশীয় কোন ব্যক্তির গ্রন্থে সঙ্কলিত হয় নাই।

সোমলতা—যাহা এক্ষণে যজ্ঞ কার্য্যে ব্যবহার হয় তাহা Asclepias acdia of Rox-burgh মিসেস ম্যানিং কহেন ইহা গাঁইট যুক্ত লতাবিশেষ

উপসব স্থলে স্থাপিত করা হয়। অধ্বর্য্য অতি প্রত্যূষে উঠিয়া হোতাকে "প্রেষ-মন্ত্রে" উদ্বুদ্ধ করেন। হোতাও প্রাতরনুবাক পাঠ করতঃ অশ্বিনী-কুমারকে স্তব করিতে থাকেন, আগ্নিধ্র পুরোডাশ প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করেন, উন্নেতা সোম-পাত্র সকল সজ্জিত করিতে থাকেন। *

অনন্তর হবির্ধান শকটের অক্ষ প্রদেশে দুই খানি ঊর্ণ বস্ত্র অর্থাৎ মেষ-লোম-রচিত কম্বল, সোমরস শোধনের ছাঁকিবার জন্য স্থাপন করা হয়। তাহার এক খানি প্রাদেশ পরিমাণ এবং দ্বিতীয় খানি অরত্নি-পরিমাণ।

অপিচ দক্ষিণ হবির্ধান-শকটের নিম্নে মৃণ্ময় দ্রোণকলস স্থাপনা করা হয়। এবং উত্তর হবির্ধান শকটের উপরে অন্য দুইটী বৃহৎ কলস; তাহার একটীর নাম উপভৃত এবং অপ-রটীর নাম আধবনীয়। পুনরপি উত্তর শকটের নিম্নে ১০ খানি কাষ্ঠময় চমস এবং মৃন্ময় ৫টী ঘট রক্ষা করা হয়। এই সমস্ত কার্য্য উন্নেতাই করিয়া থাকেন।

এবং স্বগ্রন্থে ইহার এক প্রতিকৃতি প্রকাশ করিয়াছেন। কেহ কেহ ইহাকে Sarcostema viminatis বলেন। ইহা "হাড়যোড়া" গাছের ন্যায় ডাঁটা বিশিষ্ট এবং অল্প অল্প পত্রযুক্ত। ইহার পুষ্প ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্বেতবর্ণ এবং সুগন্ধযুক্ত। রক্সবর্গ কহেন ইহার ডাঁটায় দুগ্ধ নির্গত হয় এবং তাহার আস্বাদ ঈষৎ অম্ল। ইহা পঞ্জাবের স্থানে বিশেষে, বোলন পাশে, পুনা এবং চোল মণ্ডলে জন্মিয়া থাকে।

* সোম পাত্র দুই প্রকার। গ্রহ ও স্থালী। গ্রহ গুলি কাষ্ঠ রচিত

অনন্তর অধ্বর্য্যুর অনুজ্ঞা ক্রমে যজমান, পত্নী এবং চমসাধ্বর্য্যু উল্লিখিত ঘটদ্বারা জল আহরণ করেন। পুরুষেরা যে জল আনয়ন করে তাহার নাম "একধন" এবং পত্নী যাহা আনয়ন করেন, তাহার নাম "পান্নেজন"। অধ্বর্য্যু সেই দুই প্রকার জল পূর্ব্বোক্ত বসতীবরী জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া লন। পরে যজমান, প্রতিপ্রস্থাতা, নেষ্টা, এবং অধ্বর্য্যু, এই কএকজন ঋত্বিক্ সেই সোমাভিষব ফলকের নিকটে উপবিষ্ট হইয়া পলখণ্ড (নোড়া) গ্রহণ পূর্ব্বক অনুজ্ঞা বাক্য উচ্চারণ করেন অনন্তর অধ্বর্য্যু পাঁচ মুটো সোম সেই প্রস্তর ফলকে স্থাপন করেন, প্রতিপ্রস্থাতা সেই সোমপুঞ্জ হইতে ছয়টী সোম অংশু গ্রহণ করিয়া স্বীয় অঙ্গুলিসন্ধিতে আবদ্ধ করিয়া রাখেন, পরে সকলে একত্রিত হইয়া তাহার পেষণ করা হয়। এই রূপে সোমরস নিষ্কাশন করার নাম সোমাভিষব, ইহা দিনে তিনবার মাত্র করা হয়। প্রাতঃকালীন সোমাভিষবের নাম প্রাতঃ সবন, মধ্যে মধ্যাহ্ন সবন, সায়ংকালে সায়ং সবন। অভিষুত সোমরস আহুতি প্রদত্ত হয়, অবশিষ্ট ভাগ পানার্থ স্থাপিত থাকে। এই সোমাভিষব বোধক শ্রুতিতে প্রসঙ্গ ক্রমে বা দৃষ্টান্ত বিষয় পুরুষ-পশুর উল্লেখ দৃষ্ট হয়।*

এবং স্থালীগুলি মৃত্তিকা নির্ম্মিত। এই দুই পাত্র ভিন্ন ভিন্ন আকারে গঠিত করিবার বিধি আছে।

* "কস্মাৎ সত্যাৎ অয়ঃ পশবো স্বস্থাহানাঃ—পুরুষী হস্তী মর্কটঃ"

আহুতির উপযুক্ত সোমাভিষব সমাপ্ত হইলে, পুরোহিত-
গণের দ্বারা তখন একটা মহাভিষব অর্থাৎ প্রচুর পরিমাণে
সোম পেষণ আরম্ভ করা হয়। ঋত্বিক-প্রস্থাতা প্রভৃতি সকলে
একত্র হইয়া পিষিতে থাকেন, অধ্বর্য্যু তাহাতে জলসিঞ্চন
করিতে থাকেন। উত্তমরূপে পেষণ করা হইলে, তাহা
আধবনীয় কলসে ফেলিয়া আলোড়ন করিতে থাকেন,
অনন্তর তাহা বস্ত্রের দ্বারা নিষ্পীড়ন করিয়া লওয়া হয়।
সেই রস ক্রমে "গ্রহ" "চমস" ও "কলস" পূর্ণ করা হয়,
নানা প্রকার মন্ত্র ও স্তুতি পাঠ হয়, এবং ভিন্ন ভিন্ন দেবতার
উদ্দেশে আহুতি প্রদত্ত হয়।

সোম-যাগের দেবতা—সূর্য্য, অগ্নি, ইন্দ্র, বায়ু, মিত্র,
বরুণ, অশ্বিনী-কুমার, বিশ্বদেব, ইন্দ্র, মহেন্দ্র, বৈশ্বানরাগ্নি,
চৈত্রাদি চতুর্দ্দশ মাসের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা,* ইন্দ্রাগ্নি, মরুদ্গণ
সহিত ইন্দ্র, ত্বষ্টা সহিত অগ্নিপত্নী স্বাহা বা অগ্নায়ী।

এবম্প্রকার অনুষ্ঠানের পর পুরোহিতেরা এবং যজমান

ইতি। এই মন্ত্রে পুরুষের পশুত্ব উক্তি থাকায় এবং "ব্রাহ্মণে ব্রাহ্মণ-
মালভেত" এই ব্রাহ্মণবাক্যে পশুরূপে ব্রাহ্মণাদি বধের বিধি থাকায় এবং
শুনঃশেফ উপাখ্যানে পুরুষালম্ভনের বর্ণনা থাকায়, পূর্ব্বকালে অশ্বমেধ
যজ্ঞের ন্যায় নরমেধযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইত, ইহা অনুমান করা যাইতে পারে।

* প্রকৃত মাস দ্বাদশ এবং দুই প্রকার মলমাস; এইরূপে ১৪
মাসের গণনা আছে। ইহার দ্বারা নিশ্চয় বুঝা যাইতেছে যে, বৈদিক-
সময়ে জ্যোতির্গণনাও উন্নত হইয়াছিল।

সোমরস পানের পর আত্মাকে কৃতকৃতার্থ মনে করিতেন।*
পুরোহিতের ও যজমানের সোম-পান বিধানের প্রভেদ
আছে। প্রভেদ এই যে, পুরোহিতেরা প্রত্যেক সবনেই
অবশিষ্ট সোম পান করিতেন; যজমান কেবল সায়ংসবনে
পান করিতেন।

যাগ সমাপ্ত হইলে যজমান পূর্ব্বোল্লিখিত সদোমণ্ডপে
গিয়া পুরোহিতগণকে দক্ষিণা দান করিতেন। অগ্নিষ্টোম
যজ্ঞের দক্ষিণাবিভাগ কালে ১২০০ দ্বাদশ শত গাভী † এবং
সুবর্ণ, বস্ত্র, অশ্ব, অশ্বতর, গর্দ্দভ, মেষ, ছাগ অন্ন, যব ও
মাসকলাই দিবার বিধিও আছে।

যে যে পুরোহিতকে যে যে প্রকারে দক্ষিণাদানের বিধি
আছে, তাহা নিম্নে লিখিত হইল।

ব্রহ্মাকে ১ টী (গাভী) কিঞ্চিৎ পরিমাণে সুবর্ণ ইত্যাদি।

উদ্গাতাকে	ঐ	ঐ
হোতাকে	ঐ	ঐ
অধ্বর্য্যুকে	ঐ	ঐ

* গোপথব্রাহ্মণের উত্তর ভাগস্থ দ্বিতীয় প্রপাঠকে উল্লেখ আছে, যে ব্যক্তি সম্যক্ অর্থাৎ "**মা সূর্দ্ধেন প্রচরেত প্রাণর্বাবায়াহং সোমং ভক্ষা-পয়ামি**" এই মন্ত্রার্থ স্মরণ রাখিয়া সোম পান করে, "**মাস্য সোমং স্কন্দতি**" তাহার সোম স্করিত হয় না। সোম-রস ভূমি-পতিত হইলে নাকি দোষ হইয়া থাকে।

† অভাবে শত গাভী, তদভাবে মূল্য দেওয়ার বিধিও আছে।

ব্রহ্মণাচ্ছংসীকে ৯টী (গাভী) ও কিঞ্চিৎপরিমাণে সুবর্ণ প্রভৃতি।

প্রস্তোতাকে	ঐ	ঐ
মৈত্রাবরুণকে	ঐ	ঐ
প্রতিপ্রস্থাতাকে	ঐ	ঐ

পোতাকে অর্দ্ধেক অর্থাৎ ৬টী (গাভী) এবং কিঞ্চিৎ পরিমাণে সুবর্ণ প্রভৃতি।

প্রতিহর্ত্তা'কে	ঐ	ঐ
অচ্ছাবাক'কে	ঐ	ঐ
নেষ্টা'কে	ঐ	ঐ

অগ্নিধ্র'কে. চারি ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ ৩টী (গাভী) ও কিঞ্চিৎ পরিমাণে সুবর্ণ ইত্যাদি।

সুব্রহ্মণ্য'কে	ঐ	ঐ
গ্রাবস্তুৎ'কে	ঐ	ঐ
উন্নেতা'কে	ঐ	ঐ

অবশিষ্ট গো এবং হিরণ্যাদি অন্যান্য সাহায্যকারী ব্রাহ্মণদিগকে অর্থাৎ চমসাধ্বর্য্যু ও সদস্য প্রভৃতি'কে যথাশাস্ত্র বিভাগ করিয়া দেওয়া হইয়া থাকে।

এই সময়ে অন্যান্য প্রার্থী, অনাহূত ব্রাহ্মণ, অন্ধ, পঙ্গু, অনাথ প্রভৃতি দীন দুঃখীকে অন্ন, বস্ত্র ও সুবর্ণাদি (শক্ত্যনুসারে) বিতরণ করা হয়।

যজ্ঞ সমাপ্তির পর আর একটী কার্য্য করিতে হয়; তাহার নাম অবভৃথ স্নান। এই স্নান-কার্য্যটী মহাসমারোহে সম্পন্ন করা হয়। পুরোহিত, বন্ধু, বান্ধব, সুহৃৎ এবং তাঁহাদের পত্নী-বর্গ, সকলে সমবেত হইয়া যজমানকে লইয়া স্নানার্থ কোন এক মহানদীতে, অভাবে পুণ্যজলাশয়ে গমন করিতে থাকেন। গমনকালে প্রস্তোতা নামক পুরোহিত অগ্রে অগ্রে সামগান করিতে করিতে যান, আর যজমান প্রভৃতি পুরুষেরা এবং তৎপত্নী প্রভৃতি স্ত্রীলোকেরা পশ্চাৎ পশ্চাৎ তাহার নিধন বাক্য গাইতে থাকেন*। জল-সন্নিধানে উপস্থিত হইলে অগ্রে একটা হোম করা হয়, পরে মহাসমারোহের সহিত জলক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হন। এই অবভৃথ স্নানটী সমস্ত বৃহৎ বৃহৎ যজ্ঞের অঙ্গ। এই স্নানে নাকি ব্রহ্মহত্যাদি সমস্ত পাপ অপনীত হইয়া থাকে।

ঋক্‌সংহিতা প্রভৃতি বিবিধ বেদশাস্ত্রের সাধারণ অংশ গ্রহণ করিয়া এই সোমযাগ প্রস্তাবটী প্রকাশ করা গেল। বস্তুতঃ প্রত্যেক শাখাধ্যায়িদিগের সোমযাগানুষ্ঠান বিষয়ে কোন কোন অংশে বিশেষ ভাব আছে তাহা বিচক্ষণ পাঠকগণ বৌধায়নী অগ্নিষ্টোম পদ্ধতি এবং সাম-

* গানের প্রত্যেক পর্য্যায়ে যেটী সমানরূপে গীত হয়, সামগানের সেই ভাগকে নিধন বলে। বর্ত্তমানকালিক লৌকিক গানের "ধূয়া" তাহারই পরিণাম বা অনুকরণ। ইংরাজিতে ইহার নাম "কোরস্"।

বেদীয় অগ্নিষ্টোম পদ্ধতি প্রভৃতি পাঠ করিলেই বুঝিতে পারিবেন।

অপিচ এই প্রবন্ধ বিমলভট্টের পুত্র ভট্ট যজ্ঞেশ্বরের বিরচিত গ্রন্থ, গোপথ ব্রাহ্মণ, কৃষ্ণযজুর্ব্বেদসংহিতা, অধ্যাপক হোগ প্রকাশিত ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, বিবিধ অগ্নিষ্টোম পদ্ধতি, এবং ইংরাজী মিসেস্‌ ম্যানিং কৃত প্রাচীন ভারতবর্ষের বিবরণ অবলম্বন করিয়া লিখিত হইল।

আর্য্যজাতির যুদ্ধাস্ত্র

আর্য্যেরা যখন ভারতবর্ষে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন, তখন তাঁহাদের যে সমূহ উন্নতি হইয়াছিল এবং, কি শিল্প, কি যুদ্ধ, কি বাণিজ্য সকল বিষয়েই যে তাঁহারা পারদর্শী ছিলেন, তাহা আর্য্য শাস্ত্র দেখিলেই অনুভূত হয়। তাঁহারা সর্ব্বদা যাগ যজ্ঞ জপ হোমাদি পারলৌকিক কার্য্য করিতেন বটে, কিন্তু সংগ্রাম উপস্থিত হইলেই অমনি লৌহময় কবচে আবৃত-সর্ব্বাঙ্গ হইয়া অস্ত্রশস্ত্রাদি গ্রহণ পূর্ব্বক শত্রু জয়ার্থ বহির্গত হইতেন। সৈন্য, সেনাপতি, ইষু, ধনু, অস্ত্র, শস্ত্র, রথ, সারথি, ইত্যাদি বহু সংগ্রামিক শব্দ ঋগ্বেদ মধ্যে দৃষ্ট হয়। সুতরাং তৎকালেও যুদ্ধবিদ্যার উৎকর্ষ ছিল ইহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। রামায়ণ ও মহাভারতাদির সময়ে এই বিদ্যার সমধিক উন্নতি হইয়াছিল। রামায়ণাদি গ্রন্থে যে সকল যুদ্ধাস্ত্রের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, তাহা এক্ষণে কাল-কবলে কবলিত হইয়াছে। সে সকল যে কি রূপ ছিল, তাহা আর এক্ষণে জানিবার উপায়

নাই। ধনুর্ব্বেদ, শুক্রনীতি, বৈশম্পায়ন-নীতি, অগ্নিপুরাণ, কামন্দক প্রভৃতি প্রাচীন রাজনৈতিক গ্রন্থের দ্বারা এক্ষণে কতিপয়মাত্র অস্ত্রের স্বরূপ জানা যাইতে পারে। কিঞ্চিৎ আমোদ আছে বলিয়া অদ্য আমরা সেই লুপ্ত বৃত্তান্তের স্বরূপাদি বর্ণন করিতে ইচ্ছুক হইয়াছি।

ধনু, ইষু, ভিন্দিপাল, শক্তি, দ্রুঘণ, তোমর, নলিকা, (নাল, নালিক, এই দুই নামও আছে,) লগুড়, পাশ, চক্র, দন্তকণ্টক, ভুসুণ্ডী,, পরশু, গোশীর্ষ, অসি, কুন্ত, লবিত্র, স্থূণ, প্রাস, পিণাক, গদা, মুদ্গর, সীর, মুসল, পট্টিশ, পরিঘ, ময়ূখী, শতঘ্নী, দণ্ড, দণ্ডচক্র, ধর্ম্মচক্র, কালচক্র, ঐন্দ্রচক্র, শূল, ব্রহ্মশির, মোদকী, বরুণপাশ, বায়ু-অস্ত্র, ক্রৌঞ্চাস্ত্র, হয়শির, বিদ্যা, অবিদ্যা, গান্ধর্ব্ব, নন্দন, বর্ষণ, শোষণ, প্রস্বাপন, প্রশমন, সন্তাপন, বিলাপন, নাগাস্ত্র, গারুড়াস্ত্র, নারাচ, জম্ভণ, প্রভৃতি শত শত অস্ত্রের নাম শুনা যায়, কিন্তু তত্তাবতের আকার প্রকার ও ব্যবহার প্রণালী কিছুই জানা যায় না। যাহা জানা যায়, তাহা যথাক্রমে প্রদর্শিত হইতেছে।

ধনু,—এটী অস্ত্র নহে, ইহা অস্ত্রক্ষেপক যন্ত্র। ইহার বৃত্তান্ত ধনুর্ব্বেদ-নামক স্বতন্ত্র প্রস্তাবে বলা যাইবে।

ইষু—ইহা একটি ধনুঃক্ষেপ্য অস্ত্রের সাধারণ নাম। যাহা তীর বলিয়া প্রসিদ্ধ—তাহাই ইষু। ইহার বাণ, শর, খগ ও

সায়ক প্রভৃতি অনেক নাম আছে। পূর্ব্বকার লেখা দেখিলে জানা যায় যে, ইহা ৪০০ হস্ত পরিমাণ দূরে সবেগে যাইত। "শতচাপগতিস্তু সঃ।" নীতি প্র-৪ অ] বাণের ৪০০ হাত গতি হওয়া বড় সহজ নহে; অনেক বন্দুকের গতিও ৪০০ হাত হয় কি না সন্দেহ। শার্ঙ্গধর লিখিয়াছেন যে, শিক্ষার সময় ৬০ ধনু, ৪০ ধনু, অথবা ২০ ধনু পরিমিত দূরে লক্ষ্য রাখিয়া তাহা বিদ্ধ করিতে শিখিবেক। যথা—

"ষষ্টিধন্বন্তরে লক্ষ্যং জ্যেষ্ঠং লক্ষ্যং প্রকীর্ত্তিতম্।
চত্বারিংশন্মধ্যমঞ্চ বিংশতিশ্চ কনিষ্ঠকম্।"

ভিন্দীপাল—ইহা এক প্রকার হস্তক্ষেপ্য অস্ত্র। ইহার আকার কিরূপ? তাহা এক্ষণে বোধগম্য হইবার নহে। বৈশম্পায়নোক্ত ধনুর্ব্বেদে ইহার গঠনপ্রণালী সম্বন্ধে যে একটি কবিতা আছে, তাহা এই—

"ভিন্দিবালস্তু বক্রাঙ্গী নম্রশীর্ষো বৃহচ্ছিরাঃ।
হস্তমাত্রোন্নতিযুক্তঃ করসম্মিতমণ্ডলঃ॥"

'ভিণ্ডিবাল, 'ভিন্দিবাল, 'ভিন্দিপাল, এই তিন পাঠই দৃষ্ট হয়। ভিণ্ডিবাল বা ভিন্দিপাল নামক শস্ত্রের শরীরটী বাঁকা, মাথাটী নোয়ান, মস্তকটী যেমন নম্র তেমনি শরীর অপেক্ষা বৃহৎ। ইহার উচ্চতা এক হস্ত অর্থাৎ হস্তপরিমিত লম্বা এবং করপরিমিত অর্থাৎ মুঠা করিয়া ধরা যায় এরূপ ভাবের গোল-গঠন। এই বর্ণনার দ্বারা অনুভব হয় যে,

ভিন্দিপাল অস্ত্রটী আধুনিক সোঁটার ন্যায় হইলেও হইতে পারে। এই শক্রঘাতী আয়ুধ'কে পদাদি সৈন্যেরাই ব্যবহার করিত। অন্যূন তিনবার ঘুরাইয়া ইহাকে ছুড়িয়া ফেলিতে হয়। যথা—

"বিভ্রামণং বিসর্গঞ্চ বামপাদপুরঃসরম্ ।
পাদস্থানাৎ রিপুস্কন্ধীধার্য্যঃ পাদাগ্রমস্তনৈঃ" ॥

অগ্নিপুরাণোক্ত ধনুর্ব্বেদে ভিন্দিপাল ব্যবহারের প্রণালী ইহা অপেক্ষা অন্য রূপ লিখিত হইয়াছে। যথা—

"সংস্থানমথ বিন্যাসং গৌবিসর্গং সুদুর্দ্ধরম্ ।
ভিন্দিপালস্য কর্ম্মাণি লগুড়স্য চ তান্যপি ॥"

শক্তি—এই অস্ত্রের আকার সম্বন্ধে যেরূপ বর্ণনা দৃষ্ট হয় তাহাও লিখিতেছি।

"শক্তির্হস্তদ্বয়োৎসেধা নিষ্যঙ্ক্ মতিরনাকুলা ।
তীক্ষ্ণজিহ্বোপমস্বরা ঘণ্টানাদভয়ঙ্করী ॥
আদিত্যাস্যানিমীলা চ মনুষ্টীজিতরঞ্জিতা ।
অস্ত্রমালাপরিক্ষিপ্তা সিংহাস্যা ঘোরদর্শনা ॥
হস্তদ্বয়ংসমা পর্ব্বতেন্দ্রবিদারিণী ।
ভুজদ্বয়প্রেরণীয়া যুদ্ধে জয়বিধায়িনী ॥"

এ বর্ণনা দেখিয়া শক্তির প্রকৃত গঠন বা আকার স্থির করা যায় না। এক্ষণে আমরা যেরূপ ভাবের সংস্কৃত অবগত

আছি, তদনুরূপ প্রথায় ইহার বঙ্গানুবাদ করিলাম; যদি কেহ পারেন ত বুঝিয়া লইবেন।

শক্তি অনধিক দুই হাত লম্বা। সিংহের ন্যায় মুখ। জিহ্বা আছে, তাহা অতি তীক্ষ্ণ। নখর আছে, তাহাও তীক্ষ্ণ। ৎসরু অর্থাৎ ধরিবার মুট্ বা স্থানটী বৃহৎ। দেখিতে অতি ভীষণ, ঘণ্টানাদের দ্বারা ভয় জনক, শত্রুরক্তে রঞ্জিতাঙ্গ, অস্ত্রজালে বিজড়িত, গাঢ় নীলবর্ণ, অত্যন্ত দূরগামিনী, তির্য্যক্-গতিযুক্ত, এবং পর্ব্বতেন্দ্র হিমগিরিকেও বিদীর্ণ করিতে সক্ষম, যুদ্ধে জয়দায়িনী, এতদ্রূপিণী শক্তিকে দুই হস্তে উঠাইয়া প্রেরণ করিতে হয়।

এই ঘোররূপিণী শক্তি ছয় প্রকার মার্গ অর্থাৎ ক্রিয়ার আশ্রিত। প্রথম ক্রিয়া উত্তোলন. দ্বিতীয় ভ্রামণ, অর্থাৎ ঘুরাণ, তৃতীয় বল্গন অর্থাৎ আস্ফালন. চতুর্থ নামন অর্থাৎ ঊর্দ্ধে আস্ফালিত করিয়া নীচুবাগে ধরা, পঞ্চম মোচন অর্থাৎ লক্ষ্যোপরি নিক্ষেপ, ষষ্ঠ ভেদন অর্থাৎ লক্ষ্যের অঙ্গ ভেদ। এই ছয় প্রকার শক্তিকার্য্য বৈশম্পায়নোক্ত ধনুর্ব্বেদেও লিখিত আছে। যথা—

"তোলনং ভ্রামণঞ্চৈব বল্গনং নামনং তথা।
মোচনং ভেদনঞ্চেতি ষণ্মার্গাঃ শক্তিসংশ্রিতাঃ॥"

ক্রুষণ—এই অস্ত্রটী দুই প্রকার। ক্রুষণ বলিলে সাধারণতঃ মুদ্গর বিশেষ বুঝায়, কিন্তু বৈশম্পায়নোক্ত ধনুর্ব্বেদের বচন

পর্য্যালোচনা করিলে ইহা এক প্রকার পরশু অর্থাৎ টাঙ্গী বা কুঠারাস্ত্র বলিয়া নির্ণীত হয়। যথা—

"কুষণস্ত্বায়সাঙ্গঃ স্যাৎ বক্রগ্রীবোহতিপৃথুশিরাঃ।
পঞ্চাশদঙ্গুলোৎসেধো মুষ্টিসম্মিতমণ্ডলঃ॥"

ক্রুষণ অস্ত্রটী লৌহময়, ইহার গ্রীবাস্থানটী বাঁকা, শীর্ষ স্থান প্রশস্ত, ৫০ অঙ্গুল উচ্চ অর্থাৎ লম্বা, এবং মুষ্টিপরিমিত মণ্ডল অর্থাৎ গোল। এই ক্রুষণ অস্ত্রের চারি প্রকার ক্রিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। যথা—

"উত্থাপনং প্রপাতশ্চ স্ফোটনং দারণং তথা।
চত্বার্য্যেতানি কুষণে কর্ম্মাণি কথিতানি বৈ॥"

উর্দ্ধে উঠান, প্রপাতন (ফেলিয়া মারা), স্ফোটন অর্থাৎ ফুটান, এবং দারণ অর্থাৎ বিদীর্ণীকরণ। এই চারি প্রকার কার্য্য ক্রুষণের আশ্রিত।

তোমার—এই তোমরাস্ত্র সম্বন্ধে তিন প্রকার উল্লেখ দেখা যায়। বৈশম্পায়ন মুনির ধনুর্ব্বেদ অনুসারে ইহা এক প্রকার লৌহফলক ও কাষ্ঠদণ্ডযুক্ত তীর। শার্ঙ্গধরসংগৃহীত ধনুর্ব্বেদের মতে ফলবিশিষ্ট শলাকাকার লৌহতীর এবং অগ্নিপুরাণোক্ত ধনুর্ব্বেদের মতে সরলপক্ষযুক্ত তীর। ফল সকল মতেই ইহা ধনুঃক্ষেপ্য তীরই হইতেছে। ইহার আকার সম্বন্ধে প্রথমোক্ত ধনুর্ব্বেদে যাহা লিখিত আছে, তাহা এই—

"तोमरः काष्ठकायः स्यात् लौहशीर्षः सुपुच्छवान् ।
हस्तत्रयीमितायश्च रक्तवर्णस्त्ववक्रगः ॥"

তোমরের শরীরটি কাষ্ঠনির্ম্মিত, তাহার শীর্ষক অর্থাৎ ফলা লৌহময়, হস্তত্রয়পরিমাণ লম্বা, রক্তবর্ণ ও পুচ্ছধারী। ইহার গতি অবক্র অর্থাৎ সরল। এই মর্ম্ম বজায় রাখিয়া শার্ঙ্গধর একটা অতিরিক্ত কথা বলিয়াছেন। যথা—

"फणवत् शीर्षदेशः स्यात्तोमरेऽत्वायसस्तथा ।"

অর্থাৎ ফণিফণাকার ফলাযুক্ত লৌহতীরের নাম তোমর। অগ্নিপুরাণোক্ত ধনুর্ব্বেদে ইহার আকার বা গঠন ভঙ্গী লিখিত হয় নাই, কিন্তু ক্রিয়াগুলি সমস্তই লিখিত হইয়াছে। যথা—

"दृष्टिघातं भुजाघातं पार्श्वघातं द्विजोत्तम ।
ऋजु पक्षेषुणा पातं तोमरस्य प्रकीर्त्तितम् ॥"

বৈশম্পায়ন মুনির লিখিত তোমরাস্ত্রের কার্য্য ও তিন প্রকার। যথা—

"उत्थानं विनियुक्तिश्च वेधनश्चेति तत्त्रिकम् ।
वल्गितं मण्डलचराः कथयन्ति नराधिपाः ॥"

শস্ত্রতত্ত্বজ্ঞ রাজারা বলেন যে, তোমরের তিন প্রকার কার্য্য। প্রথমে উত্থান (ঊর্দ্ধীকরণ), দ্বিতীয় বিনিযুক্তি অর্থাৎ প্রয়োগ এবং তৃতীয় বেধন অর্থাৎ লক্ষ্যশরীরের ছিদ্রীকরণ।

নলিকা।—এই অস্ত্রের নলিকা, নালীক, নাল, এই তিনটী নাম আছে। বৈশম্পায়ন মুনির ধনুর্ব্বেদ, অসুরাচার্য্য শুক্র ঋষির নীতিশাস্ত্র, শার্ঙ্গধর-সংগৃহীত ধনুর্ব্বেদ ও বীর-চিন্তামণি প্রভৃতি পুরাতন গ্রন্থে ইহার বিস্পষ্ট বিবরণ পাওয়া যায়, এবং বিশ্বামিত্র-প্রণীত ধনুর্ব্বেদের মধ্যেও ইহার যৎকিঞ্চিৎ আভাস পায়াও যায়। মহাভারতের অনেক স্থানেই এই নালিকাস্ত্রের উল্লেখ আছে,* রামায়ণেও ইহার উল্লেখ দৃষ্ট হয়; তাহাতে লিখিত আছে যে, পূর্ব্বে অসুরেরা এই অস্ত্র ব্যবহার করিত। এই অস্ত্রের আকার প্রকার বর্ণনা দেখিলে আধুনিক বন্দুকের আকার প্রকারের সহিত বড় অধিক ভিন্নতা থাকে না। যথা—

"নলিকা ঋজু দীর্ঘা স্যাৎ তন্বঙ্গী মধ্যরন্ধ্রিকা।
মর্ম্মচ্ছেদকরী তীব্রা———————— ॥"

[বৈশম্পায়নোক্ত ধনুর্ব্বেদ।] †

---

* বনপর্ব্ব প্রভৃতি প্রত্যেক পর্ব্বেই "ততো নালীকনারাচৈঃ" ইত্যাদি প্রকার পাঠ আছে। এবং রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে রাবণদিগ্বিজয়বর্ণনাস্থলে "নালীকৈ র্ঘাতয়ামাস" এইরূপ উল্লেখ আছে।

† ইহা নীতিপ্রকাশিকার এক অংশ। মহর্ষি বৈশম্পায়ন স্বকৃত নীতিপ্রকাশিকায় যে ধনুর্ব্বেদের বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাই আমরা এস্থলে ভগ্নাংশ ধনুর্ব্বেদ বলিয়া গ্রহণ করিলাম। সংস্কৃতশাস্ত্রবিশারদ ডাক্তর গষ্টেড্ওপার্ট মহোদয় উল্লিখিত গ্রন্থখানি সুতিপরিশুদ্ধরূপে মুদ্রিত করিয়া আর্য্যসমাজের বিশেষ ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। তাঁহার স্বলিখিত ভূমিকা হইতে আমরা কতিপয় বৈদিকপ্রমাণ গ্রহণ করিলাম।

নলিকাস্ত্রের কায়া ঠিক্ সোজা ও সরু (নলের ন্যায় গঠন বলিয়া নলিকা)। ইহার মধ্যে রন্ধ্র আছে, বর্ণ কাল, এবং ইহা হইতে অয়ঃকণ অর্থাৎ ক্ষুদ্র লৌহগুলিকা তীরের ন্যায় সবেগে প্রেরিত হইয়া শত্রুর মর্ম্মচ্ছেদ করিয়া থাকে। এই বর্ণনার দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, ইহা এক প্রকার বন্দুক ভিন্ন আর কিছুই নহে। ইহার ক্রিয়া পর্য্যালোচনা করিলেও বন্দুক বলিয়া প্রতীত হইবে। যথা—

"ग्रहणं ध्मापनं चैव च्युतश्चेति नलित्रयम् ।
नालाश्रितं विदित्वा तु जयेदासन्नान् रिपून् युधि ॥"

প্রথমে গ্রহণ, পরে ধ্মাপন অর্থাৎ প্রজ্বলিত করণ, পশ্চাৎ চ্যুত অর্থাৎ বিদ্ধকরণ। এই ত্রিবিধক্রিয়া নলিকার আশ্রিত, ইহা জানিলে আসন্নশত্রুকে অনায়াসে জয় করা যায়।

শার্ঙ্গধর-সংগৃহীত ধনুর্ব্বেদে ইহাকে নালীক-শব্দে উল্লেখ করা হইয়াছে। তাহাও এই নলিকা বা বন্দুক ভিন্ন অন্য কিছু নহে বলিয়াই বোধ হয়। যথা—

"नालीका लघवो वाणा नलयन्त्रेण नोदिताः ।
अत्युच्चदूरपातेषु दुर्गयुद्धेषु ते मताः ॥"

নালীক বাণ লঘু অর্থাৎ ছোট বা সরু। এই লঘু-নালীক-নামক বাণ নলযন্ত্রের দ্বারা নিক্ষিপ্ত হয়। ইহা উচ্চ ও দূরলক্ষ্য স্থলে এবং দুর্গযুদ্ধে প্রয়োজনীয় বা প্রশস্ত।

কোন কোন পুস্তকে "नलकः मात्रा नलयन्त्रेषु" এইরূপ পাঠ আছে। এই পাঠ গ্রাহ্য করিলে ও ব্যাখ্যা করিলে, শাণাগ্নির দ্বারা ছুড়িতে হয়, এই অর্থও পাওয়া যায়; সুতরাং শার্ঙ্গধরের নালিকাস্ত্র আর বন্দুক এক বস্তু বলিয়া গ্রাহ্য।

এই নালিকাস্ত্রের বৈদিক নাম "সূর্ম্মী"। তৎকালের অসুরেরা সূর্ম্মী লইয়া দেবতাদের সহিত যুদ্ধ করিত। অনেক বৈদিক গ্রন্থে দৃষ্টান্তবিধায় ইহার উল্লেখ আছে। আধুনিক কোষগ্রন্থে "সূর্ম্মী" শব্দটী লৌহ-প্রতিমূর্ত্তি অর্থে নিবিষ্ট দেখা যায়; কিন্তু বৈদিক গ্রন্থে উহা লৌহ-স্থূণা বা স্থূণাকার যন্ত্রবিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। (তান্ত্রিকদিগের মতে প্রতিমা ও যন্ত্র, এই দুই শব্দের অর্থ অভিন্ন; অর্থাৎ তাঁহারা পূজার আধারকে যন্ত্র বলেন, প্রতিমাও বলেন; সুতরাং সূর্ম্মী শব্দটী লৌহযন্ত্র-অর্থে ব্যবহার করা অসঙ্গত নহে)।

কৃষ্ণযজুর্ব্বেদে (১।৫।৬।৭) সূর্ম্মী শব্দ আছে, তাহার ভট্টভাস্করকৃত ব্যাখ্যা দেখিলে স্পষ্টই প্রতীত হইবে যে, পূর্ব্বে এ দেশের অসুরেরা ও দেবতারা এক প্রকার বন্দুক ব্যবহার করিতেন। সে বন্দুক এখনকার মত আকার বিশিষ্ট নহে; অন্য এক সামান্য আকার বিশিষ্ট। যথা—

"एषा वै सूर्मी कर्णकावत्येतया ह स्म वै देवा असुराणां शततर्हां

তৃংহন্তি যদেতয়া সমিধমাদধাতি বজ্রমেবৈতচ্ছতঘ্নীং যজমানো ভ্রাতৃব্যায় প্রহরতি।"

[কৃষ্ণযজুর্ব্বেদ ১। ৫। ৭। ৭। দেখ]

অত্র ভাষ্যম্——"অয়স্ময়ী লৌহময়ী স্থূণা সূর্মী। সোরাদ্বি-লাৎ লোপ্। কর্ণকাবতী অন্তঃসুষিরবতী অন্তর্জ্বলন্তী চেত্যর্থঃ। তাংহিলকং দৌর্বলম্। তৎসদৃশ্যা স্বর্মিত্যর্থঃ। দেবা এতয়া অসুরাণাং মধ্যে শততর্হান্ একপ্রহারেণ শতস্য হন্তৄন্। তৃংহন্তি হিংসন্তি চ। তৃহ হিংসায়াং চৌরাদিকঃ। তস্মাদেতয়া স্রুচা সমিধমাদধানো যজমানঃ বজ্রং ইন্দ্রায়ুধসদৃশমেব এতৎ শতঘ্নীং পূর্ব্বোক্তাং সূর্মীং ভ্রাতৃব্যায় শত্রবে প্রক্ষিপতীতি।"

এস্থলে সায়নাচার্য্যের ব্যাখ্যা এইরূপ—

অয়স্ময়ী লৌহময়ী স্থূণা সূর্মী। সা চ কর্ণকাবতী ছিদ্রবতী। অতএব জ্বলন্তীত্যর্থঃ। তৎসমানমেতচ্চ। একেন প্রহারেণ শততং-হারকান্ মারয়ন্তঃ শূরাঃ শততর্হাঃ। অসুরাণাং মধ্যে তাদৃশান্ (সূর্মীযোদ্ধৃন্) এতয়া স্রুচা দেবা হিংসন্তি। অনয়া সমিদ্ধা-ধানেন শতঘ্নীসমং বজ্রং কৃত্বা বৈরিণং হন্তুং প্রহরতি।"

অর্থ এই যে, সেই লৌহময়ী স্থূণা,—যাহার অভ্যন্তরে ছিদ্র,—তন্মধ্যে প্রজ্বলিত হুতাশন,—যাহা বহির্গত হয় তাহাও জ্বলন্ত। এই ঋক্ মন্ত্রটীও সেই লৌহময়ী জ্বলন্ত স্থূণার ন্যায় জানিবে। অসুরগণের মধ্যে যাহারা সূর্মীর দ্বারা যুদ্ধ করে,—এক আঘাতে শত শত্রু বিনাশ করে,—

দেবতারাও তেমনি তাহাদিগকে মারিবার জন্য শতঘ্নী বজ্র প্রয়োগ করিয়া থাকেন। এই ঋক্ মন্ত্র সেই শতঘ্নী-বজ্রের বা সূর্ম্মীর তুল্য। যে যজমান অর্থাৎ যে যজ্ঞ-কর্ত্তা, এই ঋকের দ্বারা সমিদাধান (অগ্নিতে আহুতিদান) করেন, তিনিও এই শতঘ্নী অর্থাৎ শতশত্রুনাশক বজ্র বা সূর্ম্মী উদ্ধৃত করিয়া শত্রুর প্রতি ঋক্ বা মন্ত্ররূপ প্রহরণ প্রহার করিতে সমর্থ হন। এতদ্ভিন্ন অথর্ব্ববেদের (১। ১৬।৩।৪।) এক স্থলে একটী উদাহরণ আছে, তাহাতে সীসক-দ্বারা শত্রুবিনাশের কথা আছে। যথা—

"সীসায়াধ্যাহ বরুণঃ সীসায়াগ্নিরুপাবতি।
সীসং ম ইন্দ্রঃ প্রাযচ্ছৎ তদঙ্গ যাতু চাতনম্।
যদি নো গাং হংসি যদ্যশ্বং যদি পূরুষম্।
তং ত্বা সীসেন বিধ্যামো যথা নোঽসো অবীরহা।"

এখন বিবেচনা করুন, লৌহনির্ম্মিত স্থূণা অর্থাৎ লম্বা খোঁটা, তাহার মধ্যে সুষির বা রন্ধ্র, তাহা হইতে প্রজ্বলিত পদার্থ বহির্গত হয়, তাহা আবার এক কালে শত শত্রু বিনাশ করে; আবার সীসকের দ্বারা শত্রু বিনাশ। এরূপ বর্ণনার দ্বারা বন্দুক বা কামান ভিন্ন আর কি উপলব্ধি হইতে পারে? এই বর্ণনা দেখিয়া যদি সূর্ম্মী বা নালিকাস্ত্রের আকার কল্পনা করা যায়, তাহা হইলে, [চিত্র] এইরূপ আকার হয় কি, না দেখুন। ঐরূপ আকার দেখিলে বন্দুক

ভিন্ন আর কি মনে হইতে পারে? অতএব বোধ হয়, এই সূর্ম্মী বা নালিকাস্ত্রের ক্রমিক উৎকর্ষেই আধুনিক বন্দুক ও কামান হইয়াছে; সুতরাং বন্দুককে বা কামানকে সম্পূর্ণরূপে নবাবিষ্কৃত বলা যায় না। ইহা যে কত পুরাতন—তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। কেননা, অসুরগুরু মহর্ষি শুক্র এই নালিকাস্ত্রের বিষয় বিশেষরূপ বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। তাহা দেখিলে আর কোন সংশয়ই থাকে না। কোন রূপ কল্পনা করিতেও হয় না। বৈদিক গ্রন্থের ও ধনুর্ব্বেদের বচনাবলি তত স্পষ্ট নহে বলিয়া অনেক অনুমানের বা কল্পনার সাহায্য লইতে হয়, কিন্তু শুক্রনীতির বচনাবলি দেখিলে আর কিছুই করিতে হয় না। যথা—

"अस्त्रन्तु द्विविधं ज्ञेयं नालिकं मान्त्रिकं तथा।
यदा तु मान्त्रिकं नास्ति नालिकं तत्र धारयेत् ॥
नालिकं द्विविधं ज्ञेयं बृहत्क्षुद्रविभेदतः।
तिर्य्यगूर्द्धच्छिद्रमूलं नालं पञ्चवितस्तिकम् ॥
मूलाग्रयोर्लक्ष्यभेदि-तिलबिन्दुयुतं सदा।
यन्त्राघाताग्निकृत्ग्रावचूर्णधृक् कर्णमूलकम् ॥
सुकाष्ठोपाङ्गबुध्नञ्च मध्याङ्गुलबिलान्तरम्।
स्वान्तेऽग्निचूर्णसन्धातृ-शलाकासंयुतं दृढम् ॥
लघुनालिकमप्येतत् प्रधार्य्यं पत्तिसादिभिः।
यथा यथा तु त्वक्सारं यथा स्थूलबिलान्तरम् ॥

যথাদীর্ঘং বৃহৎ গোলং দূরভেদি তথা তথা ।
মূলকীলভ্রমাল্লক্ষ্য-সমসন্ধানভাজি যৎ ॥
বৃহন্নালিকসংজ্ঞন্তৎ কাষ্ঠবুধ্নবিবর্জ্জিতম্ ।
প্রবাহ্যং শকটাদ্যৈস্তু সুযুক্তং বিজয়প্রদম্ ॥”

[শুক্রনীতি ৪ । ৭ ।

অসুরগুরু উশনার নীতিশাস্ত্র,—যাহার উল্লেখ মহাভারতেও আছে,—তাহার ৪ অধ্যায়ের ৭ম প্রকরণে নালিকাস্ত্রের উত্তম রূপ বর্ণনা দৃষ্ট হয়। অসুরাচার্য্য শুক্র বলিতেছেন যে, যুদ্ধাস্ত্র প্রধানতঃ দুই প্রকার। নালিক ও মান্ত্রিক। যাহাদিগকে মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক নিক্ষেপ করিতে হয়, তাহারা মান্ত্রিক। মান্ত্রিকাস্ত্র না থাকিলে নালিকাস্ত্র ব্যবহার করিবেক। নালিকাস্ত্র কি রূপ? তাহা বলা যাইতেছে। নালিক দুই প্রকার। এক বৃহন্নালিক, অপর লঘু বা ক্ষুদ্রনালিক। লঘুনালিকের লক্ষণ এই রূপ;——পঞ্চ-বিতস্তি-পরিমাণ (৪ হাত লম্বা) একটী নাল বা নল (লৌহনির্ম্মিত), তাহার মূলে তির্য্যক দিকে (আড়ভাবে) একটী ছিদ্র, মূল হইতে ঊর্দ্ধ পর্য্যন্ত অন্তঃসুষির (গর্ত্ত), মূলে ও অগ্রভাগে লক্ষ্য ঠিক্ করিবার উপযুক্ত তিলবিন্দু (মাছী), যন্ত্রের আঘাত পাইবা মাত্র অগ্নি নির্গত হয় এরূপ প্রস্তরখণ্ডযুক্ত, সেই স্থানে অগ্নি চূর্ণের (বারুদের) আধার স্বরূপ একটী কর্ণ,

উত্তম কাষ্ঠের উপাঙ্গ ও বুধ্ন অর্থাৎ ধরিবার মুট,—এতদ্রূপ নালাস্ত্রের মধ্যগর্ত্তের পরিমাণ মধ্যমাঙ্গুলী, অর্থাৎ তর্জ্জনী-নামক অঙ্গুলিটী প্রবেশ করিতে পারে এরূপ গর্ত্ত,- তাহার ক্রোড়ে অগ্নিচূর্ণ প্রোথিত করণের দৃঢ় শলাকা;—এরূপ নালাস্ত্রের নাম লঘুনালিক। এই লঘুনালিক পদাতি সৈন্য ও অশ্বারোহী সৈন্যেরাই ব্যবহার করিবেন।

শুক্রাচার্য্য-প্রোক্ত নালিকাস্ত্রের এতদ্রূপ বর্ণনা দেখিলে সাবেক বন্দুকের আকার মনে আইসে কি, না, তাহা পাঠক মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন। পূর্ব্বকালের বন্দুক আর অতি-পূর্ব্বকালের লঘুনালিক এবং এক্ষণকার কামান আর অতি-পূর্ব্বকালের বৃহন্নালিক সমান। মহর্ষি শুক্রাচার্য্য যে তিনটী শ্লোকের দ্বারা বৃহন্নালিকের বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে আধুনিক কামান ভিন্ন অন্য কিছুই মনে হয় না। যথা—

উক্ত নালিকাস্ত্রের ত্বক্ যত কঠিন হইবে, উহার আয়তন যত বড় হইবে; তাহার গর্ত্ত যত স্থূল (মোটা) হইবে, তাহার গোলা যত বড় হইবে,—সে ততই দূরভেদী হইবে। তাহার মূলদেশে কীলক, এবং কাষ্ঠ বুধ্ন অর্থাৎ কাষ্ঠনির্ম্মিত ধরিবার মুট নাই, শকট ও উষ্ট্র প্রভৃতির দ্বারা তাহা বাহিত হয়। ইহা উপযুক্তরূপে স্থাপিত হইলে যুদ্ধে জয়প্রদ হয়। ইহার নাম বৃহন্নালিক।

এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখুন যে, শুক্রাচার্য্যের এই বৃহন্নালিক আর এক্ষণকার কামান সমান কি না। অপিচ, নালাস্ত্রের ধারণ, পরিচালন ও প্রয়োগপদ্ধতি পর্য্যালোচনা করিলে উহাকে আধুনিক বন্দুক ও কামান না বলিয়া থাকা যায় না। যথা,—

"नालास्त्रं शोधयेदादौ दद्यात्तत्राग्निचूर्णकम्।
निवेशयेत्तु दण्डेन नालमूले यथादृढम्॥
ततः सुगोलकं दद्यात् ततः कर्णेऽग्निचूर्णकम्।
यन्त्रचूर्णाग्निदानेन गोलं लक्ष्ये निपातयेत्॥
लक्ष्यभेदी यथा बाणो धनुर्ज्याविनियोजितः।
भवेत्तथा तु सन्धाय—————— ॥" इत्यादि।

প্রথমে নালাস্ত্রের সংশোধন করিবেক। পরে তাহাতে অগ্নিচূর্ণ অর্থাৎ বারুদ প্রদান করিবেক। অনন্তর দণ্ডের দ্বারা সেই প্রদত্ত বারুদ'কে দৃঢ়রূপে প্রোথিত করিবেক। পরে তাহাতে গুলিকা বা গোলা প্রদান করিবেক। অতঃ-পর কর্ণপ্রদেশে অগ্নিচূর্ণ স্থাপন করিয়া তাহাতে যন্ত্রপ্রস্ত-রাগ্নি সংযোগপূর্ব্বক তন্মধ্যস্থ গুলি'কে লক্ষ্য স্থানে পাতিত করিবেক।

উল্লিখিত অগ্নিচূর্ণ যে, "বারুদ" তদ্বিষয়ে কোন সংশয় নাই। কেন না, কিরূপে অগ্নিচূর্ণ প্রস্তুত করিতে হয়,

কিরূপে বা গুলি প্রস্তুত করিতে হয়, মহর্ষি তাহাও বলিয়াছেন। সে সকল দেখিলে নালাস্ত্রকে বন্দুক এবং অগ্নিচূর্ণকে "বারুদ" না বলিয়া থাকা যায় না। যথা—

"सुवर्चिलवणात् पञ्चपलानि गन्धकात् पलम् ।
अन्तर्धूमविपक्वार्कस्नुह्याद्यङ्गारतः पलम् ॥
शुद्धात् संग्राह्य सञ्चूर्ण्य सम्मील्य प्रपुटेद्रसैः ।
स्नुह्यर्काणां रसोनस्य शोषयेदातपेन च ॥
पिष्ट्वा शर्करवच्चैतदग्निचूर्णं भवेत् खलु ॥"

प्रकारान्तरम् ।

"सुवर्चिलवणात् भागाः षड् वा चत्वार एव वा ।
नालास्त्रार्थाग्निचूर्णे तु गन्धाङ्गारौ तु पूर्ववत् ॥"

प्रकारान्तरम् ।

"अङ्गारस्यैव गन्धस्य सुवर्चिलवणस्य च ।
शिलाया हरितालस्य तथा सीसमलस्य च ॥
हिङ्गुलस्य तथा कान्तरजसः कर्पूरस्य च ।
जतोर्नील्याश्च सरल-निर्यासस्य तथैव च ॥
समन्यूनाधिकैरंशै-रग्निचूर्णान्यनेकशः ।
कल्पयन्ति च तद्विद्याश्चन्द्रिकाभादिमन्ति च ॥"

ইহার অর্থ এই যে, সুবর্চ্চিলবণ অর্থাৎ সোরায় ৫ পল,

গন্ধক ১ পল, অন্তর্ধূমবিপক স্নুহী অঙ্গার অথবা অর্কাঙ্গার* ১ পল সংশোধন পূর্ব্বক পৃথক্ পৃথক্ চূর্ণ করিবেক। পশ্চাৎ একত্রিত করিয়া তাহা এরূপ ভাবে পেষণ করিবেক, যেন পরস্পর মিশ্রিত হইয়া যায়। অনন্তর সেই চূর্ণে, সিজ বৃক্ষের আটা বা রস, আকন্দের আটা বা রস ও রশুনের রস দিয়া পেষণ করিবেক। অনন্তর তাহাকে রৌদ্রশুষ্ক করিয়া পুনর্ব্বার পেষণ করিবেক। পেষণ করিলেই শর্করা অর্থাৎ বালুকার ন্যায় অগ্নিচূর্ণ প্রস্তুত হইবেক।

দ্বিতীয় প্রকার।

গন্ধক ও পূর্ব্বোক্ত প্রকারের অঙ্গার সমভাগে লইয়া তাহাতে ৬ বা ৪ ভাগ সুবর্চ্চি লবণ অর্থাৎ সোরারা মিশ্রিত করিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রণালী অনুসারে নালাস্ত্রের নিমিত্ত অগ্নিচূর্ণ প্রস্তুত করিবেক।

তৃতীয় প্রকার।

তৃতীয় বিধিতে বলা হইয়াছে যে, অঙ্গার, গন্ধক,

---

* সিজ বৃক্ষের নাম স্নুহী। আকন্দের নাম অর্ক। সিজ-বৃক্ষের কাষ্ঠ কিংবা আকন্দ কাষ্ঠ অথবা তদ্রূপ হাল্কা অন্য কোন কাষ্ঠ অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া ধূম বাহির হইয়া না যায়, এরূপভাবে তাহাকে নির্ব্বাপিত করিবে। কোন দ্রব্যের দ্বারা ঢাকিয়া দিলেই অঙ্গারগুলি অন্তর্ধূম বিপক্ব হইবে।

সোরায়া, মনছাল, হরিতাল, সীসকের মল, হিঙ্গুল, উত্তম লোহার মল, কর্পূর, জতু বা গালা, নীলী, ধুনা, এই সকল দ্রব্যের কোন কোন দ্রব্য সমভাগে, কোন কোন দ্রব্য অল্প ভাগে এবং কোন কোন দ্রব্য অধিক ভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক অনেক প্রকার অগ্নিচূর্ণ অর্থাৎ বারুদ প্রস্তুত করা যাইতে পারে। যাহারা অগ্নিচূর্ণ প্রস্তুত করণে পণ্ডিত, তাহারা উল্লিখিত দ্রব্যের ভাগবিশেষ অবলম্বন করিয়া নানা প্রকার আভাযুক্ত বা নানাবর্ণের অগ্নিচূর্ণ প্রস্তুত করিয়া থাকেন। *

এখন বিবেচনা করিয়া দেখুন যে, অগ্নিচূর্ণ আর বারুদ, একই বস্তু কি না। গোলা ও গুলিকা প্রস্তুত করণের সম্বন্ধে যেরূপ উপদেশ আছে তাহাও বলিতেছি।

> "গোলো লৌহময়ো গর্ভগুটিকঃ কেবলোঽপি বা।
> সীসস্য লঘুনালার্থে হ্যন্যধাতুভবোঽপি বা॥
> লৌহসারময়ং বাপি নালাস্ত্রং ত্বন্যধাতুজম্।
> নিত্যসম্মার্জন স্বচ্ছ——

ইহার অর্থ এই যে, বৃহৎ নালিকের জন্য লৌহের গোল প্রস্তুত করিবেক। তাহা সগর্ভ অথবা কেবল অর্থাৎ নিরেট্

---

* এই বিধি অনুসারে রঙ্‌দার আলোক ও বারুদ প্রস্তুত হয়। অঙ্গারের ভাগ না দিলেই তাহা উত্তম্ আলোক প্রস্তুত হইবে।

উভয়বিধই করিবেক। সগর্ভ গোলের গর্ভে ক্ষুদ্রগুলিকা প্রভৃতি পূর্ণ করা যাইতে পারে। আর লঘু নালিকের জন্য সীসকের কি অন্য কোন ধাতুর দ্বারা নালছিদ্রের উপযুক্ত গুলিকা প্রস্তুত করিবেক। নালাস্ত্র গুলি লোহসার দ্বারা কি অন্য কোন কঠিন ধাতুর দ্বারা নির্ম্মাণ করা আবশ্যক।* দানবগুরু শুক্রাচার্য্যের নালিকাস্ত্র যখন ব্যাসের মহাভারতে

---

* এই সকল দেখিয়াও হয়ত অনেকের মনে ইহার পুরাণত্বে বিশ্বাস হইবে না। সে জন্য নিম্নে আরও কএকটী প্রমাণ প্রদত্ত হইল।

বৃদ্ধশার্ঙ্গধরকৃত বীরচিন্তামণিগ্রন্থে এই নালিক অস্ত্রের আকার প্রকার বর্ণিত আছে। যথা—

"নালিকা লঘবীবাণা নলযন্ত্রেণ নোদিতাঃ।
অত্যুচ্চদূরপাতেষু দুর্গযুদ্ধেষু তে মতাঃ॥"

লঘুনালিক বাণ অর্থাৎ ক্ষুদ্রনালিকাস্ত্র সকল নলাকার যন্ত্রের দ্বারা নিক্ষিপ্ত হয়। এ অস্ত্র উচ্চস্থ ও দূরস্থ লক্ষ্যের ও দুর্গযুদ্ধের উপযুক্ত।

মহাভারতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ইহা ভিন্ন ভিন্ন নামে লিখিত আছে। বনপর্ব্বীয় হিরণ্যপুর ধ্বংস প্রকরণে "নালিক" এই বিস্পষ্ট নাম আছে। যথা—

"নালীনারাচভল্লাগ্রৈঃ শক্তিঋষ্টিপরশ্বধৈঃ।
অভ্যঘ্নন্ দানবেন্দ্রা মাং প্রবৃদ্ধা ভীমবিক্রমাঃ॥"

অর্জ্জুন বলিলেন হে রাজন্! পরে সেই হিরণ্যপুরবাসী প্রভূতপরাক্রম ক্রুদ্ধ দানবেরা আমাকে নালীক, নারাচ, ভল্ল, শক্তি, ঋষ্টি ও তোমর প্রভৃতি অস্ত্রের দ্বারা আহত করিতে লাগিল।

আছে, তখন ইহা কখনই আধুনিক নহে। মহাভারতের অন্য স্থানে এই নালিকাস্ত্র "অয়ঃকণপ" ও "কণপ" নামে উল্লিখিত হইতে দৃষ্ট হয়; যথা—

"অয়ঃকণপ-চক্রাশ্ম-ভুশুণ্ড্যুদ্যতবাহবঃ।
কৃষ্ণপার্থৌ জিঘাংসন্তঃ ক্রোধসংমূর্চ্ছিতৌজসঃ॥"

আদি পর্ব ২২৫, ২৫।

টীকাকার নীলকণ্ঠভট্ট এই "অয়ঃকণপ" শব্দকে নালিক শব্দের পর্য্যায় বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তল্লিখিত ব্যুৎপত্তি এই রূপ—

"অয়ঃ কণান্ লৌহগুলিকাঃ পিবতীতি তত্তথা। বিষ লৌহময়ং যন্ত্রং যেন আগ্নেয়ৌষধবলেন গর্ভসম্ভূতা লৌহগুলিকাঃ ক্ষিপ্যন্তে।"

এতদ্ভিন্ন রামায়ণেও এই নালিকাস্ত্রের প্রয়োগ দেখা যায়। যথা—

"নালীকৈস্তাড়য়ামাস।"

[উত্তরকাণ্ড, রাবণের দিগ্বিজয়।]

এ সকল আলোচনা করিলে, বন্দুকের পূর্ব্বাস্তিত্ব পক্ষে যুক্তির গতি উপস্থিত হয় কি না তাহা বিবেচনা করিয়া দেখুন। বীরচিন্তামণি, বৈশম্পায়নোক্ত ধনুর্ব্বেদ, মহাভারত, রামায়ণ, শুক্রনীতি প্রভৃতি প্রাচীন প্রাচীন গ্রন্থে যখন নালিকাস্ত্রের বর্ণনা আছে, তখন আর ইহাকে কি বলিয়া আধুনিক

বলিতে পারি? এ সম্বন্ধে আমরা এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, পুরাকালে ইহা সকলে জানিত না। দেবতারা ও প্রধান প্রধান আচার্য্যেরা উক্ত অস্ত্রের দ্বারা যুদ্ধ করায় কোন বিশেষরূপ পুরুষত্ব নাই বলিয়া এবং কূট যুদ্ধের উপকরণ বলিয়া উহাকে অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন। ব্যাসশিষ্য বৈশম্পায়ন ঋষিকে স্বকৃত ধনুর্ব্বেদের ৫ অধ্যায়ে ইহার ব্যবহার সম্বন্ধে ঘৃণা প্রকাশ করিতে দেখা যায়। যথা—

"যন্ত্রাণি লৌহসীসানাং গুলিকাক্ষেপকাণি চ।
তথা চোপলযন্ত্রাণি কৃত্রিমাণ্যপরাণি চ॥
কূটযুদ্ধসহায়ানি ভবিষ্যন্তি কলৌ নৃপ।
অধর্ম্মবৃদ্ধ্যা চৈতানি ভবিষ্যন্ত্যুত্তরোত্তরম্॥"

হে মহারাজ জনমেজয়! কলিকালের পৌরুষহীন অধার্ম্মিক রাজাদিগের সময় সমুক্ত গুলিকাক্ষেপক যন্ত্র, প্রস্তরক্ষেপক যন্ত্র, এবং অপরাপর কৃত্রিম যন্ত্র সকল কূট যুদ্ধের উপকরণ হইবে। যতই অধর্ম্মের বৃদ্ধি হইবে, ততই লোক কূটযুদ্ধ ও তদুপযুক্ত প্রহরণের আশ্রয় লইবেক।

পূর্ব্বকালের বীরেরা কূটযুদ্ধ করিতেন না বলিয়া এ অস্ত্র তাঁহাদের নিকট পরিত্যক্ত প্রায় ছিল, কিন্তু বৃহৎ বৃহৎ দুর্গের মস্তকে ও রথের ভিত্তিতে বৃহন্নালিক সকল রক্ষিত থাকিত, এরূপ বর্ণনা দৃষ্ট হয়। রামায়ণোক্ত রাবণের দুর্গবর্ণন, মহা-

ভারতোক্ত ইন্দ্রপ্রস্থ ও দ্বারকার দুর্গবর্ণন দেখিলে পাঠক মাত্রেরই সংশয়চ্ছেদ হইবার সম্ভাবনা। বৃহন্নালিক অর্থাৎ আধুনিক কামানের ন্যায় আগ্নেয়যন্ত্র যে পূর্ব্বে ছিল, তাহা বনপর্ব্বোক্ত মাতলি-আগমন প্রস্তাব পাঠ করিলেই সপ্রমাণ হইবেক। এই বৃহন্নালিক অস্ত্রটী তথায় "তুলাগুড়া" নামে লিখিত আছে। যথা—

"তথৈবাশনয়শ্চৈব চক্রযুক্তাস্তুলাগুড়াঃ।
বায়ুস্ফোটাঃ সনির্ঘাতা মহামেঘস্বনাস্তথা ॥"

অর্জ্জুন যুধিষ্ঠিরের নিকট আপনার স্বর্গগমন বৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছেন। মহারাজ! অতঃপর মাতলি সেই অদ্ভুত জৈত্র-রথ গ্রহণ পূর্ব্বক মৎসকাশে সমাগত হইলেন। সেই রথে অসি, শক্তি, গদা, প্রাস, অশনি অর্থাৎ বজ্র, বায়ুস্ফোট যন্ত্র, * নির্ঘাত অর্থাৎ জলদুল্কাপিণ্ডযুক্ত এবং মহামেঘের ন্যায় শব্দকারী চক্রযুক্ত "তুলাগুড়া" প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত ছিল।

ব্যাখ্যাকার নীলকণ্ঠ ভট্ট এই "তুলাগুড়া" শব্দের যেরূপ

* বায়ুস্ফোট শব্দ যদি তুলাগুড়ার বিশেষণ না হয়, তাহা হইলে উহা এক স্বতন্ত্র যন্ত্র হইবেক। অর্থাৎ কৌশলে বায়ুপূর্ণ করিয়া তদ্দ্বারা গুলিকা নিক্ষেপ করিবার যন্ত্র, এরূপ অর্থ হইবে।

অর্থ করিয়াছেন তাহাতে তুলাগুড়াকে কামান ভিন্ন আর কিছুই বলা যায় না। যথা—

"তুলাগুলাঃ শাস্কমীস্বরাঃ। শাস্ত্রাণি আগ্নেয়ৌষধবলেন গোল-নিক্ষেপপাত্রাণি "তুপাক্" "বন্দুক" ইত্যাদি স্বভাষাপ্রসিদ্ধানি। বায়ুস্ফোটাঃ বেগবশাৎ বায়ুং জনয়ন্ত্যঃ। ঘনির্ঘোষাঃ বজ্রনিধ্বনি-তুল্যাঃ মহামেঘস্বনাশ্চ।"

ভাবিয়া দেখুন যে, পূর্ব্বকালের তুলা নামক পরিমাণ-দণ্ডের ⊏—— এতদ্রূপ আকার বিশিষ্ট গোলনিক্ষেপক একটি পাত্র, তাহা আবার অগ্নেয়দ্রব্যবলে নিক্ষিপ্ত হয়, বায়ু উৎ-পাদন করে, বজ্রধ্বনির ন্যায় বা মেঘগর্জ্জনের ন্যায় শব্দ হয়, তাহা আবার চক্রযুক্ত অর্থাৎ চাকাওয়ালা;—এরূপ বর্ণনা শুনিলে তাহাকে কামান ভিন্ন আর কি অনুমান করা যাইতে পারে? যাহাই হউক, উল্লিখিত শুক্রনীতি গ্রন্থখানি কত পুরা-তন, সে সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা আবশ্যক হইতেছে।

শুক্রনীতি সম্বন্ধে যেরূপ প্রমাণ প্রয়োগ পাওয়া যায়, তাহাতে উক্ত গ্রন্থখানি মহাভারত অপেক্ষাও পুরাতন। কেন না, মহাভারতের শত শত স্থানে "শুক্রের নীতি" "শুক্রের বাক্য" "শুক্রের উক্তি" এইরূপ বলিয়া পশ্চাৎ যে সকল শ্লোক লিখিত হইয়াছে, সে সমস্তই আমরা এই গ্রন্থে দেখিতে পাই। ইচ্ছা হইলে পাঠকগণ মিলাইয়া দেখিতে

পারেন। দিক্‌প্রদর্শনের নিমিত্ত আমরা তাহার ২। ৪ টী প্রতীক মাত্র উদ্ধৃত করিলাম।

"অমিত্রনিগ্রহোনিত্যং নিত্যং মিত্রস্য পালনম্
এবং যুক্তোঽনয়োর্হীনানাপনত্ত্ব মনেনর্ষভ ॥"
উশনাশ্চৈব হি গাথে প্রহ্লাদায়াব্রবীত্ পুরা।"
"অপিচোশনসা গীতঃ শ্রূয়তেঽয়ং পুরাতনঃ।"
"মার্গং চৌশনসা প্রোক্তমিদং শৃণু ময়েরিতম্।"
"ইত্যেতাশুশনঃপ্রোক্তাঃ।"
"কাব্যাং নীতিং ন শৃণোষি।"

[সভা, বন ও উদ্যোগ পর্ব্বোক্ত বিদুর বাক্য সকল দেখ]

শুক্র ও বৃহস্পতি এই দুই মহর্ষিই নীতি-শাস্ত্রের আদি গুরু। শুক্রকৃত ও বৃহস্পতিকৃত নীতিশাস্ত্রের অনেক বচন মহাভরতে ও অন্যান্যপুরাণে সংগৃহীত হইয়াছে। উপরোক্ত প্রতীক গুলির দ্বারা শুক্রাচার্য্যের নীতিশাস্ত্র থাকা সপ্রমাণ হইতেছে। ঐ সকল প্রতীক উচ্চারণের পরেই যে সকল নীতিকথা তত্তৎস্থানে লিখিত হইয়াছে, সে সকল কথা শুক্রনীতিতে অবিকলরূপে লিখিত আছে। সুতরাং গ্রন্থখানিকে মহাভারত অপেক্ষা নবতর বিবেচনা করা যায় না। এ বিষয়ে আমরা এতদধিক বাক্যব্যয় করিতে চাহি না। এক্ষণে প্রকৃত প্রস্তাবের অনুসরণ করা যাউক।

লগুড়।—ইহার পাদপ্রদেশ সরু মস্তক স্থূল, স্কন্ধ মোটা, অগ্রভাগটী লৌহের দ্বারা আবদ্ধ। অধিক লম্বা নহে পরন্তু উপযুক্ত রূপ মোটা। ইহার সর্ব্বাঙ্গ লোহার দণ্ড ও অত্যন্ত দৃঢ়। ইহা লম্বে ২ হস্ত পরিমিত হইয়া থাকে। যথা—

"লগুড়ঃ সূক্ষ্মপাদঃ স্যাৎ মূর্দ্ধঃ স্থূলস্কন্ধকঃ।
লৌহবদ্ধাগ্রভাগশ্চ রুক্ষদেহঃ সুপীবরঃ॥
হস্তাকারোচ্চভাগশ্চ তথা দৃঢ়তরোঽঘনঃ।"

এই লগুড়াস্ত্রের ক্রিয়া চারি প্রকার। যথা—

উত্থানং পাতনঞ্চৈব পেষণং পোথনং তথা॥
এতচ্চতুর্বিধস্যাস্য পঞ্চমী নেহ বিদ্যতে।
দৃঢ়কায়ঃ পত্তিবর্গো তেন যুদ্ধ্যেত মনুভিঃ॥"

উত্থান, পাতন, যাহাতে পড়িবে তাহার পেষণ ও পোথন। লগুড়ের এই চতুর্ব্বিধ ক্রিয়া ভিন্ন পঞ্চমী ক্রিয়া নাই। দৃঢ়শরীর পদাতি সৈন্যেরাই ইহার দ্বারা যুদ্ধ করিয়া থাকে।

পাশ———বৈশম্পায়নোক্ত ধনুর্ব্বেদে পাশাস্ত্র সম্বন্ধে যেরূপ বর্ণনা দৃষ্ট হয়, আথের ধনুর্ব্বেদে তাহার সম্পূর্ণ প্রভেদ আছে। উক্তবর্ণনাদ্বয়দ্বারা অনুমান হয়, যে, পাশাস্ত্র দুই প্রকার ছিল। মহাভারতাদি গ্রন্থেও বারুণ পাশ ও পাশ, এই দুই পৃথক্ পাশের উল্লেখ আছে। বৈশম্পায়নোক্ত ধনুর্ব্বেদের পাশ এইরূপ———

"पाशः सुसूक्ष्मायसीजीर्णत्रिकोणविकीर्णवान् ।
प्रादेशपरिधिः सीसगुलिकाभरणाचितः ॥

পাশ অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম লৌহের দ্বারা নির্ম্মিত, ত্রিকোণযুক্ত, প্রাদেশপরিমিত পরিধিযুক্ত ও সীসক-গুলিকার দ্বারা সুশোভিত।

এতৎ সম্বন্ধে আগ্নেয়-ধনুর্ব্বেদের মত এইরূপ—

'दशहस्तोभवेत् पाशो वृत्तः करमुखस्तथा ।
गुणकार्पासमुञ्जानां भङ्गार्कस्नायुचर्मणाम् ॥
अन्येषां सुदृढानाञ्च सुकृतं परिवेष्टितम् ।
तथा त्रिंशत्समं पाशं बुधः कुर्य्यात् सुवर्त्तितम् ॥"

বৃত্ত অর্থাৎ গোল ও লম্বায় ১০ হাত, এরূপ পাশ: গুণ রজ্জু, কার্পাস রজ্জু, মুঞ্জ নামক তৃণের রজ্জু, পশুবিশেষের স্নায়ু, আকন্দত্বকের সূত্র ও চর্ম্মবিশেষের দ্বারা প্রস্তুত হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য দৃঢ় অথচ সূত্র প্রস্তুত হয়, এরূপ পদার্থের দ্বারাও হইতে পারে। সূক্ষ্ম ৩০ তন্তু একত্রিত ও সুবর্ত্তিত করিয়া অর্থাৎ উত্তমরূপে পাক দিয়া প্রস্তুত করিতে হয়। এই পাশাস্ত্রের ক্রিয়া এইরূপ—

कर्त्तव्यं शिक्षकैस्तस्य स्थानं कक्षासु वै तदा ।
वामहस्तेन संगृह्य दक्षिणेनोद्धरेत्ततः ॥
कुण्डलस्याकृतिं कृत्वा भ्राम्यैकं मस्तकोपरि ।
क्षिपेत... ... ...

বল্গিতে চ দ্রুতে চৈব তথা সমভিনেত্র চ।
সমযীগবিধিং জ্ঞাত্বা প্রযুঞ্জীত সুশিক্ষিতঃ॥
বিজিত্য তু যথান্যায়ং ততীবন্ধং সমাচরেৎ।
কক্ষ্যাং বদ্ধা ততঃ খড়্গং বামপাণাববস্থিতম্।
দৃঢ়ং বিগৃহ্য বামেন নিক্কর্ষেদ্দক্ষিণেন চ॥"

অর্থাৎ ইহা কক্ষপ্রদেশে রাখা হয়, প্রয়োগের সময় কুণ্ডলাকৃতি করিয়া মস্তকের উপর একবার ঘুরাইয়া প্রক্ষেপ করিতে হয়। এই অস্ত্রপ্রয়োগের ৩ তিন প্রকার গতি আছে। তাহাদের নাম বল্গণ, প্লবন ও প্রব্রজন। ইহার দ্বারা ইচ্ছানুরূপ বন্ধন পূর্ব্বক স্বসকাশে আকর্ষণ করিয়া পশ্চাৎ কৃপাণ দ্বারা বধ করিতে হয়।

এতদ্ভিন্ন ২৫০ অধ্যায়ে অন্যরূপ ক্রিয়া লিখিত আছে। যথা—

"যবাহনমথাহস্ত্য গৃহীতং গুণসংস্থিতম্।
উর্দ্ধক্ষিপ্তমধঃক্ষিপ্তং মধ্যাবিলবিধারিতম্॥
শ্যেনপাতং গজপাতং গ্রাহপাতং তথৈব চ।
এবমেকাদশবিধা জ্ঞেয়াঃ পাশবিধারণাঃ॥"

বৈশম্পায়নোক্ত পাশ, যাহা প্রথমে উল্লেখিত হইয়াছে, তাহার কার্য্য এইরূপ—

"প্রসারণং বেষ্টনঞ্চ কর্ত্তনং চেতি নি ক্রিয়াঃ।
যীবাঃ পাশাশ্রিতাঃ খীজ্ঞে পার্শ্বাঃ স্বরবদাশ্রিতাঃ॥"

অগ্রে প্রসারণ, পশ্চাৎ তদ্দ্বারা শত্রুকে বেষ্টন, অনন্তর অস্ত্রান্তর দ্বারা কর্ত্তন। পাশের এই তিন প্রকার প্রয়োগ আছে এবং ইহা ক্ষুদ্রযোদ্ধার আশ্রিত।

"ऋज्वायतं विप्रासश्च तिर्य्यग्भ्रामितमेव च
पञ्चकर्म्म विनिर्द्दिष्टं व्यस्ते पाशे महात्मभिः ॥'

অন্য এক প্রকার পাশ আছে, মহাত্মগণ তাহার পাঁচ প্রকার কার্য্য নিশ্চয় করিয়াছেন। সে পাঁচ প্রকার প্রায় প্রথমোক্তের তুল্য।

চক্র—এই অস্ত্র কুণ্ডলাকার অর্থাৎ গোল। প্রান্তভাগ উত্তম কোণযুক্ত বা ধারাল। নীল-জলের ন্যায় বর্ণ এবং মণ্ডল। পরিমাণে দুই প্রাদেশ অর্থাৎ এক হস্ত। যথা—

"चक्रन्तु कुण्डलाकारमेकं क्षुरिसमन्वितम् ।
नीलनीरजवर्णं तत् प्रादेशद्वयमण्डलम् ॥"

ইহার কার্য্য পঞ্চবিধ। যথা—

"ग्रहणं भ्रामणं चैव क्षेपणं परिवर्त्तनम् ।
छेदनञ्चेति पञ्चैव गतयश्चक्रसंश्रिताः ॥"

গ্রহন, ভ্রামণ অর্থাৎ ঘুরাণ, ক্ষেপণ, কর্ত্তন ও দলিত করণ। চক্রের এই পঞ্চবিধ কার্য্য আছে।

আগ্নেয়-ধনুর্ব্বেদে এতৎ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে। যথা—

"ছেদনং ভেদনং পাতোভ্রামণং শায়নস্তথা।
বিকর্ত্তনং কর্ত্তনঞ্চ চক্রকর্ম্মেতি সপ্তধা॥"

চক্রের কার্য্য ছেদন, ভেদকরণ, নিপাতন, ভ্রামণ, শয়ন বা শায়ন অর্থাৎ শায়িত করা, বিকর্ত্তন ও কর্ত্তন।

দণ্ডকণ্টক—ইহার গঠন সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণনা আছে। যথা—

"দণ্ডকণ্টকনামাস্ত্রং লৌহকণ্টকসংযুতম্।
অগ্রে স্থূলং মূলসূক্ষ্ম-বাহুদ্বয়মিতাকৃতিঃ॥
বাঙ্গারসমঃ সুন্দরমুষ্টির্নিক্ষেপগ্রন্থনঃ।
...
পালনং গ্রন্থনং চেতি দ্বে গতী দণ্ডকণ্টকে॥"

অর্থাৎ ইহার কায়া বা শরীর দণ্ডাকার, তাহার সর্ব্বাঙ্গে লৌহের কাঁটা, আগা মোটা ও গোড়া সরু। বাহুপরিমাণ লম্বা, ধরিবার মুষ্টি অতি সুন্দর, এবং বর্ণ অঙ্গারতুল্য কৃষ্ণবর্ণ। ইহার নিক্ষেপ ও গ্রন্থন অর্থাৎ গাঁথিয়া ফেলা, এই দুই কার্য্য আছে।

ভুসুণ্ডী—এই অস্ত্রের আকার প্রকার ও কার্য্য এইরূপ—

"ভুসুণ্ডী তু হস্তত্রয়মিতা স্থূলকায়া॥
বাহুদ্বয়সমুন্নতিঃ কৃষ্ণবর্ণোত্তমমুষ্টিবান্।
পালনং ঘূর্ণনঞ্চেতি দ্বে গতী সমাশ্রিতে॥"

অর্থাৎ ইহা বাহুত্রয় পরিমাণ লম্বা, বড় বড় গ্রন্থি অর্থাৎ গাঁট আছে, স্থূল কায়, মুষ্টিদেশ উত্তম, এবং ইহার বর্ণ

কৃষ্ণসর্পের ন্যায় উগ্রদর্শন। পাতন ও ঘূর্ণন, এই গতিদ্বয় ইহার অনুগত।

এ পর্য্যন্ত যে কয়েকটী অস্ত্রের কথা বলা হইল, এ সমস্তই মুক্তাস্ত্র অর্থাৎ এ সমস্তই ফেলিয়া বা ছুড়িয়া মারিতে হয়। যাহা অমুক্ত অর্থাৎ যাহা ফেলিয়া বা ছুড়িয়া মারিতে হয় না,—সেই সকল অমুক্ত অস্ত্রের বর্ণনা এক্ষণে শ্রবণ করুন। অমুক্ত অস্ত্রের মধ্যে বজ্রই সর্ব্ব-প্রধান। বজ্র কি? তাহা উত্তমরূপ বুঝা যায় না, সুতরাং বুঝানও যায় না। তথাপি তদ্বোধক বাক্য গুলি অন্য প্রবন্ধে বলা হইবে। এক্ষণে "ইলী" প্রভৃতি কএকটী অমুক্ত অস্ত্রের বর্ণনা করা যাউক।

ইলী—ইহা উচ্চে দুই হাত, ইহার অগ্রে ভুগ্ন অর্থাৎ কোল কুঁজা, লৌহ ফলক আছে, তাহার বিস্তার ৫ অঙ্গুলি, বর্ণ শ্যাম, মুষ্টিদেশ করত্র-বর্জ্জিত। (তরবারি প্রভৃতির মুষ্টিতে যে হস্তবেষ্টনার্থ এক প্রকার বেষ্টন বা প্যাঁচ থাকে, তাহার নাম করত্র)। ইহার কার্য্য সম্পাত, সমুদীর্ণ, নিগ্রহ ও প্রগ্রহ। যথা—

"इली हस्तद्वयोत्सेधा करत्ररहितत्सरुः।
श्यामा भुग्नाग्रफलका पञ्चाङ्गुलविस्तृता॥
सम्पातं समुदीर्णञ्च निग्रहप्रग्रहौ तथा।
इलीकर्माणि चत्वारि वज्रमितानि चितानि वै॥"

পরশু—বৈশম্পায়নীয় ধনুর্ব্বেদে ইহার যেরূপ বর্ণনা দৃষ্ট হয়, তদনুসারে ইহাকে এক প্রকার টাঙ্গী বলিলেও বলা যায়। যথা—

"পরশুঃ সূক্ষযষ্টিঃ স্যাৎ বিস্তারাস্যঃ পুরোমুখঃ।
মূলপাদঃ সশিখরীবাহুমাত্রোমলাকৃতিঃ।
পাতনং ছেদনং চেতি গুণৌ পরশুমাশ্রিতৌ॥"

অর্থাৎ একটী যষ্টির মস্তকে অর্দ্ধচন্দ্রাকার লৌহ ফলক, তাহার আস্য বিস্তৃত, সম্মুখে মুখ, মুখ চক্‌চকে, কিন্তু অঙ্গ মলিন। মূলদেশে সরু অর্থাৎ মুট্‌ আছে, এবং মস্তকে শিখা আছে। ইহার পরিমাণ বাহু অর্থাৎ বাহু-পরিমিত লম্বা। পরশুর কার্য্য পাতন ও ছেদন। কিন্তু আগ্নেয়-ধনুর্ব্বেদে ইহার আরও কএকটী কার্য্যের উল্লেখ আছে। যথা—

"করালমবঘাতঞ্চ দংশীপক্ষগমেব চ।
ছিন্নহস্তং স্থিরং মূল্যং পরশোস্তু বিনির্দিশেৎ॥"

গোশীর্ষ—ইহার আকার সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে।

"গোশীর্ষং গোশিরঃপ্রখ্যং প্রত্যারিমপদদ্বয়ম্।
অধস্তাদ্বাহুযন্ত্রাখ্যং অর্দ্ধায়ঃ ফলকান্বিতম্॥
গোধশোণিতবর্ণং তৎ শিরস্যি চ সুবল্লব।
ধীবুমারাস্তু মলঞ্চ গোষ্ঠাগ্রং প্রমুখঞ্চকম্॥
ঘাতনঞ্চ মদনে ছুর্নং মধ্যেঽপি চ সমুচ্ছিন্নম্।
মশুলসূষকে বীক্ষে দাত্বা গোশীর্ষমুচ্ছিতে॥"

অর্থ এই যে, দেখিতে গোমস্তকতুল্য গোশীর্ষ নামক অস্ত্রের দুইটী পদ আছে। তাহার নীচে কাষ্ঠনির্ম্মিত যন্ত্র সংলগ্ন থাকে এবং তাহার ঊর্দ্ধকায় লৌহফলকে আবদ্ধ থাকে। মধ্যাঙ্গ ত্রিরশ্রি অর্থাৎ তে-শিরে, এবং তাহার ধারণের মুট্ অতি সুন্দর। তাহার বর্ণ কৃষ্ণরক্ত। ইহার উচ্চতা ১৬ অঙ্গুল অর্থাৎ কিঞ্চিন্ন্যূন এক হস্ত। ইহার মধ্যভাগ স্থূল, কিন্তু অগ্রভাগ অতি তীক্ষ্ণ। পূর্ব্বে মহেন্দ্র এই অস্ত্র এবং এতদ্বিধ মুদ্রিকা নামক অস্ত্র মনুকে শিখাইয়াছিলেন। পরে তাহা এই মানবলোকে আসিয়াছে। যে রাজার এই অস্ত্রদ্বয় থাকে, ইহলোকে তাহার প্রভুত্ব বিস্তার হয়। ইহার ক্রিয়া এইরূপ—

"मुष्टिग्रहः परिक्षेपः परिधिः परिकुन्तनम् ।
चत्वार्य्येतानि गोशीर्षे वल्गितानि प्रचक्षते ॥"

মুষ্টিগ্রহ অর্থাৎ মুট্‌ধরা, পরে পরিক্ষেপ, পরিধি ও পরিকুন্তন বা পরিকৃন্তন। কুন্তন পক্ষে বিদ্ধকরণ এবং কৃন্তন পক্ষে ছেদন করা, অর্থ এইরূপ অর্থ হয়।

অসিধেনু বা খড়্গপুত্রিকা—ইহার আকার প্রকার ও ক্রিয়া এইরূপ—

"असिधेनुः खड्गपुत्री शस्त्रीशल्यप्रमाणतः ।
अन्तरपत्रवद्गुला ज्ञेया कीर्तिमयाप्सिता ॥

খড়্গ ত্রিতয়বিস্তীর্ণা আসন্নরিপুঘাতিনী।
মেখলাগ্রথিতা সা তু প্রোচ্যতে খড়্গপুত্রিকা॥
মুষ্টিগ্রহণকং চৈব পাতনং কৃন্তনং তথা।
মহদ্ভির্নৃপবর্য্যৈস্তু সদা ধার্য্যা মনীষিভিঃ॥”

অর্থাৎ অসিধেনু নামক অস্ত্রটী হস্তপ্রমাণ লম্বা, তলত্র-রহিত কিন্তু ৎসরু অর্থাৎ মুট্‌ আছে। বর্ণ শ্যাম। ত্রিধার ও বিস্তীর্ণতায় দুই অঙ্গুল। ইহার দ্বারা আসন্ন অর্থাৎ নিকটাগত শত্রু বিনষ্ট করা যায়। এই অসিধেনু যদি মেখ-লায় গ্রথিত (মেখলা=চেইন্) থাকে, তাহা হইলে তাহাকে খড়্গপুত্র বলা যায়। এই দুই অস্ত্রের ক্রিয়া ত্রিবিধ। মুষ্টি-গ্রহণ, বিদারণ ও বিদ্ধকরণ। প্রধান প্রধান রাজারা ইহা ধারণ করিয়া থাকেন।

লবিত্র—এই অস্ত্রটীর আকার প্রকার ও ক্রিয়া এইরূপ—

“লবিত্রং ভুগ্নকায়ং স্যাৎ পৃষ্ঠে স্থূলং পুরঃ শিতম্।
হস্তং পঞ্চাঙ্গুলিব্যাসং ত্বাঙ্কুশাকারমুন্নতম্॥
স্বস্থা মুষ্ট্যা নদ্ধং সর্ব্বস্যাদ্বিনিকৃন্তনম্।
ভাস্করযোগমীয়েষী বাসিনে বহুমিতে মতে॥”

লবিত্রের কায়াটী ভুগ্ন অর্থাৎ বক্র (কোলকুঁজো)। পৃষ্ঠভাগ স্থূল ও গুরুভারযুক্ত। সম্মুখ ভাগ তীক্ষ্ণ অর্থাৎ ধারাল। ইহার ব্যাস ৫ আঙ্গুল, এবং বর্ণ কাল। ইহার

মুট অতি বৃহৎ এবং ইহার দ্বারা মহিষ প্রভৃতি কর্ত্তিত করা যায়। দুই হাতে উঠান ও প্রহার, এই দুই ক্রিয়া ভিন্ন ইহার তৃতীয় ক্রিয়া নাই।

আস্তর—ইহার পদদেশ গ্রন্থিল, মস্তক দীর্ঘ, কর অর্থাৎ পাতা বিস্তীর্ণ, হস্ত, উদর ও মস্তক বক্র, বর্ণ কৃষ্ণ, পরিমাণ ২ হস্ত। ঘুরাণ, আকর্ষণ ও ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করণ, এই কএক প্রকার ক্রিয়া ইহাতে সাধিত হয়। ইহার দ্বারা যুদ্ধে শত্রু-বিনাশ করিবেক এবং অশ্বারোহী ও পদাতি সৈন্যেরাই ইহা ধারণ করিবেক। যথা—

"आस्तरो ग्रन्थिपादः स्यात् दीर्घमौलिः पृथुकरः।
भुग्नहस्तोदरशिरः श्यामवर्णो द्विहस्तकः॥
भ्रामणं कर्षणं चैव छेदनं तत् चिकल्पितम्।
श्रेष्ठा अकूल् रणे हन्यात् धार्य्यः सादिपदातिभिः॥"

কুন্ত—এই অস্ত্রের সর্ব্বাঙ্গ লৌহময়, শৃঙ্গ অর্থাৎ অগ্র-ভাগ অত্যন্ত তীক্ষ্ণ, ষড়শ্রি অর্থাৎ ছয় পোরালে। ৫ হাত লম্বা এবং পদদেশ বৃত্ত অর্থাৎ গোল এবং দেখিতে ভীষণ, উড্ডীন, অবডীন, নিডীন, ভূমিলীন, তির্য্যক্‌লীন, ও নিখাত অর্থাৎ খনন,—এই ছয় প্রকার ক্রিয়া ইহার আশ্রিত। উড্ডীন নিডীন প্রভৃতি সঞ্চরণ বিশেষের নাম। এই অস্ত্রের দ্বারা যুদ্ধ করিতে হইলে বিবিধ পক্ষিজাতির ন্যায় গতি অব-লম্বন করিতে হয়। যথা—

"কুন্তস্তলোহফলকঃ স্যাৎ তীক্ষ্ণবুধ্নঃ সপ্তহস্তকঃ ।
মধ্যস্থলোহিতবেষ্টী হেমপাদীময়ধ্বজঃ ॥
উত্তোলনমধতোলনঞ্চ নির্ভীর্ণ ভূমিনীলকম্ ।
তির্য্যক্‌ক্ষেপণ নিষ্পাতঞ্চ সপ্তার্গাঃ কুন্তসাশ্রিতাঃ ॥"

অসুরাচার্য্য শুক্রও স্বকৃত নীতিগ্রন্থে ইহার আকার প্রকারের বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু তাহা ইহা হইতে স্বতন্ত্র। শুক্রপ্রোক্ত কুন্ত আর বর্ষা বা বড়শা সমান। যথা—

"হ্রস্বদণ্ডমিনঃ কুন্তঃ ফালাগ্রঃ শঙ্কুবুধ্নকঃ।"

লম্বে ৭ হাত এক গাছ বাঁশ—তাহার মস্তকে লোহার তীক্ষ্ণ ফলা,—মূলে সূক্ষ্ম ও তীক্ষ্ণ লৌহ শলাকা, ফলের নীচে ও মূলে রেশম স্তবকে সুশোভিত। এতদ্রূপ কুন্ত অস্ত্রের ৪ প্রকার ক্রিয়া আছে। আকর্ষণ, বিকর্ষণ, ধূনন অর্থাৎ ইতস্ততঃ পরিচালন, পশ্চাৎ বিদ্ধকরণ যথা—

"প্রাসস্তু সপ্তহস্তঃ স্যাদ্দীর্ঘস্তেন তু বৈণবঃ ।
তীক্ষ্ণাগ্রসুবর্ণপাদঃ ক্ষৌমবন্ধনকান্বিতঃ ॥
আকর্ষণ বিকর্ষণ্চ ধূননং বেধনং তথা ।
ধ্যানঞ্চ হস্তা প্রযোগক্রমমাসং সমাশ্রিতাঃ ॥"

শুক্রাচার্য্যের গ্রন্থেও প্রাস অস্ত্রের বর্ণনা আছে। তাহার সহিত ইহার প্রায় ঐক্য আছে। যথা—

"প্রাসাস্ত্রস্তু চতুর্হস্তো দণ্ডবুধ্নঃ ক্ষুরাননঃ ॥"

অর্থাৎ প্রাস অস্ত্র লম্বে ৪ হাত, তাহার কাঁণ্ডি বেণুদণ্ড-নির্ম্মিত এবং মুখ ক্ষুরধার।

পিণাক—ইহা শূলাস্ত্রের নামান্তর মাত্র। যাহাকে আমরা ত্রিশূল বলি, তাহাই পিণাক। যথা—

> "পিণাকস্তু ত্রিশীর্ষঃ স্যাৎ শিতাগ্রঃ ক্রূরলোচনঃ।
> কাংস্যকায়োলৌহশীর্ষস্তু ঋক্ষরোমস্তবান্বিতঃ ॥
> ধূননং প্রোতনঞ্চেতি দ্বিযুক্তং ত্রিশিখে মতৌ ॥"

অর্থাৎ ইহার কায়া কাংস্যদণ্ডে নির্ম্মিত, মস্তকে ত্রিশীর্ষ লৌহফলক, তাহার প্রান্ত বা অগ্রভাগ সুশাণিত এবং তাহার চক্ষু অতি ক্রূর। ভল্লুকের লোমের স্তবকাদির দ্বারা তাহার সর্ব্বাঙ্গ সুশোভিত। ইতস্ততঃ সঞ্চালন ও প্রোতন অর্থাৎ ফুঁড়িয়া ফেলা তাহার কার্য্য। উক্ত দুইটী মাত্র ক্রিয়া ত্রিশূলের আশ্রিত। আগ্নেয়ধনুর্ব্বেদে ইহার অন্য কএকটী ক্রিয়ার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। যথা—

> "আস্ফোটঃ ক্ষেপণং ছেদঃ প্রাসাদ্দীপনকৌ তথা।
> মুষলমপি জানীহি যন্ত্রমাস্থানসংজ্ঞিতম্ ॥"

গদা—গদা নামক শস্ত্রের আকার ও ক্রিয়া এইরূপ।

> "অষ্টাস্রা পৃথুবুধ্না তু গদা হৃদয়সম্মিতা ॥"

অর্থাৎ মুষ্টিস্থান স্থূল, অবয়ব অষ্টাশ্র অর্থাৎ আট পোয়ালে এবং হৃদয় পরিমাণ লম্বা। এতদ্ভিন্ন বৈশম্পায়নোক্ত

ধনুর্ব্বেদে অন্য এক প্রকার ঘোরদর্শন গদার বর্ণনা আছে। যথা—

"गदा शैक्यायसमयी शतारस्थूलशीर्षका ।
सूक्ष्मायसको वीरा चतुर्हस्तसमुन्नता ॥
रथाङ्गनाभिकाया च किरीटाञ्चितमस्तका ।
सुवर्णमेखलायुक्ता गजपर्वतभेदिनी ॥
मण्डलानि विचित्राणि गतप्रत्यागतानि च ।
अस्त्रयन्त्राणि चित्राणि स्थानानि विविधानि च ॥
परिमोक्षं प्रहाराणां वर्जनं परिधावनम् ।
अभिद्रवणमाक्षेपमवस्थानं सविग्रहम् ॥
परावृत्तं सन्निवृत्तमवप्लुतमुपप्लुतम् ।
दक्षिणं मण्डलञ्चैव सव्यं मण्डलमेव च ॥
आविद्धञ्च प्रविद्धञ्च स्फोटनं आस्तनं तथा ।
उपन्यस्तमपन्यस्तं गदामार्गाश्च विंशतिः ॥"

এই লৌহময়ী গদা শিকার দ্বারা বাহিত হয়। ইহার শীর্ষদেশ স্থূল ও গাত্র শতার অর্থাৎ শতগোয়াল-বিশিষ্ট। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লৌহ কণ্টকে ইহার সর্ব্বাঙ্গ আচিত, লম্ব ৪ হাত এবং স্থূলতায় রথচক্রের নাভির তুল্য। দেখিতে ভয়ঙ্কর, মস্তকে কিরীট অর্থাৎ পাগড়ির ন্যায় বেড় থাকে, এবং ইহা স্বর্ণ শৃঙ্খলে রক্ষিত বা গ্রথিত। ইহা গজ ও পর্ব্বত চূর্ণ বিচূর্ণ করিতে সক্ষম। ইহার দ্বারা যুদ্ধ করিতে হইলে বিবিধ গতি শিক্ষা করিতে হয়। সে সকল গতির অর্থাৎ

নিজের সঞ্চরণ ও গদার পরিচালন বিংশতি সংখ্যক। যথা— বিচিত্রমণ্ডল, গতিপ্রত্যাগতি, পরিমোক্ষ বর্জন, পরিধাবন, অভিদ্রবণ, আক্ষেপ, নিগ্রহযুক্ত অবস্থান, পরাবর্ত্তন, সন্নিবর্ত্তন অবপ্লুতি, উপপ্লুতি, দক্ষিণমণ্ডল, বামমণ্ডল, আবিদ্ধ, প্রবিদ্ধ, স্ফোটন, জালন, উপন্যাস, ও অপন্যাস। মহাভারতোক্ত ভীমের গদা আর এই বৈশম্পায়নোক্ত গদা তুল্য বা এক বলিয়া অনুমিত হয়। এতদ্ভিন্ন আগ্নেয় ধনুর্ব্বেদে যে গদার উল্লেখ আছে, তাহাও এইরূপ। এরূপ গদার সদ্ব্যবহার অত্যন্ত বলসাধ্য।

"मुद्गरः सूक्ष्मपादः स्यात् हीनशीर्षश्चिबुकवान् ।
मधुवर्णः पृथुस्कन्धश्चाष्टभारगुरुश्च सः ॥
हस्तत्रयेण दीर्घोऽसौ परिध्या करसम्मितः ।
भ्रामणं पातनञ्चेति द्विविधं मुद्गरे स्थितम् ॥"

মুদ্গরের মূলদেশ কৃশ, স্কন্ধদেশ স্থূল, মস্তকে শীর্ষক থাকে না। লম্বে ৩ হাত, গুরুত্বে অষ্টভার।* ৎসরু অর্থাৎ মুটযুক্ত, আকার বর্ত্তুল বা গোল। ইহার পরিধি এক হস্ত। ইহার ঘূর্ণন ও নিপাতন এই দুইটী মাত্র ক্রিয়া আছে। পরন্তু আগ্নেয় ধনুর্ব্বেদে ইহার ৪ প্রকার ক্রিয়ার উল্লেখ আছে। যথা—

* ২০ তোলা ও ৮০ তোলায় এক "ভার", পরন্তু এস্থলে ৮০০০ তোলা অর্থই গ্রাহ্য এবং তাহার ৮ গুণে ২০ মোন। ২০ মোন লোহার গদা লইয়া যুদ্ধ করিত, এ কথা মনে করিতেও ভয় হয়।

"তাড়নং ছেদনং বিপ্র ! তথা চূর্ণনমেব চ ।
মুদ্গরস্য তু কর্মাণি তথা প্রবলঘাতনম্ ॥"

হে ব্রাহ্মণ ! তাড়ন, ছিন্নভিন্নকরণ চূর্ণিতকরণ ও প্রবলা-ঘাত,—মুদ্গরের এই চতুর্ব্বিধ কার্য্য জানিবে ।

সীর—

"সীরো দ্বিবক্রো বিশিখো লৌহপাদমুখঃ স্মৃতঃ ।
পুংপ্রমাণঃ স্থিরবর্ণ্যঃ স্যাকর্ষ বিনিপাতবান্ ॥"

সীর বা লাঙ্গল অস্ত্রটী দ্বিবক্র অর্থাৎ দুই স্থানেই বাঁকা ও শিখাশূন্য । মূলদেশ ও মুখ লৌহবদ্ধ । সার্দ্ধত্রিহস্ত-পরিমিত দীর্ঘ এবং স্বচ্ছ । আকর্ষণ ও নিপাতন এই ক্রিয়াদ্বয় ইহাতে প্রযুক্ত হইয়া থাকে ।

মুসল—

"মুষলশ্চক্ষুশীর্ষাভ্যাং করৈঃ পাদৈর্বিবর্জিতঃ ।
মূলে চাগ্রেঽতিসম্বদ্ধঃ পাতনং পোথন দ্বয়ম্ ॥"

মুষলের চক্ষু, মস্তক, হস্ত ও পদ কিছুই নাই । অর্থাৎ, সর্ব্বাঙ্গ সমান এবং ইহার নিপাতন ও পোথন এই দুইটী মাত্র ক্রিয়া আছে ।

পট্টিশ—ইহা এক প্রকার তরবারি বিশেষ । আগ্নেয় ধনুর্ব্বেদ, বৈশম্পায়নীয় ধনুর্ব্বেদ ও শুক্রনীতি, এই তিন পুস্তকেই সমান বর্ণনা দৃষ্ট হয় । যথা—

"पट्टिशः पुंप्रमाणः स्यात् द्विधारस्तीक्ष्णकण्टकः ।
खड्गसहोदराकृतिर्मुष्टिः कवचवद्दृढः ॥"

(বৈশম্পায়ন।)

অর্থ এই যে, পট্টিশ নামক অস্ত্রটী খড়্গের সহোদর অর্থাৎ প্রায় খড়্গাকার। ইহা পুরুষ-প্রমাণ লম্বা, দুই দিকেই সমান ধার, অগ্রভাগ অতি তীক্ষ্ণ, ইহার মুষ্টি অর্থাৎ মুট্ হস্তত্রাণ যুক্ত। শুক্রনীতির বর্ণনাও এই রূপ। যথা—

"पट्टिशोऽस्ति समो हस्तत्रबाधाभयतोमुखः ।"

(শুক্রনীতি.)

ইহার ক্রিয়া খড়্গক্রিয়ার ন্যায় অনেক বিধ।

মৌষ্টিক—এই মৌষ্টিক অস্ত্রটী কেবল বৈশম্পায়নোক্ত ধনুর্ব্বেদে দৃষ্ট হয়। যথা—

"मौष्टिकं सुत्सरु श्रेष्ठं प्रादेशोच्चतिभूषणम् ।
शितायमुन्नतग्रीवं स्थूलोदरशितं तथा ॥"

মৌষ্টিক অস্ত্রের ৎসরু অর্থাৎ মুষ্টিস্থান অতি উৎকৃষ্ট। ইহার উচ্চতা প্রাদেশ অর্থাৎ অর্দ্ধহস্ত। অগ্রভাগ তীক্ষ্ণ বা শাণিত এবং গ্রীবাদেশ কিছু উচ্চ। উদর প্রদেশ স্থূল ও সুশাণিত। এই মৌষ্টিকাস্ত্রের কার্য্য খড়্গকার্য্যের ন্যায় বিচিত্র ও বহুবিধ।

পরিঘ—

"परिघोयं तु शालाकारश्चायसमानः सुतारवः ।
यद्यैकसाध्यस्वत्रानस्तस्मिन् ग्रन्थी विधश्चयैः ॥"

পরিষ অস্ত্রটী বর্ত্তুল অর্থাৎ সুগোল। দৈর্ঘে পুরুষপ্রমাণ অর্থাৎ সার্দ্ধ ত্রিহস্ত। ইহা কেবল বলপূর্ব্বক নিক্ষেপ করিতে হয়।

ময়ূখী—এ অস্ত্রের অন্য নাম কি? তাহা জানি না। ফল, বৈশম্পায়নোক্ত ধনুর্ব্বেদ ভিন্ন অন্য কোন গ্রন্থে এ নাম দৃষ্ট হয় না। উল্লিখিত গ্রন্থে ইহার যেরূপ বর্ণনা আছে, পাঠকবর্গ তাহা দৃষ্ট করুন।

> "मयूखी फलयष्टिः स्यात् मुष्टियुक्ता नरोन्नता ।
> किङ्किणीसंवृता चित्रा फलिकाग्रप्रकारिणी ॥
> आघातश्च प्रतीघातं विघातं परिमोचनम् ।
> अभिद्रवणमित्येते मयूख्यां पञ्च संश्रिताः ॥"

পুরুষপ্রমাণ এক দীর্ঘ যষ্টি, তদগ্রে ফলা ও তদগাত্রে কিঙ্কিণীজাল এবং ইহার মুষ্টি আছে। আঘাত, প্রতিঘাত, এবং বিঘাত, পরিমোচন ও অভিদ্রবণ, এই পাঁচ কার্য্য ইহার আশ্রিত।

শতঘ্নী—এই শতঘ্নী সম্বন্ধে অনেকে অনেক প্রকার কল্পনা করিয়া থাকেন। কেহ বলেন, আধুনিক কামান্ আর পূর্ব্বকালের শতঘ্নী একই বস্তু। কেহ বলেন, পূর্ব্বকালে এক প্রকার প্রস্তর-নিক্ষেপক কাষ্ঠযন্ত্র ছিল, তাহাই তৎকালের শতঘ্নী। বস্তুতঃ এই দুই মতের কোন মতেরই পোষক প্রমাণ পাওয়া যায় না। পরন্ত "শতঘ্নী" এই নামের ব্যুৎপত্তি

প্রতি দৃষ্টি করিলে উক্ত উভয় মতই যথার্থবাদী বলিয়া গণ্য হইতে পারে। নীলকণ্ঠ ভট্ট মহাভারতের টীকায় উক্ত উভয় মতই গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু রামায়ণের টীকাকার রামানুজ স্বামী ইহাকে কণ্টকময়ী বৃহৎ মুদ্গর বলিয়া ব্যখ্যা করিয়াছেন। বৈশম্পায়নোক্ত ধনুর্বেদের ৫ম অধ্যায়ে আমরা রামানুজের মতের পোষক প্রমাণ দেখিতেছি; যথা—

"শতঘ্নী কণ্টকযুতা কালায়সময়ী দৃঢ়া।
মুদ্গরাভা চতুর্হস্তা বর্তুলা ত্সরুণা যুতা॥
গদাবদ্ভ্রমণবত্যেষা ময়েতি কথিতা নব॥"

(ময়েন কথিতা মুনি, এরূপ পাঠও আছে)

কণ্টকাচিত, লোহসার নির্ম্মিত, মুদ্গরকল্প, সুদৃঢ় ও বর্ত্তুল শতঘ্নী নামক আয়ুধের প্রমাণ ৪ হাত এবং তাহার ৎসরু অর্থাৎ মুট আছে। গদাযুদ্ধের ভ্রমণ অর্থাৎ প্রয়োগ কালীন আস্ফালন যেরূপ, ইহারও ভ্রমণ সেই রূপ।

বৈশম্পায়নের এই বচন শতঘ্নীকে মুদ্গরবিশেষ বলিয়া প্রতিপন্ন করিলেও তন্নামক আগ্নেয়-অস্ত্রবিশেষ যে ছিল না, এরূপ সিদ্ধান্ত করা যায় না। কেন না ইহার দ্বারা এক কালে শত পুরুষের হনন সিদ্ধি হয় না এবং অগ্নিপ্রদীপ্তও হয় না। সুতরাং শতঘ্নী নামক অন্য কোনরূপ আগ্নেয়াস্ত্র ছিল বলিয়াই অনুমিত হয়। মহাভারতে অন্য একটী বচন আছে, তদ্দৃষ্টে এ অনুমান নিঃশঙ্কিত হইতে পারে। যথা—

"মুদ্গরৈঃ কুন্তপাশৈশ্চ শূলীভুশুণ্ডিপট্টিশৈঃ।
শতঘ্নীভিশ্চ দীপ্তাভির্দণ্ডৈরপি মহাবলৈঃ॥"

এবচনে মুদ্গর হইতে ভিন্ন এক প্রকার প্রদীপ্ত শতঘ্নী পাওয়া যাইতেছে। এতদ্ভিন্ন মহাভারতের মধ্যে এরূপ শত শত বাক্য আছে, যাহার অর্থ ও তাৎপর্য্য পর্য্যালোচনা করিলে মুদ্গরকল্প শতঘ্নী হইতে ভিন্ন অন্য একরূপ আগ্নেয়-শতঘ্নী ছিল বলিয়া নির্ণয় হইতে পারে। সেই জন্যই টিকা-কার নীলকণ্ঠ ভট্ট ইহাকেও সেই সেই স্থানের শতাঘ্নীকে আগ্নেয়দ্রব্যবলপ্রয়োজ্য "কামান" বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া-ছেন। ফল, (শতাঘ্নী-শব্দের দ্বারা কামানের পূর্ব্বাস্তিত্ব সিদ্ধ না হউক, পূর্ব্বে যে সকল প্রমাণ প্রদত্ত হইয়ছে, তদ্দ্বারা কামানের পূর্ব্বাস্তিত্ব প্রতিপন্ন হইয়াছে, সন্দেহ নাই।

স্থূণ—স্থূণস্তু রক্তো দৃঢ়ঃ স্যাৎ ঘনগ্রন্থিপূর্ব্বকঃ।
পুংপ্রমাণ ঋজুস্তস্মিন্ ভ্রামণং পাতনং দ্বয়ম্॥"

রক্তবর্ণ, ঘনগ্রন্থিল, পুরুষপ্রমাণ লম্বা ও ঋজু অর্থাৎ সোজা লৌহবাণের নাম স্থূণ। ইহার ভ্রামণ ও নিপাতন, এই দুইটি মাত্র ক্রিয়া আছে।

বৈশম্পায়ন মুনির ধনুর্ব্বেদে এতদ্ভিন্ন আরও কতকগুলি দেবাস্ত্র অর্থাৎ মন্ত্রযুক্ত অস্ত্রের উল্লেখ আছে। সে সকলের স্বরূপ কি? তাহা বর্ণিত হয় নাই, সুতরাং কেবল মাত্র নামের উল্লেখ করায় তদ্দ্বারা কোন রূপ জ্ঞান লাভের বা

আকৃতি কল্পনার সম্ভাবনা নাই; কাষেকাষেই সে সকল উদ্ধৃত হইল না।

মধুসূদন সরস্বতী, স্বকৃতপ্রস্থান ভেদ গ্রন্থে বিশ্বামিত্রকৃত ধনুর্ব্বেদের অর্থ সংগ্রহস্থলে বলিয়াছেন যে, মন্ত্রমুক্ত অস্ত্র সমুহের আকার, মন্ত্র ও তাহার সিদ্ধি বা সাধনা-প্রকার উক্ত-বেদের ৩য় অধ্যায়ে উপদিষ্ট আছে। কিন্তু সে গ্রন্থ আমরা পাই নাই। সুতরাং মন্ত্রযুক্ত অস্ত্রসম্বন্ধে আমরা কোন কথাই বলিতে পরিলাম না। বৈশম্পায়নপ্রোক্ত ধনুর্ব্বেদের সর্ব্বশেষে লিখিত আছে যে, যে সকল অস্ত্রের কথা বলা হইল, এ সকল যুগে যুগে বিকৃত হইয়া যায়। তাহার কারণ এই যে, কালের পরিবর্ত্তনে মনুষ্যের দেহের, শক্তির ও বুদ্ধির পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। দেহের, শক্তির ও বুদ্ধির বিকার বশতঃ লৌহ গুলিকা কিম্বা সীসক গুলিকার নিক্ষেপক লৌহাদিনির্ম্মিত যন্ত্র সকল এবং উপলযন্ত্র অর্থাৎ প্রস্তর-নিক্ষেপক যন্ত্র সকল এবং অন্যান্য বিবিধ প্রাণিসংহারক যন্ত্র-সকলের দ্বারা কলিকালের লোকেরা কূটযুদ্ধ করিবেক। যথা—

> "এতানি বিকৃতিং যান্তি যুগপর্য্যায়তোনৃপ।
> দেহহ্রাসানুসারেণ তথা বুদ্ধ্যনুসারতঃ॥
> যন্ত্রাণি লৌহসীসানাং গুলিকাক্ষেপকাণি চ।
> তথা চোপলযন্ত্রাণি কৃত্রিমাণ্যপরাণ্যপি॥
> কূটযুদ্ধসহায়ানি ভবিষ্যন্তি কলৌ নৃপ।

নালীকং সর্ব্বতোমুষ্টা গোমবাহুকা ॥
মধুমাধ্বীবিষঘটাঃ শীলকানি হুতাশিকা ।
প্রকণা ধূমগুলিকা মহাক্ষারাদিকং তথা ॥
অধর্ম্মং হত্যা চৈতানি ভবিষ্যন্তু নরোত্তমম্ ।
সাধনানি মহীপাল কুটযুদ্ধাভিকাঙ্ক্ষিণাম্ ॥
হূণাঃ পুলিন্দাঃ শবরাঃ বর্ব্বরাঃ পহ্লবাঃ শকাঃ ।
মালবাঃ কৌঙ্কনাঃ হ্যাম্বাষ্ঠাঃ পাণ্ড্যাঃ সকেরলাঃ ॥
ম্লেচ্ছা গান্ধারযবনাশ্চ পাঞ্চালাঃ শ্বপচাঃ খসাঃ ।
মাবেল্লকা ললিত্থাশ্চ কিরাতাঃ কুক্কুরাস্তথা ॥
পাপা হ্যেতে কথং ধর্ম্মং বেৎস্যন্তি চ বিযোনয়ঃ ।
মাৎসর্য্যদোষনিরতা ভবিষ্যন্ত্যধমে যুগে ॥”

মহাভারত ও রামায়ণাদি গ্রন্থে, এতদ্ভিন্ন নানা অস্ত্রনাম আছে। সে সকলের তাৎপর্য্য এক্ষণে বুঝা যায় না। ফল, প্রত্যেক অস্ত্রের ২।৩ বা ততোধিক নাম আছে, ইহা জানা আবশ্যক। নচেৎ নানা স্থানে নানা নাম দেখিয়া তাহাদের প্রত্যেককে স্বতন্ত্র অস্ত্র বলিয়া ভ্রম হইবে।

ধনুর্ব্বেদ।

ধনুর্ব্বিদ্যা-বোধক শাস্ত্রের নাম ধনুর্ব্বেদ, এক্ষণে ইহা সর্ব্বভক্ষক কালের করাল জঠরে ভস্মীভূত হইয়াছে। আমরা মনে করি, ভীল্ কোল্ সাঁওতালেরা যেমন তীর ধনুক লইয়া এলো-থেলো যুদ্ধ করে—আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরাও তেমনি পূর্ব্বে তীর ধনুক লইয়া এলো থেলো যুদ্ধ করিতেন—তাহাতে কোন বিদ্যা-সংযোগ ছিল না—পরন্তু নিপুণতার সহিত পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে সপ্রমাণ হইবে যে, উহাতে বিলক্ষণ বিদ্যা-সংযোগ ছিল। এই বিদ্যা অতি আদিম কালে "रथनागाश्वपत्तीनां योधांश्चाश्रित्य कीर्त्तितम्." রথারোহী, হস্ত্যারোহী, অশ্বারোহী ও পদাতি যোদ্ধাদিগকে অবলম্বন করিয়া রচিত হইয়াছিল। তৎকালে রাজা, রাজপুত্র এবং অন্যান্য বীরপুরুষেরা বহুকাল-সাধ্য ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতে অবস্থিত থাকিয়া গুরুর নিকট এই বিদ্যার উপদেশ গ্রহণ করিতেন। স্থানে স্থানে এই বিদ্যার রীতিমত মঠ ছিল। নানাস্থানসমাগত ছাত্রেরা

তথায় থাকিয়া রীতিমত অধ্যয়নও করিত। মধ্যে মধ্যে পরীক্ষাও গৃহীত হইত। শিক্ষা সমাপ্ত হইলে গুরু রাজাদিগের ব্যয়ে "রঙ্গবাট" নির্ম্মাণ করাইয়া শুভ দিনে রাজা, রাজপুত্র ও মান্য গণ্য পণ্ডিতদিগকে আহ্বান করিতেন। সভা দর্শকবৃন্দে পরিপূর্ণ হইলে কুমারগণ ও অন্যান্য ছাত্রগণ তাঁহাদের সমক্ষে যথাসাধ্য শিক্ষিত বিদ্যার অভিনয় প্রদর্শন করিতেন। মহাভারতস্থ কুরু-গুরু দ্রোণাচার্য্য ও কুরু-বালকগণের ইতিবৃত্ত পাঠ করিলেই ইহা সপ্রমাণ হইবে। পূর্ব্বে ক্ষত্রিয়গণ যে-বিদ্যার বলে মাত্র ধনুকের সাহায্যে শত শত সহস্র সহস্র বীর মানবের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইতেন—সে বিদ্যা কি তুচ্ছ ? না মিথ্যা ? সে ধনুক কি সাঁওতালদিগের ধনুক ? না তাহাতে অন্য কিছু রহস্য আছে ? ভাবিতে গেলে মস্তিষ্ক বিকল হয়, বুদ্ধিমোহ উপস্থিত হয়, মস্তক অন্ধকারে পূর্ণ হইয়া যায়। এখন আর সে ব্যাস নাই, সে বৈশম্পায়ন নাই, সে রাম নাই, সে পরশুরাম নাই, সে বিশ্বামিত্র নাই, দ্রোণ নাই, অশ্বত্থামা নাই, কৃপ নাই, অর্জ্জুনও নাই, কেহই নাই। তবে আর আমাদিগকে কে উহা বুঝাইয়া দিবে ? ব্রহ্মার ধনুর্ব্বেদ নাই, শিবের ধনুর্ব্বেদ নাই, বিশ্বামিত্রের ধনুর্ব্বেদও নাই। তবে আর কোন পুস্তকের দ্বারা আমরা উহার মর্ম্মগ্রহ বা রহস্য শিক্ষা অন্বেষণ করিব ? কাযে কাযেই সে

সকল এখন আমাদিগের নিকট উপকথা বা রূপক কাব্য বলিয়া নির্ণীত হইতেছে। যদি বলেন, তবে এ চাপল্য কেন? প্রবন্ধ শীর্ষে "ধনুর্ব্বেদ" মুকুটার্পণ করাই বা কেন? ইহাতে আমার বক্তব্য এই যে, মনের আবেগ। বহুকাল হইতে আমার চিত্তে যে আবেগ উপস্থিত হইয়াছিল তাহা কথঞ্চিৎ উপশম করাই এ চাপল্যের বা ধনুর্ব্বেদশীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশের উদ্দেশ্য।

আমি বাল্যকালাবধি ধনুর্ব্বেদের অনুসন্ধান ও তৎপুস্তক লাভার্থ বহুব্যয় স্বীকার করিয়া অবশেষে যে কিছু অত্যল্প গ্রন্থ ও তন্নিহিত জ্ঞাতব্য সংগ্রহ করিয়াছি, অদ্য সহৃদয় পাঠকগণকে সে গুলি উপহার দিয়া সেই চিরসঞ্চিত সংকল্পের উদ্‌যাপন করিব।

ধনুর্ব্বেদ নামক স্বতন্ত্র গ্রন্থ এক্ষণে পাওয়া যায় কি-না, সন্দেহ। পরন্তু ধনুর্ব্বেদের সংগ্রহকারক আচার্য্যগণ বলেন যে, প্রথমে ব্রহ্মা ও মহাদেব এই বেদ প্রচার করেন। সুতরাং ব্রহ্মার কৃত ধনুর্ব্বেদ ও শঙ্করকৃত ধনুর্ব্বেদ পূর্ব্বে ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। তৎপরে বিশ্বামিত্র মুনি ও ব্যাস তাহার সংক্ষিপ্ত সার সংগ্রহ করিয়া দুই খানি ধনুর্ব্বেদ রচনা করিয়া ছিলেন। তৎপরে আর কেহ নিরবচ্ছিন্ন ধনুর্ব্বেদ বলেন নাই। যাহারা যাঁহারা বলিয়াছেন, তাঁহারা প্রসঙ্গ ক্রমে অত্যল্প কথাই বলিয়াছেন। সেই প্রাসঙ্গিক

সংগ্রহ গুলিই এক্ষণে পাওয়া যায়, আমি যাহা সংগ্রহ করিয়াছি, তাহার নাম এই—

মহর্ষি উশনা কৃত নীতিসার, বৈশম্পায়নোক্ত ধনুর্ব্বেদ, আগ্নেয় ধনুর্ব্বেদ, বৃদ্ধশার্ঙ্গধর, বীর চিন্তামণি, লঘুবীর চিন্তামণি, কামন্দক, নীতি ময়ূখ ও যুদ্ধ জয়ার্ণব। এতদ্ভিন্ন মহাভারত ও রামায়ণের সঙ্কলনও আছে।

মধুসূদন সরস্বতী কৃত প্রস্থানভেদ পাঠে জানা যায় যে, বিশ্বামিত্রকৃত মূল ধনুর্ব্বেদ তিনি দেখিয়াছিলেন। কেননা উক্ত গ্রন্থে যত অধ্যায় আছে তাহা তিনি বলিয়াছেন এবং প্রত্যেক অধ্যায়ে যে সকল বিষয়ের উপদেশ আছে, তাহাও তিনি স্বকৃত প্রস্থানভেদে বর্ণন করিয়াছেন।*

---

* মধুসূদন কৃত প্রস্থান ভেদে যাহা লিখিত আছে, তাহা এই—

"যজুর্বেদস্যোপবেদো ধনুর্বেদঃ পাদচতুষ্টয়াত্মকো বিশ্বামিত্রপ্রণীতঃ। তত্র প্রথমো দীক্ষাপাদঃ। দ্বিতীয়ঃ সংগ্রহপাদঃ। তৃতীয়ঃ সিদ্ধিপাদঃ। চতুর্থঃ প্রয়োগপাদঃ। তত্র প্রথমপাদে ধনুর্লক্ষণং অধিকারি নিরূপণঞ্চ কৃতম্। তত্র ধনুঃশব্দশ্চাপে রূঢ়োঽপি চতুর্বিধায়ুধবাচী বর্ত্ততে। তচ্চ চতুর্বিধম্। মুক্তমমুক্তং মুক্তামুক্তং যন্ত্রমুক্তঞ্চ। তত্র মুক্তং চক্রাদি। অমুক্তং খড়্গাদি। মুক্তামুক্তং শল্যাবান্তরভেদাদি। যন্ত্রমুক্তং শরাদি। তত্র মুক্তমস্ত্রমিত্যুচ্যতে। অমুক্তং শস্ত্রমিত্যুচ্যতে। তদপি ব্রাহ্ম বৈষ্ণব পাশুপত প্রাজাপত্যাগ্নেয়াদি ভেদাদনেকবিধম্।

গ্রন্থ না দেখিলে তিনি কোন ক্রমেই এতাদৃশ সংকলন করিতে সমর্থ হইতেন না। মধুসূদনের আয়ু এক্ষণে অনধিক ৬০০ বৎসর। অতএব ৬০০ বৎসর সময়ে যদি বিশ্বামিত্রের ধনুর্ব্বেদ থাকা সত্য হয়, তবে তাহা এখনও কোথাও না কোথাও আছে বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। পরন্তু আমরা বহু চেষ্টাতেও উহার অস্তিত্ব সন্ধানে সমর্থ হই নাই। কাযে কাযেই উল্লিখিত গ্রন্থ নিচয় একত্রিত করিয়া ধনুর্ব্বেদের অধিকার যত দূর দেখান যাইতে পারে তাহা এতৎ প্রবন্ধে প্রদর্শিত হইবে।

মহর্ষি বৈশম্পায়নের মতে খড়্গাস্ত্রই সর্ব্বাদিম। ধনুক ও তৎক্ষেপ্য বাণাদি তাহার পরে, বেণপুত্র পৃথু রাজার সময়ে আবিষ্কৃত হয়। চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা আদি রাজা পৃথুকে

एवं साधिदैवतेषु समन्त्रेषु चतुर्विधायुधेषु येषामधिकारः क्षत्रियकुमाराणां तदनुयायिनाञ्च ते सर्वे चतुर्विधाः। पदाति रथ गज तुरगारूढाः। एवं दीक्षाभिषेकशाकुन मङ्गलकरणादिकञ्च सर्वमपि प्रथमे पादे निरूपितम् सर्वेषामस्त्रशस्त्रविशेषाणां आचार्य्यस्य च लक्षणपूर्वकं संग्रहणं संग्रहपादे द्वितीये दर्शितम्। गुरुसम्प्रदायसिद्धानां शस्त्रविशेषाणां पुनः पुनरभ्यासो मन्त्रदेवता सिद्धिकरणादिकं तृतीये पादे। एवं देवतार्च्चनाभ्यासादिभिः सिद्धानां अस्त्रशस्त्रविशेषाणां प्रयोगश्चतुर्थे पादे निरूपितः॥"

ধনুর্ব্বেদ প্রদান করিলে তিনিই তাহা লোক মধ্যে প্রচারিত করিয়াছিলেন। যথা—

> "असिः पूर्वं मया सृष्टो दुष्टनिग्रहकारणात्।
> भवादृशसमीपस्थो लोकान् शिक्षन् चरत्यसौ॥
> धनुराद्यायुधव्याप्तौ त्वमेवादिः स्मृतो मया।
> तस्मात् शस्त्राणि चास्त्राणि ददामि तव पुत्रक॥"

ব্রহ্মা পৃথু সমীপে আবির্ভূত হইয়া বলিলেন, পূর্ব্বে আমি দুষ্টদমনের নিমিত্ত অসির সৃষ্টি করিয়াছিলাম। সেই অসি তোমার ন্যায় ব্যক্তির নিকট থাকিয়া দুষ্ট লোকদিগকে শিক্ষা দান করিতেছে। এক্ষণে আমি মনে করিয়াছি, তোমাকে আমি ধনুক প্রভৃতি আয়ুধ প্রচারের আদি কারণ করিব। হে পুত্র! সেই হেতু তোমাকে আমি অস্ত্র ও শস্ত্র সকল প্রদান করিব।

রাজশাস্ত্রের আদি বক্তা।

> "ब्रह्मा महेश्वरः स्कन्दश्चेन्द्रः प्राचेतसो मनुः।
> बृहस्पतिश्च शुक्रश्च भारद्वाजो महातपाः॥
> वेदव्यासश्च भगवान् तथा गौरशिरा मुनिः।
> एते हि राजशास्त्राणां प्रणेतारः परन्तपाः॥
> एवमन्येऽपि सुमतो वक्तारः परिकीर्तिताः"॥

আদিদেব ব্রহ্মা, মহেশ্বর, দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়, দেব-রাজ ইন্দ্র, প্রচেতা, মনু, বৃহস্পতি, শুক্র, ভরদ্বাজ ঋষি, বেদ-ব্যাস, গৌরশিরা,—এবং অন্যান্য মুনিগণও রাজশাস্ত্রের উপ-দেষ্টা বলিয়া খ্যাত আছেন। ধনুর্ব্বেদও সেই সকল রাজ-শাস্ত্রের অন্তর্গত। তাহাতে ধনুক কি? এবং তৎসম্বন্ধে কি কি বিধি আছে, তাহা যথাক্রমে প্রদর্শিত হইতেছে।

ধনুর লক্ষণ।

যদ্দ্বারা বাণ কি প্রস্তর খণ্ডাদি নিক্ষিপ্ত হয় তাহার নাম ধনু। ইহার অন্য নাম চাপ, ধন্ব, শরাসন, কোদণ্ড, কার্ম্মুক, ইষ্বাস, গুণী, শরাবাপ, ত্রিণতা, তৃণতা ও অস্ত্র। এ গুলি সাধরণতঃ শরনিক্ষেপক যন্ত্রের নাম। এতদ্ভিন্ন বিশেষ বিশেষ নামও আছে। সে সকল নাম ও তাহাদের লক্ষণ বর্ণিত হইতেছে।

"প্রথমং যৌগিকং চাপং যুদ্ধচাপং দ্বিতীয়কম্।
নিজবাহুবলোন্মানাৎ কিঞ্চিদূনং শুভং ধনুঃ॥
বরং প্রাণাধিকী ধন্বী ন তু প্রাণাধিকং ধনুঃ।
ধনুষা পীড্যমানস্তু ধন্বী লক্ষ্যং ন পশ্যতি॥"

(বৃ, শা, ধ।

প্রথমে শিক্ষা ধনু; পশ্চাৎ যুদ্ধ ধনু গ্রহণ করিবেক। যে ধনুক নিজের বাহুবলের পরিমাণ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ

ন্যূনবল সেই ধনুই উত্তম। অর্থাৎ যাহা সহজে ব্যবহার করা যায় তাহাই ভাল। ধনুকের বল অপেক্ষা ধনুর্দ্ধারীর বল অল্প হইলে ধনুর্দ্ধারী তদ্দারা কাতর বা ক্লিষ্ট হইয়া পড়েন; সুতরাং তাঁহার লক্ষ্য ভঙ্গ হইয়া যায়।

"बली निजबलोन्मानं चापं स्यात् शुभकारकम् ॥"

(বৃ, শা, ধ।

সেই জন্যই আপন বলের অনুরূপ ধনুই শুভদায়ক হয়। বস্তুতঃ ধনুক আকর্ষণ করিতে যদি কষ্ট উপস্থিত হয়, তবে তদ্দারা যুদ্ধ করা দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে। আবার ধনুকের বল নিতান্ত অল্প হইলেও বাণের বেগ অল্প হইবে এবং বাণের বেগ অল্প হইলে তদ্দারা ছেদভেদও যথাযোগ্য হইবে না।

যুদ্ধধনু দ্বিবিধ। দৈব ও মানব। দৈব ধনু অপেক্ষা মানব-ধনু কিঞ্চিৎ ন্যূন পরিমাণ। দৈব-ধনু সম্বন্ধে যে কিছু কথা আছে, সে সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া মানবধনুর পরিমাণাদি বর্ণন করা যাইতেছে।

ধনুর প্রমাণ।

"चतुर्विंशाङ्गुलीयस्तश्चतुर्हस्तं धनुर्[illegible]तम् ।
तद्वैष्णावं चापं सर्वलक्षणसंयुतम् ॥"

২৪ অঙ্গুল পরিমাণে ১ হস্ত পরিমাণ হয়। তাহার চারি হাত লম্বা মানব-ধনুর উত্তম পরিমাণ। তাহা লক্ষণান্বিত হইলেই গ্রাহ্য। ৮টী যব সারি সারি সাজাইলে যে পরিমাণ হয়, সেই পরিমাণকে অঙ্গুল পরিমাণ বলে। এবং ২৪ আঙ্গুলিতে এক হস্ত।

"চতুর্হস্তং ধনুঃ শ্রেষ্ঠং ত্রয়ঃ সার্দ্ধন্তু মধ্যমম্।
কনিষ্ঠন্তু ত্রয়ঃ প্রোক্তং নিত্যমেব পদাতিনঃ॥"

[আগ্নেয় ধনুর্ব্বেদ।

৪ হাত পরিমাণ ধনুই উত্তম। ৩॥ হাত ধনু মধ্যম। এবং তিন হাত ধনু অধম। এই ক্ষুদ্র ধনু পদাতি সৈন্যের নিত্য ব্যবহার্য্য।

ধনুকের জাতি বা প্রকার ভেদ।

"ধনুস্তু দ্বিবিধং প্রোক্তং শার্ঙ্গং বাংশং তথৈব চ।"

[য়ু, কল্প।

মূলধনু দ্বিবিধ। এক শার্ঙ্গ অর্থাৎ শৃঙ্গবিকার-জাত, দ্বিতীয় বাংশ অর্থাৎ বাঁশের দ্বারা নির্ম্মিত। এই দ্বিবিধ ধনুর আকার একরূপ নহে।(১)

---

(১) । মহিষাদির শৃঙ্গ গলাইয়া পশ্চাৎ তাহা জমাট করিয়া তদ্দারা যে ধনুক নির্ম্মিত হইত, শাস্ত্রে তাহা শার্ঙ্গ ধনু নামে খ্যাত।

"शार्ङ्गिकं त्रिणतं प्रोक्तं वैणवं सर्वनामितम् ।"

(धनुर्वेद ।

শার্ঙ্গিক অর্থাৎ শৃঙ্গজাত ধনু ত্রিণত অর্থাৎ ৩ স্থান নত বা বাঁকান এবং বৈণক বা বংশজাত ধনু সর্ব্বনামিত অর্থাৎ সর্ব্বস্থানে ক্রম-নম্র বা বাঁকান।

পুরাণাদি শাস্ত্রে বিষ্ণুর শার্ঙ্গ ধনু ছিল বলিয়া বর্ণিত আছে। পরন্তু সে শার্ঙ্গ ধনুঃ মনুষ্যের দুষ্প্রাপ্য ও দুর্দ্ধার্য্য। মানবদিগের শার্ঙ্গ ধনু তদপেক্ষা অনেক নিকৃষ্ট। যথা—

"शार्ङ्गं पुनर्धनुर्दिव्यं तद्विष्णोः परमायुधम् ।
वितस्ति सप्तमं मानं निर्मितं विश्वकर्मणा ॥
न स्वर्गे नच पाताले न भूमौ कस्य चित्करे ।
तद्धनुर्वशमायाति त्यक्त्वैकं पुरुषोत्तमम् ॥
पौरुषेयन्तु यच्छार्ङ्गं तज्ज्वलत्तरशोभितम् ।
वितस्तिभिः सार्द्धपञ्चभि-र्निर्मितं धनुषोऽधमम् ॥
प्रायो योज्यं धनुः शार्ङ्गं गजयोधाश्वसादिनाम् ।
रथिनाञ्च पदातीनां वांशं चापं प्रकीर्त्तितम् ॥"

(वृ, शार्ङ्ग ।

একণে যাহা কাঁচকড়া নামে খ্যাত, সেই বস্তু দ্বারাই পূর্ব্বে শার্ঙ্গ ধনু প্রস্তুত হইত। ইহাও অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় নহে যে, এদেশীয় পুরাতন লোকেরা শৃঙ্গ দ্বারা ইচ্ছামত ব্যবহার্য্য বস্তু নির্ম্মাণ করিতে জানিত।

ইহার অর্থ এই যে, দৈব শার্ঙ্গধনু বিষ্ণুর পরমাস্ত্র। তাহার প্রমাণ ৭ বিতস্তি। কনিষ্ঠাঙ্গুলিবর্জ্জিত হস্তকে বিতস্তি বলে। ইহার লৌকিক ভাষা মুটুমুহাত। ইহা বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মিত। ইহা বিষ্ণু ব্যতীত স্বর্গ, পাতাল ও পৃথিবী, এই ত্রিলোক মধ্যে কোন ব্যক্তিরই বশীভূত হয় না। যাহা মনুষ্যের নিমিত্ত, তাহার পরিমাণ ৬॥ বিতস্তি। এই ধনু প্রায় গজারোহী ও অশ্বারোহীর ব্যবহার্য্য। রথী ও পদাতি সৈন্যের জন্য বাংশ ধনুই শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত আছে।

বাংশ ধনুর বিবরণ।

প্রথমতঃ বাংশ ধনুর গ্রন্থি অর্থাৎ গাঁইট গুলি পরীক্ষা করা আবশ্যক।

"ত্রিপর্ব্ব পঞ্চপর্ব্ব বা সপ্তপর্ব্ব প্রকীর্ত্তিতম্।
নবপর্ব্বঞ্চ কোদণ্ডং চতুর্ধা শুভকারণম্॥
চতুষ্পর্ব্বঞ্চ ষট্পর্ব্ব অষ্টপর্ব্ব বিবর্জয়েৎ।"

(বৃ, শার্ঙ্গ।

ধনুকের বাঁস্‌টীতে ৩, ৫, ৭, ও ৯টী গাঁইট থাকিলে ভাল হয়। ৪, ৬ ও ৮ পর্ব্ব অর্থাৎ গাঁইট থাকিলে তাহ পরিত্যাজ্য।

"অতিজীর্ণমপক্কঞ্চ জাতিদুষ্টং তথৈব চ।
দগ্ধং ছিদ্রং ন কর্ত্তব্যং বাহ্যাভ্যন্তরদেশকম্॥
গুণহীনং গুণাক্রান্তং বাস্তুদোষসমন্বিতম্।
গলগ্রন্থির্ন কর্ত্তব্যা তলমধ্যে তথৈব চ॥"

(বৃ, শা।

অতিজীর্ণ, অপক ও জাতিদুষ্ট বাঁশের ধনুক ভাল নহে। বাহিরেই হউক, আর অভ্যন্তরেই হউক, আর হস্ত স্থানেই হউক, তাহা দগ্ধ কি ছিদ্রিত থাকিবে না। ধনুক'কে গুণ-হীন বা গুণাক্রান্ত করিবেক না। বাস্তদোষ বা কাণ্ডদোষ না থাকে, গলগ্রন্থি ও তল গ্রন্থি রাখাও কর্ত্তব্য নহে।

"অপক্কং ভঙ্গমায়াতি অতিজীর্ণন্তু কর্কশম্।
জাতিদুষ্টন্তু যোধেশং কলহো বান্ধবৈঃ সহ॥
দগ্ধেন দহ্যতে বেশ্ম ছিদ্রং যুদ্ধবিনাশনম্।
বাহ্যে লক্ষ্যং ন লভেত তথৈবাভ্যন্তরেঽপি চ॥
হীনে তু সন্ধিতে বাণে সংগ্রামে ভঙ্গকারকম্।
আক্রান্তে তু পুনঃ ক্বাপি ন লক্ষ্যং প্রাপ্যতে দৃঢ়ম্॥"
"গলগ্রন্থি তলগ্রন্থি ধনহানিকরং ধনুঃ।
এভির্দোষৈর্বিনির্ম্মুক্তং সর্ব্বকার্য্যকরং স্মৃতম্॥"

(বৃ, শার্ঙ্গ।

অপক বাঁশের ধনুক ভাঙ্গিয়া যায়। অতিপক বাঁশের ধনুক কর্কশ হয় অর্থাৎ তাহার উপযুক্ত স্থিতিস্থাপক গুণ

থাকে না। জাতিভ্রষ্ট অর্থাৎ যাহা অন্য বাঁশের দ্বারা দুষ্ট হইয়া গিয়াছে, সে রূপ বাঁশের ধনুক উদ্বেগ ও কলহ-জনক। দগ্ধ ধনুক ধারণে গৃহদাহ হইবার সম্ভাবনা। ছিদ্রিত বা রন্ধ্রযুক্ত বাঁশের ধনুকে যুদ্ধহানি হয়। অর্থাৎ তদ্দ্বারা তুমুল যুদ্ধ করা যায় না। (নীরেট বাঁশের ধনুকই ভাল।) বাহ্যহস্ত ও অভ্যন্তরহস্ত ধনুকে লক্ষ্যের ব্যাঘাত হয়। হীন হইলে বাণ সন্ধান কালে ভঙ্গ হইবার সম্ভাবনা। গুণাক্রান্ত হইলে লক্ষ্যলাভ হয় না। ধনুকের গলদেশে কি তলস্থানে গাঁইট থাকিলে ধনহানি হয়। অতএব, যাহাতে এই সকল দোষ নাই—সেই ধনুকই উত্তম ও কার্য্যসাধক হয়। বস্তুতঃ—

"কালজং বর্ণদৃঢ়তা সর্বেগুণ চ তদাবৃতঃ।"

উত্তম রঙদার অর্থাৎ সুপক, কোমল অথচ দৃঢ় অর্থাৎ উপযুক্ত স্থিতি-স্থাপক-শক্তি-বিশিষ্ট হইলেই তাহা শার্ঙ্গ ও বৈণব ধনুর সদ্‌গুণ বলিয়া উক্ত হয়।

উপলক্ষেপক ধনু অর্থাৎ গুলতী বাঁশ।

"উপলক্ষেপকং চাপং বৈণবং সদ্বিরজ্জুকম্।
দ্বিহস্তোন্মিতধর্মাষিতং দ্ব্যঙ্গুলীবিস্তৃতং তু তৎ॥"

উপলক্ষেপক ধনুক অর্থাৎ যদ্দ্বারা ক্ষুদ্র পাষাণ বর্ষণ করিতে হয়, সে ধনুক ৩ হাত লম্বা এবং দ্বিরজ্জু অর্থাৎ

২ অঙ্গুল কি তাহার কিঞ্চিৎ অধিক বিস্তৃত হয় এরূপ নিয়মে রজ্জুদ্বয় যোজিত করিতে হয়। যে ধনু লইয়া এক্ষণকার ব্যাধেরা বাঁটুল চালায় তাহা এক্ষণে গুল্‌তী বাঁশ নামে প্রসিদ্ধ। এইরূপ ধনুকের দ্বারা তৎকালে ক্ষুদ্র পাষাণ বর্ষণ করা হইত। পূর্ব্বকালের লোক সকল কিরূপ বলশালী ছিল—তাহাও এই ধনুর্লক্ষণের দ্বারা এক প্রকার জ্ঞাত হওয়া যায়। নিরেট্ আস্ত বাঁশের ধনুক আকর্ষণ করা সামান্য বলের কার্য্য নহে। এক্ষণকার সাঁওতালেরাও অখণ্ড অর্থাৎ আস্ত বাঁশের ধনুক নোয়াইতে পারে না। তাহারা এক্ষণে বাঁশ্ চিরিয়া আন্দাজ তাহার ৩ ভাগের ১ ভাগ দ্বারা ধনুঃ প্রস্তুত করে। তাদৃশ খণ্ডিত বাঁশের ধনুকের সাহায্যে তাহারা তীর দ্বারা ছোট ছোট বৃক্ষকেও ভেদ করিতে সমর্থ হয়। এক্ষণকার খণ্ডিত বাঁশের ধনুকের বলের সহিত পূর্ব্ব-কালের অখণ্ডিত নিরেট বাঁশের ধনুকের বলের তুলনা করিয়া দেখিলে পূর্ব্বকালের লোক সকল কিরূপ অসাধারণ বলবীর্য্য-শালী ছিল এবং তাদৃশ ধনুকের বেগ এক্ষণকার সামান্য বন্দুকের বেগ অপেক্ষা কত অধিক ছিল—তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে।

গুণরজ্জু বা ধনুর ছিলা।

"গুণাগ্রা অন্তং কুর্য্যাৎ মানতং কাৰ্য্যমুত্তমম্।
মহুরুৈঃ গুণঃ কার্য্যঃ ক্লিষ্টাসালবন্দিরঃ ॥

ধনুঃসমানো নিঃসন্ধিঃ মৃষ্টৈস্ত্রিগুণতন্তুভিঃ।
বর্ত্তিতঃ স্যাদ্গুণঃ শ্লক্ষ্ণঃ সর্ব্বকর্ম্মসহো যুধি ॥"

(হ, মা।

* পাটের সূতার দ্বারা কনিষ্ঠাঙ্গুলিপরিমিত স্থূল (মোটা) ও ধনুঃপ্রমাণ লম্বা অর্থাৎ ধনুকের সমান লম্বা গুণ বা ছিলা প্রস্তুত করিবেক। উহা নিঃসন্ধি অর্থাৎ উহাতে যোড় থাকিবে না। শুদ্ধ অর্থাৎ বর্ত্তিত, মার্জ্জিত ও নিঃসন্ধিত হইবে। তিনটী তন্তু একত্রে বর্ত্তিত করিয়া (তেতার করিয়া) সরু মোটা না হয়, অথচ মসৃণ ও কনিষ্ঠাঙ্গুলিসম্মিত স্থূল হয়, এইরূপ গুণ বা ছিলা প্রস্তুত করিবেক। এই ছিলা যুদ্ধ-কালে সর্ব্বপ্রকার ক্রিয়া সহ্য করিতে সমর্থ।

অন্যপ্রকার।

অভাবে পট্টসূত্রস্য হারিণী স্নায়ুরিষ্যতে।
'গুণার্থমথবা গ্রাহ্যা স্নায়বো মহিষীগবাম্ ॥
তৎকালহতমী * * * চর্ম্মণা ছাগলেন বা।
নির্লোমতন্তুসূত্রেণ কুর্য্যাদ্বা গুণমুত্তমম্ ॥"

---

* পট্ট শব্দের অর্থ রেশম। কেহ বলেন, কুল্‌পোকার গুঁটীর সূতা। কেহ বলেন, শণনামক পাট্ গাছের ছালের সূতা। কেহ বলেন, তিসির ছালের সূতা, যাহার অপর ভাষা টৌন।

পট্টসূত্রের অভাবে পশুর স্নায়ু ও চর্ম্মের দ্বারাও উত্তম গুণ প্রস্তুত হইতে পারে। গুণের নিমিত্ত হরিণের স্নায়ু, মহিষের স্নায়ু ও বৃষের স্নায়ু গ্রাহ্য। সদ্যোহত গাভির ও ছাগের চর্ম্ম লোমশূন্য করিয়া তাহার সূত্র বা তন্ত (তাঁইত) প্রস্তুত করণ পূর্ব্বক তদ্দারা উল্লিখিত প্রকারের গুণ প্রস্তুত করিবেক। এই স্নায়ব ও চার্ম্ম গুণ অতি উৎকৃষ্ট।

প্রকারান্তর।

"পক্কবংশত্বচঃ কার্য্যা গুণস্তথা বটীইকঃ।
পট্টসূত্রেণ সম্বদ্ধঃ সর্ব্বকর্ম্মসহো যুধি॥"

(হ, ধা।

পাকা বাঁশের ত্বক্ (চাঁচাড়ী) লইয়া তদ্দারা উল্লিখিত প্রণালীর গুণ প্রস্তুত করাও যায়। পরন্তু তাহার সর্ব্বাঙ্গ পট্ট সূত্রের দ্বারা সম্বদ্ধ করিতে হয়। এই বাঁশের ছালের ছিলা অতি দৃঢ়, সর্ব্বপ্রকার আকর্ষণ বিকর্ষণাদি ক্রিয়া সহ্য করিতে সমর্থ, সুতরাং উৎকৃষ্ট।

প্রকারান্তর।

"মাসে ভাদ্রপদে মাসে সমবংশস্য প্রবর্ত্তনে।
তস্মাত্তত্বগ্গুণঃ কার্য্যঃ পবিত্রঃ কাবটীইকঃ॥
দশার্কমূলতন্তূনাং বল্কাজস্তাহ্বয়ঃ স্মৃতাঃ।

तद्गुणं त्रिगुणं कार्य्यं प्रशस्तोऽयं गुणः स्मृतः ।
एवं मूर्व्वालतातन्तुनाऽपि गुणः स्याद्गुणवद्दृढः ॥”

(বৃ, শা।

ভাদ্র মাসে আকন্দ বৃক্ষের ত্বক সুপক্ব হয়। সেই সময়ে তাহার ছাল লইয়া তন্মধ্য হইতে সূক্ষ্ম সূত্র সকল বাহির করিবে। সেই সূত্রের দ্বারা পুর্ব্বোক্ত নিয়মে গুণ বা ছিলা প্রস্তুত করিবে। ইহাও স্থায়ী ও দৃঢ়। মূর্ব্বা অর্থৎ সূচ্‌মুখ নামক ক্ষুপের পত্রে যে সূত্র পাওয়া যায়, তদ্দ্বারাও উক্ত রূপ গুণ প্রস্তুত করা যায়। ইহার নাম জ্যা। ইহাও মন্দ নহে।

শর বিধি।

ধনুক, ধনুকের জ্যা বা ছিলার বিধান বলা হইল। এক্ষণে শরবিধান শ্রবণ কর।

“अतःपरं प्रवक्ष्यामि शराणां लक्षणं शुभम् ।
स्थूलत्वं नाति सूक्ष्मत्वं न पक्वं न कुभूमिजम् ॥
हीनपर्व्वं सुपक्वञ्च पाण्डुरं स्वनयाङ्कुतम् ।
हीनग्रन्थि विदीर्णञ्च वर्जयेत्तादृशं शरम् ॥”

(বৃ, শা।

অতঃপর তীরনির্ম্মাণের শর অর্থাৎ স্বনামপ্রসিদ্ধ তৃণ বিশেষের উত্তম লক্ষণ সকল বলিতেছি। অধিক স্থূল না

হয়, অধিক সূক্ষ্ম বা সরু না হয়, অপক্ক না হয়, সুপক্ক হয়, অথচ কুৎসিত মৃত্তিকায় উৎপন্ন না হয়, গ্রন্থি না থাকে, পাকিয়া পাণ্ডুর বর্ণ হয়, এরূপ শর, (ইহা খড়ী কাটার ন্যায় একপ্রকার বৃহৎ তৃণ) উপযুক্ত সময়ে আহরণ করিবে। (যে সময়ে উহা সুপক্ক হয় ও বর্ষা না থাকে, সেই সময়েই শর উত্তোলনের সময়।) হীন-গ্রন্থি ও ফাটা এরূপ শর আহরণ করিবে না।

"कठिनं वर्त्तुलं काण्डं गृह्णीयात् सुप्रदेशजम् ।"

কঠিন, বর্ত্তুল অর্থাৎ সুগোল, এবং উত্তম স্থানে উৎপন্ন (জলবহুল, তৃণবহুল ও ছায়াবহুল প্রদেশে যে শর জন্মে—তাহা তত দৃঢ় হয় না এবং কীটাকুলিত হয়। রৌদ্র বহুল ও অল্পবালুক উর্ব্বর ক্ষেত্রে যে শর জন্মে—তাহাই সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর হয়।) এই রূপ কাণ্ড অর্থাৎ শর, তীর নির্ম্মাণার্থ গ্রহণ করিবেক।

"द्वौ हस्तौ मुष्टिना हीनौ दैर्घ्ये स्थौल्ये कनिष्ठिका ।
विधेया शरमानेषु धनुर्ज्याकर्षणेन तु ॥"

(वृ, शा।

উল্লিখিত প্রকারের উত্তম শর আহরণ করিয়া, ২ হাত কিম্বা এক মুষ্টি ন্যূন ২ হাত লম্বা ও স্থূলতায় কনিষ্ঠাঙ্গুলি

পরিমাণ এরূপ শর গ্রহণ করিবেক। যদি কোথাও বক্রতা থাকে, তবে তন্নাশার্থ যন্ত্রে আকর্ষণ করিবেক। অর্থাৎ শর-গুলি ২ হাতের অধিক লম্বা, কনিষ্ঠাঙ্গুলি অপেক্ষা মোটা হইবে না, এবং সরল অর্থাৎ ঠিক সোজা হওয়া আবশ্যক। দুই হাতের অধিক লম্বা না হইবার কারণ এই যে, মুষ্টিবদ্ধ বামহস্ত প্রসারিত করিলে মুষ্টির অগ্রভাগ হইতে দক্ষিণ কর্ণের মূলদেশ পর্য্যন্তের পরিমাণ বা মাপ দুই হস্তের অধিক নহে, বরং কিঞ্চিৎ অল্প। সুতরাং মুষ্টিহীন ২ হাত বাণ ধনুকে সংযোজিত করিলেই আকর্ণ আকর্ষণ সহজে সম্পাদিত হয়। অধিক লম্বা হইলে আকর্ষণের দোষ জন্মে এবং তন্নিবন্ধন তাহার গতিভঙ্গতাও জন্মে। অপিচ, বাণ ছাড়িয়া দিলে বায়ু তাহার গতির বক্রতা জন্মাইতে না পারে, এজন্য তাহার মূলে পাখীর পালক সংযুক্ত করিয়া দিতে হয়। তাহার নিয়মও প্রণালী এইরূপ।

" काकहंसशशादीनां मत्स्यादक्रौञ्च केकिनाम् ।
गृध्राणां कुररोणाञ्च पक्षा एते सुशोभनाः ॥
एकैकस्य शरस्यैव चतुःपक्षाणि योजयेत् ।
षडङ्गुलि प्रमाणेन पक्षच्छेदञ्च कारयेत् ।
दशाङ्गुलमितं पक्षं शार्ङ्गं चापस्य मार्गणे ।
योज्या स्तत्र चतुः संख्याः संनद्धाः स्नायुतन्तुभिः ॥

(वृ, शा।

পক্ষ যোজনা ব্যতীত বাণের ঠিক্ সরল গতি হয় না। পক্ষ সংযোগ করায় বাতাস কাটিয়া যায়, সুতরাং বাণও ঠিক সোজা যায়, কোনোদিক্ বাঁকিয়া যায় না। শর যদি বাঁকিয়া না যায়, ঠিক সোজা যায়, তাহা হইলে ঠিক লক্ষ্যে গিয়া পড়িতে পারে, নচেৎ লক্ষ্যচ্যুত হইয়া যায়। এই সূক্ষ্ম বিজ্ঞানটী নিতান্ত সহজ-বোধ্য নহে। ফল, বাণের সরল গতির নিমিত্ত যে তদগ্রে বা তন্মূলে পক্ষ যোজনা করিতে হয়, তৎসম্বন্ধে এইরূপ বিধি নির্দ্দিষ্ট আছে।

কাক, হংস, শশ, মাচ্‌রাঙ্গা, বক, ময়ূর, গৃধ্র ও কুরর,—এই সকল পক্ষীর পক্ষই উত্তম। প্রত্যেক শরে ৪টী করিয়া পালক (সমান্তর করিয়া) সংযোজিত করিবে। পালকগুলি ঠিক্ ৬ অঙ্গুল প্রমাণে লইবে। যে সকল বাণ শার্ঙ্গ ধনুকের নিমিত্ত প্রস্তুত করিবে, কেবল সেই সকল বাণে ১০ অঙ্গুল পরিমাণ পক্ষ যোজনা করা আবশ্যক। বৈণব ধনুর নিমিত্ত ৬ অঙ্গুল প্রমাণ এবং শার্ঙ্গধনুর নিমিত্ত ১০ অঙ্গুল প্রমাণ গৃধ্রাদি পক্ষীর পক্ষ লইয়া (ঠিক সমান আকার ও ওজনে) তাহার ৪টী করিয়া পক্ষ (সমান্তরাল নিয়মে) প্রত্যেক শরে স্নায়ু তন্তুর দ্বারা দৃঢ় আবদ্ধ করিবেক।

ধনু নির্ম্মাণ ও শর কল্পনার কথা বলা হইল। ইহার শেষ ভাগে বলা হইয়াছে যে, বাণের নিমিত্ত সুপক্ক শর আহরণ করা কর্ত্তব্য। মুষ্টি ন্যূন দুই হস্ত পরিমাণ যথা,

কনিষ্ঠাঙ্গুলি তুল্য স্থূল ও পর্ব্ব বা গাঁইট্ গুলি সন্নত থাকা আবশ্যক। পক্ষি পক্ষ সংযোজিত তাদৃশ শরের অগ্রভাগে ফলা পরাইতে হয়। নচেৎ তাহা যুদ্ধোপযোগী হয় না। যে শরের অগ্রভাগ স্থূল অর্থাৎ আগার দিকটা মোটা— ধনুর্ব্বিৎ পণ্ডিতেরা তাদৃশ শরকে "স্ত্রী" জাতীয় বলিয়া বর্ণনা করেন। আর পুচ্ছদেশ যদি স্থূল হয়—তবে তাদৃশ শর "পুরুষ" জাতি বলিয়া উক্ত হয় এবং যাহার অগ্র পশ্চাৎ সকল ভাগই সমান—তাহা "নপুংসক" জাতি বলিয়া গণ্য। নারীজাতীয় শর অধিকতর দূরগামী হয়। পুরুষ জাতীয় শর দূর বস্তু ভেদের যোগ্য এবং নপুংসক জাতীয় শর লক্ষ্য সাধনার্থ প্রযোজ্য। এই সকল বিধান কেবল বৃদ্ধ শার্ঙ্গধর-গ্রন্থে দৃষ্ট হয়। যথা—

"শরাশ্চ ত্রিবিধা জ্ঞেয়া স্ত্রীপুমাংশ্চ নপুংসকাঃ।
অগ্রে স্থূলা ভবেন্নারী পশ্চাৎ স্থূলো ভবেৎ পুমান্॥
সমং নপুংসকং জ্ঞেয়ং লক্ষ্যার্থং নিয়োজয়েৎ।
দূরপাতং যুবত্যাশ্চ পুরুষো ভেদয়েদ্দৃঢ়ম্॥"

ইহার বঙ্গানুবাদ উপরে প্রদত্ত হইয়াছে, দেখুন।

ফল-কল্পনা।

পূর্ব্বোক্ত প্রকারের সুলক্ষণ সম্পন্ন শরের অগ্রভাগে যে ফলা পরাইতে হয়—তাহার বিধান এইরূপঃ—

"फलन्तु यद्यपीष्वग्रे सुधारं तीक्ष्णमव्रणम् ।
योजयेत् वज्रलेपेन शरे पश्चात्प्रमाणतः ॥"

(বৃ, সা।

"অসি" নামক প্রবন্ধে নানাবিধ লৌহের বর্ণনা করিব। শুদ্ধ, বজ্র ও কান্ত প্রভৃতি নাম ও তত্তাবতের লক্ষণ বা পরীক্ষা প্রকারও বর্ণন করিব। সেই সকল লৌহের মধ্যে শুদ্ধ এবং বজ্র এই দুই প্রকার লৌহ অস্ত্রনির্ম্মাণের উপযুক্ত। তন্মধ্যে শুদ্ধ লৌহটী তীরের ফলার বিশেষ উপযুক্ত। এজন্য শুদ্ধ লৌহের দ্বারা বিবিধাকার ফলা প্রস্তুত করিবেক। সে সকল ফলা সুধার, তীক্ষ্ণ ও অক্ষত হওয়া আবশ্যক। ফলা প্রস্তুত হইলে তদ্গাত্রে "বজ্রলেপ" প্রদান করা উচিত। ফলাগুলি পক্ষ প্রমাণের অনুরূপ প্রমাণ বিশিষ্ট করিতে হয়। পশ্চাৎ তাহা প্রোক্তলক্ষণাক্রান্ত শরে সংযোজিত করিতে হয়। শরের ফলা নানা প্রকার। ভিন্ন ভিন্ন আকারের ফলের ভিন্ন ভিন্ন নাম ও প্রয়োজন আছে। যথা—

"आरामुखं क्षुरप्रञ्च गोपुच्छं चार्द्धचन्द्रकम् ।
सूचीमुखञ्च भल्लञ्च वत्सदन्तं द्विभल्लकम् ॥
कर्णिकं काकतुण्डञ्च तथान्यान्यप्यनेकशः ।
फलानि देश देशेषु भवन्ति बहुरूपतः ॥"

আরামুখ, ক্ষুরপ্র, গোপুচ্ছ, অর্দ্ধ চন্দ্র, সূচীমুখ, ভল্ল,

বৎসদন্ত, দ্বিভল্ল, কর্ণিক ও কাকতুণ্ড ইত্যাদি অনেক আকা-রের এবং ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন আকারের ফলা প্রস্তুত হয়। *

প্রয়োজন।

ফলের আকার গত বৈলক্ষণ্যের বিশেষ প্রয়োজন আছে। নিষ্প্রয়োজনে বা সুদৃশ্যতার জন্য আকারের ভিন্নতা সাধিত হয় না। যে যে আকারের বাণ দ্বারা যে যে কার্য্য সাধিত হয়, তাহার ২।৪টী নিদর্শন দেখান যাইতেছে।

"আরামুখেন কবচং অর্দ্ধচন্দ্রেণ মস্তকম্।
আরামুখেন বৈ চর্ম্ম ক্ষুরপ্রেণ চ কার্ম্মুকম্॥
ভল্লেন হৃদয়ং বেধ্যং দ্বিভল্লেন গুণঃ মতঃ।
লৌহস্য কাকতুণ্ডেন বেধ্যং দ্ব্যঙ্গুলসম্মিতম্॥
অন্যৎ গোপুচ্ছকৈ জ্ঞেয়ং ... ...।
মুখে চ লৌহকণ্টেন বিধ্যমঙ্গুলসম্মিতম্॥"

(হ, মা।

আরামুখ নামক শরের দ্বারা কবচ অর্থাৎ বর্ম্ম বা সাঁজোয়া ভেদ করা যায়। অর্দ্ধচন্দ্র বাণের দ্বারা প্রতিযোদ্ধার মস্তক

---

* আরা—চর্ম্ম ভেদক সূক্ষ্মাগ্র শলাকাকীর যন্ত্র। "টেকো" ইতি ভাষা।

ছেদন সাধিত হয়। আরামুখ অথবা সূচীমুখ বাণের দ্বারা চর্ম্ম বা ঢাল বিদ্ধ করা যায়। কার্ম্মুক অর্থাৎ ধনুক ছেদন করিবার জন্য ক্ষুরপ্র নামক বাণ প্রস্তুত করিতে হয়। হৃদয় বিদ্ধ করিবার জন্য ভল্ল অস্ত্রই প্রযোজ্য। ধনুকের গুণ ও আগম্যমান শর কাটিবার জন্য দ্বিভল্ল নামক বাণই উত্তম। কাকতুণ্ডাকার ফলার দ্বারা তিন অঙ্গুল পরিমিত লৌহ বিদ্ধ করা যায়। গোপুচ্ছাকার শরের দ্বারা অগণ্য অনেক কার্য্য সাধিত হয় এবং লৌহকণ্টকমুখ শরের দ্বারা অঙ্গুলত্রয় পরিমিত ছিদ্র উৎপাদন করা যায়।

ফলপায়ন অর্থাৎ ফলায় পান দিবার বিধি।

ছেদ ভেদাদি বহুবিধ কার্য্যের উপযুক্ত বহুবিধ আকারের ফলা প্রস্তুত করিয়া তাহাতে অস্ত্রবিদ্যার মতানুসারী পান্ দিতে হয়। পানের গুণেই অস্ত্রের ধার উত্তম হয়, আবার পানের দোষেই তাহার ধার মন্দ হয়, ইহা বোধ হয় সকলেই জ্ঞাত আছেন। পরন্তু কিরূপ পান দিলে অস্ত্রের ধার ভাল হয়, দৃঢ়ভেদী হয়, তাহা হয়তো এক্ষণকার শস্ত্রকারিগণের অবিদিত আছে। ফল, অবিদিত থাকা উচিত নহে। যাহাই হউক, বৃদ্ধ শার্ঙ্গধর প্রোক্ত পায়ন বিধিটী বঙ্গভাষায় আনীত করা উচিত বোধ হইতেছে। তরবারি ও অন্যান্য অস্ত্রের পায়ন বিধান গুলি আমরা

“অসি” নামক প্রবন্ধে লিখিব, এক্ষণে তীরের ফলার পায়ন-বিধিটী এতৎপ্রবন্ধে ব্যক্ত করিব। তৎসম্বন্ধে এইরূপ বিধান আছে ;—

“फलस्य पायनं वक्ष्ये वनौषधिविलेपनैः।
येन दुर्भेद्यवर्माणि भेदयेत् तरुपर्णवत् ॥”

(ह, धा ।

উৎকৃষ্ট ঔষধি (উদ্ভিজ্জ) লিপ্ত করিয়া যে ফলপায়ন বিধান আছে,—যে বিধানে পান দিলে দুর্ভেদ্য লৌহবর্ম্মকেও বৃক্ষপত্রের ন্যায় ভেদ করা যায়,—সেই বিধানটীই বলিতেছি।

पिप्पली सैन्धवं कुष्ठं गोमूत्रेण तु पेषयेत्।
अतिधौतमनाविद्धं पीतं नष्टं तथौषधम् ॥
अनेन लेपयेच्छस्त्रं लिप्तं चाग्नौ प्रतापयेत्।
ततो निर्वापितं तैले लौहं तत्र विभिद्यते ॥
पञ्चभिर्लवणैः पिष्टं मधुचित्रैः ससर्षपैः।
एभिः प्रलेपयेच्छस्त्रं लिप्तं चाग्नौ प्रतापयेत्।
शिखिग्रीवानुवर्णाभं तप्तपीतं तथौषधम्।
ततस्तु विमलं तोयं पाययेच्छस्त्रमुत्तमम् ॥”

পিপুল, সৈন্ধব লবণ, কুড় (বণিক দ্রব্য), এই তিন দ্রব্য গোমূত্রের সহিত পিষ্ট করিবে। এরূপ পিষ্ট করিবে যে ঔষধগুলির অবয়ব যেন নষ্ট হইয়া যায়। তাদৃক্ পিষ্ট হইলে

শীত গুণবিশিষ্ট, অনাবিদ্ধ ও পীতবর্ণ হইবে। অনন্তর তাহার দ্বারা শরের ফলা কি অন্য কোন শস্ত্র প্রলিপ্ত করিবে। অনন্তর তাহা অগ্নিতে প্রতপ্ত করিবে অর্থাৎ উত্তমরূপে দগ্ধ করিবে। পশ্চাৎ অগ্নিকুণ্ড হইতে উঠাইয়া শস্ত্রের দৃশ্য অগ্নি যখন নির্ব্বাপিত হইবে, অথচ উত্তাপ সম্পূর্ণ থাকিবে, তখন তাহা তৈলে নিক্ষিপ্ত করিবে। এইরূপ প্রক্রিয়ার দ্বারা শস্ত্রের লৌহে স্বাভাবিক শক্তি অপেক্ষা বিশেষ শক্তি উৎপন্ন হইবে।

দ্বিতীয় প্রকার।

পঞ্চ লবণ, * সর্ষপ, ও মধু এই সকল দ্রব্য উত্তমরূপ পিষ্ট করিয়া শস্ত্রকার তাহাতে প্রলেপ দিবেন, পরে সেই প্রলিপ্ত শস্ত্রকে অগ্নি দগ্ধ করিবেন। যখন তাহাতে ময়ূর পুচ্ছের রঙ্ দেখা যাইবে, তখন জানিবেন যে, শস্ত্র সেই

---

* "সৌবর্চ্চলং সৈন্ধবঞ্চ বিড়মৌদ্ভিদমেব চ।
সামুদ্রেন সহৈতানি পঞ্চ স্যুর্লবণানি চ॥"

(বৈদ্যক।

সৌবর্চল—সচর লবণ। সৈন্ধব—সর্ব্বত্রপ্রসিদ্ধ লবণ। উদ্ভিদ—ক্ষারী লবণ অর্থাৎ বৃক্ষাদি দগ্ধ করিয়া যাহা প্রস্তুত হয়। সামুদ্র—সাগর লবণ।

ঔষধ পান করিয়াছে। ইহার পরেই তাহাকে নির্ম্মল জল পান করাইবেন অর্থাৎ স্বচ্ছ সলিলে নিক্ষিপ্ত করিবেন। এতদ্ভিন্ন বৃহৎসংহিতা নামক গ্রন্থে আরও কএক প্রকার শস্ত্রপায়নের বিধান আছে তাহাও এস্থলে সন্নিবিষ্ট করা গেল।

"বড়বোষ্ট্রকরেণুদুগ্ধপানং
যদি পাপেন সমীহতেঽর্থসিদ্ধিম্।
ঝষপিত্তমৃগাশ্ববস্তদুগ্ধৈঃ
করিহস্তচ্ছিদয়ে সতাল গর্ভৈঃ॥
আর্কং পয়ো হুড়ু বিষাণমষীসমেতং
পারাবতাখু শকৃতা চ যুতং প্রলেপঃ।
শস্ত্রস্য তৈলমথিতস্য ততোঽস্য পানং
পশ্চাচ্ছিতস্য ন শিলাসু ভবেদ্বিঘাতঃ॥
ক্ষারে কদল্যা মথিতেন যুক্তে
দিনোষিতে পায়িতমায়সং যৎ।
সম্যক্ শিতং চাশ্মনি নৈতি ভঙ্গং
ন চান্যলৌহেষ্বপি তস্য কৌণ্ঠ্যম্॥"

বড়বা—ঘোটকী। উষ্ট্র—উট্। করেণু—হস্তিনী। এই সকল পশুর দুগ্ধ পান করাইলে তীরের ফলায় অতি উৎকৃষ্ট ধার হয়। মাছের পিত্ত, মৃগীর দুগ্ধ, কুক্কুরের দুগ্ধ ও ছাগী দুগ্ধ পান করাইলে হস্তিশুণ্ড ছেদন করিবার উপযুক্ত ধার হয়।

অর্কক্ষার অর্থাৎ আকন্দের আটা, হড়ু শৃঙ্গের অঙ্গার, পায়রার ও ইন্দুরের বিষ্ঠা, এই সকল দ্রব্য একত্রিত করিয়া (পেষণ পূর্ব্বক) তদ্দ্বারা অস্ত্রের সর্ব্বাঙ্গ লিপ্ত করিবেক। পশ্চাৎ তাহাতে তৈলসেক পূর্ব্বক দগ্ধ করিবেক এবং পূর্ব্বোক্ত বিধানে পান দিবেক। অনন্তর তাহাকে শাণিত করিবেক। এইরূপ করিলে সে অস্ত্র প্রস্তরে ভাঙ্গিবে না। প্রত্যুত প্রস্তরই তদ্দ্বারা বিদীর্ণ হইবেক।

লৌহ নির্ম্মিত অস্ত্র কদলী ক্ষারে প্রলিপ্ত করিয়া এক দিন পরে পান দিয়া উত্তম শাণিত করিলে তাহা কিছুতেই ভাঙ্গিবে না এবং অন্য লৌহেও তাহার ধার বা তীক্ষ্ণতা নষ্ট হইবে না।

নারাচ ও নালীক।

শর বিধান বলা হইল। পরন্তু নারাচ ও নালীক, এই দুই বাণ উহার অন্তর্গত নহে। সুতরাং এই দুই বাণের কথা স্বতন্ত্র বলা আবশ্যক।

> "सर्वलौहास्तु ये बाणा नाराचास्ते प्रकीर्त्तिताः।
> पञ्चभिः पृथुलैः पक्षैः युक्ताः सिध्यन्ति कस्यचित्॥"
>
> (বৃ. শা।

যে সকল বাণ সর্ব্বলৌহ অর্থাৎ যাহার সর্ব্বাঙ্গ লৌহময়, সেই সকল বাণের নাম "নারাচ"। শরের বাণে যেমন ৪ টা

পক্ষ আবদ্ধ থাকে, এই নারাচ বাণে তেমনি ৫টা পক্ষ আবদ্ধ থাকিবে। পক্ষগুলি শরবাণ অপেক্ষা মোটা ও বড়। এই নারাচ বাণ সকলে আয়ত্ত করিতে পারে না।

নালীকাস্ত্র।

লঘবো নালিকা বাণা নলযন্ত্রেণ নোদিতাঃ।
অত্যুচ্চদূরপাতেষু দুর্গযুদ্ধেষু তে মতাঃ॥"

(শু, নী।

লঘু নালীক নামক বাণ সকল নলাকার যন্ত্রের দ্বারা প্রক্ষিপ্ত হয়। এই নালিক বাণ উচ্চ, দূর, ও দুর্গে থাকিয়া যুদ্ধ করিবার কালেই প্রশস্ত। এই নালিক যে আধুনিক বন্দুক অস্ত্রের অনুরূপ তাহা আমরা "আর্য্যজাতির যুদ্ধাস্ত্র" নামক প্রবন্ধে সপ্রমাণ করিয়াছি।

বিবিধ ধনুক ও বিবিধ শরনির্ম্মাণের পদ্ধতি বর্ণিত হইল, এক্ষণে তদুভয়ের ব্যবহার প্রণালী বলা আবশ্যক। প্রথমতঃ স্থান, পরে মুষ্টি, পশ্চাৎ আকর্ষণের কথা বলিব।

স্থান।

স্থান শব্দের অর্থ অবস্থান। কখন দাঁড়াইয়া, কখন বক্র হইয়া, কখন বা নত হইয়া, যুদ্ধ করা অবশ্যক হয়। এজন্য আবশ্যক অনুসারে দাঁড়াইবার, বসিবার, বক্র হইবার, ও নত হইবার বিশেষ বিশেষ নিয়ম, কৌশল, "কাএদা"

আছে। সেই সকল কায়দার নাম "স্থান"। এই স্থান নামক কাএদা গুলি আয়ত্ত ও অভ্যস্ত করিতে হয়, নচেৎ যুদ্ধ করা যায় না। "কাএদায়" না থাকিলে, শরীর বিচলিত হইয়া গিয়া, লক্ষ্যভেদ প্রভৃতির ব্যাঘাত জন্মায় ও শীঘ্রই শ্রান্ত হইতে হয়। এজন্য ধনুর্যোদ্ধার পক্ষে অগ্রে স্থানগুলি অভ্যাস করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। সেই স্থান বৃদ্ধ শার্ঙ্গধরের মতে আট প্রকার। যথা—

আলীঢ়, প্রত্যালীঢ়, বিশাখ বা বিশাল, সমপদ বা সমপাদ, বিষমপাদ, দর্দুরক্রম, গরুড়ক্রম ও পদ্মাসনক্রম। ইহার অন্য নাম স্থানক। স্থানকের লক্ষণগুলি যথাক্রমে বর্ণন করা যাইতেছে।

আলীঢ়——

"अग्रतो वामपादञ्च दक्षिणञ्चानुकुञ्चितम् ।
आलीढन्तु प्रकर्त्तव्यं हस्तद्वयन्तु विस्तरम् ॥"

বাঁ পা সম্মুখে রাখিয়া দক্ষিণ পা পিছুদিকে কুঞ্চিত করিয়া আলীঢ় নামক স্থানে অবস্থান করা কর্ত্তব্য। পরন্তু তাহা যেন পদদ্বয় পরিমাণ অপেক্ষা অধিক বিস্তৃত না হয়।

প্রত্যালীঢ়——

"प्रत्यालीढं प्रकर्त्तव्यं सव्यञ्चैवानुकुञ्चितम् ।
दक्षिणन्तु पुरस्तात् दूरपाते विधीयते ॥"

আলীঢ়কে বুৎক্রম করিলে তাহা প্রত্যালীঢ় হইবে। এই প্রত্যালীঢ়ে করিতে হয় কি? না বাঁ পা পিছুদিকে কুঞ্চিত ও দক্ষিণ পা সম্মুখে হস্তদ্বয় পরিমাণ বিস্তারে স্থাপন। এই প্রত্যালীঢ় স্থানটী দূরে শরনিক্ষেপ করিবার বিশেষ উপযোগী। বস্তুতঃ একভাবে অধিকক্ষণ থাকিলে শরীর শ্রান্ত হয় বলিয়া ভিন্ন ভিন্ন আকারে স্থিতি করিতে হয়। সেই জন্যই যুদ্ধতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ বিবিধ স্থান ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। যিনি যত অধিক স্থান অভ্যস্ত করেন— তিনি তত অধিক কাল বিনা শ্রান্তিতে যুদ্ধ করিতে পারেন।

বিশাখ—

"পাদৌ সুবিস্তরৌ কার্য্যৌ সমৌ হস্তপ্রমাণতঃ।
বিশাখস্থানকং স্থেয়ং কূটলক্ষ্যস্য বেধনে॥"

দুই পা সমায়ত ও হস্তপ্রমাণ অন্তরিত করিয়া দাঁড়াইলে তাহা বিশাখ নামক স্থান বলিয়া জানিবে। কূট লক্ষ্য বিদ্ধ করিবার সময় এই রূপ স্থানই উৎকৃষ্ট।

সমপদ—

"সমপদে সমৌ পাদৌ নিঃকম্পৌ চ সুসংহতৌ॥"

উত্তমরূপ মৌল থাকে অথচ না কাঁপে এই রূপ ভাবে দাঁড়াইলে সমপদ বা সমপাদ নামে খ্যাত হয়।

বিষমপদ—

"অগ্রতশ্চ পুরো বামং ক্রমমাশ্রিত্য তং বিদুঃ।"

বামপদ যদি হস্তমাত্র পরিমিত অন্তরে নিশ্চলরূপে বিন্যস্ত রাখা যায় তাহা হইলে তাহা অসম পদ বা বিষমপদ আখ্যা প্রাপ্ত হয়।

দর্দুরক্রম—

"आकुञ्चितोरू द्वौ यत्र जानुभ्यां धरणीं गतौ ।
दर्दुरक्रममित्याहुः धानुष्कं दृढभेदने ॥"

যে অবস্থানে দুই উরু আকুঞ্চিত ও জানুদ্বয় ভূতলে ন্যস্ত করিতে হয়, ধনুর্ব্বেদবিৎ পণ্ডিতগণ তাহাকে দর্দুরক্রম বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। দৃঢ়লক্ষ্য ভেদ কালে এইরূপ অবস্থান বিশেষ উপযোগ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

গরুড়ক্রম—

"सव्यं जानुगतं भूमौ दक्षिणञ्च सुकुञ्चितम् ।
अग्रतो यत्र स्थानञ्च तं विद्यात् गरुडक्रमम् ॥"

বামজানু ভূপাতিত করিয়া, দক্ষিণজানু কুঞ্চিত করতঃ সম্মুখে রাখিলে, তাহাতে যে অবস্থান নিষ্পন্ন হইবে তাহাকে গরুড়ক্রম বলিয়া জানিবে।

পদ্মাসনক্রম—

"पद्मासनं प्रसिद्धं स्यात् उपविश्य यथा क्रमम् ।
धन्विनां तत्र विज्ञेयं [illegible] ॥"

পদ্মাসন কি ? তাহা সকল ব্যক্তিই জানেন। ধনুর্ধারী যদি সেই সুপ্রসিদ্ধ আসনের নিয়মে উপবিষ্ট হন, তাহা হইলে তাহা পদ্মাসন ক্রম বলিয়া জানিবে।

আগ্নেয় ধনুর্বেদে এই স্থান সম্বন্ধে অন্য রূপ বিধি দৃষ্ট হয়। এস্থলে সে গুলিও প্রদর্শিত হইল, পাঠকগণ দৃষ্ট করুন।

সমপদ—

"अङ्गुष्ठ गुल्फपार्ष्ण्यः श्लिष्टाः स्युः सहिता यदि ।
इदं समपदं स्थानमेतल्लक्षणलक्षया ॥"

অঙ্গুষ্ঠ, গুল্ফ অর্থাৎ পায়ের গোড়, পার্ষ্ণি ও পদ যদি একত্রিত ও প্রশ্লিষ্ট হয় তবে তাহা "সমপদ" নামক স্থান।

বৈশাখ—

"वृद्धाङ्गुलिस्थितौ पादौ स्तब्धजानुबलानुभौ ।
त्रिवितस्त्यन्तरौ स्थानमेतद्वैशाखमुच्यते ॥"

জানুদ্বয় স্তব্ধ এবং পাদদ্বয় বৃদ্ধাঙ্গুলির উপর নির্ভর করিয়া তিন বিতস্তি অন্তরে স্থাপন করিয়া বসিলে কি দাঁড়াইলে তাহাকে বৈশাখ নামক স্থান বলা যায়।

মণ্ডল—

"हंस पङ्क्त्याकृतिसमौ दूरोते यत्र जानुनी ।
चतुर्वितस्तिविच्छिन्नौ तद्वै मण्डलं स्मृतम् ॥"

মধ্যে যদি চারি বিতস্তি বিচ্ছেদ থাকে এবং জানুদ্বয় যদি হংস শ্রেণীর ন্যায় দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে, তাদৃশ স্থিতিকে মণ্ডল সংজ্ঞায় অভিহিত করা যায়।

আলীঢ়—

"হলাকৃতিময়ং যত্র স্তব্ধজানূরুদক্ষিণম্ ।
বিতস্ত্যঃ পঞ্চ বিস্তারে তদালীঢং প্রকীর্ত্তিতম্ ॥"

দক্ষিণ জানু ও উরু স্তব্ধ করণ পূর্ব্বক লাঙ্গলাকৃতি রূপে স্থিত হইলে তাহা আলীঢ় নামে কথিত হয়।

প্রত্যালীঢ়—

"এতদেব বিপর্য্যস্তং প্রত্যালীঢং প্রকীর্ত্তিতম্ ॥"

এই আলীঢ় যদি বিপরীতক্রমে কৃত হয় তবে তাহার নাম প্রত্যালীঢ় হইয়া থাকে।

দণ্ড—

"তির্য্যগ্‌ভূতো ভবেদ্বামো-দক্ষিণোঽপি ভবেদৃজুঃ ।
গুল্‌ফৌ পার্ষ্ণিগ্রহৌ চৈব স্থিতৌ পঞ্চাঙ্গুলান্তরৌ ।
স্থানং দণ্ডং ভবেদেতৎ দ্বাদশাঙ্গুলমায়তম্ ॥"

বামপদ বক্রীকৃত এবং দক্ষিণ পদ ঋজু অর্থাৎ সোজা করিবে। গুল্ফ দ্বয়ও ৫ অঙ্গুলি অন্তরে স্থাপিত করিবে। এইরূপ করিলে তাহাকে দণ্ড নামক স্থান বলিবে।

বিকট—

"अथवा दक्षिणं जानु कुब्जं भवति निश्चलम् ।
दण्डायतौ भवेद्वामौ चरणः सह जानुना ॥
एवं विकटमुद्दिष्टं विकटाख्यमथासनम् ॥"

দক্ষিণ জানু কুব্জ (কুঁজো) ও নিশ্চল করতঃ বামজানু ও বামপদ যষ্টির ন্যায় আয়ত করিবে। এইরূপ করিলে তাহা বিকট নামক স্থান হইবে।

সম্পুট—

"जानुनी द्विगुणे स्यातां-मुत्तानौ चरणावुभौ ।
अनेन विधियोगेन सम्पुटं परिकीर्त्तितम् ॥"

জানুদ্বয় দ্বিগুণ অর্থাৎ ভুগ্ন করিবে এবং চরণদ্বয় উত্তান করিবে। করিলে তাহা সম্পুট নামক স্থান হইবে।

স্বস্তিক—

"किञ्चित् विवर्त्तितौ पादौ समदण्डायतौ स्थिरौ ।"
"इष्टमेव यथान्यायं पीठमाशु समायतम् ।
स्वस्तिकेनाथ कुर्वीत प्रणामं प्रथमं द्विज ॥"

পদদ্বয় কিঞ্চিৎ বিবর্ত্তিত করিয়া সমান ও দণ্ডাকারে স্থাপন পূর্ব্বক তাহা নিশ্চল রাখিবে। তাহা হইলে তাদৃশ স্থিতি স্বস্তিক বলিয়া গণ্য হইবে। স্বস্তিকাখ্যস্থানকে স্থিত

হইয়া প্রথমতঃ প্রণাম করিতে হয়।* এতদ্ভিন্ন বৈশম্পায়নীয় ধনুর্ব্বেদে অন্য পাঁচ প্রকার স্থানকের উল্লেখ আছে। যথা—

“প্রত্যালীঢ়ঞ্চ আলীঢ়ং তথা সমপদং স্মৃতম্।
বিশাখং মণ্ডলং যানি পঞ্চ স্থানানি লক্ষণৈঃ ॥”

প্রত্যালীঢ়, আলীঢ়, সমপদ, বিশাল বা বিশাখ ও মণ্ডল,— এই পাঁচ প্রকার ধনুর্যোদ্ধার বৃত্তি অর্থাৎ যুদ্ধাবস্থানের নিয়ম বিশেষ। পরন্তু উক্ত পাঁচ প্রকার স্থানের লক্ষণ গুলি সমস্তই বর্ণিত হইয়াছে।

মুষ্টি।

মুষ্টি শব্দের অর্থ “মুট” অর্থাৎ ধরিবার নিয়ম বা “কাএদা”। ধনুর্যুদ্ধে যেমন দাঁড়াইবার কাএদা আছে, তেমনি, ধনুক ও বাণ ধরিবারও কাএদা আছে। তন্মধ্যে গুণে অর্থাৎ ধনুকের ছিলায় বাণ স্থাপন করিয়া, তাহা যেরূপ কাএদায় ধরিতে হইবে, সে সমস্তই ধনুর্ব্বেদে বর্ণিত আছে। দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলির দ্বারা ধনুকের ছিলা ও বাণের পুঙ্খ একযোগে ধৃত করিবার নিয়মের নাম “গুণমুষ্টি” এবং বাম হস্তে ধনুকের মধ্যভাগ ধারণ করিবার নাম “ধনুর্মুষ্টি”। এই মুষ্টির লক্ষণ ও নাম এইরূপঃ—

---

* অগ্নেয় ধনুর্ব্বেদের শ্লোকগুলি উত্তমরূপ বোধগম্য করিতে না পারায় যথাশ্রুত বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল, উত্তমরূপে বুঝাইতে পারিলাম না।

"পতাকা বজ্রমুষ্টিশ্চ সিংহকর্ণস্তথৈবচ।
মৎসরী কাকতুণ্ডী চ যোজনীয়া যথাক্রমম্॥"

(বৃ, শা।)

গুণ মুষ্টি পাঁচ প্রকার। পতাকা মুষ্টি, বজ্র মুষ্টি, সিংহকর্ণ মুষ্টি, মৎসরী মুষ্টি ও কাকতুণ্ডী মুষ্টি। এই সকল মুষ্টি যথা-যোগ্য কার্য্যে যোজনা করিবেক।

পতাকা মুষ্টি।

"দীর্ঘা তু তর্জ্জনী যত্র আশ্রিতাঙ্গুষ্ঠমূলকম্।
পতাকা সা চ বিজ্ঞেয়া নালিকা দূরমোক্ষণে॥"

যে স্থলে তর্জ্জনীকে বৃদ্ধাঙ্গুলির মূল দেশ অবলম্বন পূর্ব্বক দীর্ঘ বা আয়ত রাখিতে হয়, সে স্থলে তাদৃশ মুষ্টির নাম "পতাকা"। এই পতাকা মুষ্টি নালিকাস্ত্র প্রয়োগ কালে ও দূরনিক্ষেপ কালে বিশেষ উপযোগী।

বজ্র মুষ্টি।

"তর্জ্জনী মধ্যমা মধ্যমঙ্গুষ্ঠী বিশতে যদি।
বজ্রমুষ্টিস্তু সা জ্ঞেয়া স্থূলনারাচমোক্ষণে॥"

তর্জ্জনী ও মধ্যম এই অঙ্গুলিদ্বয়ের অন্তরালে বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রবিষ্ট করতঃ মুষ্টি বন্ধন করিলে তাহা "বজ্র মুষ্টি" বলিয়া অভিহিত হইবে। এই মুষ্টি স্থূল বাণ ও নারাচ বাণ পরিত্যাগ কালে বিধেয়।

সিংহ কর্ণ।

"তদাগাঙ্গুষ্ঠমূলেন মধ্যাঙ্গুল্যঃ প্রপীড়িতাঃ ।
কুঞ্চিতাঃ সিংহকর্ণঃ স্যাৎ ধনুঃ সম্পীড়নে স্মৃতঃ ॥"

বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠকে সিংহ কর্ণের ন্যায় উত্থাপিত করিয়া তাহার মূলদেশ দ্বারা সমুদয় অঙ্গুলি কুঞ্চিত ও সম্পীড়িত অর্থাৎ চাপিয়া ধরিবেক। এতাদৃশ মুষ্টির নাম সিংহ কর্ণ এবং ইহা ধনুক ধারণ কালে প্রশস্ত। কেহ কেহ বলেন, ইহা গুণাকর্ষণেই প্রযোজ্য।

মৎসরী।

"অঙ্গুষ্ঠনখমূলে তু তর্জ্জন্যগ্রং সুসংস্থিতম্ ।
মৎসরী সা চ বিজ্ঞেয়া চিত্রলক্ষ্যস্য বেধনে ॥"

বৃদ্ধাঙ্গুলির নখের মূলস্থানে তর্জ্জনীর অগ্রভাগ সুদৃঢ়রূপে সংস্থাপন পূর্ব্বক মুষ্টি প্রস্তুত করিলে তাহা "মৎসরী" নাম প্রাপ্ত হয়। এই মুষ্টি চিত্র লক্ষ্য বেধ কালে বিধেয়। (চিত্র লক্ষ্য কি ? তাহা পশ্চাৎ ব্যক্ত হইবে।)

কাকতুণ্ডী।

"অঙ্গুষ্ঠাগ্রে তু তর্জ্জন্যা মুখমত্র নিবেশিতম্ ।
কাকতুণ্ডী চ সা জ্ঞেয়া সূক্ষ্মলক্ষ্যেষু যোজিতা ॥"

বৃদ্ধাঙ্গুলির অগ্রভাগে তর্জ্জনীর মুখ যদি দৃঢ় সন্নিবিষ্ট হয়, তাহা হইলে তাহা কাকতুণ্ডী নামক মুষ্টি হয়। এই মুষ্টি গুণ ধারণ কালে ও সূক্ষ্ম লক্ষ্য বেধকালে প্রযোজ্য।

ধনুর্মুষ্টি।

গুণ ধারণ মুষ্টির ন্যায় ধনুর্ধারণের মুষ্টির নিয়ম অর্থাৎ বিশেষ কাএদা আছে। ধনুর্ধারণের মুষ্টিগুলি বাম হস্তের দ্বারা বিধেয় এবং তাহা তিন প্রকার। তাহার নামান্তর ধনুর্মুষ্টি ও সন্ধান। যথা—

> सन्धानं त्रिविधं प्रोक्तं अध ऊर्द्धं समं तथा ॥
> योजयेत् त्रिप्रकारं हि कार्य्येष्वपि यथाक्रमम् ॥
> अधश्च दूरपातित्वे समं लक्ष्ये सुनिश्चले ।
> दृढ़ास्फोटे प्रकुर्व्वीत ऊर्द्धं सन्धानयोगतः ॥"

(বৃ, মা।

যোগ্যতা অনুসারে মুষ্টি সন্ধান তিন প্রকার। অধঃ-সন্ধান, ঊর্দ্ধসন্ধান ও সমসন্ধান। এই তিন প্রকার সন্ধান যথাযোগ্য কার্য্যে যোজনা করিবে। দূরপাতন কালে অধঃ-সন্ধান, নিশ্চললক্ষ্য স্থলে সমসন্ধান এবং দৃঢ়াস্ফোটকালে ঊর্দ্ধসন্ধান প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

ব্যয় বা শরাকর্ষণপ্রণালী।

শরের পুঙ্খ দেশটি ধনুকের ছিলায় বসাইয়া দিয়া তাহার কায়াটী ধনুকের মধ্যগাত্রে ধৃতস্থানের পার্শ্বে শায়িত রাখিয়া আকর্ষণ করিবেক। যতই আকর্ষণ করিবে, ধনুক ততই নম্র হইয়া আসিবে। প্রসারিত বাম হস্তের মুষ্টি স্থির বা

অবিচলিত অর্থাৎ যেমন তেমনই থাকিবে। পরন্ত দক্ষিণ হস্তের দ্বারা ধৃত শরপুঙ্খ ও জ্যা ক্রমে আকর্ষিত হইয়া কর্ণ পর্য্যন্ত আসিবে। আকৃষ্ট গুণ কর্ণ পর্য্যন্ত আসিলেই শরের দীর্ঘতার শেষ হয় এবং ধনুকেরও বক্রতা পূর্ণ হইয়া অর্দ্ধ চন্দ্রাকার ধারণ করে। এতদ্রূপ ধনুরাকর্ষণের নাম "ব্যয়"। এই ব্যয় নামক আকর্ষণ ক্রিয়াটি সমধিক বলসাধ্য। ধনুর্ধারী বীর এই ক্রিয়ায় দক্ষ হইলেই বাণ যুদ্ধে পারগতা লাভ করিতে পারেন। পরন্ত এই ব্যয় অথবা আকর্ষণ ক্রিয়ার বিশেষ বিশেষ নিয়ম বা কাএদা আছে। সেই সকল বিশেষ বিশেষ নিয়মের বা কাএদার নাম 'কৈশিক' 'সাত্বিক' 'বৎসকর্ণ' 'ভরত' ও 'স্কন্ধ'। এই পঞ্চবিধ ব্যয় বা ধনুরাকর্ষণ পঞ্চবিধ যুদ্ধের উপযোগী। যথা—

"कैशिकः केशमूले वै शरः शृङ्गे च सात्त्विकः।
श्रवणे वत्सकर्णस्य ग्रीवायां भरतो भवेत्॥
अंसके स्कन्धनामा च व्ययाः पञ्च प्रकीर्त्तिताः।
कैशिकश्चित्रयुद्धेषु चाधोलक्ष्येषु सात्त्विकः॥
तिर्य्यग्लक्ष्ये वत्सकर्णौ भरतौ दृढ़भेदने।
दृढ़भेदे च दूरे च स्कन्धनामानभिधले॥"

(वृ, शा।

অর্থাৎ কেশমূল পর্য্যন্ত শরাকর্ষণ করিলে তাহার নাম 'কৈশিক'। শৃঙ্গ পর্য্যন্ত শরাকর্ষণ "সাত্বিক"। শ্রবণে অর্থাৎ

কর্ণস্থান পর্য্যন্ত আকর্ষণ করিলে, তাহা "বৎসকর্ণ"। গ্রীবার দিকে আকর্ষণ করিলে তাহা "ভরত"। অংশ অর্থাৎ স্কন্ধ-সংলগ্ন আকর্ষণের নাম "স্কন্ধ"। ধনুর্ব্বিদ্‌গণ এই পাঁচ প্রকার ব্যয় অর্থাৎ আকর্ষণ প্রণালী বলিয়া গিয়াছেন। আরও বলিয়াছেন, যে চিত্রযুদ্ধকালে কৈশিক ব্যয় আবশ্যক। লক্ষ্য যদি অধঃস্থ হয়, তবে সাত্বিক ব্যয় গ্রাহ্য। তির্য্যক্ লক্ষ্যস্থলে বৎসকর্ণ এবং দৃঢ়-বেধন-কালে "ভরত"। দৃঢ় ভেদন ও দূর পাতন স্থলে "স্কন্ধ" নামক ব্যয় অবলম্বন করিবেক।

উল্লিখিত প্রকারে আকর্ষণ পূর্ব্বক তাহা লক্ষ্যের উপর পরিত্যাগ করিতে হইবেক। সুতরাং বাণ পরিত্যাগ সম্বন্ধেও কএক প্রকার বিধান লিখিত হইয়াছে। বামহস্তে যে ধনুক ধরিতে হইবে এবং দক্ষিণ হস্তের দ্বারা যে বাণের পুঙ্খ অর্থাৎ গোড়াটী ধরিতে হইবে, সে সম্বন্ধেও কএক প্রকার উপদেশ আছে। যথা—

"धनुर्वेदविधानेन चाप्य वामकरेण तत्।
दक्षिणेन ज्यया योज्य पृष्ठे मध्यच यत्न तत् ॥
वामाङ्गुष्ठं तदुदरे पृष्ठे तु चतुरङ्गुली:।
पुङ्खमध्ये ज्यया योज्यं साङ्गुष्ठाविवरेण तु ॥
आकर्णान्तु समाकृष्य दृष्टिं लक्ष्ये निवेश्य च।
यथाहन्यात्तमध्यंतु ज्ञानमुष्ठ: प्रयोजयेत् ॥

यदा मुञ्चेत् शरं विध्येत् ज्ञानवान् सुदृढीश्वरी ।
एवं बाणाः प्रयोक्तव्या आत्मा रक्ष्यो प्रयत्नतः ॥”

(ঐ, ধনু।

ধনুর্ব্বেদোক্ত বিধি অনুসারে, বাম হস্তের দ্বারা ধনুক নত করিয়া অর্থাৎ চাপিয়া ধরিয়া, দক্ষিণ হস্তের দ্বারা তাহাতে জ্যা অর্থাৎ গুণ যোজনা করিবেক। অনন্তর ধনুকের পৃষ্ঠ-দিক অবলম্বন করিয়া মধ্যস্থলটী ধারণ করিবেক। ধনুকের পৃষ্ঠদেশে ৪টা অঙ্গুল ও তাহার উদরে অর্থাৎ কোলের দিগে বৃদ্ধাঙ্গুল দৃঢ় বা নিশ্চলরূপে থাকিবেক। বাম হস্তের দ্বারা এতদ্রূপ মুষ্টিবন্ধনে ধনুর্ধারণ পূর্ব্বক দক্ষিণ হস্তে শরগ্রহণ করতঃ তাহার পুঙ্খ দেশটী জ্যায় অর্থাৎ ছিলায় বসাইবেক, এবং তাহা এরূপ ভাবে ধরিবেক যে, যেন তাহা অঙ্গুলির অন্তরালে থাকে অর্থাৎ বাণের পুঙ্খ ও ধনুকের ছিলা যেন অঙ্গুলীর মধ্যে থাকিয়া দৃঢ়নিষ্পীড়িত হয়। পশ্চাৎ তাহা কর্ণপর্য্যন্ত আকর্ষণ করিয়া লক্ষ্যের উপর মন ও দৃষ্টি রাখিয়া, সেই বাণ প্রয়োগ করিবে এবং যত্ন পূর্ব্বক আত্মরক্ষা করিবে। যখন দেখিবে যে দৃষ্টি ও মন লক্ষ্য ভিন্ন অন্য কিছুতে যায় না, তখনই জানিবে, ধন্বী কৃতহস্ত হইয়াছেন।

ধনুক, শর, শরের ফলা, জ্যা, মুষ্টি ও ধনুকের ছিলা বা বাণ-প্রয়োগ-প্রণালী প্রভৃতি বিবিধ শিক্ষিতব্য বা জ্ঞাতব্য বিষয়ের বর্ণনা করা হইয়াছে, এক্ষণে ধরিবার পদ্ধতি,

লক্ষ্য ও শ্রমক্রিয়া প্রভৃতি কতিপয় ধানুষ্কবেদ্য বস্তুর বর্ণনা করিব।

লক্ষ্য বা বেধ্য।

শর দ্বারা যাহা বিদ্ধ করিতে হইবে তাহাই লক্ষ্য। যাহাকে বিদ্ধ করিবার ইচ্ছা করিবে তাহাও লক্ষ্য। যুদ্ধ-কালে নানা প্রকার লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে হয়। কোন বস্তু চক্রবৎ ঘুরিতেছে; তাহাকে বিদ্ধ করিতে হইবে। কেহ বায়ুবেগে দৌড়িতেছে—তাহাকেও বিদ্ধ করিতে হইবে। কোন বস্তু অত্যন্ত কঠিন—তাহারও ভেদসাধন করিতে হইবে। কোন পদার্থ অতি বৃহৎ তাহাকেও ছিন্ন ভিন্ন করিতে হইবে। কেহ লুকায়িত হইয়া যুদ্ধ করিতেছে অর্থাৎ বাণ পরিত্যাগ করিতেছে অথচ দেখা যাইতেছে না—এইরূপ ব্যক্তিকেও বিদ্ধ করিতে হইবে। এ সকল দুঃসাধ্য কার্য্যে সহজে সিদ্ধ হওয়া যায় না, অনেক যত্নে ও অনেক পরিশ্রমে উক্তবিধ কার্য্যে দক্ষতা লাভ করা যায়। ভবিষ্যৎ যুদ্ধে উক্তবিধ বিবিধ লক্ষ্য সমুদ্রে অবগাহন করিতে হইবে জানিয়া অগ্রে তাদৃশ সমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হইবার জন্য সন্তরণ শিক্ষা করা আবশ্যক। ধনুর্ব্বেদবিৎ পণ্ডিতগণই তাহার উপযুক্ত শিক্ষক। তাঁহাদের নিকট, তাঁদের কৃত গ্রন্থের নিকট লক্ষ লক্ষ লক্ষ্য-সমুদ্র-সন্তরণের প্রণালী শিক্ষা

করিবে। ধনুর্ব্বেদবিৎ আচার্য্যগণের গ্রন্থে দেখা যায় যে, শিক্ষাকালে চারি প্রকার মাত্র লক্ষ্য অবলম্বন করিয়া তাহাদের বেধ শিক্ষা করিতে হয়। সেই লক্ষ্যে নৈপুণ্য লাভ করিলে সমুদায় লক্ষ্যই আয়ত্ত হইতে পারে। যথা—

"অবিচাল্যঞ্চ সূক্ষ্মঞ্চ সুকুমারং তথা গুরু।
চাতুর্বিধ্যঞ্চ লক্ষ্যস্য ধনুর্বেদবিদো বিদুঃ॥
ভূধরাদেরবিচাল্যং সূক্ষ্মং গুঞ্জাদিভেদনম্।
কুক্কুটাণ্ডোদকুম্ভানাং ভেদনং সুকুমারকম্॥
রক্ষোগজাদিদেহানাং পাতনং গুরুলক্ষণে।
এবঞ্চ লক্ষ্যবিহিতৈর্বিধিভির্যা নীতিমন্তৈঃ॥" (বৈ, ধনু।

১ অবিচাল্য অর্থাৎ স্থির; যেমন পাষণ প্রভৃতি। ২ সূক্ষ্ম; যেমন গুঞ্জা অর্থাৎ কুচ ও সর্ষপ প্রভৃতি। ৩ সুকুমার অর্থাৎ কোমল; যেমন ডিম্ব ও জলপূর্ণ কলস প্রভৃতি। ৪ গুরু অর্থাৎ বৃহৎ; যেমন রাক্ষসশরীর হস্তিশরীর প্রভৃতি।

প্রথমে স্থির ও স্থূল লক্ষ্য অভ্যাস করিতে হয়। ক্রমে যত অভ্যাস দৃঢ় হইবে, ততই সূক্ষ্ম ও কোমল লক্ষ্যে যাইয়া তাহাতে নিপুণ হইবার চেষ্টা করিতে হয়। দূরে একটী ডিম্ব রাখিয়া তাহাকে কর্ত্তিত করা আরও কঠিন কার্য্য। দূরে একটী জলপূর্ণ ঘট রাখিয়া তাহাকে ছিদ্র করা তদপেক্ষাও দুরূহ জানিবে। আগ্নেয় ধনুর্ব্বেদেও প্রধান করে চারি প্রকার লক্ষ্যের কথা আছে। যথা—

"লক্ষ্যং চ বীজবৈশস্য, ধরিপদ্মকং দৃঢ়ম্।
ভ্রান্তং প্রচলিতঞ্চৈব স্থিরং যত্র ভবেদ্বিহ॥"

ধনুর্বিদ্যার্থিগণ দূরে চতুরস্র মণ্ডল করিয়া তাহাতে পক্ষ-চিহ্নিত দৃঢ়, ভ্রান্ত, প্রচলিত ও স্থির, এরূপ বেধ্য স্থাপন করিবেন। এস্থলে ভ্রান্ত-শব্দের অর্থ ঘূর্ণমান, আর প্রচলিত শব্দের অর্থ সরল গতিবিশিষ্ট। বৃদ্ধ শার্ঙ্গধর শিবোক্ত ধনুর্বেদের উল্লেখ করিয়া প্রধানকল্পে চারি প্রকার বেধ্যের বা লক্ষ্যের উল্লেখ করিয়াছেন, পরন্ত প্রোক্ত লক্ষ্য হইতে বিভিন্নবিধ যথা—

"লক্ষ্যং চতুর্বিধং প্রোক্তং স্থিরঞ্চৈব চলন্তথা।
চলাচলং দ্বয়চলং বেধনীয়ং ক্রমেণ তু॥"

শিক্ষাকালের লক্ষ্য বা বেধ্য চারি প্রকার জানিবে। স্থির, সচল, চলাচল ও দ্বয়চল। এই চারিপ্রকার লক্ষ্য যথাক্রমে আয়ত্ত করিতে হয়। প্রথমে স্থির লক্ষ্য, স্থির লক্ষ্য আয়ত্ত হইলে পশ্চাৎ চল লক্ষ্য, তাহাতে সুপ্রসিদ্ধ হইলে চলাচল লক্ষ্য এবং সর্ব্বশেষে দ্বয়চল লক্ষ্য শিক্ষা করিবে।

"আত্মানং সুস্থিরং কৃত্বা লক্ষ্যঞ্চৈব স্থিরং বুধঃ।
বেধয়েৎ শিক্ষকালেষু স্থিরবেধী স উচ্যতে॥"

সম্মুখে কোন এক স্থির অর্থাৎ নিশ্চল বস্তু স্থাপন করিবে,-আপনিও স্থির অর্থাৎ নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইবে। অনন্তর

ক্রমে তাহা তিন প্রকারে বিদ্ধ করিবে। (তিন প্রকার কি কি? তাহা পশ্চাৎ বলিব।) যখন সেই অচল তাদৃশ লক্ষ্য অভ্যস্ত হইয়াছে, তখনই জানিবে যে, তুমি স্থিরবেধী হইয়াছ।

"অচলং যো বেধয়েল্লক্ষ্যং আসনৈঃ স্থিরবেধিনঃ।
অচলস্যাস্তু নির্দ্দিষ্টং আচার্য্যৈশ্চ সুধীমতা ॥"

স্থিরবেধিতা সিদ্ধ হইলে পশ্চাৎ অদূরে ও ক্রমে দূরে কোন এক সচল লক্ষ্য (সরলগতি যুক্ত, কিম্বা ভ্রমিযুক্ত) স্থাপন করিবে। পরন্তু নিজে তাহার সম্মুখে স্থির ভাবে দাঁড়াইবে। স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া আচার্য্যের উপদেশ ক্রমে সেই চল লক্ষ্য বিদ্ধ করিবে। এই চল লক্ষ্য যখন আয়ত্ত হইবে তখন তুমি চলবেধী বলিয়া গণ্য হইবে।

"ধন্বীতু চলতে যত্র স্থিরলক্ষ্যং সমন্ততঃ।
চলাচলং ভবেত্তচ্চ অপ্রমেয়মচিন্তিতম্ ॥"

ধনুর্ধারণ পূর্ব্বক কোন এক স্থির লক্ষ্যের চতুর্দ্দিকে পাদ-চারেই হউক আর অশ্বারোহণেই হউক ভ্রমণ করিবে। ভ্রমণ করিতে করিতে সেই স্থির লক্ষ্যটী বিদ্ধ করিবে। এই-রূপ লক্ষ্যের নাম "চলাচল" এবং ইহা অচিন্তনীয় ব্যাপার। চল লক্ষ্য বেধ উত্তম আয়ত্ত না হইলে এই চলাচল লক্ষ্য আয়ত্ত করা যায় না।

"তদাবৈব ধন্বী যশ্চ যত্রাপি ধনুর্দ্ধরঃ।
নবিস্ময়ং যথার্থং শ্রমেণ বহু সাধ্যতে ॥"

যখন দেখিবে যে, চলাচল লক্ষ্য অভ্যস্ত হইয়াছে, তখন এই দ্বয়চল লক্ষ্যে শ্রম করিবে। দ্বয়চল লক্ষ্য কি? তাহা শুন। বেধ্য বস্তুটী প্রবল বেগে ঘুরিতেছে, ধন্বীও প্রবল বেগে ঘুরিতেছেন, এমত অবস্থায় ধন্বী সেই চলমান লক্ষ্য বলদ্বারা বিদ্ধ করিবেন। ইহার নাম দ্বয়চল। এই দ্বয়চল লক্ষ্য বহুপরিশ্রমে ও বহুকাল অভ্যাসের পর আয়ত্ত হয়।

শ্রমের বা অভ্যাসের অসাধ্য কিছুই নাই। অভ্যাস যোগে না হয় এমত কার্য্যই নাই। ধনুর্ব্বেদবিৎ আচার্য্য শার্ঙ্গধর বলিয়াছেন যে,—

"শ্রমেণাস্খলিতং লক্ষ্যং দূরঞ্চ বহুভেদনম্।
শ্রমেণাস্খলিতাকৃষ্টিঃ শীঘ্রসন্ধানমাপ্নুতে ॥
শ্রমেণ চিত্রযোধিত্বং প্রাপ্যতে সমতীজয়ঃ।
তস্মাৎ গুরুসমক্ষং হি শ্রমঃ কার্য্যো বিজানতা ॥"

শ্রম বা অভ্যাস করিলেই লক্ষ্য অস্খলিত হয়, দূরলক্ষ্য বিদ্ধ করা যায় এবং বহু লক্ষ্যও যুগপৎ বিদ্ধ করা যায়। অভ্যস্ত হইলেই জ্যা আকর্ষণ স্খলিত হয় না এবং তাহাতে শীঘ্র শীঘ্র বাণ যোজনা ও বাণ পরিত্যাগ করা যায়। শ্রম বা

অভ্যাস দ্বারাই মনুষ্য চিত্রযোধি হয় এবং শ্রমের দ্বারাই মনুষ্য সংগ্রামে জয়লাভ করে। এজন্য, সকল বিষয়ই উত্তমরূপ জ্ঞাত হইয়া গুরুর সমক্ষে শ্রম বা শিক্ষিতব্য বিষয়ের অভ্যাস করিবে। চিত্রযুদ্ধ কিরূপ? তাহা পশ্চাৎ বলা হইবে। পরন্তু তিন প্রকার লক্ষ্যাভ্যাস কি কি? অগ্রে তাহাই বলা আবশ্যক।

প্রথমতঃ বাম হস্ত দ্বারা, পরে দক্ষিণ হস্ত দ্বারা, অনন্তর উভয় হস্তদ্বারা বাণ আকর্ষণ, যোজন ও পরিত্যাগ করা শিখিতে হয়। অথবা প্রথমতঃ দক্ষিণ হস্ত, পশ্চাৎ বামহস্ত, অনন্তর উভয় হস্ত বশীভূত করা কর্ত্তব্য। যাহার বামহস্ত দক্ষিণ হস্তের তুল্যবল ও তুল্যাভ্যাস যুক্ত হয়, সে ব্যক্তি "সব্যসাচী" আখ্যা প্রাপ্ত হয়। পরন্ত সব্যসাচী হওয়া সকলের ভাগ্যে ঘটে না। ভারত যুদ্ধের সময় একমাত্র অর্জ্জুনই সব্যসাচী ছিলেন, অন্যে নহে। সব্যসাচী না হইতে পারিলেও হইবার চেষ্টা করা আবশ্যক। আচার্য্য শার্ঙ্গধরও এইরূপ বলিয়াছেন। যথা;—

"प्रथमं वामहस्तेन यः शरं क्षिपते नरः ।
तस्य चापक्रिया सिद्धिरविवादेन जायते ॥
वामहस्ते तु संसिद्धे पश्चाद्दक्षिणमारभेत् ।
समाभ्यासं ततः कुर्य्यात् नाराचेन मनीषया ॥

"वामेनैव शरं कुर्य्यात् सुसिद्धं दक्षिणे करे ।
विशेषेणाभ्यसेनैव तथा कर्षे च कैशिके ॥
सव्यमपि करे चैव लक्षितुं क्षमते यतः ।
सव्यसाचीति विख्यातो धनुर्वेदविशारदैः ॥"

যে ব্যক্তি প্রথমে বামহস্তে শরনিক্ষেপ করিতে অভ্যাস করে, শীঘ্রই তাহার ধনুর্য্ধ্ব সিদ্ধ বা আয়ত্ত হয়। বাম-হস্ত উত্তমরূপ আয়ত্ত হইলে পর দক্ষিণ হস্তে শর নিক্ষেপ করা আরম্ভ করিবে। অনন্তর উভয় হস্তের দ্বারা নারাচ ও শর নিক্ষেপ বিষয়ে শ্রম করিবে। দক্ষিণ হস্ত উত্তমরূপ বশীভূত হইলে পুনর্ব্বার বামহস্তের দ্বারা পরিশ্রম করিবে। বিশেষতঃ কৈশিক নামক আকর্ষণ ক্রিয়াটী সম বিষম উভয় প্রকারেই অভ্যস্ত করিবে। যিনি বামহস্তকে দক্ষিণহস্তের সমান করিতে পারেন, দক্ষিণহস্তের ন্যায় বামহস্তেও নারা-চাদি বাণ নিক্ষেপ করিতে পারেন, ধনুর্ব্বিদ্যানিপুণ যোদ্ধৃগণ তাঁহাকে সব্যসাচী বলিয়া জানেন।

লক্ষ্যস্থাপন বিধি।

শিক্ষাকালে যেরূপ বিধানে লক্ষ্য বা বেধ্য স্থাপন পূর্ব্বক তাহার বেধশিক্ষা করা উচিত—তাহাও এস্থলে বক্তব্য। তৎসম্বন্ধে এইরূপ বিধান দৃষ্ট হয়।

"উদিতে ভাস্করে লক্ষ্যং পশ্চিমায়াং নিবেশয়েৎ।
অপরাহ্ণে তু কর্ত্তব্যং লক্ষ্যং পূর্ব্বদিগাশ্রিতম্॥
উত্তরৈব সদাকার্য্য-মনয়োরবিরোধকম্।
সংগ্রামেণ বিনা লক্ষ্যং ন কার্য্যং দক্ষিণামুখম্॥"
(ধ, বা।

যে দিন প্রাতঃকালে শরাভ্যাস করিবে—সে দিন পশ্চিম দিকে লক্ষ্য স্থাপন করিবে এবং যে দিন অপরাহ্ণে শরাভ্যাস করিবে,—সে দিন পূর্ব্ব দিকে লক্ষ্য স্থাপন করিবে, পরন্তু উত্তরদিকটী উভয় সাধারণ; অর্থাৎ কি প্রাতঃকাল কি বিকাল উভয়কালেই উত্তরদিকে লক্ষ্যস্থাপন করা যায়। অপিচ, সংগ্রাম কাল ব্যতীত অন্য সময়ে দক্ষিণ-দিক্‌স্থিত লক্ষ্যে শর নিপাতন অবৈধ।

আপনার স্থিতি-স্থান হইতে কতদূরে লক্ষ্য স্থাপন করা উচিত তাহাও বিবেচ্য। তৎসম্বন্ধে শার্ঙ্গধর যাহা বলিয়াছেন, তাহা এই—

"ষষ্টিধন্বন্তরে লক্ষ্যং শ্রেষ্ঠং লক্ষ্যং প্রকীর্ত্তিতম্।
চত্বারিংশন্মধ্যমঞ্চ বিংশতিশ্চ কনিষ্ঠকম্॥"

৪ হাত পরিমাণকে ধনু বলে,* সুতরাং ৬০ ধনুতে ২৪০

---

* "চতুর্বিংশাঙ্গুলী হস্ত-শ্চতুর্হস্তং ধনুঃ স্মৃতম্।"
ইতি জ্যোতিষম্।

হাত। এই ২৪০ হাত দূরে লক্ষ্য স্থাপন করিয়া বিদ্ধ করাই শ্রেষ্ঠ। ৪০ ধনু অর্থাৎ ১৬০ হাত দূরে রাখিয়া বিদ্ধ করা মধ্যম। আর ২০ ধনু অর্থাৎ ৮০ হাত দূরে রাখিয়া বিদ্ধ করা অধম। শরবেধ্য লক্ষ্য সম্বন্ধেই এই দূরত্ব নির্দ্দিষ্ট হই-য়াছে কিন্তু নারাচবেধ্য লক্ষ্য সম্বন্ধে কিছু প্রভেদ আছে। যথা—

"শরাণাং কথিতং স্থানং নারাচানামথোচ্যতে।
চত্বারিংশত্তথা ত্রিংশৎ ষোড়শৈব ভবেদ্ধনুঃ॥"

শর সম্বন্ধে উক্ত দূরত্ব বলা হইল, এক্ষণে নারাচ সম্বন্ধীয় দূরত্বের কথা বলা যাইতেছে। যে বাণ সর্ব্বলৌহ—তাহা নারাচ নামে খ্যাত। সেই নারাচ সমধিক ভার বলিয়া তাহার শরের ন্যায় দূরগতি হইবার সম্ভাবনা নাই। সুতরাং তাহার গতি-পরিমাণ অনুসারেই তদ্বেধ্য লক্ষ্যের দূরগত উত্তমাধম মধ্যম ভাব ব্যবস্থিত হয়। নারাচ দ্বারা লক্ষ্য ভেদ শিক্ষা কালে ৪০ ধনু অর্থাৎ ১৬০ হাত অন্তরে লক্ষ্য স্থাপন করাই উত্তম, ৩০ ধনু বা ১২০ হাত দূরে স্থাপন করা মধ্যম এবং ১৬ ধনু বা ৬৪ হাত দূরে স্থাপন করা অধম।

২৪০ হাত দূরে লক্ষ্য রাখিয়া তাহা বিদ্ধ করিতে শিখিবে এই বিধির দ্বারা পূর্ব্বকালের লোকের শারীর বল ও তাহাদের বাণের বেগ কত অধিক ছিল একথা পাঠক মাত্রেরই ভাবিয়া

দেখা উচিত। সেই সকল বীরপুরুষের হস্তনিক্ষিপ্ত তীর ২৪০ হস্ত দূরে গিয়াও সবেগ থাকিত—এ বড় সাধারণ কথা নহে। অন্য এক স্থানে লিখিত আছে "নয়মাত্রগতিস্তু সঃ।" তীর ৪০০ শত হাত পর্য্যন্ত যায়। যে ৪০০ হাত যায়—সে যে ২৪০ হাত স্থানে অবস্থিত লক্ষ্য বিদ্ধ করিয়া পর পারে যাইবে—তাহা আর বিচিত্র কি? এক্ষণে সামান্য বন্দুকের গুলি বোধ হয় ৪০০ হাত যায় না, কিন্তু তাঁহাদের বাহুবল প্রেরিত বাণ ৪০০ হাত যাইত, ইহা মনে করিলেও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। কতক্ষণ পর্য্যন্ত লক্ষ্যবেধে পরিশ্রম করিতে হইবে তাহাও বিধিবদ্ধ হইয়াছে। যথা—

"চতুঃ শতৈশ্চ আচার্য্যো যো হি লক্ষ্যং বিসর্জ্জয়েৎ।
পূর্ব্বাহ্ণে চাপরাহ্ণে চ স শ্রেষ্ঠী ধন্বিনাং ভবেৎ।
ত্রিশতৈর্ম্মধ্যমো বাণৈ দ্বিশতাভ্যাং কনিষ্ঠকঃ।"

পূর্ব্বাহ্ণে ও অপরাহ্ণে যে ৪০০ শত বার বিদ্ধ করিয়া লক্ষ্য পরিত্যাগ করে, অর্থাৎ শ্রমক্রিয়া হইতে বিরত হয়, সে উত্তম ধনুর্ধারী হয়। ৩০০ বাণ ত্যাগের পর ক্ষান্ত হইলে সে মধ্যম এবং ২০০ বাণ ত্যাগ করিয়া নিবৃত্ত হইলে সে অধম। ফল, "তাবদেব শ্রমঃ কুর্য্যাৎ যাবন্নায়াসসম্ভবঃ।" ততক্ষণ পর্য্যন্ত শ্রম করিবে—যতক্ষণ শরীরে ও মনে ক্লান্তি না জন্মে।

লক্ষ্যের পরিমাণ।

শিক্ষাকালে যে পরিমাণ উচ্চে লক্ষ্য বিন্যস্ত করিতে হইবে—তাহার এবং তাহার অবান্তর বিধান এইরূপ—

"उच्छ्रयं पुरुषोन्मानं कुर्य्याच्चन्द्रकसंयुतम् "

(वृ, शा।

পুরুষ-প্রমাণ অর্থাৎ ৩৷৽ হাত উচ্চ কাষ্ঠ-নির্ম্মিত অথবা লৌহ-নির্ম্মিত দণ্ডের মস্তকে চন্দ্রক অর্থাৎ চন্দ্রবৎ গোলাকার কাষ্ঠফলক যোজিত করিবে, তদগ্রে কিংবা তন্মধ্যে বেধ্য বস্তুটী স্থাপন পূর্ব্বক দূর হইতে তাহা বিদ্ধ করিতে শিখিবে। অথবা সেই চন্দ্রকযুক্ত পুরুষোন্মান লক্ষ্যের ঊর্দ্ধ, নাভি ও পাদদেশ বিদ্ধ করিতে থাকিবে।

"ऊर्द्ध्ववेधी भवेच्छ्रेष्ठो नाभिवेधी च मध्यमः।
यः पादवेधी लक्ष्यस्य स कनिष्ठः स्मृतो बुधैः॥"

(वृ, शा।

তন্মধ্যে ঊর্দ্ধবেধী শ্রেষ্ঠ, নাভিবেধী মধ্যম এবং যিনি লক্ষ্যের পাদবেধী তিনি কনিষ্ঠ ইহা জানিতে হইবে।

চিত্রবেধিতা।

যুদ্ধকালে কখন কিরূপ লক্ষ্য বিদ্ধ করা হইবে তাহা পূর্ব্বে জানা যায় না। এ নিমিত্ত শিক্ষা কালে নানাপ্রকার চিত্র-

লক্ষ্য প্রস্তুত করিয়া তাহাতে চিত্রবেধিতা শিক্ষা করিতে হয়। পরন্তু চিত্রবেধিতায় সিদ্ধ হওয়া সমধিক কষ্টসাধ্য ও নানাপ্রকার উপায়সাধ্য। সেই সকল বহু উপায়ের মধ্যে শার্ঙ্গধর প্রোক্ত ও অগ্নিপুরাণধৃত কতিপয় উপায়ের উল্লেখ করা হইল। যথা—

"बाणभङ्गं कृतावर्त्तं काष्ठच्छेदनमेव च ।
बिन्दुकं गोलकयुग्मं यो वेत्ति स गुणी भवेत् ॥"

বাণ ভঙ্গ, কৃতাবর্ত্ত, কষ্টভেদন, বিন্দুক ও গোলকযুগ,—ইহা যে জানে সে গুণী হয়। বাণ ভঙ্গ কি? তাহা শুনুন।

"लक्ष्य स्थाने धृतं काष्ठं सम्मुखं छेदयेत्ततः ।
किञ्चिन्मुष्टिं विधाय स्वां तिर्य्यक् द्विफलकेषुणा ॥
सम्मुखं वा समायाति तिर्य्यक्बाणेन सञ्चरेत् ।
एवं भवेच्च यश्छिन्द्यात् बाणच्छेदी स जायते ॥"

ধনুকে যেরূপ ভাবে বাণ যোজিত হয়, সেইরূপ করিয়া পূর্ব্বোক্ত চন্দ্রকযুক্ত লক্ষ্যদণ্ডের মস্তকে বাণ স্থাপন করিবে। বাণের ফলাটী যেন সম্মুখ হইয়া থাকে। অনন্তর আপনার মুষ্টি অতান্ন পার্শ্ব বক্র করিয়া দ্বিফলক বাণ দ্বারা তাহা ছেদন করিবে। ধনুর্মুষ্টি ও গুণমুষ্টি যদি ঠিক সোজা থাকে, কিঞ্চিৎ বক্র না হয়, তাহা হইলে উল্লিখিত বাণ ছিন্ন হইবে না। হয় মুখোমুখি ঠেকিয়া বাণটী ব্যর্থ হইবে, না হয় ঠেকিবা মাত্র বাঁকিয়া যাইবে।

অন্য প্রকার।

লক্ষ্য দণ্ডের মধ্য হইতে দ্বিতীয় ব্যক্তি বাণ পরিত্যাগ করিলে বাণ যখন সম্মুখে আসিতে থাকিবে তখন আপনি তির্য্যক্ হইয়া ও আপনার বাণটী তির্য্যক্ করিয়া তদ্দ্বারা তাহা ছিন্ন করিবে।

প্রকারান্তর।—এক ব্যক্তি সম্মুখবর্ত্তী হইয়া বাণ ত্যাগ করিবে—অন্য ব্যক্তি তাহা বাণ দ্বারা কাটিয়া ফেলিবে। যিনি ক্রমে এই তিন প্রকার ক্রিয়া অভ্যস্ত করিতে পারেন, তিনি বাণচ্ছেদী হন। কৃতাবর্ত্ত নামক চিত্রলক্ষ্য অনেক প্রকার বটে; কিন্তু তন্মধ্যে বরাটিকাবর্ত্ত নামক প্রক্রিয়াটীর লক্ষণ বলা যাইতেছে।

"কাষ্ঠং খর্কীয়ং সংযম্য তত্র বদ্ধা বরাটিকাম্।
ভ্রমণে ভ্রাম্যমানাঞ্চ যো হি ছিন্তি স ধনুর্দ্ধরঃ॥"

এক খণ্ড কাষ্ঠের অগ্রভাগে কেশবন্ধন পূর্ব্বক তদগ্রে একটী বরাটী অর্থাৎ একটা কড়ী বাঁধিয়া তাহাকে ঘূর্ণিত করিতে থাকিবে। যিনি সেই ঘূর্ণমান কড়িটী বিদ্ধ করিতে পারেন তিনিও উত্তম ধনুর্দ্ধর।

অন্য প্রকার।

"লক্ষ্যস্থানে ন্যসেৎ কাষ্ঠং ঘান্দ্রং নীপুষ্পসন্নিভম্।
যশ্ছিন্দ্যাৎ তৎক্ষুরপ্রেণ কাষ্ঠভেদী স জায়তে॥"

লক্ষ্য বিন্যাস স্থানে এক খণ্ড গোপুচ্ছাকৃতি আর্দ্র কাষ্ঠ রাখিবেক। অনন্তর তাহা দূর হইতে ক্ষুরপ্র নামক বাণের দ্বারা ছেদন করিতে শিখিবেক। উক্তবিধ কাষ্ঠ ছেদন করিতে করিতে ক্রমে কাষ্ঠচ্ছেদী হওয়া যায়। যুদ্ধকালে রথাদির ধ্বজদণ্ডাদি ছেদন করা আবশ্যক হয়, তজ্জন্য এতদ্রূপ অভ্যাস করা শ্রেয়স্কর জানিবে।

অন্যপ্রকার চিত্রবেধিত্ব।

"লক্ষ্যে বিন্দুং ন্যসেৎ শুভ্রং বন্ধবন্ধুকপুষ্পবৎ।
হন্তি তং বিন্দুকং যস্তু চিত্রবধী স জায়তে॥"

লক্ষ্য স্থানে বা লক্ষ্যের গাত্রে শ্বেত বাঁধুলী ফুলের ন্যায় একটী শ্বেতবর্ণ কাষ্ঠ নির্ম্মিত বিন্দু প্রোথিত করিবেক। অনন্তর সেই বিন্দুটী বিদ্ধ করিতে শিখিবেক। যে ব্যক্তি তাদৃশ বিন্দু বেধ করিতে পারে—সেই ব্যক্তিই চিত্রবেধী হয়।

অন্য প্রকার।

"কাষ্ঠজীবযুগং ক্ষিপ্রং দূরমূর্দ্ধং পুরঃ ক্ষিতেঃ।
অনভ্যাসং শরং ক্ষিপেৎ তৎ শীঘ্রমস্তুবেন হি॥
জীবন্তি শত্রুসংঘা ন মোক্ষচন্দ্রাসনাশ্রিতঃ।
যঃ স্যাৎ শতঘ্নীনা চৈক পূজিতঃ সর্ব্বপার্থিবৈঃ॥"

দূরে ও সম্মুখে থাকিয়া এক জন কাষ্ঠনির্ম্মিত দুইটী গোলা প্রক্ষিপ্ত করিবেক। ধনুর্দ্ধর সেই দুই গোলা নিকটে না আসিতে আসিতে গোপুচ্ছাকৃতি বাণ দ্বারা স্পর্শ করিবেন অথবা শীঘ্র সন্ধান পূর্ব্বক পৃথক দুই বাণে পৃথক পৃথক দুইটী গোলককে বিদ্ধ করিবেন। এতদ্রূপ গোলকাভ্যাস করিতে পারিলে ধনুর্দ্ধারীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হওয়া যায়। এই ধনুর্দ্ধর সকল রাজার পূজ্য।

"রথস্থেন গজস্থেন হয়স্থেন চ পত্তিনা।
ধাবতা বৈ শ্রমঃ কার্য্যো লক্ষ্যং হন্তুং সুনিশ্চিতম্ ॥"

উক্ত প্রকারের শ্রমক্রিয়া অর্থাৎ বাণাভ্যাসাদি কেবল দণ্ডায়মান হইয়া শিখিবে না। কখন রথস্থ হইয়া, কখন গজারোহী হইয়া, কখন অশ্বারোহী হইয়া, কখন বা পদাতি হইয়া অভ্যাস করিবেন। কখন স্থির বা অচল থাকিয়া, কখন বা ধাবমান হইয়া, লিখিত প্রকারের বাণাভ্যাস বা শ্রম ক্রিয়া করিবেন। তাহার কারণ এই যে, যুদ্ধকালে সকল প্রকারই আবশ্যক হইতে পারে; সুতরাং সর্ব্ব বিষয়ে নিপুণ হওয়াই ভাল।

শব্দবেধিতা।

রাজা দশরথ শব্দভেদী বাণের দ্বারা গজভ্রমে অন্ধ মুনির পুত্র সিন্ধু নামক শিশুকে বিনাশ করিয়াছিলেন

রাবণপুত্র মেঘনাদ মেঘের অন্তরালে থাকিয়া বাণ বর্ষণ আরম্ভ করিলে, লক্ষ্মণ তাহাকে শব্দভেদী বাণের দ্বারা তাড়না করিয়াছিলেন। রামায়ণ পাঠকালে আমরা যখন এই সকল কথা পাইতাম, তখন মনে করিতাম যে শব্দভেদী বাণ না জানি কত দুজ্ঞের্য় ও কত আশ্চর্য্য। অথবা উহা অমানব কার্য্য; কিন্তু আজ আমরা ধনুর্ব্বেদ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া দেখিলাম, উহা অমানব কার্য্য নহে। উহা কেবল অভ্যাসের প্রভাবেই সম্পাদিত হয়। তবে কিনা ইহা অন্যান্য শিক্ষা অপেক্ষা কিছু অধিক কঠিন। বৃদ্ধ শার্ঙ্গধর কৃত ধনুর্ব্বেদ সংগ্রহ মধ্যে ইহার একটী সুগম উপদেশ আছে। শব্দভেদী বাণ কোন স্বতন্ত্র পদার্থ নহে। সকল বাণই শব্দভেদী হইতে পারে। শিক্ষার কৌশল ও অভ্যাসের প্রভাব একত্র হইলেই প্রত্যেক বাণকে শব্দভেদী করা যায়। শব্দবেধের শিক্ষা কি রূপ? তাহা মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করুন।

अन्धकारे न्यसेत् कांस्यपात्रं लक्ष्यस्यान्तरे ।
ताड़येच्छर्कराभिस्तत् शब्दः सञ्जायते ततः ॥
यत्रैवोत्पद्यते शब्दः लक्ष्यन्तु तत्र विधिन्नादेत् ।
कर्णेन्द्रियसमीपीमात् लक्ष्यं निश्चयतां नयेत् ॥
पुनः शर्करया तत्र ताड़येच्छब्दहेतवे ।
पुनर्निश्चयता नीया शब्दस्थानानुसारतः ॥

ततः किञ्चित् ततं दूरे नित्यं नित्यं विधानतः ।
कांस्य समभ्यसेत् पाते शब्दवेधनहेतवे ॥
सर्वो बाणेन हन्यात् तत् अवधानेन तीक्ष्णधीः ।
एतच्च दुष्करं कर्माभ्यासात् कस्यापि सिध्यति ॥"

যে স্থানে লক্ষ্য স্থাপিত আছে, তাহার দুই হাত দূরে একটী কাংস্যপাত্র স্থাপন কর। দ্বিতীয় ব্যক্তি তথায় থাকিয়া সেই কাংস্যপাত্রের গাত্রে শর্করা অর্থাৎ কাঁকরের আঘাত করুক। আঘাত করিবা মাত্র শব্দ উৎপন্ন হইবেক। যে স্থানে শব্দ উৎপন্ন হইল তুমি কেবল সেই শব্দোৎপত্তির স্থানটীতে মনোনিবেশ করিবে। অতঃপর তুমি সেই স্থাপিত লক্ষ্যকে না দেখিয়া কেবল-মাত্র কর্ণেন্দ্রিয়ের সহিত মনের ঐক্য বিধান করত লক্ষ্যকে অর্থাৎ বেধ্য বস্তুকে নিশ্চয় করিবে। দ্বিতীয় ব্যক্তি পুনর্ব্বার সেই কাংস্য পাত্রে শর্করাঘাত করুক। পুনর্ব্বার শব্দ হউক। তুমিও স্থাপিত লক্ষ্য না দেখিয়া সেই উত্থিত শব্দের স্থান অনুসারে লক্ষ্য নিশ্চয় কর। ক্রমে যখন দুই হাত অন্তরের লক্ষ্য স্থির ও দৃঢ়াভ্যস্ত হইয়া আসিবে, তখন তাহাকে তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক দূরে স্থাপিত কর। ধনুর্ব্বেদ শাস্ত্রের বিধি অনুসারে এইরূপে নিত্য নিত্য অভ্যাস কর এবং নিত্য নিত্য শব্দকারক কাংস্য পাত্রকে দূরে দূরে স্থাপিত কর। শব্দবেধ শিক্ষার নিমিত্ত

নিত্য নিত্য উক্ত প্রকারের ঘাত শিক্ষা কর। ক্রমে সেই শব্দাশ্রয়ের লক্ষ্যের প্রতি বাণ প্রয়োগ করিতে থাক। তাহা হইলে ক্রমেই তোমার শব্দবেধিতা আয়ত্ত হইবে। তখন তুমি অদৃষ্ট লক্ষ্যকে অনায়াসে শব্দের দ্বারা অনুমান করিয়া বিদ্ধ করিতে পারিবে। পরন্ত এই কার্য্যটী সহজে আয়ত্ত হইবার নহে। এই দুঃসাধ্য শিক্ষাটী সকলের ভাগ্যে আয়ত্ত হয় না, কোন কোন ভাগ্যবানের আয়ত্ত হয়।

মহাভারত পাঠে জানা যায়, কুরুবালকেরা মহামতি দ্রোণের নিকট অস্ত্র শিক্ষা করিতেন। তাঁহার শিষ্যবৃন্দের মধ্যে অর্জ্জুন সমধিক বুদ্ধিশালী, কৃতাস্ত্র, ক্ষিপ্রকারী ও পরিশ্রমী ছিলেন। তজ্জন্য গুরু তাঁহার প্রতি অতীব সন্তুষ্ট ছিলেন বটে; কিন্তু অশ্বথামাকে তিনি পুত্রতা বিধায় অর্জ্জুন অপেক্ষাও ভাল বাসিতেন। সেই জন্যই তিনি কখন কখন অশ্বথামাকে গোপনে ও কৌশলে কোন অস্ত্র অন্যের অজ্ঞাতে প্রদান করিতেন। অর্জ্জুনকে সমধিক প্রতিভা-শালী দেখিয়া তাঁহার মনে মনে শঙ্কা হইত যে, অর্জ্জুন সূচ্যগ্রে আমার গোপন শিক্ষা জানিতে পারিলেই বুঝিয়া লইবে। একদিন তিনি পাচক ব্রাহ্মণকে আহ্বান করিয়া বলিয়া দিলেন,"দেখ, অর্জ্জুনকে তুমি কখনও অনালোক স্থানে অন্ন প্রদান করিও না।" পাচক আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বদা সাবধানে অন্নপরিবেশন করে। একদিন অর্জ্জুন আহার

করিতেছেন এমন সময় প্রবল বায়ু উত্থিত হইয়া তত্রস্থ দীপ নির্ব্বাপিত করিল। অর্জ্জুন দীপ প্রজ্বালনের অথবা দীপান্তর আনয়নের প্রতীক্ষা না করিয়াই আহার করিতে লাগিলেন। অন্ধকারে আহার করিতেছেন, আর ভাবিতেছেন, একি ? আমার হস্ত যে ঠিক্ মুখেই যাইতেছে ? এবং প্রত্যেক ব্যঞ্জনাদি দ্রব্যের দিকেও যাইতেছ ? ইহার কারণ বোধ হয় অভ্যাস। অভ্যাস হইলে বোধ হয় তখন আর দেখিবার আবশ্যক হয় না। অদৃষ্ট লক্ষ্যকেও বিদ্ধ করা যায়। ইহা ভাবিয়া তিনি সমধিক আনন্দিত হইলেন এবং তদবধি প্রতিদিন রাত্রে উঠিয়া নিশীথ কালের ঘোর অন্ধকারে লক্ষ্যাভ্যাস করিতে লাগিলেন এবং ক্রমে তিনি অন্ধকারে লক্ষ্য বেধ করিতে শিখিয়াছিলেন। অর্জ্জুনের অন্ধকারে লক্ষ্য ভেদ শিক্ষা আর শব্দভেদ শিক্ষা প্রায় তুল্য কার্য্যকারী জানিবে এবং অভ্যাসের দ্বারা না হয় এমন কার্য্যই নাই, ইহাও জানিতে হইবে।

অসি।

এই অস্ত্রটী সর্ব্বদেশ সাধারণ এবং ইহার প্রচার ও ব্যবহার অদ্যাপি সমভাবে বর্ত্তমান আছে। প্রাচীন জনশ্রুতি ও ধনুর্ব্বেদের লিপি পর্য্যালোচনা করিলে বোধ হয় যে, পূর্ব্বকালে যেরূপ তীক্ষ্ণ ধার অসি উৎপন্ন হইত —এখন আর সেরূপ শক্তি সম্পন্ন তীক্ষ্ণ অসি কোন শিল্পীই প্রস্তুত করিতে পারেন না। শুনা গিয়াছে এবং ধনুর্ব্বেদেও লিখিত আছে যে, অসির আঘাতে প্রস্তর স্তম্ভও কর্ত্তিত হয়। পাথরে আঘাত করিলেও ধার থাকে, ভাঙ্গিয়া যায় না, এরূপ অসি আর এখন নাই। কেন নাই? তাহা জানি না। এক্ষণকার অসি যেরূপ হয় হউক, পরন্তু পূর্ব্বকালে কত প্রকার অসি ছিল, কিরূপ লোহায় কোন্ প্রদেশে প্রস্তুত হইত, কিরূপ পারণ অর্থাৎ পান দিয়া তাহার ধার বাঁধা হইত এবং কিরূপ কৌশলেই বা তাহা ব্যবহৃত হইত; অদ্য আমরা এই সকল বৃত্তান্ত বিবিধ সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত করিয়া পাঠকগণের অক্ষি সমক্ষে অর্পণ করিব। যদিও এইরূপ প্রস্তাবে কিছু শিক্ষিতব্য থাকে না—তথাপি ইহার দ্বারা কুতূহল

বৃদ্ধি ও পূর্ব্বপুরুষদিগের মহিমা অনুভূত হইতে পারে; তৎপক্ষে কোন সন্দেহ নাই।

এই অস্ত্র অতি পুরাতন। অতি পূর্ব্বকালে ইহার আটটী মাত্র নাম ছিল। যথা—অসি, বিশসন, খড়্গ, তীক্ষ্ণবর্ম্মা, দুরাসদ, শ্রীগর্ভ, বিজয় ও ধর্ম্মপাল বা ধর্ম্মমাল। অনন্তর ইহার আরও কয়েকটী নাম বৃদ্ধি হইয়াছিল। যথা—নিস্ত্রিংশ, চন্দ্রহাস, রিষ্টী, কৌক্ষেয়ক, মণ্ডলাগ্র, করপাল, করবাল, তরবার ও তরবারি। ছোট বড় ও গঠনের তারতম্য অনুসারে ইহার আরও দুই চারিটী নাম আছে। সে সকল ক্রমে ব্যক্ত হইবে।

ধনুর্ব্বেদ শাস্ত্রে অসি সম্বন্ধে বিবিধ পরীক্ষা লিখিত আছে। তাহা হইতে প্রথমে আমরা লৌহ পরীক্ষাটী বিবৃত করিব। অগ্রে লৌহ পরীক্ষা, পশ্চাৎ তাহার দোষ গুণের পরীক্ষা করাই উচিত।

অসির উপযুক্ত লৌহ প্রথমতঃ দ্বিবিধ। নিরঙ্গ ও সাঙ্গ। প্রথমোক্ত নিরঙ্গ লৌহ আবার অনেক বিধ। সেই সকল ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণাক্রান্ত লৌহকে কাঞ্চীপ্রভৃতি নাম দ্বারা ব্যক্ত করা হয়। সেই সকল লৌহই অসি নির্ম্মাণের উপযুক্ত এবং বিবিধ ব্যাধির বিনাশক। যথা—

"লৌহানাং লক্ষণং বক্ষ্যে যথোক্তং মুনিপুঙ্গবৈঃ।
নিরঙ্গ সাঙ্গ ভেদেন তে লৌহা দ্বিবিধা মতাঃ॥

निरोधः कापि मान्यस्तद्धि शैहान् पञ्चविधा मताः ।
यदि कर्मसु ते सन्ति नाना जातिविनायकाः ॥”

(वीर चिन्तामणि ।

খড়্গ ও অন্যান্য অস্ত্র শস্ত্র প্রায়শঃই সাঙ্গ লৌহের দ্বারা নির্ম্মিত হয়, এজন্য সেই সাঙ্গ লৌহের ভিন্ন ভিন্ন নাম ও চিহ্ন সকল ব্যক্ত করাই কর্ত্তব্য। বীর চিন্তামণি ও শার্ঙ্গধর পদ্ধতি নামক গ্রন্থে এতদনুরূপ একটা বচন আছে, তাহা এই—

“बध्नन्ते मायेशी यस्मात् खड्गाः शस्त्रादि कर्मसु ।
नामभेदेन चिह्नानि लौहानामभिदध्महे ॥”

খড়্গাদি অস্ত্রশস্ত্রের উপাদান প্রধান প্রধান সাঙ্গ লৌহের নাম দশটা। যথা—রোহিণী, নীলপিণ্ড, ময়ূর গ্রৈবক, ময়ূর বজ্র, তিত্তিরাঙ্গ, সুবর্ণ বজ্র, শৈবল মালান, মৌষল বজ্র, কঙ্গোল বজ্র বা স্বর্ণক ও গ্রন্থিবজ্র। এতভিন্ন আরও কয়েক প্রকার লৌহ আছে, তাহা সামান্য বলিয়া উপেক্ষিত হইয়াছে। এ সকলের লক্ষণ বা চিহ্ন উক্ত গ্রন্থে অতি বিস্পষ্টরূপে লিখিত হইয়াছে। যথা—

রোহিণী।

“कुशाग्रं सुदृढं यच्च नीलमीषत् प्रतीयते ।
रोहिणीं तां विजानीयात् तत्पक्षे पञ्चवेदना ॥

যাহার অবয়ব ক্ষুদ্র (ক্ষুদ্র কাঁকরের ন্যায় আকার বিশিষ্ট) অথচ অত্যন্ত কঠিন, এরূপ লৌহে যদি অল্প নীলবর্ণ দৃষ্ট হয়, তবে তাহাকে রোহিণী বলিয়া জানিবে। এই রোহিণী লৌহের দ্বারা ক্ষত হইলে ক্ষত স্থানে অত্যন্ত বেদনা জন্মে।

নীলপিণ্ড।

“নীলপিণ্ডসমাকারং নীলপিণ্ডং বিদুর্বুধাঃ ॥”

যাহা নীলপিণ্ড অর্থাৎ নীল বড়ীর ন্যায় তাহা নীলপিণ্ড বলিয়া জানিবে।

ময়ূর গ্রৈবক।

“मयूरकण्ठसंस्थानमङ्गं यस्य प्रतीयते ।
मयूरग्रैवकं लौहं तं विदुर्मुनिपुङ्गवाः ॥”

যাহার অবয়ব ময়ূরের কণ্ঠ তুল্য— তাদৃশ লৌহকে মুনিগণ ময়ূর গ্রৈবক বলিয়া জানেন।

ময়ূর রঞ্জক।

“आमनीलप्रभाभासमङ्गं यस्य प्रतीयते ।
मयूररञ्जकं प्राहुर्लौहशास्त्रविदो जनाः ॥”

যাহার অঙ্গে নাগকেশর ফুলের আভা দৃষ্ট হয়—লৌহ-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা তাহাকে ময়ূর বজ্র নামে উল্লেখ করিয়া থাকেন।

তিত্তিরাঙ্গ।

"तच्चिह्नं तित्तिरि पक्षाभमङ्गं लौहे प्रतीयते ।
दुर्लभं तन्महामूल्यं तित्तिराङ्गं सुपाकजम् ॥"

যে লৌহের অঙ্গ তিত্তির পক্ষীর পক্ষের ন্যায় দৃষ্ট হয়—সেই লৌহই তিত্তিরাঙ্গ নামে বিখ্যাত। এই তিত্তিরাঙ্গ লৌহ অতি দুর্লভ ও অতি মূল্যবান্ এবং ইহা অতি সুপাকজাত অর্থাৎ সুধাতু লৌহ। এই সুধাতু লৌহের দ্বারা যে কোন অস্ত্র নির্ম্মিত হয়, সমস্তই উত্তম ও গুণবান্ হয়।

সুবর্ণ বজ্রক।

"सुवर्णं वज्रमाकारा यत्र भूमिः प्रतीयते ।
सुवर्णं वज्रकं विद्यात् बहुमूल्यं महागुणम् ॥"

যাহার অঙ্গে সুবর্ণাকার চিহ্ন প্রতীত হয়—সে লৌহকে সুবর্ণ বজ্র বলিয়া জানিবে। এই সুবর্ণ বজ্র নামক লৌহও বহুমূল্য ও গুণবান্।

শৈবাল মালান।

"অবিচ্ছিন্নং সুসূক্ষ্মাঙ্গং দুর্ব্বাভাস্বরপাত্রজম্ ।
যস্মিন্ শৈবলমালান মাহুস্তং মুনিপুঙ্গবাঃ ॥

মুনিগণ বলিয়াছেন যে, যে লৌহে অবিচ্ছিন্ন সুসূক্ষ্ম (আঁস) থাকে এবং তাহার আভা যদি দূর্ব্বাদলের ন্যায় হয়, তবে তাহাকে শৈবল মালান আখ্যা প্রদান করিবেক।

মৌষল বজ্র।

শুক্লং পার্শ্বদ্বয়ং যস্য মধ্যে স্বর্ণময়াঙ্কনম্ ।
ধূম্রবৎ ঘাতসংস্থানং মৌষলং বজ্রকং বিদুঃ ॥"

যাহার পার্শ্বদ্বয়ে শ্বেতাভা স্ফুরিত হয়, মধ্যে স্বর্ণ-রেখা দৃষ্ট হয়, সংহত করিলে সংঘাত স্থান ধূম্রবর্ণ হয়, তাদৃশ লৌহকে মৌষল বজ্রক বলিয়া জানিবে।

কল্লোল বজ্র বা স্বর্ণক।

"মৃণালনীলসন্নিভং বিবরৈরসংস্থিতৈঃ ।
কল্লোলবজ্রকং প্রাহুঃ স্বর্ণকং লৌহবিদ্জনাঃ ॥"

লৌহতত্ত্ব অনুসন্ধায়ীরা বলিয়া থাকেন যে, যাহাকে ভাঙ্গিলে ভগ্নভাগে মৃণালের ন্যায় সূক্ষ্ম ছিদ্র সকল

দেখা যায়—তাহাকে কর্কোল বক্ষুক অথবা‘ কর্কক বলিয়া জানিবে।

গ্রন্থি বজ্র।

“অঙ্গং যদীয়কং যত্র গ্রন্থিমদ্গ্রন্থিসংস্থিতম্।
দুর্লভং তন্মহামূল্যং গ্রন্থিবজ্রমুদাহৃতং ॥”

যাহার সর্ব্বাঙ্গ গ্রন্থিল অর্থাৎ যাহার অনেক স্থানে গাঁইট আছে বলিয়া প্রতীতি হয়, তাহার নাম গ্রন্থি বজ্র। এই গ্রন্থি বজ্র লৌহও দুর্লভ ও মহামূল্য।

এতদ্ভিন্ন নিরঙ্গ লৌহও অনেক প্রকার আছে। তাহাদের নাম ও চিহ্ন সকল লৌহার্ণব গ্রন্থে বিবৃত আছে। রোহিণী, পাণ্ড্য ও রুক্স, এই তিন প্রকার মাত্র নিরঙ্গ লৌহ অস্ত্রের উপযুক্ত। রুক্স বা কান্ত লৌহ নিরঙ্গমধ্যপাতী। আজ কাল্ ইংলিশ লৌহে এ দেশ পরিপূর্ণ হইয়াছে; তজ্জন্ত আর কেহ কষ্টলভ্য ও বহুমূল্য দেশী লৌহ আহরণ করেন না। এমন কি, এ দেশীয় লোকেরা প্রায় দেশী লৌহের স্বরূপ, চিহ্ন, গুণাগুণ সমস্তই ভুলিয়া গিয়াছেন। ভারতবর্ষে লৌহের আকর আছে কি না, তাহাও কেহ জ্ঞাত নহেন বা অনুসন্ধান করেন না। করিবারও প্রয়োজন নাই। কারণ, এখন কেবল অলাবু-

ছেদনের উপযুক্ত বঁটি নির্ম্মাণের জন্ত কিঞ্চিন্মাত্র লৌহের প্রয়োজন হয়—পরন্ত তাহা অল্প মূল্যের মৃৎকল্প ইংলিশ লৌহের দ্বারাই সুসম্পন্ন হইতে পারে। পূর্ব্বে এ দেশে ইংলিশ লৌহের আগমন ছিলনা এবং মেষ, মহিষ, হয়, হস্তী, কাষ্ঠযষ্টি, লৌহযষ্টি, ও অস্থি প্রভৃতি বৃহৎ ও সারবান্ বস্তু-ছেদনের উপযুক্ত অস্ত্র শস্ত্রের প্রয়োজন ছিল। সুতরাং তদুপযুক্ত লৌহেরও প্রয়োজন হইত। প্রয়োজন বুঝিয়া কুশলী পরীক্ষক পুরুষেরাও দেশে দেশে এবং ভারতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে গিয়া লৌহের অনুসন্ধান, সংগ্রহ ও পরীক্ষা করিতেন। এখন আর কিছুই করিতে হয় না, চারিটি পয়সা ফেলিয়া দিলেই দিব্যি এক খানি প্রস্তুত বঁটী পাওয়া যায়। ফল, এ সকল প্রসঙ্গাগত কথায় প্রয়োজন নাই, একণে প্রকৃত কথায় মনোনিবেশ করুন।

উল্লিখিত লক্ষণাক্রান্ত কোন এক লৌহের দ্বারা অসি নির্ম্মাণ করিবেক। অসি নির্ম্মাতার যদি নৈপুণ্য না থাকে তবে উত্তম লৌহ পাইলেও তিনি উত্তম অসি প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইবেন না। কোন্ লোহাস্ত্র কিরূপ প্রকারে ও কতবার পোড় দিয়া পিটিতে হয় তাহা জানা আবশ্যক; পরন্ত পায়ণ অর্থাৎ পানের গুণেই তাহার ধার তীক্ষ্ণ ও দৃঢ় হয়। এজন্য শিল্পীকে অগ্রে অস্ত্রের পায়ণ

কার্য্যে বিশেষ অভিজ্ঞ হইতে হয়। পায়ণ কার্য্যটী যদি উত্তম বা স্থচারুরূপে সম্পন্ন হয়, তবেই অস্ত্রের উত্তমতা জন্মে, নচেৎ সমস্তই বিফল হয়। পায়ণ কার্য্যের পাকটী লিপির দ্বারা শিক্ষা করা যায় না। তাহা প্রত্যক্ষ দর্শন ও স্বহস্তে তৎকার্য্য সাধন—এই দুই প্রক্রিয়ার দ্বারাই শিখা যায়, অন্য কোন প্রকারে শিক্ষা করা যায় না। তথাপি, পণ্ডিতেরা পায়ণের দ্রব্য ও প্রক্রিয়া গুলি যথাসাধ্য লিখিতে ক্রটী করেন নাই। বৃহৎ সংহিতা প্রোক্ত অসির পায়ণ বিধিটী এস্থলে পাঠকবর্গের সুগোচরার্থে উদ্ধৃত করিতাম।

পায়ণ অর্থাৎ পান্ দিবার বিধি।

অসি প্রস্তুত হইলে তাহা পরিষ্কৃত করিয়া ধারের মুখে লবণ কি অন্য কোন ক্ষার, মৃত্তিকাদ্রবে মিশ্রিত-করণপূর্ব্বক প্রলেপ দিয়া, সেই প্রলিপ্ত ধারটী অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া পশ্চাৎ তাহাকে জল, কি অন্যান্য দ্রবদ্রব্য পান করানকে পায়ণ বলে। দগ্ধ করিয়া জলে কি অন্য কোন তরল দ্রব্যে নিক্ষেপ করিলেই তাহা পান করান হয়। অসিকে যে যে দ্রব্য পান করাইলে উত্তম হয়, মহর্ষি উশনা অর্থাৎ অসুর গুরু শুক্রাচার্য্য তাহা বলিয়া গিয়াছেন। যথা—

“दूहंमीमलवस्य मन्नपानं
वर्धितेच्छ श्रियमिच्छतः प्रदीप्तम् ।
हविषा गुणवत् सुताभिलिप्सोः
सलिलेनाक्षय मिच्छतश्च वित्तम् ॥
वडवीष्ट्रकरेणुदुग्धपानं
यदि पापेन समीऽतेऽर्थसिद्धिम् ।
झषपित्तमृगाश्व वस्त दुग्धैः
करिहस्तच्छिदये सतालगर्भैः ॥
आर्कं पयोऽहुडु विषाण मसी समेतम्
पारावताखु शकृता च युतं प्रलेपः
शस्त्रस्य तैलमथितस्य ततोऽस्य पानम् ।
पश्चाच्छितस्य न शिलासु भवेद्विघातः ॥
क्षारे कदल्या मथितेन युक्ते ।
दिनोषिते पायित मायसं यत् ।
सम्यक् शितं चाश्मनि नैति भङ्ग
न चान्य लौहेष्वपि तस्य कौण्ठ्यम् ॥”

অর্থ এই যে, যিনি শ্রীবৃদ্ধি ইচ্ছা করেন, তিনি শস্ত্রকে রুধির পান করাইবেন। অর্থাৎ শস্ত্রের ধারা দগ্ধ করিয়া রুধিরে নিক্ষেপ করিবেন। (১) আর যিনি গুণবান্ পুত্র লাভ করিতে ইচ্ছুক তিনি শস্ত্রকে ঘৃত পান দিবেন, (২) এবং যিনি অক্ষয় ধন কামনা করেন,

তিনি অসিকে জলপান করাইবেন (৩)। এইরূপ প্রয়োজন সিদ্ধির নিমিত্ত অসিকে ঘোটকীর দুগ্ধ, উষ্ট্রের দুগ্ধ, হস্তিনীর দুগ্ধও পান করাইবেন। (৪।৫।৬) আর যদি হস্তীর শুণ্ড কাটিবার ইচ্ছা থাকে, তবে তিনি অস্ত্রকে মৎস্যের পিত্ত, মৃগীর দুগ্ধ, কুক্কুরের দুগ্ধ ও ছাগীর দুগ্ধ পান করাইবেন। (৭।৮।৯।১০) (জনশ্রুতি আছে যে, মহারাণা প্রতাপসিংহের নাকি এতদ্রূপ তরবারি ছিল) আকন্দের আটা, হড় বিষাণ (?), কয়লা, পারাবত ও ইন্দুরের বিষ্ঠা একত্রিত ও মর্দ্দিত করিয়া তৈল মথিত শস্ত্রের ধারে প্রলেপ দিবেক। অনন্তর তাহাকে পূর্ব্বোক্ত কোন দ্রব্য পান করাইবেক। পরে তাহাকে সুশাণিত করিবেক। এইরূপ করিলে সে অস্ত্র প্রস্তরেও কুণ্ঠিত হইবে না। অর্থাৎ পাথরে চোট মারিলেও তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইবেক; ভাঙ্গিয়া যাইবে না। (১১) অপিচ অস্ত্র কদলী ক্ষারে রক্ষিত করিয়া এক দিন এক রাত্রি রাখিবেক। পশ্চাৎ তাহাতে পান্ দিয়া উত্তমরূপে শাণিত করিবেক। এইরূপ করিলেও সে অস্ত্র প্রস্তরে ভাঙ্গিবে না এবং অন্য লৌহেও কুণ্ঠিত হইবে না। (১২)

এইরূপ আরও কয়েক প্রকার পায়ণ বিধি আছে, পরন্তু সে সকল তীরের ফলার জন্য বিহিত। বিষ কিম্বা বিষবৎ দ্রব্য পান করাইলে অস্ত্র অতি ভীষণকার্য্যা

ধারণ করে। বিষ পায়িত অস্ত্রের দ্বারা অত্যল্প রক্তপাত ঘটনা হইলেই তাহা প্রাণসংহারক হইয়া উঠে।

অস্ত্রে পান্ দিবার সময় ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের গন্ধ বহির্গত হয়। সেই সকল গন্ধের দ্বারা অস্ত্রের ভবিষ্যৎ শুভাশুভ জানা যায় বলিয়া বর্ণিত আছে। এবং পানের সময় অস্ত্রকে যে দগ্ধ করিতে হয়, তৎকালের যে বর্ণ বা রঙ হয়, তাহা দেখিয়াও ভবিষ্যৎ শুভাশুভ অনুমিত হয়। যথা—

"करवीरोत्पल गजमद
घृत कुङ्कुम कुन्द चम्पक समगन्धः।
शुभदोऽनिष्टो गोमूत्र
पङ्कमेदः सदृश गन्धः॥
कूर्मवसासृक् क्षारोपमश्च
भयदुःखदो भवति गन्धः
वैदूर्य्यकनकविद्युत् प्रभो
जयारोग्य वृद्धिकरः॥"

করবীর, উৎপল, হস্তিমদ, ঘৃত, কুঙ্কুম, কুঁদফুল ও চাঁপাফুলের ন্যায় গন্ধ নির্গত হইলে জানিবে যে, সে অস্ত্র শুভদায়ক হইবে। আর যদি গোমূত্র কিংবা পঙ্ক, মেদ, কূর্ম্ম, বসা, রক্ত, কিম্বা ক্ষার তুল্য কোন গন্ধ বহির্গত

হয় তবে জানিবে যে, সে অস্ত্র অশুভদায়ক। দাহকালে যদি বৈদূর্য্য, কণক কি বিদ্যুতের ন্যায় প্রভা বহির্গত হয়, তাহা হইলে সে অস্ত্র জয় ও আরোগ্য বৃদ্ধি করিবে। নচেৎ অশুভ বৃদ্ধি করিবে। এ সকল কথা সত্য কি মিথ্যা তাহা নির্ণয় করিবার সাধ্য নাই, পরন্তু প্রাচীনদিগের মতামত বর্ণন করিবার জন্যই এ সকল সঙ্কলন করিলাম। অপি চ অসি সম্বন্ধে আরও কয়েকটী লক্ষণানুযায়ী নাম আছে, তাহাও এস্থলে উদ্ধৃত করা গেল।

১ ধবল গিরি।

"कृष्णायतसमा भूमिस्तु श्वेतं प्रतीयते ।
तं धवलगिरिं पाण्ड्यं पाण्डिताः प्रवदन्ति हि ॥"

পাণ্ড্য লৌহজ্ঞ পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন যে, যাহার ক্ষেত্র রূপার ন্যায় ও অবয়ব শুভ্র, তাহা পাণ্ড্য লৌহ সমুদ্ভব এবং তাহার নাম ধবলগিরি।

২ কাল গিরি।

"लम्बी पद्मावती कान्ताः पीतवर्णाङ्गविपञ्चिका ।
माक्षः कालगिरिं पाण्डितीग्रामजविमारहेः ॥"

যাহার অঙ্গে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সুবর্ণাকার অথবা কৃষ্ণাভযুক্ত পত্রভঙ্গাকার চিহ্ন দেখা যায়, তাহার নাম কালগিরি ; ইহা লৌহ শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা বলিয়া গিয়াছেন।

৩ কজ্জল গাত্র।

"धारा शुभ्रा भवेत् यस्य मध्यं कज्जलसन्निभम् ।
कृष्णरङ्गाञ्चितं गात्रं विद्यात् कज्जलगात्रकम् ॥"

যাহার ধার শুভ্রবর্ণ, মধ্যে কজ্জলবর্ণ, সর্ব্বাঙ্গে কাল দাগ, তাহাকে কজ্জল গাত্র বলিয়া জানিবে।

৪ কুটীরক।

"सूक्ष्मं रजतपत्राभमङ्गं कृष्णासिपत्रिका ।
कुटीरकः समाख्यातास्तु तत्क्षते श्वयथुर्भवेत् ॥"

যাহার অঙ্গে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রজতপত্রের চিহ্ন থাকে অথচ কৃষ্ণবর্ণ ; এতাদৃশ অসিপত্রিকা কুটীরক নামে খ্যাত। এই কুটীরক অসির দ্বারা ক্ষত হইলে শরীরে শ্বয়থু অর্থাৎ শোথ জন্মে।

৫ কেতকী বজ্র।

"केतकी पत्रसदृशमङ्गं यस्य प्रतीयते ।
विद्यात् केतकवज्रं तत्————— ॥"

বক্ষে কেতকী পত্রাকার চিহ্ন থাকে—সে অসির নাম কেতক বক্ত্র।

৬ কান্তিলৌহ বা নিরঙ্গ।

"নিরঙ্গং রৌপ্যপত্রাভমনীষন্নীলনিভঞ্চ যৎ।
দুর্লভং তন্মহামূল্যং কান্তিলৌহং প্রচক্ষতে ॥"

যাহা কান্ত লৌহের দ্বারা নির্ম্মিত ও বক্ষে রৌপ্য পত্রাকার চিহ্ন দৃষ্ট হয় এবং বর্ণ অল্প নীল—এরূপ অসি দুর্লভ ও মহামূল্য।

৭ দমন বক্ত্র।

"বক্ত্রং দমনপত্রাভমঙ্কঃ যস্মিন্ প্রতীয়তে।
বিদ্যাদ্দমনবক্ত্রন্তু তীক্ষ্ণধারং মহাগুণম্ ॥"

যাহার অঙ্গে দমন পত্র অর্থাৎ দোনা নামক বৃক্ষের কিম্বা কুন্দ বৃক্ষের পত্রাকার চিহ্ন জন্মে—তাহার নাম দমন বক্ত্র। এই দমন বক্ত্র অসি প্রায়ই তীক্ষ্ণধার ও মহাগুণশালী হয়।

৮ কাল খড়্গ।

"কৃষ্ণভূমিস্তুবর্ণাভমসীতম্ [illegible] ।
তাম্রবীরবকং বিদ্যাৎ [illegible] ॥"

যাহার ক্ষেত্র কাল, পরন্তু তাহার আভা যদি সুবর্ণ বর্ণ হয়, আর যদি তাহাতে অল্প বজ্র চিহ্ন থাকে, তবে তাহাকে "ডাহনী বজ্র" বলিয়া জানিবে। কেহ বলেন, এতদ্রূপ লক্ষণাক্রান্ত খড়্গের নাম "কালখড়্গ"।

৯ নকুলাঙ্গ।

"ঊর্দ্ধগং কপিলাভাসমঙ্গং যস্মিন্ প্রতীয়তে।
নকুলাঙ্গন্তু তং বিদ্যাৎ স্পর্শে যস্যাহিনাশনম্ ॥"

যাহার অঙ্গে ঊর্দ্ধগামী কপিল দ্যুতি দৃষ্ট হয়—তাহার নাম নকুলাঙ্গ। এই নকুলাঙ্গ অসির স্পর্শে সর্পও প্রাণত্যাগ করে।

১০ ক্ষুদ্র বজ্র।

"আশীকা মালিকা যস্য ক্ষুদ্রাঙ্গং কুণ্ডলীকৃতম্।
ক্ষুদ্রবজ্রকনামানং প্রাহ নাগার্জুনো মুনিঃ ॥"

যাহার শরীরে কুণ্ডলীকৃত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসীকামালা দৃষ্ট হয়—নাগার্জুন মুনি তাহাকে ক্ষুদ্র বজ্র নামে প্রখ্যাত করেন।

১১ মহৎ।

"ঘনমাঙ্গং চিক্কণং বিমলঞ্চ
অর্ধং স্থূলং স্থূলধারোন্নতীক্ষম্।

[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] ॥”

যাহার অন্তর্ভাগ অতি গাঢ় অর্থাৎ কঠিন, গাত্র সর্ব্ব-প্রকার চিহ্ন বর্জিত, মধ্যদেশ স্থূল, ধারও স্থূল, কিন্তু অত্যন্ত তীক্ষ্ণ,—দেবরাজ ইন্দ্র রাক্ষসগণের বক্ষ বিদারণের নিমিত্ত এতদ্রূপ মহান খড়্গ নির্ম্মাণ করিয়া হৃষ্ট হইয়াছিলেন।

১২ বামনাক্ষ।

“বামনাখ্যং মহামানং যেন তন্তুর্ন জায়তে।
ছেদে মাং নিরচীনং প্রাহুঃ খড়্গং বিচক্ষণাঃ॥”

পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে, অত্যন্ত গাঢ় অথচ যে মহান্ খড়্গ ছেদকালে ছেদ্য বস্তুতে তন্তু সৃষ্টি করে না, (থেঁৎড়ে যায় না) এবং যাহার অঙ্গে কোন চিহ্ন থাকে না, তাদৃশ খড়্গের নাম বামনাক্ষ।

১৩ মহিষাখ্য।

“[illegible]বীজ প্রতিমমঙ্কং যস্মিন্ প্রদৃশ্যতে।
মহিষাখ্যঃ স বৈ খড়্গী [illegible] ॥”

যে খড়্গের গাত্রে এরণ্ডবীজের ন্যায় চিহ্ন লক্ষিত হয়

এবং যাহার দীপ্তি নীল মেঘের ন্যায়, এতাদৃশ খড়্গের নাম মহিষাখ্য।

১৪ অঙ্গপত্র।

"মৃষ্টে যস্মিন্ ভবেৎ খড়্গে শরীরং প্রতিবিম্বিতম্।
অঙ্গপত্রাভিধং খড়্গং প্রাহুঃ খড়্গবিচক্ষণাঃ ॥"

খড়্গাকে মার্জন করিলে যদি তাহা দর্পণের ন্যায় শরীর প্রতিবিম্ব ধারণ করে—তবে তাহাকে খড়্গতত্ত্ব নিপুণ পণ্ডিতেরা অঙ্গপত্র নামে উল্লেখ করেন।

১৫ গজবজ্র।

"যস্যাঙ্গে স্থূলরেখা ঘনমসৃণরুচিঃ সর্বতো যাপ্য তিষ্ঠেৎ
ধারা তীক্ষ্ণাতিসূক্ষ্মা প্রবিশতি রুধিরস্পর্শমাত্রেণ খড়্গঃ।
যস্যাম্ভঃ পীয়মানং শময়তি নিখিলং ব্যাধিমাধিং সমগ্রং
বৈরিশ্রেণীং * * প্রবদতি গিরিশো গজবজ্রং তমাহুঃ ॥"

যাহার অঙ্গে স্থূলরেখা, অঙ্গরুচি অতি ঘন ও মসৃণ, ধার অতি তীক্ষ্ণ ও সূক্ষ্ম, রক্ত স্পর্শ মাত্রে যাহা অভ্যন্তর প্রবিষ্ট হয়, যাহার অঙ্গধৌতজল পান করিলে আধিব্যাধি বিনষ্ট হয়, দেবাদিদেব গিরিশ তাহাকে গজবজ্র নামে অভিহিত করেন।

বিভিন্নদেশীয় অসির গুণাগুণ।

অসি সকল দেশে সমান হয় না। ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণাক্রান্ত অসি উৎপন্ন হয়। পূর্ব্বে ভারতবর্ষের যে যে দেশে যে যে প্রকারের অসি নির্ম্মিত হইত, তত্তাবতের তালিকা এই—

"लौहं प्रधानं खड्गार्थं प्रशस्तं तद्विशेषतः।
खटी खट्टेर ऋषिक वङ्ग शूर्पारकेषु च॥
विदेहेषु तथाङ्गेषु मध्यमग्रामवेदिषु।
सहग्रामेषु चीनेषु तथा कालञ्जरेषु च॥"

অনেক প্রকার লৌহ আছে, পরন্তু তন্মধ্যে যাহা প্রধান অর্থাৎ উৎকৃষ্ট, তাহাই খড়্গের নিমিত্ত প্রশস্ত। খড়্গ নির্ম্মাণের লৌহ ঔষধার্থ লৌহ হইতে স্বতন্ত্র এবং তাহার উৎকৃষ্টতাপকৃষ্টতা বিচারও পৃথক। বিশেষতঃ খটী, খট্টের, ঋষিক, বঙ্গ, শূর্পারক, বিদেহ, অঙ্গ, মধ্যমগ্রাম, বেদী, সহগ্রাম, চীন, কালঞ্জর, এই সকল স্থানে যাহা উৎপন্ন হয়, তাহা অত্যন্ত প্রশস্ত।

"खटी खट्टेर जाता ये दृढ़नीयास्तु ते मताः।"

খটী ও খট্টের দেশজাত অসি সকল অত্যন্ত সুদৃঢ় জানিবে।

"কায়চ্ছিদ্দৃঢ়ধর্ম্মিকা যে ঋষীকা গুরুভারকা।"

ঋষিক দেশ প্রভব অসি শরীরচ্ছেদ করিতে সমর্থ এবং গুরুভারযুক্ত। ঋষিক দেশ হিমালয়ের উত্তরভাগে ছিল।

"তীক্ষ্ণাশ্ছেদসহা বঙ্গা দৃঢ়াঃ শূর্পারকোদ্ভবাঃ।"

বঙ্গদেশ জাত অসি তীক্ষ্ণ ও ছেদ ভেদে পটু এবং শূর্পারক দেশীয় অসি সমধিক কঠিন। (লৌহিত্য নদীর পশ্চিমে অঙ্গ দেশের পূর্ব্বে বঙ্গদেশ প্রতিষ্ঠিত ছিল। এক্ষণে উহার ব্যতিক্রম হইয়াছে। বর্ত্তমান দ্বারকার উত্তর পশ্চিম ভাগে শূর্পারক দেশ অবস্থিত ছিল)।

"অসহ্যার্য্যৈব বিস্ময়াপ্রভাবন্তী বিদেহজাঃ।"

"অঙ্গদেশোদ্ভবাস্তীক্ষ্ণাঃ———॥"

বিদেহদেশ জাত অসি প্রভাবশালী ও অসহ্য তেজস্বী। বর্ত্তমান ত্রিহুত দেশকে বিদেহ বলিত। অঙ্গদেশ জাত অসি তীক্ষ্ণ ও দৃঢ়। বর্ত্তমান ভাগলপুর জেলা ও চম্পারণ প্রভৃতি স্থান পূর্ব্বে অঙ্গ নামে প্রসিদ্ধ ছিল।

"লঘবশ্চ তথা তীক্ষ্ণা মধ্যমগ্রামসম্ভবাঃ।"

মধ্যমগ্রাম সম্ভূত অসি লঘুভার ও তীক্ষ্ণ। (এই মধ্যমগ্রাম এক্ষণে কোথায় তাহা নির্ণীত হয় না)।

"অসারা লঘবস্তীক্ষ্ণা বৈদিদেশসমুদ্ভবাঃ॥"

বেদিদেশ প্রভব খড়্গ হালকা, তীক্ষ্ণ, কিন্তু সারহীন।

(পঞ্জাব ও কনোজ্ প্রভৃতি দেশের অংশ বিশেষকে বেদী দেশ বলিত।)

"সহগ্রামীয়াঃ খড়্গাঃ সুতীক্ষ্ণা লঘবস্তথা ॥"

সহগ্রাম জাত খড়্গ অত্যন্ত তীক্ষ্ণ, লঘু অর্থাৎ হাল্কা। সহগ্রাম এক্ষণে অপরিচিত অবস্থায় আছে।

"চিনে বা নির্ম্মলাস্তীক্ষ্ণাশ্চীনদেশসমুদ্ভবাঃ ॥"

চীনদেশীয় খড়্গ অত্যন্ত নির্ম্মল ও তীক্ষ্ণ। চীনদেশ আজিও সমভাবে পরিচিত আছে।

"কালঞ্জরাঃ কালসহাস্তীক্ষ্ণাস্তে শুভলক্ষণাঃ ॥"

কালঞ্জর পর্ব্বতের সন্নিহিত দেশে যে সকল খড়্গ উৎপন্ন হয়, তাহা দীর্ঘকাল স্থায়ী, তীক্ষ্ণ ও সুলক্ষণযুক্ত। কালঞ্জর পর্ব্বত প্রয়াগের অনেক দূর দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত আছে।

পরিমাণ।

৪ অঙ্গুলি পরিসর ও ৫০ অঙ্গুলি লম্বা অসি শ্রেষ্ঠ এবং ইহার অর্দ্ধ পরিমাণ হইলে তাহা মধ্যম। ২৫ অঙ্গুলের ন্যূন হইলে তাহাকে অসি না বলিয়া অসিপুত্র বলা যায়। এইরূপ বিস্তারে ২ অঙ্গুলের ন্যূন হইলেও তাহা অসি নামে গণ্য হইবে না। বৃহৎ শার্ঙ্গধর, আগ্নেয় ধনুর্ব্বেদ ও বৈশম্পায়নোক্ত ধনুর্ব্বেদ,—সকলেই এই নিয়ম ব্যক্ত করিয়াছেন।

"মনাহং মস্তুবীজানুবক্তুং খড়্গং প্রকীর্তিতম্।
নয়েছং মধ্যমং খড়্গং নবীং দীর্ঘং ন কারয়েৎ॥"
"পঞ্চাশদঙ্গুলীভিশ্চতুরঙ্গুলবিস্তৃতং॥"

কেহ কেহ বলেন যে, ৫০ অঙ্গুলের অধিক দীর্ঘ অসি নিংস্ত্রিংশ নামে খ্যাত ও তাহাই উত্তম। বৃহৎ সংহিতা গ্রন্থেও এইরূপ লিখিত আছে। যথা—

"অঙ্গুলশতার্দ্ধমুত্তম ঊনঃ স্যাৎ পঞ্চবিংশতিং খড়্গং।"

গঠন।

পদ্ম পুষ্পের পাব্ড়ির অগ্রভাগ যেরূপ, অসির অগ্রদেশ যদি সেইরূপ গঠনের হয়, তবে সে অসি উত্তম এবং করবীর পত্রের তুল্যাকার হইলে, তাহা তদপেক্ষা উত্তম। যাহার অগ্রভাগ মণ্ডলাকার অর্থাৎ সুগোল কিম্বা কিঞ্চিৎ বক্র—সে অসি তত প্রশস্ত নহে। যথা—

"খড়্গঃ পদ্মপলাশাগ্রাভীমস্ত্রজাধমঃ প্রশস্যতে।
করবীরপত্রাগ্রা মণ্ডলাগ্রশ্চ বিশেষতঃ।"

মণ্ডলাগ্র অসি এক্ষণে "বগী" নামে খ্যাত। কোন কোন অস্ত্রবিৎ যোদ্ধা ইহাকেও প্রশংসা করিয়া থাকেন। বৃহৎ সংহিতা গ্রন্থেও ইহার এবং অন্যান্য প্রকার খড়্গের প্রশংসা আছে। যথা—

"শ্রীনিজকার্যস্থানী নীত্রীমপত্তং যপয়তত্তমশ্বং।
জবেমীযেয় মুখাণাঃ প্রয়স্তাঃ স্যুঃ ॥"

গোজিহ্বা, সুঁদী নাইল্ ফুলের পাবড়ি, বাঁশের পাতা, করবীর ফুলের পাতা ও শূলের অগ্রভাগের তুল্যাকার খড়্গ ও মণ্ডলাগ্র খড়্গ প্রশস্ত অর্থাৎ উত্তম।

ধ্বনি।

আঘাত করিলে যদি কাক-স্বরের ন্যায় কর্কশ ধ্বনি বা শব্দ উত্থিত হয় কিম্বা অং—ইত্যাকার শব্দ হয়, তবে সে তরবারি রাজাদিগের পরিত্যাজ্য। পরন্তু যাহার শব্দ মধুর, কিঙ্কিণী ধ্বনি সদৃশ অর্থাৎ কন্‌কনে এবং দীর্ঘ অর্থাৎ বহুক্ষণ স্থায়ী,—সেই খড়্গাই শ্রেষ্ঠ খড়্গ, এবং রাজারা তদ্রূপ খড়্গাই ধারণ করিবেন। যথা—

"আহতে যস্য খড়্গে স্যাৎ ধ্বনিঃ কাকস্বরোপমঃ।
যস্য ঝংকার ধ্বনির্বা স্যাৎ স বর্জ্যো নরপুঙ্গবৈঃ ॥"
"দীর্ঘঃ সুমধুরঃ শব্দো যস্য খড়্গস্য ভার্গব।
কিঙ্কিণীসদৃশস্তস্য ধারণং শ্রেয়সুচ্যতে ॥"

এতদ্ভিন্ন বিষ্ণু ধর্মোত্তর, অগ্নিপুরাণ ও কল্পদ্রুমধৃত যুক্তি কল্পতরু গ্রন্থে খড়্গ সম্বন্ধে কতগুলি সুচিহ্ন কুচিহ্নের কথা আছে, তাহা পশ্চাৎ বলা যাইবে। তৎপশ্চাৎ খড়্গ যুদ্ধের

সঙ্করণ মার্গ অর্থাৎ গতি সকল বলা যাইবে। এক্ষণে বৃহৎ সংহিতার লিখিত বর্ণাদি দোষ এবং শার্ঙ্গধরের লিখিত খড়্গের কোষ ও তাহার পূজা প্রভৃতি কয়েক প্রকার অবান্তর বিষয় বলা যাইতেছে।

"अङ्गुलमानाज्ज्ञेयो व्रणः शुभो विषमपर्वस्थः ।"

"श्रीवृक्षवर्द्धमानातपत्रशिवलिङ्ग कुण्डलाब्जानाम् ।
सदृशाः व्रणाः प्रशस्ता ध्वजायुधस्वस्तिकानाञ्च ॥"

"कृकलास काक कङ्क क्रव्यादकबन्ध वृश्चिकाकृतयः ।
खड्गे व्रणा न शुभदा वंशानुगाः प्रभूताश्च ॥"

"स्फुटितह्रस्वः कुण्ठो वंशच्छिन्नोनदृङ्मनोनुगतः ।
अस्वन इति चानिष्टः प्रोक्तो विपर्ययस्त्विष्टफलः ॥"

क्वणितं मरणायोक्तं पराजयाय प्रवर्त्तनं कोशात् ।
स्वयमुद्गीर्णे युद्धं ज्वलिते विजयी भवति खड्गे ॥"

"नाकारणं विवृणुयात् न घट्टयेच्च ।
पश्येन्न तत्र वदनं न वदेच्च मूल्यम् ॥"

"देशं न चास्य कथयेत् न प्रतिमानयेच्च ।
नैव स्पृशेत् नृपतिरप्रयतोऽसियष्टिम ॥"

"निष्पन्नो नाक्षयी निष्कायैः कार्य्यैः समासृष्टकैः कः।
मूले चीयते स्वामी जननी तस्याग्रतश्चिह्ने ॥"

'काकोलूक सवर्णाभा विषमाङ्गुलिसंस्थिताः ।
वंशानुगाः प्रभूताश्च न प्रशस्ताः कदाचन ।"

"অঙ্গুলং প্রমাণং নখিবিধমত্রণঃ
দীর্ঘে ক্বচিৎ কল্পনপূর্বকন্ত্রণম্।
তত্রাপযেৎ ভূমিপতিঃ প্রযত্নাৎ
ত্যজেৎ তথা চ ব্রণরীতবেষ॥"
"শ্রীবিশ্বধর্মাজনমোদিতানি
চিহ্নানি খড়্গস্য শুভাশুভানি।
বিজ্ঞায় ভূমিপতয়ঃ সদৈব সর্বং
পশ্চাদ্বৈরং জনয়ন্তে প্রদানম্॥"

অর্থাৎ পঞ্চবিংশতি অঙ্গুল হইতে শতার্দ্ধ অঙ্গুল পর্য্যন্ত খড়্গ নির্ম্মাণ করিলে, যদি তাহাতে ব্রণ অর্থাৎ চিহ্ন বিশেষ উৎপন্ন হয়, তবে তাহার শুভাশুভ লক্ষণ অঙ্গুলি পরিমাণ দ্বারা নির্ণয় করিবেক। বিষমাঙ্গুলি স্থানে চিহ্নপাত হইলে, তাহা অশুভ বলিয়া স্থির করিবেক। চিহ্ন অনেক প্রকার হইতেপারে, পরন্তু তন্মধ্যে শ্রীবৃক্ষ, বর্দ্ধমান, পর্ব্বত, ছত্র, শিবলিঙ্গ, কুণ্ডল, পদ্ম, ধ্বজ, কোন প্রকার অস্ত্র ও স্বস্তিক অর্থাৎ ত্রিকোণ তুল্য চিহ্নই শুভদায়ক। আর কৃকলাস (গিড়্গিটে) কাক, কঙ্কপক্ষী, মাংসাশী জন্তু ও মস্তকশূন্য জীব ভয়দায়ক হয়। স্ফুটিত (ভাঙ্গা) অথবা সছিদ্র, হ্রস্ব, কুণ্ঠ এবং দেখিতে কুদৃশ্য ও মনের বিরক্তিজনক ও শব্দবর্জ্জিত,—এরূপ খড়্গ অনিষ্টকারী হয়। খড়্গ যদি অকস্মাৎ শব্দ করে, তবে জানিবে যে তাহা মরণের উপদেশ করিতেছে।

খড়্গ যদি আপনা আপনি কোষ হইতে বহিরাগত হয়, তবে জানিবে যে নিশ্চিত পরাজয় হইবে। খড়্গ যদি বিনা কারণে উদ্গীর্ণ হয়, তবে জানিবে যে শীঘ্রই যুদ্ধ উপস্থিত হইবে এবং খড়্গ যদি আপনা আপনি অত্যন্ত প্রজ্জ্বলিত হয়, তবে জানিবে যে যুদ্ধে জয় হইবে।

বিনা কারণে অসিকে উলঙ্গ করিবে না। বিনা কারণে অসিকে ঘর্ষণ করিবে না। খড়্গাগাত্রে আত্মপ্রতিবিম্ব অবলোকন করিবে না। উত্তম ও বিশ্বস্ত ব্যক্তি কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত না হইলে বিনা প্রয়োজনে অসির মূল্য ব্যক্ত করিবে না। কোন্ দেশের অসি তাহাও বলিবেক না। কোনও সময়েই অসিকে অসম্মান করিবেক না। রাজা অশুচি হইয়া অসি যষ্টি স্পর্শ করিবেন না। নির্ম্মাণের পর বিষমাঙ্গুলি হইল দেখিয়া সমাঙ্গুলি করিবার জন্য তাহাকে ছিন্ন করিবেন না। নির্ম্মাণের পর সমাঙ্গুলি করিতে হইলে শাণযন্ত্রের দ্বারা ইচ্ছামত প্রমাণযুক্ত করিবে। যদি মূলভাগ ছিন্ন করা হয়, তবে সে অসি ধারণ করিলে মৃত্যু হইবে। যদি অগ্রভাগ ছিন্ন করা হয়, তবে সে অসি ধারণ করিলে জননীর মৃত্যু দেখিতে হইবে। কাক, উলুক, কি বনার ন্যায় আভাযুক্ত, বিষমাঙ্গুলি পরিমাণ (বিযোড় অর্থাৎ ৪১, ৪৭ ইত্যাদি) ও বংশানুগ অসি কোন কার্য্যেই শুভদায়ক হয় না। উত্তম অসিকে মণি ও সুবর্ণ ভূষিত ও চন্দনচূর্ণযুক্ত করিয়া সদা

সর্ব্বদা কোষ মধ্যে রক্ষা করিবেক। যেরূপ নিজের শরীর যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিতে হয়, রাজা সেইরূপ যত্নে অসির রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন। শার্ঙ্গধর পদ্ধতি ও যুক্তিকল্পতরু প্রভৃতি গ্রন্থে খড়্গাসম্বন্ধে এইরূপ অনেক কথা বার্ত্তা আছে। এই সকল কথা তত্তাবতের সারসংগ্রহমাত্র।

অবান্তর কথা এই স্থানেই শেষ করা গেল। অন্য স্থানে ইহার অবশিষ্ট কার্য্য অর্থাৎ যুদ্ধকালে ইহা কিরূপে ব্যবহৃত হয়, সেগুলি বর্ণন করা যাইবেক।

অসি, খড়্গ ও তরবারি;—এ সকল পর্য্যায় শব্দ। এইজন্যই আমরা "অসি" শীর্ষক প্রবন্ধে কখন খড়্গ, কখন বা তরবারি শব্দের উল্লেখ করিতেছি। ইতি পূর্ব্বে এতৎসম্বন্ধে আমারা যে প্রথম প্রস্তাব লিখিয়াছি, তাহাতে সকল বক্তব্য পর্য্যাপ্ত হয় নাই। এজন্য আমরা এতৎসম্বন্ধে দ্বিতীয় প্রস্তাব লিখিতে বাধ্য হইলাম। প্রথম প্রস্তাবে শুক্রনীতি, আগ্নেয় ধনুর্ব্বেদ, বীরচিন্তামণি, বৃহৎসংহিতা ও বৃহৎ শার্ঙ্গধর প্রভৃতির প্রমাণ ও তাহার বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে। পরন্তু কল্পদ্রুম অভিধানে যে যুক্তিকল্পতরু ও খড়্গাপরীক্ষা নামক গ্রন্থের সংগ্রহ আছে, তাহার অত্যল্প বাক্যও উদ্ধৃত করি নাই। সেই ত্রুটী পরিহার করিবার জন্যই এই দ্বিতীয় প্রস্তাবের আরম্ভ। প্রথমে ইহার কল্পদ্রুমধৃত খড়্গাপরীক্ষার একটী বঙ্গানুবাদ এবং ইহার শেষভাগে খড়্গাক্রিয়া অর্থাৎ খড়্গা-

যুদ্ধের সঞ্চরণপ্রণালী বর্ণন করিলাম। কল্পদ্রুম গ্রন্থে যে সকল সংস্কৃত শ্লোক আছে, সে গুলিকে সুপ্রাপ্য বলিয়া পরিত্যাগ করিলাম। তদ্দ্বারা যে জ্ঞানলাভ হয়, তাহাই বঙ্গভাষায় গ্রথিত করিলাম।

খড়্গের পরীক্ষা আট প্রকারে নিষ্পন্ন হয়। সেই জন্যই খড়্গবিজ্ঞান অষ্টাঙ্গ বলিয়া বিখ্যাত। খড়্গের প্রথম বিজ্ঞেয় অঙ্গ, দ্বিতীয় রূপ, ৩য় জাতি, ৪র্থ নেত্র, ৫ম অরিষ্ট, ৬ষ্ঠ ভূমি, ৭ম ধ্বনি এবং তাহার ৮ম পরিমাণ।

খড়্গের অঙ্গ কি? তাহা শুনুন। খড়্গ গঠিত হইলে তাহার শরীরে যে নানা প্রকার চিহ্ন বা দাগ (রেখাকার কি ব্রণাকার প্রভৃতি) উৎপন্ন হয়, সেই সকল চিহ্নই খড়্গশাস্ত্র মতে তাহার অঙ্গ। এই অঙ্গ সর্ব্বসমেত (১০০) এক শত প্রকার হইতে পারে, অধিক নহে।

খড়্গের রূপ কি? জাতি কি? নেত্র কি? অরিষ্ট কি? ভূমি কি? ধ্বনি কি? এবং পরিমাণই বা কি রূপ? এ সমস্তই যথাক্রমে বর্ণন করা যাউক। রূপ—খড়্গে যে নীল রঙ্ কি কাল রঙ্, কি অন্য কোন রঙ্ দৃষ্ট হয়, সেই দৃশ্যই তাহার রূপ।

জাতি—অঙ্গ নামক চিহ্ন থাকায় তদ্দ্বারা যে এক প্রকার নেত্র-প্রীতিকর প্রতীতি জন্মে, তাহাই খড়্গগত জাতির লক্ষণ

নেত্র—মাহাত্ম্য সূচক চিহ্নের নাম নেত্র।

অরিষ্ট—অপকৃষ্টতা বা অশুভতা বোধক চিহ্নর নাম অরিষ্ট।

ভূমি—অজাদির লক্ষণধারণের নাম ভূমি (ক্ষেত্র)।

ধ্বনি—নখাঘাত কি কাষ্ঠিকাঘাত করিলে যে শব্দ হয় —সেই শব্দই তাহার ধ্বনি।

মান—তুলনা বা দীর্ঘতা বিশেষের নাম মান

খড়্গ সম্বন্ধীয় এই আট প্রকার জ্ঞানের নাম খড়্গ বিজ্ঞান। ইহার মধ্যে প্রথমোক্ত অর্থাৎ অঙ্গ, রূপ, জাতি নেত্র ও অরিষ্ট, এই পাঁচ লক্ষণ কৃত্রিম হইতে পারে; পরন্তু শেষোক্ত অর্থাৎ ধ্বনি ও মান এই দুইটী লক্ষণ স্বাভাবিক ভিন্ন কৃত্রিম হইবার সম্ভাবনা নাই। অতএব, বিচক্ষণ খড়্গতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত উহা অতি বিচক্ষণতার সহিত পরীক্ষা করিবেন।

খড়্গশাস্ত্রে ইহাও লিখিত আছে যে, খড়্গের অঙ্গ শত প্রকার, রূপ চারি প্রকার। রূপ চারি প্রকারের ন্যায়, জাতিও চতুর্ব্বিধ, নেত্র ত্রিংশৎ, অরিষ্টও সেই পরিমাণ, ভূমি দুই প্রকার, ধ্বনি আট প্রকার, এবং মানও প্রধানতঃ দুই প্রকার।

শতপ্রকার অঙ্গ বা চিহ্ন যাহা লৌহার্ণব গ্রন্থে বর্ণিত আছে, তাহা এই—

শ্রীপদরেখা, স্বর্ণরেখা, গজগুণ্ডাকার চিহ্ন, কমন অর্থাৎ বোনা নামক বৃক্ষের পত্র সদৃশ চিহ্ন, শুভ্র স্থূল রেখা, কৃষ্ণবর্ণ

রেখা, সূক্ষ্ম অরুণ রেখা, মূল হইতে অগ্রপর্য্যন্ত তিনটী সূক্ষ্ম ও শুভ্র রেখা, পদ্মদলাকার রেখা, পদচিহ্ন, পিপ্‌পলী তুল্য চিহ্ন, গ্রন্থি অর্থাৎ গাঁট্ চিহ্ন, শালপানপত্রাকার ও তিত্তির পক্ষীর পক্ষতুল্য চিহ্ন, মালা চিহ্ন, জীরক চিহ্ন, ভ্রমর চিহ্ন, ঊর্দ্ধগামী কপিলবর্ণ শিখা চিহ্ন, মরিচ চিহ্ন, কণিকণাকার চিহ্ন, অশ্বখুর চিহ্ন, ময়ূরপিচ্ছাকার চিহ্ন, সর্ব্বশরীর কৃষ্ণবর্ণ ও ধার শুভ্রবর্ণ, মধুবুদ্বুদাকার চিহ্ন, কুণ্ডলীকৃত ও কোণযুক্ত ক্ষুদ্র চিহ্ন, মক্ষিকাচিহ্ন, তুষাকার চিহ্ন, যবাকার চিহ্ন, ধান্যাকার চিহ্ন, তীসিনামক বীজের ন্যায় চিহ্ন, সর্ষপবীজচিহ্ন, সিংহাকার চিহ্ন, তণ্ডুলচিহ্ন, শিরা চিহ্ন, শিবলিঙ্গাকার চিহ্ন, ব্যাঘ্র নখাকার চিহ্ন, গোক্ষুর চিহ্ন, মকর পুচ্ছাকার চিহ্ন, নেত্রাকার চিহ্ন, কেশচিহ্ন, স্থূলপ্রকৃতি ও নিশ্চিহ্ন, তীক্ষ্ণধার ও নিশ্চিহ্ন, কাকপদাকার চিহ্ন, কপাল চিহ্ন, পত্রাবলী চিহ্ন, অথবা পক্ষি-পক্ষ চিহ্ন, তুবরী নামক শস্যের আকার বিশিষ্ট চিহ্ন, বিম্বীফলাকার চিহ্ন, প্রিয়ঙ্গু সদৃশ চিহ্ন, সর্ষপপুষ্পাকার চিহ্ন, নীলীরস তরঙ্গের ন্যায় চিহ্ন, রক্তবর্ণ ত্রিরেখা চিহ্ন, যব পত্রাকার চিহ্ন, লশুন ত্বক্ তুল্য চিহ্ন, নিশ্চিহ্ন ও নির্ম্মল প্রকৃতি, মঞ্জিষ্ঠালতাকার চিহ্ন বা রেখা, শমীপত্রাকার রেখা, রোহিত মৎস্যের শল্কাকার রেখা, শফরীশল্কাকার রেখা, মাষির পত্রাকার রেখা, ভৃঙ্গরাজ পুষ্পবৎ চিহ্ন, খুরবৎ ধার ও নিশ্চিহ্ন, ধারস্থান কখন তীক্ষ্ণ কখন বা মৃদু এবং ভূমি অরুণ, কখন বা

নির্ম্মল, জলতরঙ্গের ন্যায় দৃশ্যমানতা, ধারমোটা ও অবয়ব নিশ্চিহ্ন, শুক্ষফলাকার চিহ্ন, সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বাণ চিহ্ন, দুর্ব্বাদল-বর্ণ ও ধার তীক্ষ্ণ, বিল্লপত্রাকার দাগ, মসূর পত্রাকার দাগ, শোণপুষ্প তুল্য রেখা বিশিষ্ট, শঠী পত্রাকার দাগ, বিড়াল লোমাকার চিহ্ন, কেতকী পত্রাকার দাগ, মূর্ব্বা (সূচী মুখ নামক ক্ষুদ্র বৃক্ষ) তন্তুর ন্যায় দাগ, অর্থাৎ আঁশ আঁশ্ চিহ্ন, অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ও অন্ন লৌহের ছেদক, কলায় পুষ্পাকার চিহ্ন, চম্পক কুসুমাকার চিহ্ন, বলানামক লতার পত্রাকার চিহ্ন, বটের নামনার ন্যায় দাগ, বাঁশের ন্যায় নীলবর্ণ, শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণ, পত্রশিরাকার রেখা, জ্যেষ্ঠীসদৃশ চিহ্ন, জালা-কার চিহ্ন, পিপিলিকারার চিহ্ন, নলপত্রাকার চিহ্ন, ঘর্ষণ করিলে কণা বাহির হয় এরূপ গুণবিশিষ্টতা, কুষ্মাণ্ড বীজবৎ দাগ, লোমবৎ চিহ্ন, সিজ বৃক্ষের কণ্টকাকার চিহ্ন, বদরী পত্রাকার চিহ্ন, বকুল পুষ্পাকার চিহ্ন, কাঁজির ন্যায় দৃশ্য অর্থাৎ নানা প্রকার মিশ্র চিহ্নযুক্ত, নিশ্চিহ্ন ও মহিষের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ, স্বাভাবিক নির্ম্মল, নৈর্ম্মল্যের উপর ঊর্দ্ধ রেখা ও বক্র রেখা।

এই সকল লক্ষণ যদি স্বাভাবিক অর্থাৎ খড়্গের গঠনের সঙ্গে সঙ্গে উৎপন্ন হয়, তবেই তাহা গ্রাহ্য নচেৎ কৃত্রিম করিলে অগ্রাহ্য। উল্লিখিত শত চিহ্নের মধ্যে কতকগুলি উৎকৃষ্টতা বোধক এবং কতকগুলি নিকৃষ্টতা জ্ঞাপক। যে

সকল চিহ্নের দ্বারা খড়্গের উত্তমতা জানা যায়, সেগুলি বিশদ করিয়া বলা যাইতেছে।

রৌপ্যাঙ্গ ও স্বর্ণ রেখাঙ্গ,—এই দুই খড়্গ উত্তম। গজগুণ্ডাঙ্গ খড়্গ উত্তম, পরন্তু ইহার দ্বিতীয় লক্ষণ এই যে, রক্তস্পর্শ মাত্র ইহা শরীরে প্রবিষ্ট হয় এবং ইহা ধৌত করিলে যে জল নিঃসৃত হয়, তাহা পান করিলে অনেক ব্যাধি শান্তি হয়। রণবীজ চিহ্নযুক্ত খড়্গও উত্তম। দমন পত্রাঙ্গ খড়্গও উত্তম, পরন্তু ইহার অন্য এক পরীক্ষা এই যে, ইহাতে জল রাখিয়া দিলে একদিন পরে সে জলে দমন পত্রের গন্ধ উৎপন্ন হইবে। স্থূলাঙ্গ খড়্গও উত্তম, পরন্তু ইহার দ্বারা ক্ষত হইলে সর্ব্ব শরীরে শোথ জন্মে। অরুণাঙ্গ খড়্গও ভাল, পরন্তু ইহার দ্বিতীয় লক্ষণ এই যে, সূর্য্য-কিরণ স্পর্শে ইহা হইতে এক প্রকার তেজ নিঃসৃত হয় এবং ইহার সহিত পদ্মকোরক একত্রিত রাখিলে তাহা রাত্রিকালেও ফুটিয়া থাকে। তিলাঙ্গ খড়্গও উত্তম, পরন্তু তাহার অন্য এই এক লক্ষণ আছে যে, তদ্দ্বারা ক্ষত হইলে, ক্ষত স্থান হইতে তিলতৈলবৎ বসা নির্গত হয়। অগ্নিশিখাঙ্গ খড়্গের পরীক্ষা এই যে, তদুপরি শীতল জল রাখিলে তাহা তৎক্ষণাৎ উষ্ণ হইয়া যাইবে। বালাঙ্গ চিহ্নযুক্ত উত্তম খড়্গের অন্য এক পরীক্ষা এই যে, তৎপ্রক্ষালিত জল সুগন্ধ। ইহার তৃতীয় লক্ষণ এই যে, ইহার উপর তপ্ত জল রাখিবামাত্র শীতল

হইয়া যায়। এই খড়্গ আবার পিত্তরোগের ঔষধ বিশেষ। জীরকাঙ্গ খড়্গের দ্বারা ক্ষত হইবামাত্র জ্বর হইয়া থাকে এবং ভ্রমরাঙ্গ খড়্গের দ্বারা ক্ষত হইলে তৎক্ষণাৎ তাহার বিসূ-চিকা রোগ জন্মে। লাঙ্গলাঙ্গ খড়্গাও উত্তম, পরন্তু তৎস্পর্শে সর্প মরিয়া যায়। মরিচাঙ্গ খড়্গের দ্বারা ক্ষত হইলে শরীরের রক্ত সমুদায় কটু অর্থাৎ ঝাল আস্বাদ হইয়া যায়, এবং ইহার ক্ষালন জলের দ্বারা পীনস রোগ নষ্ট হয়। সর্পফণাঙ্গ খড়্গের দ্বারা ক্ষত হইলে শরীরে বিষ-বিকার উপস্থিত হয়, এবং ইহার স্পর্শমাত্র ভেকেরা প্রাণত্যাগ করে। অশ্ব খুরাঙ্গ খড়্গাও উত্তম, পরন্তু তাহার স্পর্শে অশ্বগণের বেগগতি জন্মে এবং তাহা দ্বারা অনেকবিধ রোগ নষ্ট হয়। সর্ষপ পুষ্প চিহ্নযুক্ত খড়্গাও উত্তম। ইহা এত কোমল যে, ইহাকে কুণ্ডলীকৃত করা যায় এবং ছাড়িয়া দিলে আবার যে সেই হয়, অর্থাৎ ইহাতে স্থিতিস্থাপক গুণ অতি প্রবলরূপে থাকে। ময়ূর পিচ্ছাঙ্গ খড়্গাও উত্তম। কোনও সর্প ইহার স্পর্শ সহ্য করিতে পারে না এবং ইহার দ্বারা ক্ষত হইলে নিরন্তর বমি হয়। ক্ষৌদ্রাঙ্গ খড়্গাও উত্তম। ইহার অন্য এক লক্ষণ এই যে, সর্বদাই ইহাতে মধুমক্ষিকা বসিতে চাহে। মক্ষিকাঙ্গ খড়্গের গাত্রে তৈলনিক্ষিপ্ত করিলে তাহা তৎক্ষণাৎ শুষ্ক হইয়া যায়। সিংহাঙ্গ খড়্গের দ্বারা ক্ষত হইবামাত্র মনুষ্য উন্মত্ত হইয়া পড়ে। তণ্ডুলাঙ্গ খড়্গ অতি উত্তম। ইহার পরীক্ষা

এই যে, ইহাতে জল পর্য্যুষিত হইলে তাহা তণ্ডুলোদকের ন্যায় দৃশ্য হইয়া যায়। মকর পুচ্ছচিহ্নযুক্ত খড়্গের এই এক অদ্ভুত শক্তি আছে যে, তৎস্পর্শে মৎস্য মাত্রেই মৃত হয়। নেত্রাঙ্গ খড়্গের এই এক আশ্চর্য্য গুণ থাকে যে, তৎধৌত জলের দ্বারা রাত্র্যন্ধতা নষ্ট হয়। বিম্ব ফলাঙ্গ খড়্গের পরীক্ষা এই যে, তাহাতে জল রাখিলে তাহা তিক্তাস্বাদ হইয়া যায়। সেই জলের দ্বারা পিত্তশ্লেষ্মা বিকার নষ্ট হয়। লশুনাঙ্গ খড়্গ ধৌত জলের দ্বারা আমবাত রোগ নষ্ট হয়। প্রোষ্ঠীশঙ্ক চিহ্নযুক্ত খড়্গের এই এক মহৎ গুণ আছে যে, উহা জলে ভাসে। এই খড়্গ অতি দুর্লভ। চম্পক পুষ্পাঙ্গ খড়্গের জলও তিক্তাস্বাদ হয়। লোম চিহ্নযুক্ত খড়্গের দ্বারা ক্ষত হইলে সর্ব্বশরীরে ব্রণ হয়। সিজ্ পত্রাকার গাত্র ও সিজকণ্টকাকার চিহ্ন এরূপ খড়্গের দ্বারা ক্ষত হইলে দাহ, তৃষ্ণা ও মূর্চ্ছা হয়, এবং ইহার অন্য এক আশ্চর্য্য ক্ষমতা এই যে, যদি ইহাকে সর্প ফণার উপর স্থাপন করা যায়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ সেই সর্পফণা বিদীর্ণ হইয়া যায়। এই খড়্গের ধৌত জলের দ্বারা কুষ্ঠরোগ উপশান্ত হয়। বকুলাঙ্গ খড়্গের এই এক অসাধারণ লক্ষণ আছে যে, শাণিঘর্ষণের সময় উহা হইতে বকুল পুষ্পের গন্ধ নির্গত হয়।

এখনকার খড়্গে আর এ সকল লক্ষণ প্রায় দৃষ্ট হয় না। তাহার কারণ আর কিছু না, কেবল লৌহতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতের

অভাব। লক্ষণাক্রান্ত লৌহ এখন কেহ চিনেন না, সুতরাং লক্ষণাক্রান্ত খড়্গাও জন্মে না। পূর্ব্ব কালের লোকেরা এ সকল বিষয়ে নিপুণ ছিলেন, সন্দেহ নাই। সুতরাং পুরাতন কালের এ সকল কথা নিতান্ত অলীক বা গল্প কথা নহে। সে যাহা হউক, শত প্রকার চিহ্নের মধ্যে কোন্ কোন্ চিহ্ন তৎকালে পরিত্যাজ্য বলিয়া নির্ণীত হইয়াছিল, সেগুলিও বলা যাউক।

যবচিহ্ন, গোক্ষুর চিহ্ন, শিরা চিহ্ন, উপল চিহ্ন, কাকপদ চিহ্ন, কপাল চিহ্ন, তুবরী ফলচিহ্ন, ভৃঙ্গরাজপুষ্পচিহ্ন, খুর চিহ্ন, জলতরঙ্গ চিহ্ন, মার্জ্জার রোম চিহ্ন, বটারোহ (বট-বৃক্ষের নামলা বা শিকড়) চিহ্ন, জ্যেষ্ঠী (গিড়্গিটে) চিহ্ন, জালচিহ্ন (শাণ দিলে যদি রক্তবর্ণ শিখা বহির্গত হয়, তবে এ চিহ্নও ভাল বলিয়া গণ্য), নিশ্চিহ্ন, স্থূলধার ও আঘাত সহ, কর্কন্দু অর্থাৎ বদরী পত্রের পৃষ্ঠের ন্যায় চিহ্ন; খড়্গশাস্ত্রে এই সকল চিহ্নচিহ্নিত খড়্গ পরিত্যাজ্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে। পূর্ব্বে যে চারি প্রকার রূপের কথা বলা হই-য়াছে, এক্ষণে সে সমুদায়ের প্রভেদ বর্ণনা করা যাউক।

রূপ।

নীলরূপ—যাহার ভূমি অর্থাৎ খেৎ নীলরস, কলায় পুষ্পের কান্তি, গৃঞ্জন অর্থাৎ গাজোর পুষ্পবৎ আভাযুক্ত,

নীলম্ বা নীলকাচের ন্যায় আভাযুক্ত, অথবা মরকত মণির ন্যায় কান্তি,—তাহার সেই সেই কান্তির নাম নীলরূপ।

কৃষ্ণরূপ—খড়্গের ক্ষেত্রে যদি কাল মেঘ, মসীরস অর্থাৎ সেহাই, কালসর্পের অঙ্গ, অন্ধকার, কেশকলাপ, কিম্বা ভ্রমরাকার বর্ণ দৃষ্ট হয়, তবে তাহা খড়্গের কৃষ্ণরূপ।

পিঙ্গলরূপ—খড়্গের ভূমিতে বা গাত্রে যদি নব বর্ষার ভেকের রঙ্ অথবা গোমেদ মণির রঙ প্রতিভাত হয়, তবে তাহা তাহার পিঙ্গলরূপ।

ধূম্ররূপ—খড়্গে যদি অনতিগাঢ় ধূমপটলের কিম্বা শিরীষ পুষ্পের বর্ণ প্রতিভাত হয়—তবে তাদৃশ বর্ণ তাহার ধূম্ররূপ।

নাগার্জ্জুন বলিয়াছেন যে, উল্লিখিত চারি প্রকার রূপ ভিন্ন মিশ্ররূপও হইয়া থাকে।

জাতি।

পূর্ব্বে যে অসির জাতি বিভাগের কথা বলা হইয়াছে, সে সকল কথা এক্ষণে সবিস্তারে বর্ণন করা যাউক।

বিপ্রজাতি—খড়্গতত্ত্ববিৎ নাগার্জ্জুন বলিয়াছেন যে বিশুদ্ধ চিহ্নযুক্ত, বিশুদ্ধ বর্ণযুক্ত, উত্তম নেত্রযুক্ত, উত্তম ধ্বনিযুক্ত, কোমলস্পর্শ, উত্তম গঠন, ও উত্তমধারযুক্ত খড়্গ ব্রাহ্মণ জাতি বলিয়া গণ্য। ইহার দ্বারা অত্যল্প ক্ষত হইলেই সর্ব্বাঙ্গে ঘোর যন্ত্রণা ও শোথ উপস্থিত হয়। মূর্চ্ছা, পিপাসা

দাহ ও জরাভিভূত হইয়া শীঘ্রই প্রাণ বিযুক্ত করে। ইহার অন্ত এক অদ্ভুত লক্ষণ এই যে, হরিতকী, আমলকী, ও বহেড়া, এই তিন দ্রব্য কুট্টিত করিয়া তাহা ধীরে ধীরে উচ্চিথিত খড়্গের উপর এক দিবারাত্র রাখিয়া দিলে তাহার কষায় রসে উহা মলিন হইবে না, বরং অধিক পরিষ্কার হইবে। ইহার আরও এক পরীক্ষা আছে। যথা— নবোদিত সূর্য্য কিরণে শুষ্ক তৃণপুঞ্জের উপর এই ব্রাহ্মণ-জাতীয় অসিকে যদি কিয়ৎক্ষণ স্থাপন করা যায়, তাহা হইলে তৃণগুলি দগ্ধ হইয়া যাইবে। এই খড়্গ সুলভ নহে। ইহা স্বর্গীয়। পৃথিবীর মধ্যে স্বর্গতুল্য কুশদ্বীপ ও হিমালয় প্রদেশে ইহা কখন কখন পাওয়া যায়।

ক্ষত্রজাতি—ধূম্রবর্ণ, সারযুক্ত তীক্ষ্ণধার, কর্কশধ্বনিযুক্ত, আঘাত সহ্যকারী,—এরূপ খড়্গ ক্ষত্রজাতি বলিয়া গণ্য। ইহার দ্বারা ক্ষত হইলে দাহ, তৃষ্ণা, মলমূত্র বিষ্টম্ভ, জ্বর, মূর্চ্ছা ও মৃত্যুও হইয়া থাকে। ইহা শাণযন্ত্রে ধরিলে বহু বহ্নিকণা নিঃসৃত হয় এবং বিনা সংস্কারে দীর্ঘকাল নির্ম্মল থাকে।

বৈশ্যজাতি—যাহা নীল ও কৃষ্ণবর্ণ যুক্ত, সংস্কার করিলে অত্যন্ত নির্ম্মল হয়, এবং শাণ না দিলে খরতা জন্মে না, এরূপ খড়্গ বৈশ্যজাতি বলিয়া গণ্য।

শূদ্রজাতি—মেঘের ন্যায় বর্ণ, ধার মোটা, ধ্বনি মৃদু,

সংস্কার করিলেও মালিন্য যায় না, শাণ দিলেও খরতা জন্মে না, ক্ষত হইলে অত্যন্ত বেদনাদায়ক হয় না, এতদ্রূপ অসি শূদ্রজাতীয় এবং ইহা দূরে পরিত্যাজ্য।

খড়্গে যদি জাতিদ্বয়ের লক্ষণ দৃষ্ট হয়, তবে তাহাকে জারজ বা দ্বিজাতি খড়্গ বলিয়া জানিবে। তিন জাতির লক্ষণ থাকিলে ত্রিজাতি এবং উল্লিখিত চারি জাতির লক্ষণ দৃষ্ট হইলে তাহাকে জাতি-সঙ্কর বলিয়া গণ্য করিবে।

নেত্র।

ইতিপূর্ব্বে আমরা অসির নেত্র আছে এবং তাহা ত্রিংশৎ প্রকার বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি। এক্ষণে সেই ত্রিংশৎ নেত্র কি? তাহা পরিষ্কার করিয়া বলিব।

নেত্র শব্দের অর্থ অন্য কিছু নহে, ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের চিহ্ন। ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের লৌহ একত্রিত করিয়া অসির গঠন নিষ্পন্ন হয়। তাহাতে অসির কায়ায় ভিন্ন ভিন্ন চিহ্ন বা দাগ জন্মে। সেই সকল চিহ্ন বিশেষের নাম নেত্র। খড়্গতত্ত্ব বিশারদ পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন যে, নেত্রচিহ্ন ত্রিশ প্রকারের অধিক হয় না। কিরূপ চিহ্ন হইলে তাহা নেত্র বলিয়া গণ্য, তাহা ক্রমশঃ উদাহৃত হইতেছে।

চক্র—অসি অঙ্গে চক্রাকার চিহ্ন থাকিলে তাহা চক্রনেত্র। ইহা শুভ।

পদ্ম—পদ্মাকার কিম্বা পদ্মদলাকার চিহ্নের নাম পদ্মনেত্র। ইহাও ভাল।

গদা—ঊর্দ্ধগামী স্থূল গদাকার রেখার নাম গদা নেত্র।

শঙ্খ—খড়্গ মধ্যে শঙ্খাকার চিহ্ন থাকিলে তাহা শঙ্খনেত্র।

ডমরু—ডমরু তুল্য চিহ্নও তন্নামক নেত্র।

ধনুঃ—ধনুরাকার চিহ্ন ধনুনেত্র।

অঙ্কুশ—অঙ্কুশ (ডাঙ্গশ) সদৃশ চিহ্ন অঙ্কুশ-নেত্র।

ছত্র—ছত্রাকার চিহ্ন ছত্রনেত্র।

পতাকা—পতাকাকার চিহ্ন পতাকা-নেত্র।

বীণা—বীণাকৃতি চিহ্ন বীণা-নেত্র।

মৎস্য—মৎস্য কিম্বা মৎস্যপুচ্ছ চিহ্ন মৎস্য-নেত্র।

শিব—শিবলিঙ্গাকার চিহ্ন শিব-নেত্র।

ধ্বজ—ধ্বজাকার চিহ্ন ধ্বজ-নেত্র।

এই রূপ অর্দ্ধচন্দ্র, কলস, শূল, ব্যাঘ্র-নেত্র, সিংহ, সিংহাসন, গজ, হংস, ময়ূর, জিহ্বা, দণ্ড, খড়্গ, মনুষ্য পুত্রিকা, চামর, শিখা, পুষ্পমালা, ও সর্প নামক নেত্রের লক্ষণ জ্ঞাত হইবে। কোন খড়্গের এক নেত্র, কোন খড়্গের দ্বিনেত্র ও কোন খড়্গ বহুনেত্রও হইতে পারে, ইহাও জানিবে।

অরিষ্ট।—এই অরিষ্টও চিহ্ন বিশেষ। যে চিহ্ন থাকায়

অসি অমঙ্গল প্রদ হয় সেই সকল চিহ্নের নাম অরিষ্ট। এই অরিষ্ট চিহ্ন ৩০ প্রকার। নেত্র চিহ্নের সহিত অরিষ্ট চিহ্নের প্রভেদজ্ঞান নিতান্ত সহজ নহে। এজন্য অরিষ্ট চিহ্নের লক্ষণগুলি বিশেষ সতর্কতার সহিত পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য। পরন্তু খড়্গশাস্ত্রবিশারদ পণ্ডিতেরা বলেন যে, নেত্র চিহ্নের স্থান-নিয়ম আছে, কিন্তু এই অরিষ্ট চিহ্নের কোন স্থান নির্দ্দিষ্ট নাই। খড়্গের যে কোন স্থানে অরিষ্ট চিহ্ন দৃষ্ট হইলে তাহা পরিত্যাগ করা বিধেয়। অরিষ্ট চিহ্নের লক্ষণগুলি এই—

ছিদ্রারিষ্ট—ছিদ্রতুল্য চিহ্ন।

কাকপদ—কাকপদাকার চিহ্ন।

রেখা—ঊর্দ্ধ বা তির্য্যক ভাবে রেখা চিহ্ন।

ভিন্ন—ভাঙ্গা বলিয়া ভ্রম জন্মে এরূপ চিহ্ন।

ভেকশির—ব্যাঙের মস্তকাকার চিহ্ন।

মূষিক—মুষিকার চিহ্ন।

বিড়াল-নেত্র—বিড়ালের চক্ষুর ন্যায় চিহ্ন।

শর্করা—দেখিতে কিম্বা স্পর্শ করিলে কাঁকরদার বলিয়া ভ্রম হয়, এরূপ চিহ্ন।

নীলী—নীল রসের দাগ লাগার ন্যায় চিহ্ন।

মশক—মশকাকার চিহ্ন-নিচয়।

ভৃঙ্গমা—অনেক বিন্দু চিহ্ন বা ভ্রমরপদ চিহ্ন।

সূচী—ঊর্দ্ধ বা তির্য্যক্ ভাবের সূচিবৎ রেখা চিহ্ন।

বিন্দু—উপরি উপরি বা অধঃ অধঃ বিন্দু ত্রয় বা বিষম বিন্দু সমূহের পঙ্‌ক্তি চিহ্ন।

কালিকা—অধঃ অধঃ ত্রিবিন্দু পঙক্তির চিহ্ন।

দারী—বহুস্থানে ঐ বিন্দু চিহ্ন।

কপোত—কপোত পক্ষীর পক্ষাকার চিহ্ন।

কাক—কাকাকৃতি চিহ্ন।

খর্পরাকার—খর্পরাকার চিহ্ন বা দাগ (খর্পর—নরকপালাকার পাত্র)।

শকল—খণ্ডলৌহ সংলগ্ন আছে বলিয়া ভ্রম হয়, এরূপ চিহ্ন।

ক্রোড়—শূকরাকার চিহ্ন।

কুশ পত্রক—কুশ গুচ্ছাকার চিহ্ন।

জাল—মধ্যস্থল কিম্বা অন্য কোন স্থান নিম্ন বলিয়া জ্ঞান হয়, এরূপ চিহ্ন।

করাল—অগ্রভাগ দীর্ঘ অথচ পল্লবিত, এরূপ রেখা চিহ্ন।

কঙ্কপত্র—কঙ্ক পত্রাকার চিহ্ন (কঙ্ক—পক্ষী বিশেষ।)

খর্জ্জুর—খর্জ্জুর-বৃক্ষাকার চিহ্ন।

শৃঙ্গ—গোশৃঙ্গাকার চিহ্ন।

পুচ্ছ—গোপুচ্ছাকার চিহ্ন।

খনিত্র—খনিত্র (খন্তা তুল্য চিহ্ন)।

লাঙ্গল—লাঙ্গলাকার চিহ্ন।

বড়িশ—বড়িশাকার চিহ্ন (বড়িশ—মৎস্য বেধন= বড়শী)।

এই সমস্ত অরিষ্ট চিহ্ন উত্তমরূপে বিবেচনা করিয়া দেখিবেক। নচেৎ অরিষ্ট লক্ষণাক্রান্ত অসি হইতে ভর্ত্তার বিবিধ বিপদ উত্থিত হইয়া থাকে।

ভূমি।

অসির ভূমি আছে এবং তাহা দ্বিবিধ, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, পরন্তু তাহার কোন লক্ষণ বলা হয় নাই। সুতরাং ভূমি জ্ঞানের নিমিত্ত এক্ষণে তদুভয়ের লক্ষণ নির্দ্দেশ করা যাইতেছে।

ভূমি শব্দের এক অর্থ ক্ষেত্র অর্থাৎ কায়া। এস্থলে সে অর্থ বলিবার কোন অভিপ্রায় নাই। উহার দ্বিতীয় অর্থ জন্মস্থান। এস্থলে সেই অর্থই প্রতিপাদ্য। পরন্তু কেবল খড়্গের জন্মস্থান নহে, লৌহের জন্মস্থানও বক্তব্য। উৎপত্তি স্থানের গুণে খড়্গের যে উত্তমাধম গুণ জন্মে, তাঁহাই এই ভূমি পরীক্ষায় বক্তব্য।

খড়্গের ভূমি দ্বিবিধ। দিব্য ও ভৌম। স্বর্গ নামক স্থানে যে সকল লৌহ ও খড়্গ জন্মে সে সমস্তই দিব্য এবং

ভারতভূমিতে যে সকল লৌহ ও খড়্গ জন্মে সে সকল ভৌম। এই দ্বিবিধ খড়্গের সামান্য লক্ষণ এই যে, পুরাকালের দেবগণ ও দানবগণ হইতে প্রথমতঃ খড়্গের জন্ম হয়। তদনুরূপ খড়্গ কোন কোন পুণ্যস্থানে প্রতিষ্ঠিত আছে। তন্মধ্যে যে সকল খড়্গ স্থূলধার, অত্যন্ত হালকা, নির্ম্মল চিহ্ন যুক্ত, সুন্দর নেত্র যুক্ত, অরিষ্টহীন, স্বরূপ, সংস্কার না করিলেও নির্ম্মল থাকে, দুর্ভেদ্য, ভাঙ্গিলে আর যোড়া দেওয়া যায় না, ধ্বনি উত্তম, যাহার দ্বারা ক্ষত হইলে দাহ ও অন্ন পাক জন্মে—সেই সকল খড়্গ দিব্য বলিয়া জানিবে। এই দিব্য খড়্গ প্রাপ্ত হইলে জয় ও শ্রীবৃদ্ধি হয়।

ভৌম খড়্গের লক্ষণ পরিজ্ঞানার্থ অগ্রে লৌহ জ্ঞানের আবশ্যক আছে। সে সম্বন্ধে এই রূপ কিংবদন্তি আছে যে, পুরাকালে মহাদেব যখন বিষ ভক্ষণ করিয়াছিলেন তখন সেই ভক্ষ্যমান বিষ, বিন্দু বিন্দু ক্রমে দেশে দেশে উৎক্ষিপ্ত হইয়াছিল। সেই সকল বিষ হইতে সেই সেই দেশে কালায়স অর্থাৎ কৃষ্ণ লৌহ বা ইস্পাত জন্মিয়াছিল। আর তৎপূর্ব্বে যে অমৃত উৎপন্ন হয়, তাহা দেবতা কর্ত্তৃক পীত হইয়াছিল, সেই পীয়মান অমৃতের বিন্দু যে যে স্থানে পতিত হইয়াছিল সেই সেই স্থানে শুদ্ধ লৌহের জন্ম হইয়াছিল। বিষ-জন্মা লৌহ সকল অত্যন্ত কৃষ্ণ বর্ণ ও কর্কশ। এ লৌহ শরীরে প্রবেশ করিলে মূর্চ্ছা, দাহ, জ্বর, মল মূত্র বিষ্টম্ভ, শোথ, হিক্কা ও

বর্ম্মী উপস্থিত হয়। আর যাহা অমৃত জন্মা—তাহার বর্ণ কর্ব্বুর ও স্পর্শ মৃদু। এ লৌহের দ্বারা শরীর দৃঢ়, পালিত্য নাশ, মালিন্য নাশ, জরা ও ব্যাধি বিনাশ হয়। এই শুদ্ধ লৌহ বারাণসী, মগধ, সিংহল, নেপাল, অঙ্গদেশ, সুরাষ্ট্র এবং অন্য কোন কোন পুণ্যস্থানে উৎপন্ন হয়। বারাণসী জাত শুদ্ধ লৌহের দ্বারা যে সকল অসি প্রস্তুত হয়, সে সকল অসি স্নিগ্ধ, তীক্ষ্ণধার, সুচিহ্নশালী, লঘু অর্থাৎ হালকা, সুসংশ্লিষ্ট ও অভেদ্য। মাগধ অসি সকল কর্কশ, স্থূলধার, গূঢ়চিহ্নযুক্ত, গুরু অর্থাৎ ভারযুক্ত, ও দুঃসন্ধেয়। নেপাল দেশজাত অসি নিশ্চিহ্ন, নিশ্চল, মলিন, লঘু ও স্থূলধার। কলিঙ্গ দেশীয় অসি গুরু ও অত্যন্ত কর্কশ। সিংহল দ্বীপ জাত অসি ৪ চারি প্রকার হইয়া থাকে। তন্মধ্যে কোন অসি সুচিহ্নযুক্ত, ভারি, কর্কশ ও স্নিগ্ধধার। কোন অসি লঘু, স্নিগ্ধ ও স্থূলধার। কোন কোন অসি মিশ্র লক্ষণাক্রান্ত। ঔড্র, কলিঙ্গ, ভদ্র, পাণ্ডি, অয়স্কান্ত ও বজ্র প্রভৃতি বহুপ্রকার শুদ্ধ লৌহ আছে। তন্মধ্যে এক মাত্র বজ্র লৌহই অস্ত্রের উপযুক্ত, অবশিষ্ট লৌহ সকল ঔষধের উপযোগী।

ধ্বনি।

ধ্বনি অর্থাৎ শব্দের দ্বারা খড়্গের উত্তমাধম পরীক্ষা হইয়া থাকে। সেই ধ্বনি অষ্ট প্রকার, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে,

কিন্তু কি কি প্রকার ? তাহা পরিষ্কার করিয়া বলা হয় নাই এজন্য এস্থানে তাহাও বলা আবশ্যক হইতেছে।

খড়্গের ধ্বনি প্রথমতঃ দ্বিবিধ। ঘোর ও তার। এই দুয়ের অন্তর্গত প্রথমতঃ ৪। খড়্গে নখাঘাত করিলে যদি হংসকণ্ঠধ্বনির ন্যায় ধ্বনি বহির্গত হয়, তাহা হইলে তাহাকে হংসধ্বনি বলা যায়। হংসধ্বনিযুক্ত খড়্গ উত্তম বলিয়া গণ্য। ১

খড়্গে নখাঘাত করিলে যদি কাংস্য-ধ্বনির ন্যায় ধ্বনি বহির্গত হয়, তবে তাহাকে কাংস্যধ্বনি বলা যায়। ২

অসিতে আঘাত করিলে যদি মেঘগম্ভীর- ধ্বনি উত্থিত হয়, তবে তাহাকে অভ্রধ্বনি বলিব। ইহাও ভাল। ৩

খড়্গে আঘাত করিলে যদি ঢক্কাধ্বনির ন্যায় তারধ্বনি বহির্গত হয়, তবে তাহাকে ঢক্কাধ্বনি বলিব। ইহাও ভাল। ৪

অসিতে নখাঘাত করিলে যদি কাকস্বরের ন্যায় বিস্বর বহির্গত হয়, তবে তাহাকে কাক ধ্বনি বলা যায়। ইহা অত্যন্ত অধম। ৫

নখাঘাত করিলে যদি তরবারি হইতে বীণাধ্বনির অনুরূপধ্বনি জন্মে, তাহা হইলে তাহা তন্ত্রীধ্বনি বলিয়া গণ্য। ইহাও ভাল নহে। ৬

নখাঘাত প্রাপ্ত অসির অঙ্গ হইতে যদি গর্দ্দভের ন্যায়

স্থ্যাদ্ভেদে শব্দ বহির্গত হয়, তবে তাহার নাম খরধ্বনি। ইহা অত্যন্ত মন্দ। ৭

আঘাত প্রাপ্ত হইবামাত্র খড়্গা হইতে যদি প্রস্তরাঘাত তুল্য ধ্বনি জন্মে, তবে তাহাকে প্রস্তরধ্বনি বলা যাইবে। ইহাও অত্যন্ত অধম। ৮

সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে ধ্বনির তারতম্য বুঝিতে অক্ষম হইলে এই সামান্য লক্ষণের অনুসরণ করিবে। কি? না গম্ভীর ও তারধ্বনি ভাল, এবং উত্তান ও মন্দ্রধ্বনি মন্দ। ধ্বনি যদি উত্তম হয়, তবে অন্য কোন সুচিহ্ন না থাকিলেও তাহা গ্রাহ্য ও উত্তম বলিয়া গণ্য। যেমন অন্ধ ও কুরূপ মনুষ্য সুস্বর ও সুগায়ক হইলে সে উত্তম বলিয়া মান্য গণ্য হয়, এবং সর্ব্বসুলক্ষণ মনুষ্যও কুস্বর ও কুগায়ক হইলে নিন্দা প্রাপ্ত হয়, খড়্গা সম্বন্ধেও সেইরূপ জানিবে। খড়্গের ধ্বনি-বিজ্ঞান সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে যে, অসিতে নখ, কঠিন ও ক্ষুদ্র দণ্ড, লৌহ শলাকা, লোষ্ট্র ও কাঁকরের আঘাত করিবে। আঘাতটী যেন আল্‌গোচে করা হয়, এবং খড়্গাকেও যেন আল্‌গোচে রাখা হয়। অতঃপর তাহা হইতে যে ধ্বনি উত্থিত হইবে—সেই ধ্বনির সহিত পূর্ব্বোক্ত পদার্থের ধ্বনির তুলনা করিবে। তুলনা করা অভ্যস্ত হইলে তখন অনায়াসেই ধ্বনির তারতম্য বা প্রভেদ জ্ঞাত হইতে পারিবে।

মান।

অসির মান অর্থাৎ কায়ার দীর্ঘতা, খর্ব্বতা ও ওজনের অল্পাধিক্য প্রভৃতি উত্তমাধম গুণের জ্ঞাপক। এজন্য ত্রিবিধ পরিমাণের প্রতিও দৃষ্টি করা আবশ্যক।

পরিমাণ প্রথমতঃ দ্বিবিধ। উত্তম ও অধম। যাহা বিশাল ও লঘু তাহা উত্তম-মান এবং যাহা খর্ব্ব ও গুরু— তাহা অধম-মান। ইহাও আবার ত্রিবিধ। আদি, মধ্য ও অন্ত্য। যাহার দীর্ঘতা ২০ মুষ্টি, বিস্তৃতি ৬ অঙ্গুলি এবং ওজনে ৮ পল, তাহা মধ্যম। যাহা ১২। ৮ কি ৯ মুষ্টি আয়ত, উক্ত মানের এক চতুর্থ ভাগ বিস্তৃতি এবং ওজনে তত পল, সে খড়্গ ভাল নহে।

এসম্বন্ধে খড়্গতত্ত্ববিৎ নাগার্জ্জুন যাহা বলিয়াছেন, তাহাই খড়্গের উত্তমাধম পরিমাণ জ্ঞানের উৎকৃষ্ট উপায়। যথা—

"यावत्यो मुष्टयो दैर्घ्ये तदर्द्धाङ्गुलयो यदा ।
प्रसरे षट्चतुर्थांशमिति वै मानमुत्तमम् ॥
"भाद्रयो मुष्टयो दैर्घ्ये प्रसरे द्विपञ्चाङ्गिकः ।
पञ्चाशद्धै कुञ्चितः स मध्यमो मान उच्यते ॥
यावत्यो मुष्टयो दैर्घ्ये तुर्य्यांशः प्रसरेषु यत् ।
अधमः कीर्त्तितः खड्‌गः सर्वत्रसमीपाचिकः पलैः ॥"

যত মুষ্টি দীর্ঘ, তত অঙ্গুলির চতুর্থ ভাগ বিস্তৃতি ও ওজন,—ইহাই খড়্গের উত্তম পরিমাণ। যথা (২০ মুষ্টি দীর্ঘ, ২॥০ অঙ্গুল বিস্তৃতি ও ২॥০ পল ওজন)।

যত মুষ্টি দীর্ঘ, তত অর্দ্ধ অঙ্গুলির তিন ভাগের এক ভাগ বিস্তৃতি এবং তাহার অর্দ্ধ পল ওজন,—ইহাই মধ্যম পরিমাণ। যথা ২০ মুষ্টি দীর্ঘ, ৩ অঙ্গুলি বিস্তৃতি এবং ৫ পল ওজন।

যত মুষ্টি দীর্ঘ, তত অঙ্গুলির ৪ ভাগের একভাগ বিস্তৃতি এবং তাহার অর্দ্ধ (সমান) বা অধিক পল ওজন। ইহা অধম পরিমাণ। ভোজদেব খড়্গের পরিমাণাদি সম্বন্ধে অন্যবিধ লক্ষণ ব্যক্ত করিয়াছেন যথা—

दीर्घता लघुता चैव पटी विस्तीर्णता तथा।
दुर्भेद्यता सुमुखता खड्गानां गुणसंपदः॥"
खर्वता गुरुता चैव मन्दता नमुता तथा।
सुभेद्यता कुघटता खड्गानां दोषसंपदः॥

দীর্ঘ, লঘু অর্থাৎ হাল্‌কা, তীক্ষ্ণ, বিস্তৃত, দুর্ভেদ্য, সুগঠন,—এই গুলিই খড়্গের গুণ। এবং খর্ব্ব অর্থাৎ ভারি, নরম-ধার, সরু, ভঙ্গপ্রবণ ও গঠন ভাল নহে,—এই গুলিই খড়্গের দোষ। এই সকল গুণ দোষ বিচার পূর্ব্বক রাজা গুণযুক্ত অসিই ধারণ করিবেন।

অসিই রাজাদিগের যুদ্ধ কালের প্রধান সহায়। এজন্য রাজাদিগের বা যোদ্ধাদিগের অসির ধারণ ও সঞ্চালন ক্রিয়া শিক্ষা ও অভ্যস্ত করিতে হয়। যুদ্ধ শাস্ত্রের লিখিত ৩২ প্রকার করণ অর্থাৎ সঞ্চালন-ক্রিয়া ও ভ্রমণ মার্গ সকল জ্ঞাত হইয়া তাহা উত্তমরূপ অভ্যস্ত করিতে হয়। বাম হস্তে চর্ম্ম (ঢাল) উদ্যত করিয়া দক্ষিণ হস্তে তরবারি ধারণ পূর্ব্বক বিবিধ প্রকার সঞ্চরণ মার্গে অবস্থান করতঃ ছেদ, ভেদ, ছিদ্রকরণ, (ফুটান) বিদীর্ণ করণ ও প্রোথিত করণ প্রভৃতির দ্বারা শত্রু-বল নষ্ট করিতে হয়। ৩২ প্রকার করণের অর্থাৎ গতির ও সঞ্চালন ক্রিয়ার নাম এই ;—

"भ्रान्तमुद्भ्रान्तमाविद्धमाप्लुतं विप्लुतं सृतम् ।
संपातं समुदीर्णञ्च निग्रहप्रग्रहौ तथा ॥
पादावकर्ष-सन्धाने शिरो भुज परिभ्रमौ ।
पाश पाद विबन्धाश्च भूम्युद्भ्रमणके तथा ॥
गत प्रत्यागताक्षेपाः पातनोत्थानके प्लुतम् ।
लाघवं सौष्ठवं शोभा स्थिरत्वं दृढ़मुष्टिता ।
तिर्य्यगूर्द्ध प्रचरणे द्वात्रिंशत् करणानि च ॥"

[वैशम्पायनीय धनुर्वेद ।

১ ভ্রান্ত, ২ উদ্ভ্রান্ত, ৩ আবিদ্ধ, ৪ আপ্লুত, ৫ বিপ্লুত, ৬ সৃত, ৭ সংপাত, ৮ সমুদীর্ণ, ৯ নিগ্রহ, ১০ প্রগ্রহ, ১১ পদাব-কর্ষণ, ১২ সন্ধান, ১৩ মস্তক ভ্রামণ, ১৪ ভুজভ্রামণ, ১৫ পাশ,

১৬ পাত, ১৭ বিবন্ধ, ১৮ ভূমি, ১৯ উদ্‌ভ্রমণ, ২০ গতি, ২১ প্রত্যাগতি, ২২ আক্ষেপ, ২৩ পাতন, ২৪ উত্থানক, ২৫ প্লুতি, ২৬ লঘুতা, ২৭ সৌষ্ঠব, ২৮ শোভা ২৯ স্থৈর্য্য, ৩০ দৃঢ়মুষ্টিতা, ৩১ তির্য্যক্‌প্রচার, ৩২ ঊর্দ্ধপ্রচার।

কিরূপ কিরূপ ক্রিয়ার উপর এই সকল নাম সংযোজিত হইয়াছে সে সকল বর্ণনার দ্বারা বুঝা ও বুঝান যায় না। খড়্গ যুদ্ধের ক্রিয়া গুলি চক্ষে না দেখিলে কেবল নামের দ্বারা উক্ত ক্রিয়া বোধগম্য হইবার সম্ভাবনা নাই। আগ্নেয় ধনুর্ব্বেদেও ৩২ প্রকার খড়্গ ক্রিয়ার উল্লেখ আছে। যথা—

भ्रान्तमुद्भ्रान्तमाविद्धमाप्लुतं विप्लुतं सृतम् ।
सम्पातं समुदीर्णञ्च श्येनपातमथाकुलम् ॥
उद्धूतमवधूतञ्च सव्यं दक्षिणमेव च ।
अनालक्षितविस्फोटौ करालेन्द्र महासखौ ॥
विकरालनिपातौ च विभीषणभयानकौ ।
समग्रार्द्धतृतीयांश पाद पादार्द्ध वारिजा ॥
प्रत्यालीढ़मथालीढ़ं वराहं लुलितं तथा ।
इति द्वात्रिंशतो ज्ञेया खड्‌गचर्मविधौ रणे ॥

পূর্ব্বোক্ত নামের মধ্যে কোন কোন নাম ইহাতেও দৃষ্ট হয়। পরন্তু যে সকল নামের ক্রিয়া ও পূর্ব্বোক্ত নামের ক্রিয়া এক রূপ কি ভিন্ন রূপ তাহা নির্ণয় করিতে পারিলাম

না। ফল, খড়্গ সঞ্চালন ক্রিয়া গুলি প্রত্যক্ষ দর্শন না করিলে প্রকৃতরূপে বোধগম্য করান যায় না।

আগ্নেয় ধনুর্ব্বেদের অন্তস্থানে লিখিত আছে যে, কৃপাণের দ্বারা হরণ, ছেদন, ঘাত, বলোদ্ধরণ, আয়তীকরণ, —এই পাঁচ প্রকার কার্য্য হয়। উক্ত ধনুর্ব্বেদে আরও লিখিত আছে যে, অসি রাখিবার স্থান কটিদেশ।

"কট্যাং বদ্ধা ততঃ খড়্গং বাম পার্শ্বাবলম্বিতম্।
দৃঢ়ং বিধৃত্য বামেন নিষ্কর্ষেদ্দক্ষিণেন তম্॥"

খড়্গকে বাম পার্শ্বাবলম্বী করিয়া কটিদেশে বন্ধন করিবেক। যুদ্ধের সময় তাহার কোষ বাম হস্তে দৃঢ় ধারণ করিয়া দক্ষিণ হস্তের দ্বারা তন্মধ্য হইতে অসিকে নিষ্কাসিত করিবেক। এতদ্ভিন্ন পট্টিশ ও অসিপুত্রিকা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন খড়্গের কার্য্য "আর্য্যজাতির যুদ্ধাস্ত্র" নামক প্রবন্ধে প্রকাশিত হইয়াছে।

দেবযান।

মৃত্যুর পর, বা স্থূল দেহ পরিত্যাগের পর, আত্মা কিরূপে কোথায় যায়? এতৎপ্রসঙ্গে ভারত-বন্ধু সিনেট সাহেব Esorteric Buddhism পুস্তক মধ্যে "দেবচান" শব্দের উল্লেখ করিয়াছেন। এই দেবচান শব্দের প্রকৃত অভিধেয় কি? তাহা আমাদিগের ক্ষুদ্র বুদ্ধির গম্য নহে এবং তাহা কোন্ ভাষা হইতে গৃহীত তাহাও জানি না। বৌদ্ধ শাস্ত্র আলোচনায়, দেবচান শব্দ পাই নাই; তবে তিব্বৎ দেশীয় বৌদ্ধ শাস্ত্রে ঐ শব্দ থাকিলেও থাকিতে পারে। যদি আর্য্য-শাস্ত্র হইতে ঐ শব্দ গৃহীত, তবে তাহার প্রকৃত নাম "দেব-যান"। সংস্কৃত ভাষায় দেব যান কি? তাহা বর্ণন করিতেছি।

সংস্কৃত ভাষায় যে দেবযান শব্দ আছে, তাহার প্রকৃত অর্থ কি? তাহা সংক্ষেপে বলিলে মনস্তুষ্টি না হইবারই সম্ভব, সুতরাং আমাকে বাধ্য হইয়া এতৎ বিষয়ক একটী ক্ষুদ্র প্রবন্ধ লিখিতে হইতেছে।

সংস্কৃত ভাষায় কোন্ গ্রন্থে দেবযান শব্দ আছে? এই প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে আমরা বলি যে, সমস্ত অধ্যাত্ম শাস্ত্রেই ঐ শব্দ বিরাজ করিতেছে। বৈদিক আরণ্যক, উপনিষদ ও

মহাভারতাদি গ্রন্থের প্রত্যেক রহস্যবিজ্ঞান অংশে ঐ শব্দের উল্লেখ দেখা যায়। যথা—

"वेत्थ देवयानस्य वा पथः प्रतिपदं
पितृयाणस्य वा यत्कृत्वा देवयानं वा
पन्थानं प्रतिपद्यन्ते पितृयाणं वा ।
[बृहदारण्यकोपनिषद् ।

वेत्थ पथोर्देवयानस्य पितृयाणस्य वा व्यावर्त्तना इति ।
[छान्दोग्योपनिषद् ।

ভারতবর্ষে যখন অধ্যাত্ম বিজ্ঞানের অত্যধিক উন্নতি হইয়াছিল, যে সময়ে শ্বেতকেতু, যাজ্ঞবল্ক্য, ব্যাস এবং অন্যান্য জন্মসিদ্ধ যোগিগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, দেবযান কি? তাহা সেই সময়ের মহাত্মারাই জানিতেন। তাঁহাদের আর্য-বিজ্ঞানের নিকট কিছুই দুর্জ্ঞেয় ছিল না। মরণের উত্তরকাল, জীবের ভবিষ্যৎগতি, আত্মার নির্ম্মোক্ষ, সমস্তই তাঁহারা তৃতীয় চক্ষুর দ্বারা (ইহার নামান্তর যোগজ প্রজ্ঞা বা দিব্যচক্ষু) দেখিতে পাইতেন। তাঁহারা বলিয়াছেন যে মরণের পর, বা স্থূলদেহ পরিত্যাগের পর, যাহারা উৎকৃষ্ট জীব তাহাদের ঊর্দ্ধগতি হয় এবং যাহারা নিকৃষ্ট প্রাণী তাহারা এই পৃথিবীতেই থাকে, তাহাদের আর ঊর্দ্ধগতি হয় না, প্রত্যুত ক্রমেই তাহাদের অধোগতি হইতে থাকে। ধর্ম্ম কর্ম্ম পরায়ণ শুদ্ধাত্মগণের ঊর্দ্ধ লোকে যাইবার

দুইটী পথ আছে। তাহার একটী পথের নাম দেবযান এবং অন্যতর পথের নাম পিতৃযান। যাঁহারা অত্যন্ত শুদ্ধাত্মা, তাঁহারাই সেই উৎকৃষ্টতম দেবযান পথে গমন করেন; এবং যাঁহারা অপেক্ষাকৃত কিঞ্চিৎ মলিন, তাঁহারা পিতৃযানে আরূঢ় হন। দেবযান পথে গতি হইলে আর এ পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিতে হয় না, অর্থাৎ মুক্তি হইয়া যায়; কিন্তু পিতৃযান পথে গতি হইলে, ভ্রমে নানাবিধ স্বর্গলোক ভোগ করিয়া অবশেষে পুনর্ব্বার এই পৃথিবীতে আসিয়া জরা ও মরণাদি ভোগ করিতে হয়। যাহারা অত্যন্ত পাপী, অত্যন্ত মলিন, তাহারা এবং যাহারা ক্ষুদ্র প্রাণী তাহারা, উক্ত উভয় পথের কোন পথেই যাইতে সমর্থ হয় না। কেননা তাহাদের ঊর্দ্ধ-গতি-শক্তি নাই, সুতরাং তাহারা এই স্থানেই জন্মিয়া মরণের পর পুনরায় এই স্থানেই বৃক্ষাঙ্কুরের ন্যায় উৎপন্ন হইয়া ধ্বংস হয়। অন্য কোন লোকে তাহাদের গতি হয় না। সেই জন্যই ঋষিরা এই পৃথিবীকে দেবযান ও পিতৃযান ভিন্ন স্বতন্ত্র এক স্থান অর্থাৎ তৃতীয় স্থান বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। বেদে (আরণ্যকে ও উপনিষদে) এতৎ-সম্বন্ধে একটী ক্ষুদ্র আখ্যায়িকা আছে, তাহা বলিতেছি।

অরুণ নামক ঋষির পৌত্র, শ্বেতকেতু নামক জনৈক ঋষি কুমার, পিতার নিকট অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া আপনার বিদ্যা-খ্যাতি বিস্তারার্থ, পঞ্চাল দেশীয় রাজসভায় গমন করিলেন।

সভাসদ্গণকে বিদ্যাবাদে পরাভূত করিয়া অবশেষে রাজাকে পরাজয় করিবার উদ্দেশে তাঁহার সমীপগামী হইলেন। রাজার নাম প্রবাহন এবং তাঁহার পিতার নাম জীবল। রাজা প্রবাহন ইতিপূর্ব্বে ঋষিকুমারের বিদ্যাগর্ব্বের কথা শুনিয়াছিলেন, এক্ষণে তিনি আগমন মাত্রেই কুমারকে "ওহে বালক!" এতদ্রূপে সাবজ্ঞ সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "তুমি তোমার পিতার নিকট শিক্ষিত হইয়াছ?" শ্বেতকেতু বলিলেন, "হাঁ আমি শিক্ষিত হইয়াছি। যদি তোমার কোন জিজ্ঞাস্য থাকে, ত তাহা বলিতে পার।" প্রত্যুত্তর শুনিয়া, রাজা বলিলেন,—

"वेत्थ यथेमाः प्रजाः प्रयत्यो विप्रतिपद्यन्ता इति?"

এই সকল প্রজা মরণের পর যেরূপে যেখানে গমন করে, তাহা তুমি জান?

"नेति होवाच।"

শ্বেতকেতু কহিলেন, "না, তাহা জানি না।"

"वेत्थ उ यथेमं पुनरा पद्यन्ता इति?"

আচ্ছা, যেরূপ এই লোকে পুনরাগত হয়, তাহা জান?

"नेति है वो वाच।"

"वेत्थ उ यथा सौ ल एवं बहुभिः
पुनः पुनः प्रयद्भिर्नसम्पूर्यता इति?"

বার বার বহুজীব জন্মিতেছে, মরিতেছে; তথাপি সে লোক ও এ লোক পরিপূর্ণ হয় না কেন তাহা জান ?

নেতি হৈ বাচ।"

"বেত্থ উ যতিথ্যাং আহুত্যাং হুতায়া

আপঃ পুরুষ বাচোভূত্বা সমুত্থায়ী বদন্তীতি ?"

আপ অর্থাৎ হোমীয় দ্রব্য সকল কতবার আহুত হইয়া অবশেষে পুরুষাকারে পরিণত হয়, তাহা তুমি জান ?

"নেতি হৈ বো বাচ।" আমি তাহাও জানি।

"বেত্থ উ দেবযানস্য বা পথঃ প্রতি পদং

পিতৃযানস্য বা যৎকৃত্বা দেবযানং বা পন্থানং

প্রতিপদ্যন্তে পিতৃযানং বা ?"*

জীব যে-কর্ম্ম করিলে দেবযানপথে বা পিতৃযানপথে গমন করে, তাহা জান ? "নাহ মত একঞ্চ না বেদিতি হোবাচ।" এই পাঁচ প্রশ্নের একটীও জানিনা।

"অথনু কিং অনুশিষ্টোঽবোচথাঃ

যোহি ইমান্ ন বিদ্যাৎ কথং স

অনুশিষ্টোঽস্মিতি অব্রবীৎ ?"

---

* ছান্দোগ্য শ্রুতিতে এই প্রশ্নটী অন্য প্রকারে উক্ত হইয়াছে। যথা— "বেত্থ পথোর্দেবযানস্য পিতৃযানস্য চ ব্যাবর্ত্তনা ইতি।" অর্থাৎ দেবযান পথ ও পিতৃযান পথ যে স্থানে গিয়া বিচ্ছিন্ন হইয়াছে, তাহা তুমি জ্ঞাত আছ ? একসময়ে দুই ব্যক্তি ইহলোক ত্যাগ করিল, পরন্তু গমনকালে

তবে তুমি কি হেতু বলিলে আমি শিক্ষিত হইয়াছি? যে ব্যক্তি এই সকল কথা জানে না, সে কি প্রকারে বলিতে পারে যে, আমি শিক্ষিত হইয়াছি?

অতঃপর এতদ্রূপ সতিরস্কার বাক্যে লজ্জিত ও দুঃখিত হইয়া শ্বেতকেতু পুনর্ব্বার পিতার নিকট গমন করিলেন এবং তাঁহাকে বলিলেন, "আপনি আমাকে কিছুই উপদেশ করেন নাই; অথচ বলিয়াছিলেন, 'আমি তোমাকে সমস্ত জ্ঞাতব্য উপদেশ করিলাম।' আমাকে যে উত্তমরূপ শিক্ষা দেন নাই, তাহার প্রমাণ এই যে, সেই দুর্বৃত্ত রাজা আমাকে পাঁচটী প্রশ্ন করিল আমি তাহার একটিরও সিদ্ধান্ত করিতে পারিলাম না।" অনন্তর তাঁহার পিতা বলিলেন "বৎস, এই পাঁচ প্রশ্নের সিদ্ধান্ত আমিও জ্ঞাত নহি। জ্ঞাত থাকিলে অবশ্যই আমি তাহা তোমাকে বলিতাম।" এই বলিয়া, তিনি সেই প্রবাহণ রাজার নিকট গমন করিলেন। রাজা প্রবাহণ মান্যতম ঋষিকে সমাগত দেখিয়া যথোচিত পূজা করিলেন, অনন্তর বলিলেন, "মহর্ষে! আপনি মনুষ্য ব্যবহার্য্য প্রচুর ধন প্রার্থনা করুন।" ঋষি বলিলেন "রাজন্! তোমার মানুষধন তোমারি থাকুক, আমার তাহাতে প্রয়োজন নাই। তুমি যে আমার পুত্রের নিকট প্রশ্ন করিয়াছ, তাহার প্রত্যুত্তর

তাহার একজন দেবযান পথে ও অন্যজন পিতৃযান পথে যায় কেন তাহা জান? কোথা হইতেই বা তাহারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয় তাহা জান?

কি, কেবল তাহাই আমি জানিতে ইচ্ছা করি; অতএব তাহাই তুমি আমাকে উপদেশ কর।” রাজা এই কথা শুনিয়া মনে করিলেন, ব্রাহ্মণকে প্রত্যাখ্যান করা যায় না, সুতরাং বলিতেই হইবে। কিন্তু ইহা ন্যায় পূর্ব্বক বলা উচিত। ইহা ভাবিয়া তিনি বলিলেন, “তবে এখানে থাকিয়া কিছুকাল ব্রহ্মচর্য্য করুন, তৎপরে বলিব। একাল পর্য্যন্ত এই বিদ্যা কেবল ক্ষত্রিয় জাতির মধ্যেই ছিল, ব্রাহ্মণেরা ইহা জানিতেন না। আজ হইতে ইহা ব্রাহ্মণেরা জানিবেন, ইহা বিবেচনা করিয়া আমার প্রতি আপনি অবশ্যই উক্ত বাক্যের নিমিত্ত ক্ষমা করিবেন।”

অনন্তর রাজা যথোচিত কালে ঋষিকে আহ্বান পূর্ব্বক প্রত্যেক প্রশ্নের সিদ্ধান্ত উপদেশ আরম্ভ করিলেন। সেই সকল উপদেশ মধ্য হইতে আমরা কেবল “দেবযান” পথটী সংগ্রহ করিলাম। অন্য গুলি সেই স্থলেই থাকিল।

রাজা প্রবাহণের মতে, দেবযান আর দেবলোক প্রাপক পথ তুল্য কথা। সেই রূপ পিতৃযান আর পিতৃলোক প্রাপক পথ সমান। দুই পথের মধ্যে দেবযান পথটী বিবৃত করা গেল।

येचामी अरण्ये श्रद्धां सत्यमु-
पासते ते अर्चिरभिसम्भवन्ति।
अर्चिषोऽहः। अह्न आपूर्य्यमाण

पक्षम् । आपूर्य्यमाण पक्षात् मासान् ।
षण्मासां उदङ् आदित्य एति तान्
मासान् । तेभ्यो मासेभ्यो देव
लोकं । देवलोकादादित्यम् ।
आदित्यात् वैद्युतम् । तान् वैद्यु-
तान् पुरुषोऽमानव* एत्य ब्रह्म
लोकान् गमयति । तेषु ब्रह्म
लोकेषु पराः परावतो वसन्ति ।
तेषां न पुनरावृत्तिः । एष देवयानः पन्था ।”

এই শ্রুতির সংক্ষেপার্থ এই যে, যাঁহারা এই শরীরে জ্ঞান উপার্জ্জন করিয়াছেন, যাঁহারা পরিব্রাজক অথবা বানপ্রস্থ ধর্ম্মাবলম্বী হইয়া ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে মরণান্ত পর্য্যন্ত সত্যের অর্থাৎ ব্রহ্মের উপাসনায় রত হন, তাঁহারাই স্থূল দেহ পরিত্যাগের পর, প্রথমতঃ অর্চি নামক দেবতার অভিমুখে উপস্থিত হন। অর্চি-দেবতা উত্তর মার্গ অর্থাৎ প্রেতাত্মার উত্তরদিক্ গমনের পথ বিশেষ। অনন্তর তিনি তথা হইতে অহর্দ্দেবতার নিকট গমন করেন। পরে অহর্দ্দেবতা তাঁহাকে শুক্ল পক্ষাভিমানিনী দেবতার নিকট সমর্পণ করেন। ক্রমে শুক্ল পক্ষ দেবতা তাঁহাকে বহন করতঃ সূর্য্যের উত্তরায়ণ

* ছান্দোগ্য শ্রুতিতে 'মানবঃ পুরুষঃ' এতৎ পরিবর্ত্তে 'অমানবঃ পুরুষঃ' এরূপ পাঠ আছে।

শক্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা গণের নিকট সমর্পণ করেন। উত্তরা-য়ণ মাসের সংখ্যানুসারে তাহাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার সংখ্যা হয়। অনন্তর তিনি সেই বর্ষাস দেবতা কর্তৃক অতিবাহিত হইয়া দেবলোক প্রাপ্ত হন। দেব লোক হইতে আদিত্য লোক এবং তথা হইতে তিনি বিদ্যুৎ লোকে গমন করেন। বিদ্যুৎ লোকে গমন করিলে পর, ব্রহ্মলোকবাসী অমানব পুরুষেরা আগমন করতঃ তাঁহাকে সেই অক্ষয় অব্যয় ব্রহ্মলোক লইয়া যায়।* অনন্তর তিনি সেই স্থানে থাকিয়া ক্রমে সর্বাধিক উৎকর্ষ লাভ করিতে থাকেন এবং অনেক কল্পান্তকাল বাস করেন।

ইহলোক হইতে ব্রহ্মলোক গমনের যেরূপ ক্রম প্রদর্শিত হইল, মৃতাত্মার উন্নতির বা ঊর্দ্ধ গমনের সেই ক্রম-পারি-

* ঋষিরা বলেন যে, ব্রহ্মলোকে দুই শ্রেণীর অমানব পুরুষ বাস করেন। যাঁহারা জ্ঞান বলে, বিদ্যাবলে, তপস্তাবলে মাহাত্ম্য লাভ করিয়া অথায় গমন করেন, তাঁহারা ভিন্ন অন্ত এক শ্রেণীর অমানব পুরুষ আছেন। তাঁহারা ব্রহ্মার মানস সৃষ্ট এবং নিত্যোদিত মাহাত্ম্য অর্থাৎ ইহাঁরা প্রাপ্ত মহাত্মা নহেন। তাদৃশ মাহাত্ম্য তাঁহাদিগের স্বতঃ সিদ্ধ।

ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণের মতে যাঁহারা প্রাপ্ত মাহাত্ম্য, কপিলের মতে তাঁহারা সিদ্ধ আত্মা। থিয়োসফিষ্ট ভ্রাতৃগণ বোধ হয় ইঁহাদিগকেই Adept Brothers বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন। বিদ্যুৎ লোকে. অন্ততপক্ষে আদিত্য লোকে না যাইতে পারিলে ব্রহ্মলোক বাসী অমানব পুরুষের সহিত সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনা নাই। তন্নিম্নবর্ত্তী লোকে থাকিলে অল্পই সিদ্ধাত্মগণের সহিত ইহলোকের যোগী পুরুষের সাক্ষাৎ হওয়ার সম্ভা-বনা আছে।

পাট্যের নাম দেবযান। ইহার অন্য নামও আছে। "অর্চি মার্গ", "উত্তর মার্গ", "উত্তরগতি", "উত্তরপথ", "দেবমার্গ", ইত্যাদি।

যাঁহারা কেবল যাগ, যজ্ঞ, দান ও পূজা করেন, যাঁহারা অধ্যাত্ম তত্ত্বে অনভিজ্ঞ, যাঁহারা পাপক্ষয়ার্থ কোন তপশ্চর্য্যা করেন না, এপথটি তাঁহাদের জন্য নহে। কোন কালেই তাঁহারা এ পথে যাইতে পারেন না। তাঁহাদের জন্য দক্ষিণ মার্গ অর্থাৎ পিতৃযান পথ নির্দ্দিষ্ট আছে।

দেবযান পথে বা উত্তরমার্গে আরূঢ় হইলে তাঁহারা আর এ পৃথিবীতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন না। ইহ সংসারে আর তাঁহাদের জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। কিন্তু যাঁহারা দক্ষিণ মার্গে অর্থাৎ পিতৃযান পথে আরোহণ করেন, তাঁহারা ক্রমে চন্দ্রলোক প্রভৃতি দেবলোক ভোগ করিয়া পুনর্ব্বার এই পৃথিবীতে আসিয়া জন্ম গ্রহণ করেন। আর আর যাঁহারা কোন প্রকার সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন না, আপনার আধ্যাত্মিক বল বা ক্ষমতা বৃদ্ধি করেন না, তাঁহারা উল্লিখিত দুই পথের কোন পথই দেখিতে পান না। তাঁহারা উক্ত পথদ্বয় ভ্রষ্ট হইয়া অনন্ত কালের জন্য এই স্থানেই—এই পৃথিবীতেই "ক্ষুদ্রান্যসকৃদাবর্ত্তীনি ভূতানি ভবন্তি" ক্ষুদ্রতম প্রাণী হইয়া বার বার জন্মেনও বার বার মরেন। "য এতৌ পন্থানৌ ন বিদুঃ তে কীটা পতঙ্গা যদিদং দন্দশূকম্" উক্ত উভয় পথ ভ্রষ্ট জীবেরাই এই পৃথিবীতে কথন

কীট, কখন পতঙ্গ, কখন বা দংশ ও মশকাদি রূপে জন্মিতেছেন। ইহাদের পুনরুদ্ধার দুর্লভ। উদ্ধার হওয়া দূরে থাকুক, বরং ক্রমে "অনন্দা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসা বৃতাঃ" তাহারা এমন নিম্ন লোকে যাইতে থাকে যে, সে সকল লোকে কিছু মাত্র আলোক, কিছু মাত্র জ্ঞান, কিছু মাত্র আনন্দ নাই,—নিরন্তরই সে সকল লোক অন্ধতমসে আবৃত আছে। সেই সকল পাপী আত্মারা তামিশ্র, অন্ধতামিশ্র, রৌরব, মহারৌরব, কাল সূত্র, সঞ্জীবন, অবীচি ও মহাবীচি প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নরক লোকে যাইতে থাকে, কিছুতেই তাহাদের নিস্তার নাই। অতএব আমাদিগের, কেবল আমাদিগের নহে, প্রত্যেক মনুষ্যেরই সদা সর্ব্বদা সৎকর্ম্মে রত থাকা উচিত। এই দুর্লভ মানব জন্ম পাইয়া যদি আমরা আত্মোৎকর্ষ সাধন করিতে না পারি, উপাসনাদির দ্বারা আত্মার উৎকৃষ্ট শক্তি আহরণ করিতে না পারি, তাহা হইলে আমাদিগের নিশ্চয়ই সেই অনন্দলোক যাইতে হইবে। এই দুর্লভ্য জন্ম পাইয়া যদি জন্মোচিত কার্য্যে পরাঙ্মুখ থাকি, কেবল পাশব পরিতৃপ্তির জন্ম ব্যাপৃত থাকি, তাহা হইলে আর আমাদিগের জরা ও মরণাদি যন্ত্রণাময় সংসার হইতে উত্তীর্ণ হইবার সম্ভাবনা থাকিবেক না।

এই প্রবন্ধ বহরমপুর থিওসফিকেল সভার বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত হইয়াছিল।

রাজসূয় যজ্ঞে সাধারণের অধিকার নাই। ইহা গুণবান ও ধনবান ক্ষত্রিয় রাজা ভিন্ন অন্যের অসাধ্য। কি প্রকার গুণসম্পন্ন রাজা এ যজ্ঞের অধিকারী হইতে পারেন, তাহা মহাভারতের সভাপর্ব্বে সবিস্তরে বর্ণিত আছে।

শতপথব্রাহ্মণে এই যজ্ঞের বিশেষ ব্যবস্থা আছে। তন্মতে ইহার প্রধান অঙ্গ ইষ্টি, পশু, সোম, ও দর্ব্বী হোম। অগ্রে পবিত্র নামক সোম-যাগ, পরে অভিষেচনীয় যাগ, তৎপরে দশপেয়যাগ ও কেশবপনীয়, তদনন্তর ব্যুষ্টি, তৎপরে দ্বিরাত্র এবং অবশেষে ক্ষত্রধৃতি নামক যাগ।

এই সাতটী যজ্ঞের সমষ্টিই রাজসূয়। "যো বাজসূয়েন যজতে [illegible] এষ যস্য ক্রতুঃ—" ইত্যাদি ক্রমে চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ কাণ্ডে বিবৃত আছে। এতদনুসারে কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্রে রাজসূয়ের বিশেষ ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ হইয়াছে। যথা—

"রাজ্ঞো রাজসূয়ঃ" (১) অর্থাৎ রাজসূয় যজ্ঞে রাজারই অধিকার। "অনিষ্টিনো বাজপেয়েন"। (২) তাৎপর্য্য এই যে, যিনি বাজপেয় নামক যজ্ঞ করেন নাই তিনি এই যজ্ঞের অধিকারী। "[illegible]"। (৩) অনু-

ধৃতি প্রভৃতি ইষ্টি নামক যাগ, পবিত্র নামক সোম যাগ, পশু যাগ, এই যজ্ঞে ভিন্ন ভিন্ন কালে বিহিত আছে। ইত্যাদি।

আপস্তম্বসূত্রে ইহার বিস্পষ্ট বিধি আছে। "রাজা স্বর্গকামো রাজসূয়েন যজেত" অর্থাৎ স্বর্গকামী রাজা রাজসূয় নামক যজ্ঞ করিবেন।

অথর্ববেদের বৈতানসূত্র সপ্তম অধ্যায়ের প্রারম্ভে ১৩টী সূত্র দ্বারা ইহার সংক্ষিপ্ত ক্রম নির্ণীত আছে। যথা—

"অথ রাজসূয়ঃ" (১) "পৌষ্যাঃ পুরস্তাৎ পবিত্রঃ" (২) পৌষী পূর্ণিমার পূর্ব্বে পবিত্র নামক সোমযাগ। "মাসান্তরে দশসংসৃপঃ" (৩) মাসান্তরে দশসংসৃপ নামক কার্য্য।— "মাঘ্যা অভিষেচনীয়ঃ" (৪) মাঘী পূর্ণিমায় অভিষেচনীয় যাগ। "মরুত্বতীয়ানন্তরং বৃহস্পতিসবেষ্টিঃ" (৫) মরুত্বতীয় নামক কার্য্যের পর বৃহস্পতিসব নামক যাগ। "হবির্ধানয়োঃ পুরস্তাদ্বৈয়াঘ্রং চর্ম্ম" (৬) হবির্ধান নামক মণ্ডপের সম্মুখে ব্যাঘ্রচর্ম্ম স্থাপন। ইত্যাদি—

ফলতঃ এই যজ্ঞে বেদবিহিত হোম ও বলিদানাদি দ্বারা দেবগণের পূজা, দ্যূত ক্রীড়া, দিগ্বিজয়, শুনঃশেফীয় উপাখ্যান শ্রবণ,* পঞ্চ বিধ সোম যাগ,+ প্রভৃতি অনেক গুলি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান হইত। সুতরাং ইহা বহুদিন সাধ্য।

* এই উপাখ্যান ঋগ্বেদে আছে। তাহা পুনরায় ব্যাসদেব মহাভারতে বিস্তার রূপে বর্ণন করিয়াছেন।

+ পবিত্র, চাতুর্ম্মাস্য, দেবিকা, অগ্নিহোম এবং অভিষেচনীয়।

"পবিত্র" নামক সোমযাগটী ইহার প্রথম অঙ্গ। ইহা বিধানানুসারে সমাপ্ত হইলে "চাতুর্মাস্য" যাগ করিতে হয়। পরে "দেবিকা" নামধের ইষ্টির অনুষ্ঠান, তৎপরে "অগ্নিহোত্র" নামক হোম করিতে হয়। (এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যাগ স্বতন্ত্র প্রস্তাবে বিবৃত করা যাইবে)। তৎপশ্চাৎ "অভিষেচনীয়" নামক সোমযাগ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে ‡ এই দিবসে সমুদ্র,নদ, নদী, পুণ্য সরোবর, পুণ্য হ্রদ, এবং বিবিধ তীর্থ হইতে জল আনীত হইয়া, তদ্দ্বারা চারি প্রকার কাষ্ঠময় পাত্র মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক প্রপূরিত করা হয়। পাত্রচতুষ্টয়ের মধ্যে একটি পলাশ কাষ্ঠের, একটি উড়ুম্বর কাষ্ঠের, একটি অশ্বত্থ কাষ্ঠের এবং একটি বট কাষ্ঠের দ্বারা গঠিত। এই তীর্থ-জল-পরিপূরিত চারিটা কাষ্ঠ-নির্ম্মিত কলস চাতুর্বর্ণ্য সভার চারি দিকে স্থাপিত করা হয়।*

---

‡ এই দিবসে অর্ঘ দ্বারা সমাগত রাজগণের সৎকার করা হয়। ইহা "ততোঽভিষেচনীয়েঽহ্নি ব্রাহ্মণা রাজভিঃ সহ। সদোবেদীং প্রবিবিশুঃ সৎকারার্থং মহর্ষয়ঃ।" ইত্যাদি ক্রমে সভা পর্ব্বীয় অর্ঘ্যাহরণ পর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। এই উপলক্ষেই শিশুপাল বধ হইয়াছিল।

* রাজসূয় সভায় চারি বর্ণেরই আগমন হইত। মহাভারতের বর্ণনা দৃষ্টে বোধ হয় এই যজ্ঞে বর্জ্জিক্ অন্ত্যজ বর্ণেরাও সভা প্রবেশ করিত। যথা—"আমন্ত্রয়স্ব রাষ্ট্রেষু ব্রাহ্মণান্ ভূমিপানথ। বিশশ্চ মান্যান্ শূদ্রাংশ্চ সর্বানানয়তেতি চ।" পুরুষশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির মহাত্মা সহদেবকে অনুমতি করিলেন, তুমি "রাজ্যস্থ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং

সভার মধ্যস্থানে খদির কাষ্ঠের অথবা উডুম্বর কাষ্ঠের মঞ্চ, তাহা ব্যাঘ্রচর্ম্মের দ্বারা আচ্ছাদিত এবং তদুপরি সুবর্ণ-নির্ম্মিত ফলক বা পীঠ ন্যস্ত করিয়া তাহার উপরে সহস্র-ছিদ্র-যুক্ত এক সুবর্ণ কলস (অভিষেকের নিমিত্ত) স্থাপন করা হইত।

অনন্তর "ব্রহ্মা" নামক পুরোহিত যজমানকে আগ্নীধ্র মণ্ডপের বাহিরে আনিয়া কতকগুলি মন্ত্র পাঠ করাইতেন। সে সকল মন্ত্র কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদের ১ কাণ্ডীয় ৮ প্রপাঠকের ১২ অনুবাকে উক্ত আছে। তাহার একটী মন্ত্র এই—

মারুতেন মারুতঃ ক্ষত্রস্যোল্বমসি ক্ষত্রস্য
যোনিরস্যাবিন্নো অগ্নির্গৃহপতি রাবিন্ন ইন্দ্রো
বৃদ্ধশ্রবা আবিন্নঃ পূষা বিশ্ববেদা আবিন্নৌ
মিত্রাবরুণাবৃতাবৃধাবাবিন্নে। ইত্যাদি

যানাই শূদ্র সকলকে আমন্ত্রণ কর এবং আনয়ন কর" ইহা বলিয়া দিলেন এবং দেশে দেশে দূত প্রেরণ করিলেন।

ইহার তাৎপর্য্যার্থ এই যে, অগ্নি যেমন যজ্ঞের দ্বারাই গৃহপতিত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ইন্দ্র যেমন যজ্ঞের দ্বারা পূর্ণকীর্ত্তি হইয়াছেন, পূষাদেব যেমন সর্ব্বশিল্পজ্ঞানী, মিত্রা-বরুণ নামক দেবতাদ্বয় যেমন সত্যসন্ধ, পৃথিবী যেমন ধারণ-শক্তি-সম্পন্না এবং অদিতি যেমন সর্ব্বদেবস্বরূপিণী অর্থাৎ সর্ব্বদেব-মাতা হইয়াছেন, সেইরূপ অমুক রাজার পুত্র, অমুক রাজার পৌত্র, অমুক নামা এই যজমান, এই যজ্ঞের দ্বারা এই রাজ্যের সমস্ত প্রজার উপর মহাধিপত্য ও মাহারাজ্য প্রাপ্ত হইলেন এবং এই রাজ্যের মধ্যে মহাকুলত্ব লাভ করিলেন।

স্বর সহকারে মন্ত্র পাঠ সমাপ্ত হইলে পর, রাজা তাঁহার অভিপ্রেতার্থ প্রকাশ করত বলিতে থাকেন যে, "জয়মহমহারাস্তুঃ পরমেশ্বরস্য প্রসাদমূলমিতি ভবন্তঃ সূচয়ামি গর্ব্বং নৈবাস্মি ভজামীতি বিদন্তু ভবন্তঃ" অর্থাৎ আমি গর্ব্বোক্তি করিতেছি না; ইহা যজ্ঞফলদাতা পরমেশ্বরের অনুগ্রহের ফল, আমি ইহাই আপনাদিগকে জ্ঞাত করিতেছি।

যাগপ্রবৃত্ত রাজা এইরূপ বলিলে, ব্রহ্মা নামক ঋত্বিক্ সভাস্থ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি ব্যক্তিসমূহকে সম্বোধন করিয়া বলিতে থাকেন,—"এষো ভারতাঃ অয়ং বঃ সর্ব্বেষাং রাজা সোমোঽস্মাকং ব্রাহ্মণানাং রাজা।" হে ভারতবাসিগণ! ইনি আপনাদের সকলেরই রাজা, সোম (লতা) আমাদের সকল ব্রাহ্মণের রাজা।‡

† ইহাতে একটি গূঢ় অভিপ্রায় ব্যক্ত হইতেছে। রাজা রাজসূয়

অনন্তর রাজা দিগ্বিজয়ার্থ গমনের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ‡ সমস্ত ঋত্বিক্ একত্রিত হইয়া যজমানের সর্ব্বত্র রক্ষা এবং জয়াশীর্ব্বাদ-সূচক বৈদিক কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন। অগ্রে অগ্নি প্রভৃতি দেবতার উদ্দেশে হোম, পরে তাঁহাদের নিকট প্রার্থনা, তৎপরে আশীর্ব্বাদ ও দেবতা-প্রসন্নতা-বোধক কতিপয় বেদমন্ত্র জপ করেন।

এই কার্য্যের পর যজমান পত্নী-সমভিব্যাহারে পূর্ব্বোল্লিখিত স্নানপীঠে উপবিষ্ট হন। পরে "অধ্বর্য্যু" প্রভৃতি ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় প্রভৃতি সভাসদ্‌বর্গ একত্রিত হইয়া পূর্ব্বোক্ত জলপূর্ণ পাত্র গ্রহণ পূর্ব্বক এক সহস্রছিদ্র অভিষেক-পাত্র দ্বারা তাঁহাকে অভিষেক করিতে থাকেন। এই অভিষেকের কতকগুলি বৈদিক মন্ত্র আছে, অনাবশ্যক বিধায় তাহা এস্থানে উদ্ধৃত করা হইল না।

অভিষেক সমাপ্ত হইলে রাজা বিভব অনুসারে বস্ত্র, মাল্য, ও আভরণে ভূষিত হইয়া, যদি শত্রু থাকে তবে

যজ্ঞ দ্বারা সকল প্রজার উপর আধিপত্য লাভ করিলেন কিন্তু ব্রাহ্মণেরা তাঁহার অধীনত্ব স্বীকার করিলেন না এবং তাহাই তাঁহারা কৌশল দ্বারা সভাস্থলে ব্যক্ত করিলেন।

‡ দিক সকল যদি পূর্ব্ব হইতে বিজিত থাকে তবে এখন কেবল ইচ্ছা মাত্র প্রকাশ করা হয়। অবিজিত থাকিলেই তাহার অনুষ্ঠান হইয়া থাকে; যুধিষ্ঠির পূর্ব্বেই দিগ্বিজয় করিয়াছিলেন।

তাঁহাকে জয় করিতে ইচ্ছুক হন এবং যে দিকে তাঁহার শত্রু বাস করে, সেই দিক লক্ষ্য করিয়া সসৈন্যে গমন করেন। যুদ্ধ ঘটিলে তাঁহাকে জয় করিয়া মহাসমারোহে নিজ রাজধানীতে আনয়ন করেন। (শত্রু না থাকিলে এই প্রয়াণ কার্য্যটীর অনুষ্ঠান হয় না।)

অনন্তর সভার চতুর্দ্দিকে পংক্তি ক্রমে মঞ্চ সকল বিন্যস্ত করা হয়। মধ্যস্থলে এক উন্নত সুবর্ণ পীঠ স্থাপন করা হয়। রাজা সেই সৌবর্ণ মঞ্চে উপবিষ্ট হন। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় প্রভৃতি উন্নত বিভিন্ন বর্ণেরা যথাযোগ্য নিম্নতন প্রদেশে উপবেশন করেন এবং তাঁহার বিজয় প্রশস্তি বা যশোগান করিতে থাকেন। এই সময়ে দ্যূতক্রীড়া করিবার বিধান আছে। ইহার পণ "অন্ন"।

এবম্প্রকারের রাজসূয় যজ্ঞটী যেমন পবিত্র নামক সোম যাগ দ্বারা আরম্ভ হয়, সেইরূপ সৌত্রামনী নামক অপর একটী যাগ দ্বারা সমাপ্ত করা হয়। এই সৌত্রামনী যাগের বিধি ব্যবস্থা কল্পসূত্রে আছে। সাধারণ সোমযাগ অপেক্ষা ইহাতে বিশেষ এই যে অশ্বিনীকুমার, সরস্বতী, সুত্রামা এবংইন্দ্র ইহার প্রধান দেবতা। কাষ্ঠনির্ম্মিত তিনটী "সোম-পাত্র" এবং মৃত্তিকানির্ম্মিত তিনটী "সুরা-পাত্র"।

পিতৃউদ্দেশে যাগ এবং যাগের পর সুরাপান বিহিত আছে। "সৌত্রামণ্যা সুরা পিবেৎ", এই শ্রুতিবাক্য সকল কবি-

বার নিমিত্ত সুরা পান করা হইত, আমোদ উপভোগের নিমিত্ত নহে।

পূর্ব্বকালের রাজারা এইরূপ রাজসূয় যজ্ঞ করিয়া আত্মাকে কৃতকৃতার্থ জ্ঞান এবং সম্রাট-উপাধি ধারণ করিতেন। মহাভারতে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়ও এবম্বিধানে সমাপ্ত হইয়াছিল। ইহার অভ্যন্তরে "অর্ঘ্যাহরণ" "সমাগত সৎকার" "রাজার্হনা" প্রভৃতি যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আছে, বাহুল্য ভয়ে গ্রথিত করা হইল না।

অশ্বমেধ।

রাজসূয় অপেক্ষা অশ্বমেধ যজ্ঞটী সমধিক প্রাচীন বলিয়া অনুমিত হয়। কারণ, ঋগ্বেদসংহিতা যাহা ভট্টমোক্ষমূলার দ্বারা মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে রাজসূয়ের কোন প্রসঙ্গ নাই, কিন্তু অশ্বমেধের প্রসঙ্গ আছে। *

বস্তুতঃ আদিতম কালে এ সকল যজ্ঞের প্রচার ছিল না, শ্রৌত কালেই এ সকল আবিষ্কৃত হইয়াছিল। এই জন্যই পৌরাণিক কালের ঋষিরা বলিয়া গিয়াছেন "नक्तः पर्व ज्ञानत्र बीनाया यमस्तपने।"

রাজসূয়ের ন্যায় অশ্বমেধেও রাজা ভিন্ন অন্যের অধিকার নাই। শুক্ল যজুর্ব্বেদের শতপথব্রাহ্মণের উত্তর ভাগগত পাঁচটী অধ্যায়ে ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত আছে। ১৩ প্র, ১, ৩, ৮=১

---

* "अश्वमेधस्य दानाः सोमा इव त्र्याशिरः"

इन्द्राग्नी शतदावन्यश्वमेधे सुवीर्यं"

ব্রাহ্মণে "প্রজাপতিরশ্বমেধমসৃজত।" প্রজাপতি অশ্বমেধ যজ্ঞের সৃষ্টি করিয়াছেন। "প্রজাপতিরকাময়ত অশ্বমেধেন যজেয়মিতি" প্রজাপতি ইচ্ছা করিলেন, আমি অশ্বমেধ যজ্ঞ করিব। "রাজা বা এষ যজ্ঞানাং যদশ্বমেধঃ।" এই যে অশ্ব-মেধ, ইহা সকল যজ্ঞের রাজা। ইত্যাদি মন্ত্রে, ক্রমে অশ্বমেধ যজ্ঞের উৎপত্তি, ইতিহাস, ইতিকর্ত্তব্যতা, এবং তাহার ফল প্রভৃতি সমুদায় বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। এতদনুসারেই অথর্ব্ববেদীয় বৈতান সূত্র রচিত হইয়াছে। শতপথব্রাহ্মণ যেরূপ ক্রমে বলিয়াছেন, বৈতানসূত্রও সেই রূপ ক্রমে লিখিত আছে। যথা—সপ্তমাধ্যায়ে "অথাশ্বমেধঃ। ১৪। ফাল্গুন্যা সপ্তমীমষ্টমীং চতুর্দ্দশীমুপবসতি। ১৫। জনাযা মানবাজ্ঞী স্নাতকে বরম্। ১৬। আগ্নেয়ীভিঃ পৌষী চ। ১৭। বালবংশা ভবত্যশ্বম্। নিযুজ্যমানমনুমন্ত্রয়তে। ১৮। ইত্যাদি।

কাত্যায়নীয় শ্রৌত সূত্রের বিংশতিতম অধ্যায়েও এই যজ্ঞের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। উপাধ্যায় কর্কাচার্য্য তাহার উত্তমবৃত্তি রচনা করিয়া গিয়াছেন। "রাজধর্মীঽশ্বমেধঃ সর্ব্ব-কামস্য।" এইটিই তাহার প্রথম সূত্র। অত্রকর্কাচার্য্যঃ—রাজনন্দীঽভিষেকবতি অভিষিক্তে বর্ত্তত ইত্যেতং প্রদর্শনার্থে। তথাচ শ্রুতিবচনং যদশ্বমেধঃ (১৩, ৪, ১, ২)। প্রজাপতিরশ্বমেধেন যজেতেতি (১, ৫, ২)। রাজ্ঞী যজ্ঞঃ রাজযজ্ঞঃ স রাজ্ঞকর্ত্তৃকযাগাদিরিতি।

অশ্বমেধ ইতি বিরোচয়ন্ যস্যাশ্বমীর্ণামধেয়ম্। য সর্ব্বকামস্য ভবতি।” ইত্যাদি।

অর্থাৎ রাজ শব্দের অর্থ অভিষিক্ত ক্ষত্রিয়। অশ্বমেধ তাহাদেরই যজ্ঞ, ব্রাহ্মণ ও বৈশ্যের নহে। “অশ্বমেধ” এই শব্দটী যজ্ঞ বিশেষের নাম, অশ্ব থাকাতে নামের সার্থক্যও আছে। ইত্যাদি।

যাহা এই যজ্ঞের প্রধান অংশ তাহাই এস্থলে শতপথ ব্রাহ্মণ, তৈত্তিরীয় যজুঃসংহিতা, বৈতান সূত্র, কাত্যায়ন সূত্র ও জৈমিনীয়াশ্বমেধ, এই সকল গ্রন্থ হইতে উদ্ধার করিলাম। উল্লিখিত গ্রন্থনিচয় হইতে উহার ক্রম-পরিপাটী ও প্রধান প্রধান দ্রব্য ও দেবতার বিষয় সংক্ষেপে পরিচয় প্রদান করিতেছি।

এই যজ্ঞের প্রধান পশু অশ্ব। তদ্ভিন্ন ছাগ প্রভৃতি অন্যান্য পশুও এই যজ্ঞে আবশ্যক হইয়া থাকে। যজ্ঞমণ্ডপের দ্বারদেশে একবিংশতি যূপ উচ্ছ্রিত করা হয়।*

এই সকল যূপের মধ্যবর্ত্তী যূপস্তম্ভে যজ্ঞীয় অশ্ব বন্ধন করা হয়। অন্যান্য পশু অন্যান্য যূপে আবদ্ধ করা হয়।

---

* কৃষ্ণ যজুঃ সংহিতায় ১ কাণ্ডের ৪ প্রপাঠকে ৪৫ অনুবাকের ভাষ্যে লিখিত আছে “একো যূপো বৈকাদশিনী বা অন্যেষাং যজ্ঞানাং যূপা ভবন্তি। একবিংশিন্যশ্বমেধস্য” ইত্যাদি। অর্থাৎ অন্যান্য যজ্ঞে এক অথবা একাদশ যূপ আবশ্যক হয় অশ্বমেধে একবিংশতি যূপ লাগে।

অনন্তর কএকটী বেদমন্ত্রের দ্বারা সেই যজ্ঞীয় অশ্বের সংস্কার সমাধা করিয়া যথেচ্ছা সঞ্চরণের নিমিত্ত তাহাকে মহারাজের আজ্ঞাক্রমে মুক্ত করা হয়। রক্ষার নিমিত্ত অস্ত্রশস্ত্রধারী বীর রাজকুমারগণ তাহার অনুগমন করেন। যাঁহারা অশ্বরক্ষক হন, মহারাজা তাঁহাদিগের প্রতি এইরূপ অনুজ্ঞা করেন যে, তোমরা এই অশ্বকে বাড়বানল, দাবানল, জল, ও বিবিধ সঙ্কট, স্থান হইতে সাবধানে রক্ষা করিবে। এ যখন পররাজ্যে সঞ্চরণ করিবে তখন যদি কোন রাজা ইহাকে নিরুদ্ধ করে, তবে তোমরা তাহাকে পরাজয় করিয়া অশ্বের উদ্ধার করিবে। যে যে ইহার বিরোধী হইবে, তোমরা তৎক্ষণাৎ তাহাদের প্রতিবিধান করিবে। যজ্ঞাশ্বরক্ষা করার ফল আছে, যাও, তোমাদের কুশল হউক।”

অনন্তর রাজকুমারেরা সকল দিকেই অশ্বকে সঞ্চারিত করিয়া পুনর্ব্বার যজ্ঞস্থানে আনয়ন করেন। এই কার্য্যে অন্যূন ছয় মাস, অনধিক এক বৎসর কাল অতিবাহিত হয়। এক বৎসরের মধ্যে ফিরিয়া আসাই বিধি, বিঘ্নক্রমে অধিক কাল হইলে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া যজ্ঞ সমাপ্ত করিতে হয়। যিনি রাজাধিরাজ মহারাজ ক্ষত্রিয়চূড়ামণি, তিনিই এই যজ্ঞে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। সুতরাং তাঁহার প্রতাপবলে ইহা সুসম্পন্ন হইয়া থাকে। অশ্ব ফিরিয়া আসিলে সংজ্ঞপন ধর্ম্মে তাহাকে বধ এবং হোমকার্য্য সমাপ্ত করা হয়।

জৈমিনীয়াশ্বমেধ গ্রন্থে এতৎ সম্বন্ধে যেরূপ বিধি ব্যবস্থা আছে, তাহাও এস্থলে প্রদান করিতেছি।

যুধিষ্ঠির উবাচ।

ব্রাহ্মণাঃ কতিসংখ্যাকাঃ হবিষা কীদৃশী মতাঃ।
হয়শ্চ কীদৃশো ভাব্যস্তন্মে ব্যাখ্যাতুমর্হসি ॥ ৩৮ ॥

ব্যাস উবাচ।

দ্বিজা বিংশতিসাহস্রা মন্ত্রাঢ্যা সম্প্রকীর্তিতাঃ।
কুলীনাঃ সুব্রতাঃ শান্তা বেদশাস্ত্রার্থপারগাঃ।
একৈকস্মৈ দ্বিজায়াঽশ্ব হবিষা প্রবদামি তে ॥ ৩৯ ॥
একোনমেকো দেয়শ্চৈকোঽশ্বমেধেকঃ সকাঞ্চনঃ।
প্রত্যেকং গোসহস্রঞ্চ একসহস্রং সকাঞ্চনম্ ॥ ৪০ ॥
ভারশ্চ কাঞ্চনস্যৈকঃ প্রদেয়া হবিষ্ক মখে।
যস্মিন্ দিনে হয়ো রাজন্ মুচ্যতে প্রথমা হি সা ৪১।
হবিষা কথিতা হ্যেষা তুরগং কথয়ামি তে।
ক্ষীরোদসমবর্ণঞ্চ কুন্দেন্দুহিমসন্নিভম্ ॥ ৪২ ॥
পীতপুচ্ছং শ্যামকর্ণং সর্বতোগতিসুন্দরম্।
শ্যামশ্চাপি মণীপাশ্চ যস্যঽস্মিন্ তুরঙ্গবিদঃ ॥ ৪৩
চৈত্র মাসস্য রাকায়াং মোচ্যোঽয়ং তুরগোত্তম।
বর্ষমাত্রং রক্ষণীয়ঃ সর্বযোধৈর্মহাবলৈঃ ॥ ৪৪ ॥
পুনী বা পাণ্ডবঃ শূরো রক্ষার্থে নিযুজ্যতে।
স্বয়ং যঃ কুরুতে যজ্ঞমশ্বপদমূলং ব্রজেৎ ॥ ৪৫ ॥

যাজ্ঞ, প্রাজ্ঞ, এবং বেদশাস্ত্রে পারগ। এই যজ্ঞে প্রত্যেকের উদ্দেশে যেরূপ দক্ষিণা বিহিত আছে তাহা বলিতেছি। ৩৯

এক হস্তী, এক রথ, এক কাঞ্চনভূষিত অশ্ব, সহস্র গো, (অথবা মূল্য) প্রস্থ-পরিমিত কাঞ্চনান্বিত রত্ন, এবং কেবল সুবর্ণও দক্ষিণা প্রদান করিতে হয়। মহারাজ! যে দিনে অশ্ব ত্যাগ করা হয়, সেই দিনের দক্ষিণা প্রথম দক্ষিণা। ৪১।

হে মহীপাল! এই যজ্ঞের দক্ষিণার কথা বলা হইল, এক্ষণে মনোজ্ঞ অশ্বের কথা বলিতেছি। দুগ্ধ, কুন্দফুল, কিংবা চন্দ্ররশ্মির সদৃশ বর্ণবিশিষ্ট, পীতপুচ্ছ, শ্যামবর্ণ, সর্ব্বপ্রকার ও উত্তম গতিশক্তিসম্পন্ন অশ্ব আবশ্যক হয়। শ্যামবর্ণ অশ্ব হইলেও হানি নাই। ৪৩।

রাজন্! চৈত্রী পূর্ণিমা তিথিতে অশ্ব মোচন করিতে হয়। এক বৎসর পর্য্যন্ত যুদ্ধবিশারদ মহাবল ক্ষত্রিয় সমূহ দ্বারা তাহার রক্ষা করিতে হয়। ৪৪।

পুত্র কি অন্য কোন শূর বান্ধবকে অশ্ব রক্ষার্থে নিযুক্ত করিয়া যজ্ঞকর্ত্তা স্বয়ং "অসিপত্র" ব্রতের অনুষ্ঠান করিবেন। হে রাজেন্দ্র! সংযত থাকিয়া এই কার্য্য করিবেক, কোন প্রকার বিচারণা করিবেক না। এই এক বৎসর নারী-ভোগ ব্যতীত অন্যান্য অভীপ্সিত বস্তু ভোগ করিতে পারিবেক। ৪৬।

অশ্বের প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত ভোগ বিমুখ হইয়া নারীর সহিত এক শয্যায় শয়ন করিতে হইবেক। ইহা বড় সহজ ব্রত নহে। (ইহা খড়্গাধারে শয়নের তুল্য বলিয়া অসিপত্র নামে খ্যাত) ৪৭।

অশ্বের প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত অতিশয়িত যত্ন ও ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া বাস করিবেক। যে যে স্থানে অশ্ব পুরীষ অথবা মূত্র পরিত্যাগ করিবেক, সেই সেই স্থানে গোদান ও হোম করা কর্ত্তব্য। যাহারা হোম করিবেক, দক্ষিণা দান দ্বারা তাহাদিগকে পূজা করা কর্ত্তব্য। এ বিষয়ে সংশয় নাই। ৪৮—৪৯। অশ্বের ললাট প্রদেশে আপনার নাম ও প্রতাপ-চিহ্ন-যুক্ত কাঞ্চন-পত্র বাঁধিয়া দিবেক। এবং এই বাক্য উচ্চারণ করিবেক যে, "আমি এই উৎকৃষ্ট অশ্ব বিযুক্ত করিলাম, যদি কেহ বলবান্ রাজা থাকেন, তবে তিনি যেন ইহাকে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করেন। ৫০—৫১। কিন্তু যে ব্যক্তি ইহা গ্রহণ করিবেক, তাহাকে বলপূর্ব্বক জয় করিতে হইবেক। হে বীর! এইরূপ বিধানেই এই যজ্ঞ সম্পন্ন হইয়া থাকে। "অসিপত্র" ব্রতযুক্ত এই অশ্বমেধ যজ্ঞে অনন্ত ফল হইয়া থাকে। পূর্ব্বকালে ইন্দ্র এইরূপ বিধানে শত অশ্বমেধ করিয়াছিলেন। ৫৩।

উল্লিখিত বিধানে অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাধা করিয়া যজমান মহাসমারোহে স্নান করিয়া থাকেন। এই স্নানের নাম

"অবভৃথ"। সমস্ত মহাযজ্ঞেই এই স্নান বিহিত আছে। মহর্ষি মনু বলিয়াছেন,—

"শিষ্ট্বা বা ভূমিদেবানাং নরদেবসমাগমে।
স্বমেনোঽবভৃথে স্নাতো হয়মেধে বিমুচ্যতে।"

ঋত্বিক ও যজমান একত্র মিলিত হইয়া যখন অশ্বমেধ যজ্ঞের অবভৃথ স্নান করেন, তখন অন্য পাপীও তৎসঙ্গে স্নান করিলে (আপনার পাপ খ্যাপন পূর্ব্বক) বিশুদ্ধ হইতে পারেন।

প্রাচীন কালের অশ্বমেধ যজ্ঞ এইরূপ, পরন্তু এতদ্ভিন্ন ইহার অন্যান্য অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঙ্গ আছে। বাহুল্য ভয়ে সে সকল এ স্থলে গ্রথিত করিলাম না।

পুরুষমেধ-যজ্ঞ।

ইহা একটী ভয়ানক লোমহর্ষণ ব্যাপার। প্রাচীন কালে ইহা অনুষ্ঠিত হইত কি না, তাহা জানি না কিন্তু শুক্ল যজুর্ব্বেদে * এ বিষয়ের প্রথম উল্লেখ দেখা যায়। অনেকে অনুমান করেন নরবলি তান্ত্রিক কাল হইতেই প্রচলিত কিন্তু তাহা নহে; উহা বৈদিক কালের পুরুষমেধের রূপান্তর মাত্র। কারণ, মাধ্যন্দিনী শাখার শতপথ ব্রাহ্মণে এই যজ্ঞের বিস্পষ্ট উপদেশ আছে।

যথা—"অথ যস্মাৎ পুরুষমেধো নাম।
ইমে বৈ লোকাঃ পুরমেব পুরুষো যোঽয়ং
পবতে সোঽস্যাং পুরিশেতে তস্মাৎ পুরুষ-
স্তস্য যদেষু লোকেষন্নং তদস্যান্নং মেধ—"ইত্যাদি—

---

* আমরা ইহার প্রমাণ আর্য্যসম্প্রদায়ের আচার ব্যবহার প্রস্তাবে উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছি।

(উত্তরভাগের ষষ্ঠাধ্যায় দেখ)। অর্থ এই যে, যে কারণে যজ্ঞের "পুরুষমেধ" নাম, তাহা ব্যাখ্যাত হইতেছে। এই লোক পূর্ণ করিতেছেন বলিয়া "পুরুষ"। এই যিনি বাহিরে পবিত্র করিতেছেন (অর্থাৎ বায়ু) তিনিই এই পুরি অর্থাৎ শরীরে বাস করিতেছেন। এই হেতু ইহার নাম পুরুষ। এইরূপে ক্রমে "পুরুষ" শব্দের নিরুক্তি, "মেধ" শব্দের নিরুক্তি, যজ্ঞের উপর "পুরুষমেধ" নামের প্রবৃত্তি, এবং এতাদৃশ যজ্ঞে কি কি কার্য্য করিতে হইবে সমস্তই এই অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে। মহর্ষি কাত্যায়ন তাঁহার শ্রৌত সূত্রে এই যজ্ঞের কার্য্যবিভাগ সমস্ত উত্তম রূপে নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। যথা—"পুরুষমেধস্ত্রয়োবিংশতিদীক্ষা দ্বিষ্টা কামস্য।" (১) "ব্রাহ্মণ রাজন্যয়োঃ" (২) অগ্নিষ্টোমাবভিতোহতিরাত্রো উক্থ্যয়মঃ"। (৩) "নাবন্তীঽগ্নিষোমীয়াঃ" (৪)। (ইত্যাদি এক-বিংশ অধ্যায় দেখ।)

উল্লিখিত কাত্যায়ন-সূত্র-নিচয়ের দ্বারা পুরুষমেধের এইরূপ সংক্ষেপার্থ সংকলন করা যায়। "সকল প্রাণীর শ্রেষ্ঠ হইব" এইরূপ কামনা-বিশিষ্ট পুরুষেরা পুরুষমেধের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় এই উভয় জাতিই এই যজ্ঞের অধিকারী। বৈশ্য ও শূদ্রেরা করিতে পারিবেন না। ইহা এক প্রকার পঞ্চরাত্র যজ্ঞ। ইহার আদ্যন্তে "অগ্নিষ্টোম" যজ্ঞ এবং মধ্যে "অতিরাত্র" যজ্ঞ। এই যজ্ঞের পঞ্চ ব্রাহ্মণ

অথবা ক্ষত্রিয় হওয়া আবশ্যক। যাজক ব্রাহ্মণ হইলে ব্রাহ্মণ পশু, ক্ষত্রিয় হইলে, ক্ষত্রিয় পশু ‡। এই যজ্ঞের দক্ষিণা অশ্বমেধের সমান কিন্তু ব্রাহ্মণ যাজক হইলে তাঁহাকে সর্ব্বস্ব দক্ষিণা দিতে হয়। পশ্চাৎ অরণ্য প্রবেশ অর্থাৎ সন্ন্যাস-ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে হয়।

অথর্ব্ববেদের বৈতান সূত্রেও এই রূপ ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়। যথা—

"পুরুষমেধোঽশ্বমেধবত্" (১০) "যজমানস্য বিজিতং সর্বং সর্বজিতি জনপদস্তুত্যৈঃ শ্রাবয়তি (১২) পুরুষমেধ অশ্বমেধের ধর্ম্ম ক্রমেই অনুষ্ঠিত হইবেক। যাজকের সমস্তই জয় করা হইয়াছে, পুরোহিত ইহা জনপদবাসীকে শ্রবণ করাইবেন।

যাজক যদি ব্রাহ্মণ হন, তবে ব্রাহ্মণ পশু, এবং ক্ষত্রিয় হইলে ক্ষত্রিয় পশু, এবং অলাভ হইলে শত্রু জয় করিয়া তাহাকেই পশু করিয়া এই যজ্ঞ করিবেক। (১৩) তাহাকে স্নান করাইয়া, অলঙ্কার পরাইয়া, উৎসর্গ করিবেক, এবং

---

* কাত্যায়ন সূত্রের বৃত্তিকার কর্কাচার্য্য একটী শ্রুতি প্রমাণ দিয়া বলিয়াছেন, যে, পুরুষ পশু বধ করিতে হয় না, পর্য্যগ্নিকৃত করিয়া উৎসর্গ মাত্র করিতে হয়। যথা—"কপিঞ্জলাদিবত্তুৎসৃজন্তি মাত্রমাহোত" (শ্রুতি) "পর্য্যগ্নিকৃতানুৎসৃজন্তীর্থং।" (বৃত্তি) অর্থাৎ কপিঞ্জল পক্ষী প্রভৃতির ন্যায় ইহাকে কেবল মাত্র পর্য্যগ্নিকৃত (অগ্নিপ্রদর্শন) করিয়া উৎসর্গ (ত্যাগ) করিবেক।

"সহস্রবাহু পুরুষঃ" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ দ্বারা আমন্ত্রণ করিবেক (১৯) ইত্যাদি ইত্যাদি (সপ্তম অধ্যায় দেখ)।

"হরিবোধিঃ মাদিপে প্রিয়মানম্" "হরিবোধি" ইত্যাদি ঋক্ মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে বধস্থানে লইয়া যাইবেক। "হ্রীনাভৌ নব মুষিনী" ইত্যাদিক্রমে ঋক্ মন্ত্র দ্বারা নিপাতন এবং "ছহুবযাভমায় ছাবস্তেনীঃ" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা সংজ্ঞপ্ত অর্থাৎ বধ করিবেক।

এই যজ্ঞের অপর নাম "সাজাপত্য হষ্টি"। এই ভয়ানক যজ্ঞকাণ্ড বৈদিক কালেই লোপ হইয়াছিল।

রাজাভিষেক পদ্ধতি।

রামায়ণ, মহাভারত ও অন্যান্য পুরাণে প্রাচীন হিন্দু-রাজাদিগের রাজাভিষেক সম্বন্ধে নানা কথা শুনা যায় এবং তাহা কিরূপে অনুষ্ঠিত হইত তাহা জানিবার জন্য অনেকেরই ইচ্ছা সমুদ্ভূত হইতে দেখা যায়। বস্তুতঃ তৎকালের হিন্দুরাজাদিগের রাজাভিষেক পদ্ধতি জানা না থাকাতে অনেকেই সেই সেই প্রস্তাব পাঠে অতৃপ্ত হইয়া থাকেন, ইহা দেখিয়া আজ আমরা তাঁহাদের সুগোচরার্থ এই প্রবন্ধ লিখিতে বাধ্য হইলাম।

বর্ত্তমান হিন্দুরাজগণ এই কার্য্য কিরূপে সম্পন্ন করিয়া থাকেন, তাহা আমরা সুন্দররূপে জ্ঞাত নহি। যাহাই হউক, বর্ত্তমান রাজগণের অভিষেক-প্রণালী আমাদের বর্ণনীয় বস্তু নহে। প্রাচীন কালের আর্য্য নরপতিগণ যেরূপে অভিষিক্ত হইতেন, তাহাই এ প্রবন্ধে হইবেক।

অভিষেকের বিধি।

হিন্দুরাজগণের মধ্যে কোন্ সময়ে অভিষেক বিধি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহা অনুসন্ধান করিলে জানা যায় যে উক্ত বিধি যজুর্ব্বেদের সময়েই সর্ব্ববাদিসম্মত ও সর্ব্বাঙ্গ সম্পন্নরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। যজুর্ব্বেদে রাজসূয় যজ্ঞের অধিকারী নির্ণয় প্রসঙ্গে "য এষ মূর্দ্ধাবষিক্তো রাজা রাজসূয়েন যজেত" এইরূপ লিখত হইয়াছে। অনন্তর যজুর্ব্বেদোক্ত বিধির অনুসরণ করিয়া অথর্ব্ববেদ তাহার প্রকৃত অনুষ্ঠান পদ্ধতি করিয়াছেন, ইহাও দৃষ্ট হয়। অতএব, রাজাভিষেক প্রথা বা ব্যাপারটী এদেশের বহু পুরাতন। অথর্ব্ববেদে যে অনুষ্ঠান-সূত্র লিখিত হইয়াছে, বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর, দেবীপুরাণ ও অগ্নি পুরাণ প্রভৃতি তাহাই বিশদ ও বিস্তৃত করিয়া স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পদ্ধতি প্রনয়ন করিয়া গিয়াছেন।

অভিষেকের উপর ব্রহ্মণগণের কর্তৃত্ব।

মহাত্মা মনুর সময়ে, রাজ্যাভিষেকের সহিত ধর্ম্মের সংস্কৃষ্টতা ও ব্রাহ্মণদিগের কর্তৃত্ব ছিল। যথা—

"ব্রাহ্মং প্রাপ্তেন সংস্কারং ক্ষত্রিয়েণ যথাবিধি।
সর্ব্বস্যাস্য যথান্যায়ং কর্ত্তব্যং পরিরক্ষণম্।"

राज्ञां संस्कारं—ब्राह्मणैः कृतं अभिषेकम्।

অর্থাৎ ব্রাহ্মণেরা যে ক্ষত্রিয়কে বিধিবিধানক্রমে অভিষেক (রাজ্যাধিকার দান) করেন, সেই অভিষিক্ত ক্ষত্রিয়ই ন্যায়ানুসারে এই সমস্ত প্রজার রক্ষণাবেক্ষণ করিতে পারিবেন, অন্যে নহে। প্রজাপালন করাই অভিষিক্ত ক্ষত্রিয়ের প্রধান ধর্ম্ম। এই মনুর বচন দ্বারা জানা গেল যে, পূর্ব্বে ব্রাহ্মণেরাই এদেশের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা ছিলেন, তাঁহারাই ক্ষত্রিয়দিগকে রাজ্যাধিকার দান করিতেন।

অভিষেকের কাল।

চৈত্রমাস, মলমাস, ও বর্ষা ঋতুতে অভিষিক্ত হইবেক না। শনি ও মঙ্গল বার ভিন্ন বারে, চতুর্থী, চতুর্দ্দশী ও নবমী ভিন্ন তিথিতে এবং শ্রবণা, অশ্বিনী, পুষ্যা ও জ্যেষ্ঠা নামক নক্ষত্রে রাজ্যাভিষেক প্রশস্ত। শুক্রাস্তাদি জন্য কালাশুদ্ধিতেও ইহার নিষেধ আছে। এই কালনিয়ামক ব্যবস্থা সম্বন্ধে বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর বলেন, যে, "मृते राज्ञि न कालस्य नियमोऽत्र विधीयते।" যদি পূর্ব্বরাজার মৃত্যু হওয়ার পর অন্য রাজাকে অভিষেক করা আবশ্যক হয়, তবে সেই অভিষেক্তব্য রাজা আপাততঃ সামান্য স্নান (তিল সর্ষপাদির দ্বারা) ও জয় ঘোষণা করিয়া অন্য এক সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া রাজকার্য্য করিবেন, পশ্চাৎ উপযুক্ত শুভ দিনে যথাশাস্ত্র

অভিষিক্ত হইবেন। আর মূল রাজা যদি জীবিত থাকিয়া কোন উপযুক্ত কারণ বশতঃ অন্য কোন ব্যক্তিকে রাজা করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে আর অভিষেকব্য ব্যক্তিকে পূর্ব্বোক্ত বিধির অনুষ্ঠান করিতে হইবে না। তিনি একেবারে অভিষেক ও রাজাসন গ্রহণ করিতে পারিবেন।

অভিষেকের দ্রব্যাদি।

মন্ত্রী, পুরোহিত, দৈবজ্ঞ ও কতিপয় প্রজা। যজ্ঞীয় বেদী। সুবর্ণ কলশ। চারি বেদের পুরোহিত ব্রাহ্মণ। পার্ব্বত্য মৃত্তিকা, বল্মীক মৃত্তিকা, গজদন্ত মৃত্তিকা, সরোবরের ও হ্রদের মৃত্তিকা, দেবালয় মৃত্তিকা, ইন্দ্রালয় মৃত্তিকা, রাজপ্রাঙ্গণ মৃত্তিকা, সমুদ্রসঙ্গম বা নদীসঙ্গম মৃত্তিকা, নদীকূল মৃত্তিকা, বেশ্যাদ্বার মৃত্তিকা, গজবন্ধন স্থান মৃত্তিকা, অশ্ববন্ধন স্থান মৃত্তিকা, গোষ্ঠমৃত্তিকা, রথ চক্র মৃত্তিকা, পঞ্চগব্য, ভদ্রাসন (ভদ্রাসন কি? তাহা পশ্চাৎ বলা যাইবেক,) সুবর্ণ কলশ, রৌপ্য কলশ, তাম্র কলশ, মৃত্তিকা কলশ, (এই সকল কলশ যথাক্রমে ঘৃত, দুগ্ধ, দধি ও জল পরিপূরিত থাকিবেক।) মধু, কুশা, সহস্র ছিদ্র যুক্ত কলশ, সর্ব্বপ্রকার সুগন্ধ, সর্ব্বপ্রকার বীজ, পুষ্প, মাল্য, ফল, নবরত্ন, নদীজল, সরোবরজল, কূপজল, চতুর্দ্দিকস্থ চতুঃসমুদ্রের জল,

অভাবে গঙ্গাজল, তদভাবে ব্রাহ্মণেরা যে জল বলিবেন সেই জল, কিংবা যমুনার জল, নির্ঝর জল, ছত্রধারী, চামরধারী, বেত্রধারী, নানা প্রকার বাদ্য, সর্ব্বৌষধি ও মহৌষধি, ক্ষীরী বৃক্ষের শাখা, দর্পণ, ঘৃতকুম্ভ, উষ্ণীষ, শুভ্র বস্ত্র, নানা প্রকার অলঙ্কার ও অস্ত্র, বিষ্ণু ও ব্রহ্ম পূজার দ্রব্য, অষ্ট পট্ট, (অষ্ট পট্ট, কি? তাহা বলা যাইবেক) বৃষাদি সপ্ত প্রকার পশু, অশ্ব, হস্তী, রথ, দানার্থ গাভি, তিল, স্বর্ণ, রৌপ্য, দুগ্ধ, দধি, ঘৃত, মোদক, ও মহাদান (অশ্ব হস্তী প্রভৃতি) মঙ্গলদ্রব্য, বাণ, ধনু, খড়্গ, এবং হোমের দ্রব্য।

অভিষেকের পদ্ধতি।

অভিষেচ্য অর্থাৎ ভবিষ্যৎ রাজা এই সকল দ্রব্য আয়োজন করিয়া শুভদিনে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চতুর্ব্বিধ প্রজার দ্বারা অভিষিক্ত হইবেন। অভিষেকের দিন

---

(১) অথর্ব্ব বেদের গোপথ ব্রাহ্মণে যে সংক্ষিপ্ত রাজাভিষেক পদ্ধতি উক্ত হইয়াছে তাহা এইরূপ—

" अथ राज्ञोऽभिषेकविधिं व्याख्यास्यामो [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

অবধারিত হইলে তাহার পূর্ব্বে কোন এক দিবসে পুরোহিতের দ্বারা "ঐন্দ্রী শান্তি" নামে এক প্রকার শান্তি কার্য্য আছে, তাহার অনুষ্ঠান করিতে হয়। কি রূপে ঐন্দ্রী শান্তি করিতে হয়, এস্থলে তাহাও ব্যক্ত করা আবশ্যক বিধায় লিখিত হইল। (২)

तत्र अथातः शौनकीयमतादौ राजजा अथातस्त्वाग्रायणादी अनुमत्या श्वान् [?] शरदि वा अर्द्धमुती मासि मास इन्दु-हर्केन पूर्वविना वेदीमध्ये संस्थाप्य कुम्भे विकमेकैकं दद्यात्। सर्वार्थं सर्वरत्नान् सर्ववीजानि च प्रक्षिप्य उभयैरपराजितै रायुधैः सच्छत्रैः सौवर्णैश्चम्पातान् संभारैः संविशल्यैश्च राजतेषु भैषज्यैरंहो मृत्पात्रेषु संवेश संपम्याभ्यां तातीयैः प्राक् सूक्तैन च कलशेषु। ततस्तान् कलशान् स्त्रीणां स्त्रीभिः पविविधैः रभिहुतैः राजानमभिषिञ्चेत्। भूमिमिन्द्रियस्य वर्द्धय भाविषं मे इति सिंहासनमारूढ़मभि मन्त्रयेत्। एवमभिषिक्तस्तु दद्यान् प्राक्तोयात् विजेभ्यश्च दद्यात् गोशतं सहस्त्रेभ्यः कर्ण ग्रामवरं विपुलं यशः प्राप्नोति मुक्तश्च सदा जितशत्रुः सदा भवेत्।"

এই অথর্ব্ব বেদোক্ত পদ্ধতিটী পৌরাণিক পদ্ধতির মধ্যে নিবিষ্ট আছে; সুতরাং ইহার স্বতন্ত্র বঙ্গানুবাদ করিতে হইবেক না। পৌরাণিক পদ্ধতির অনুবাদ দেখিলেই ইহার অর্থ প্রতীত হইবেক।

(২) এই ঐন্দ্রী শান্তির বিধি ও অনুষ্ঠান পদ্ধতি বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত রাজাভিষেক প্রস্তাবে প্রকাশ আছে। সেই দীর্ঘতম সূত্রটী আমরা এস্থানে

পুরোহিত অভিষেকের পূর্ব্বে কোন এক শুভ দিনে মাস পক্ষ তিথ্যাদির উল্লেখ পূর্ব্বক "অমুকনাম রাজাভিষেকার্থ বেদী স্থাপনমহং করিষ্যামি" এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া গণপতি পূজা ও হোতা আচার্য্য ব্রহ্মা সদস্য এই চতুর্ব্বিধ ঋত্বিককে বরণ করিবেন। পরে, "অগ্ন্যহং ব্যসব বিলক্ষিতাদি মাধয়া। রাজ্যানুকূল্য বহুমত কর্মাদি প্রসাধ্বে।" এই মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে দাত্র গ্রহণ করিবেক। পরে কতক গুলি কুশা লইয়া "অপক্রামন্তু সর্ব্বদ্" এই বলিয়া সে গুলির মূলদেশ ত্যাগ করিয়া কিঞ্চিৎ উপরিভাগে ছেদন করিবেক। অনন্তর "ধীবৎসৈ ভূমি বর্দ্ধিহ—" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করত ভূমিকে নমস্কার করিয়া সেই স্থানে বেদী নির্ম্মাণ করিবেক। এই বেদীর মধ্যে কুণ্ড বা স্থণ্ডিল রচনা করিবেক। এই বেদীর উপরে অপর এক মহা বেদী প্রস্তুত করিবেক (কিরূপে বেদী নির্ম্মাণ করিতে হয়, তাহা অনাবশ্যক বোধে লিখিত হই ল না।) এই মহা বেদীব মধ্যে "ধীবাৎসৈ ভূমি বর্দ্ধিহ" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠসহকারে একটী গর্ত্ত খনন করিবেক। সেই গর্ত্তটী পুনর্ব্বার মৃত্তিকান্তর দ্বারা "যতো জাত সপ্তাশুঃ—" ইত্যাদি

শেষে উদ্ধৃত করিব। অনেক সংস্কৃত কথা একত্র থাকিলে সংস্কৃতানভিজ্ঞ লোকের প্রস্তাব পাঠে অসুখ জন্মে বলিয়াই, আমরা সংস্কৃতাংশ অল্প পরিমাণে উদ্ধৃত করিলাম।

মন্ত্রপাঠ করত প্রপূরিত করিবেক। অনন্তর এই মহাবেদীর উপরে 'অরজা নঃ পৃথ্বী অনাবা—' ইত্যাদি মন্ত্রপাঠ করিয়া বালুকা বিস্তৃত করিবেক। ইহাতেও কুণ্ড বা স্থণ্ডিল রচনা করিবেক। এবং প্রথম বেদীর মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক রেখা রচনাও করিবেক। (ইহার প্রত্যেক ক্রিয়াই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক করিতে হয়। সে সকল মন্ত্র ও অনুষ্ঠান-প্রকার বর্ণন করিতে গেলে প্রস্তাব কর্কশ হইবে। নিষ্প্রয়োজনে প্রস্তাব বাহুল্য ও কর্কশ করা অন্যায় বোধে সে সকল নিঃশেষরূপে উল্লিখিত হইল না এবং মন্ত্রের প্রথমাংশ মাত্র লিখিত হইল।) রেখারচনা ও তাহার সংস্কার কার্য্য সমাপ্ত হইলে তাহাতে শরৎপক্ব ধান্য ও যব ছড়াইয়া দিবেক। অনন্তর "এবৈষ ভূমিঃ পৃথিবী ছন্দা—" ইত্যাদি মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক জল প্রক্ষেপ করিবেক এবং "যজ্ঞায়তনং দীপ্তিমৎ ধত্তা ভূমেঃ সুখ ভবতঃ। ভূম্যৈ পর্জ্জন্যপত্নৈ নমোঽস্তু বর্ষমেদসে" এই বলিয়া পৃথিবীকে নমস্কার করিবেক। অনন্তর "আনয়ি জননী নিবসা—" ইত্যাদিমন্ত্রপাঠ সহকারে অগ্নি আনয়ন করিবেক। কাষ্ঠ-মন্থন-জাত অগ্নি উত্তম; অসদ্ভাব হইলে অনির্ব্বিষ্ণু অগ্নিই গ্রহণ করিবেক। সেই অগ্নি কাংস্যাদি পাত্রে রাখিয়া তাহাতে মন্ত্র-পাঠ পূর্ব্বক ব্রীহি ও যব প্রক্ষেপ করিবেক। অনন্তর সেই অগ্নি মন্ত্র পাঠ সহকারে বেদীতে স্থাপন করিবেক। অগ্নি যথাবিধি প্রজ্বলিত হইলে তাহাতে "আরাত্রি-

প্রথং—" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা তিনটী সমিধ প্রক্ষেপ করিবেক। ভবিষ্যৎ রাজা এই সময়ে সেই প্রজ্বলিত বহ্ন্যাদিতে "মন-খনী অা—" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া একটী সমিধ হোম করিবেন। পরে প্রজ্বলিত বহ্নির ঈশান কোণে একটী সুবর্ণ-নির্ম্মিত কিংবা রজতনির্ম্মিত অথবা তাম্রনির্ম্মিত জলপূর্ণ কলস স্থাপন করিয়া তাহা গন্ধ, পুষ্প, সর্ব্বোষধি, দূর্ব্বা, পঞ্চ পল্লব, পঞ্চ ত্বক, পঞ্চ গব্য, পঞ্চামৃত, সপ্ত প্রকার মৃত্তিকা, ফল, পঞ্চ-রত্ন, এক খণ্ড সুবর্ণ ও যুগ্ম বস্ত্রের দ্বারা অন্বিত করিবেন। এই সজ্জিত কলসটী যবপুঞ্জের কিংবা তণ্ডুলপুঞ্জের উপরে স্থাপন করিতে হইবেক। ইহার সম্মুখে অগ্নির পূর্ব্বভাগে গোচর্ম্মপরিমিত স্থান গোময় দ্বারা লিপ্ত করিয়া তাহাতে এক অচ্ছিন্ন বস্ত্র পাতিত করিয়া তদুপরি পঞ্চ বর্ণ গুণ্ডিকার দ্বারা এক অষ্টদল পদ্ম রচনা করিয়া তন্মধ্য ভাগে সুবর্ণনির্ম্মিত ইন্দ্র প্রতিমা স্থাপন পূর্ব্বক তাঁহাকে রাজার ন্যায় উপচার সকল মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক অর্পণ করিবেক। এস্থলে উপচার শব্দের অর্থ পাদোদক, আসন, স্নানজল, মধুপর্ক, কুণ্ডল ও অন্যান্য অলঙ্কার, ছত্র, চামর, ধ্বজ ও পতাকা প্রভৃতি। (এই সকল উপচার বা দানীয় দ্রব্যের দানের এক একটী স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র মন্ত্র আছে, তাহা উল্লেখ করিবার কোন বিশিষ্ট ফল দেখা যায় না। কেবল জানিবার জন্য লোকের কিঞ্চিৎ কুতূহল দেখা যায় বলিয়াই অভিষেকের ক্রমমাত্র দেখান

হইতেছে)। পূজা সমাপ্ত হইলে পর যজমান সমিধ গ্রহণ পূর্ব্বক পঞ্চাহুতি প্রদান করিয়া ব্রহ্ম স্থাপন করিবেন। ব্রহ্ম স্থাপনের প্রণালী এইরূপ—

প্রথমে "স্যোনা পৃথিবী ভব—" ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক এক খানি আসন প্রদান, পরে "অস্মিন্ কর্ম্মণি ত্বং সুখেন ভুবনপতে—" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া তদুপরি পূর্ব্ববৃত ব্রহ্মাকে উপবেশন করাইবেন। অনন্তর ব্রহ্মা "অহং ভূপতিরহং ভুবনপতিঃ—" ইত্যাদি মন্ত্র জপ করিবেন।

ইহার পর হোতা (যিনি হোম কার্য্যে ব্রতী হই-ছেন তিনি) এক মুষ্টি কুশা লইয়া, তাহা অগ্নিকুণ্ডের চতুর্দ্দিকে পাতিত করিবেন। ব্রহ্মাও সেই আস্তরণ কালে "ইদমহং ত্বা—" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবেন। এইরূপে কুশা-স্তরণ, তাহার সংস্কার, জল প্রসেক ও পর্য্যগ্নিকরণ প্রভৃতি কার্য্য সকল শেষ হইলে, যজ্ঞীয় পাত্র সকল মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক জল ও অগ্নির দ্বারা সংস্কৃত করিয়া লইবেন। পরে আহুতি দান আরম্ভ করিবেন। আহুতি দানের নাম হোম, তাহা এস্থলে অনেক প্রকার। প্রথম সপ্তা-হুতি। এই সপ্তাহুতির ৭টী ঋক মন্ত্র আছে। পরে উত্তর পূর্ব্বার্দ্ধ, তৎপশ্চাৎ দক্ষিণ পূর্ব্বার্দ্ধ হোম। তাহার পর অভ্যাতান নামক হোম। ইহাতে ১৭টী আহুতি সুতরাং ১৭টী মন্ত্র। ইহার পর উত্তরাজ্য হোম। ইহাতে

৫টী আহুতি ও পাঁচটী মন্ত্র। পরে সমৃদ্ধি হোম। সমৃদ্ধি হোমের পর সন্নতি হোম। সন্নতি হোমে ৪ আহুতি ও ৪ মন্ত্র। পরে স্বিষ্টিকৃৎ হোম। ইহাতে ১ আহুতি ও একটী মন্ত্র। তৎপরে একাদশ মন্ত্রের দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত হোম। অনন্তর স্থিতি হোম। স্থিতি হোমে পাঁচ আহুতি। পরে সংস্থিতি হোমে ৭ আহুতি। পরে স্বাহুতিকে সমান হোম বলে। (এই সকল আহুতি দানের পৃথক্ পৃথক্ মন্ত্র আছে—তাহা কস্মিন্ কালেও কাহারও আবশ্যক হইবার সম্ভাবনা নাই বলিয়া লিখিত হইল না)।

আহুতি দান সমাপ্ত হইলে, হোতা সেই সকল পূর্ব্বাস্তৃত কুশা সকল উঠাইয়া তাহা অগ্নিকুণ্ডে (মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক) নিক্ষেপ করিবেন। ইহার নাম বর্হির্হোম। পরে অবশিষ্ট ঘৃতাদি দ্রব্যও বহ্নিতে মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক নিক্ষেপ করিবেন। ইহার নাম সংস্রব হোম। পরে স্রুব অর্থাৎ আহুতি দানের পাত্র ইন্দ্র প্রতিমা সন্নিধানে স্থাপন করিয়া পুনর্ব্বার ইন্দ্রের পূজা করিবেন। পূজান্তে ইন্দ্রের ও তাঁহার পরিবার বর্গের উদ্দেশে মাষভক্তবলি নিবেদন করিয়া এই বলিয়া প্রার্থনা করিবেন। "ওঁ ইন্দ্র! ইমং ভক্ত বলিং মম যজমানস্য আয়ুষ্করো ক্ষেমকরো শান্তিকরো ভব।" ইহার পর দশটী মন্ত্রের দ্বারা দশ দিকে দশ দিক্ পতির উদ্দেশে বলি নিবেদন করিবেক। পরে ক্ষেত্রপালের উদ্দেশে মহাবলি

প্রদান করিবেক। তাহার মন্ত্র এইরূপ—"ঈষিষা ...
... বলি
প্রদত্ত হইবা মাত্র তাহা শূদ্র কি শূদ্রাজাতের দ্বারা চতুষ্পথে
কি তৎসদৃশ অন্য কোন স্থানে স্থাপিত করিবেক। অবশেষে
শুচি হইয়া ঐন্দ্রী শান্তির পূর্ণতা সিদ্ধির জন্য পূর্ণাহুতি দান
করিবেক। পূর্ণাহুতির দ্রব্য—আজ্য, বস্ত্রবেষ্টিত ও চন্দন
প্রক্ষিত নারিকেল ফল। পূর্ণহোমের পর পুনর্ব্বার সমিধ
হোম। পরে মুখমার্জনাদি কতিপয় ও সূর্য্যদর্শনাদি কতিপয়
ক্রিয়া মন্ত্রপূর্ব্বক অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। পরে অগ্নি বিস-
র্জ্জন, ব্রহ্ম উত্থাপন, উচ্ছিষ্ট মার্জ্জন, নমস্কার ও দক্ষিণা দান
করিবেক।

এইরূপে শান্তিকার্য্য সমাপ্ত হইলে রাজা পত্নীসমভি-
ব্যাহারে উপবিষ্ট হইবেন, এবং কুটুম্বমণ্ডল তাঁহাকে বেষ্টন
করিয়া বসিবেন। তৎপ্রকারে উপবিষ্ট রাজাকে পুরোহিতগণ
শান্তিকলসস্থ জলের দ্বারা অভিষেক, পরে আশীর্ব্বাদ করি-
বেন। অভিষেকের মন্ত্র অনেক, সুতরাং তাহা না লিখিয়া,
কয়েকটী সংক্ষেপ প্রতীক মাত্রের উল্লেখ করিতেছি। 'ঋষির
... ' "প্রবনীল ... " ইত্যাদি ৪টী মন্ত্র এবং
"... " ইত্যাদি ১৩টী মন্ত্র।

এই অভিষেকের পর রাজা সর্ব্বৌষধি লিপ্তাঙ্গে পবিত্র

জলে স্নান করিবেন, শুভ্র বস্ত্র ও শুভ্র মাল্যাদি পরিধান পূর্ব্বক সপত্নীক হইয়া আচার্য্য ও পুরোহিতদিগকে নমস্কার করিবেন এবং তাঁহাদিগকে বিবিধ দান দ্বারা পূজা করিবেন। দশ গাভি ও ততোধিক বৃষ, লাঙ্গল, অশ্ব, গ্রাম বা ভূমি, এই সকল দক্ষিণা দেয় বলিয়া বিহিত আছে। অবশেষে ১১ একাদশ সবৎসা ধেনু কোন সুব্রাহ্মণকে দান করিবার উপদেশ আছে। হস্তী, অশ্ব, ও বিবিধ রত্ন দানের বিধিও দৃষ্ট হয়। এই রূপে ঐন্দ্রী শান্তি সমাপ্ত করিয়া প্রকৃত দিনে রাজাভিষেকের অনুষ্ঠান করিবেন। সেই কার্য্য কিরূপে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, এক্ষণে তাহাই লিখিত হইতে চলিল।

* পুরোহিত ও অভিষেচ্য রাজা পূর্ব্ব দিনে উপবাসী থাকিয়া অভিষেক দিনের প্রাতে স্নান ও সন্ধ্যা বন্দনাদি নিত্য ক্রিয়া করণান্তে অভিষেক মণ্ডপে উপস্থিত হইবেন। শুভ্র বস্ত্র ও শুভ্র মাল্যাদি বিভূষিত ও কুশহস্ত রাজা পূর্ব্বাভিমুখে আসনোপরি উপবিষ্ট হইয়া দেবতাদিগকে নমস্কারান্তে পূজা সমাপ্ত করিয়া মাস পক্ষ ও তিথ্যাদির উল্লেখ পূর্ব্বক “অমুক রাজ যজমানা আমঃ অহং আস্মদুত্তর পুরোহিতাস্মো আস্মাক

---

* এই প্রারম্ভের পূর্ব্বে দৈবজ্ঞ ও পুরোহিত, অভিষেক্তব্য রাজার “রাষ্ট্রজয় রাজা” এই বলিয়া জয় ঘোষণা সভামধ্যে ও সর্ব্বত্র করিবেন। ইহার প্রমাণ বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে “জীবনিক্কা জয়ং আজ্ঞ আস্মৎ বৎ ভূবীক্ষিতা।” ইত্যাদিক্রমে উক্ত হইয়াছে।

সমিবীথবিধ্যে” এইরূপ সংকল্প করিয়া গণেশ পূজা, স্বস্তিবাচন, মাতৃকা পূজাদি আভ্যুদয়িকান্ত কার্য্য সমাধা করিলে, সাম্বৎসর অর্থাৎ দৈবজ্ঞ বা গণক পুরহিত,তিন জন ঋগ্বেদী ও যজুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য অমাত্য, এক জন সামবেদী ব্রাহ্মণ অমাত্য, কি যে কোন বেদবেত্তা ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় ও অমাত্যকে বরণ করিবেন। সেই ব্রতীদিগকে মধুপর্ক, কুণ্ডলাদি অলঙ্কার, বস্ত্রাদি পরিচ্ছদ প্রদান পূর্ব্বক ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এই চারি বর্ণের প্রধান প্রধান ব্যক্তিদিগের সমীপে দান মানাদির দ্বারা সৎকার করিয়া নিকটে বসাইবেন। পরে পুরোহিত শুভ্র বস্ত্রাবৃত ও শুভ্র মাল্যাদি ভূষিত মস্তকে উষ্ণীষ বন্ধন পূর্ব্বক হোম স্থানে উপস্থিত হইয়া হোমের আয়োজনাদি করিবেন। হোমকুণ্ডের উত্তরে কদলীবৃক্ষের তোরণ ও স্তম্ভদ্বারবিভূষিত স্নান শালার মধ্যে কি যবপুঞ্জের উপর ৯টা কলশ স্থাপন করিয়া তাহা তীর্থজলাদির দ্বারা প্রপূরিত করিবেন। সেই সকল কলশে সর্ব্বৌষধি, সর্ব্ব গন্ধ, সর্ব্ব রত্ন, সর্ব্ব প্রকার বীজ, ফল, ক্ষীরী বৃক্ষের শাখা ও ক্ষীরিণী লতার পল্লব নিক্ষেপ করিবেন। অনন্তর তাহা শুভ্র বস্ত্র ও শ্বেত মাল্যের দ্বারা বেষ্টিত করিবেন। সেই নব কলসের সমীপে একটি পঞ্চগব্যযুক্ত জলপরিপূর্ণ মৃত্তিকা কলস, একটি ঘৃতপূর্ণ সুবর্ণ কলস, একটি দুগ্ধ পূর্ণ রৌপ্য কলস, একটি দধিপূর্ণ তাম্র কলস এবং মধুপূর্ণ

মৃত্তিকা কলস স্থাপন করিবেন। তৎপার্শ্বে কুশোদকপূর্ণ মৃত্তিকা কলস, শতছিদ্রযুক্ত সুবর্ণ কলস, নদীজলপূর্ণ সরোবর জলপূর্ণ, কূপজলপূর্ণ ও চতুঃসমুদ্রোদকপূর্ণ কলস সকল স্থাপন করিবেন। এই সকল কলসের পরিমাণ উচ্চ ১৬ অঙ্গুল এবং ৫২ অঙ্গুল সূত্রের দ্বারা বেষ্টিত হয়, এইরূপ স্থূল হওয়া আবশ্যক।

এই সকল দ্রব্যসম্ভার অয়োজিত হইলে পুরোহিত আথর্ব্বণ গৃহোক্ত প্রণালী অবলম্বন করিয়া বহ্নিস্থাপন করিবেন। পরে পূর্ব্বোক্ত ঐন্দ্রী শান্তি প্রকরণোক্ত সপ্তদশ আহুতি প্রদান করিবেন। অনন্তর শর্ম্মগণ, বর্ম্মগণ, স্বস্ত্যয়নায়ুষ্য, অভয়া, অপরাজিতা, এতন্নামধেয় মন্ত্র সমূহের দ্বারা ঘৃতাহুতি প্রদান করিবেন (এই পঞ্চগণ মন্ত্রগুলি আথর্ব্বণ গৃহ্য পরিশিষ্টে উক্ত আছে, নিষ্প্রয়োজন বিধায় সে সকল মন্ত্র উদ্ধৃত করিলাম না) হোমকুণ্ডের নিকট যে কলস স্থাপিত হইয়াছিল, প্রত্যেক আহুতির উৎশিষ্ট ভাগ সেই সকল কলসে নিক্ষেপ করিতে হইবে। পুরোহিত এবম্প্রকারে হোম করিবেন, রাজা তাঁহার দক্ষিণ ভাগে দৈবজ্ঞ, সদস্য ও মন্ত্রী প্রভৃতির সহিত উপবিষ্ট হইয়া সেই হূয়মান অগ্নির সুলক্ষণ দুর্লক্ষণ দেখিতে থাকিবেন। অগ্নির আবার সুলক্ষণ দুর্লক্ষণ কি? যদি জানিতে ইচ্ছা হয়, এজন্য তাহার. দুই একটী কথা বলিতেছি,

তদ্দ্বারা প্রাচীন হিন্দুদিগের বিশ্বাসের গতি কিরূপ ছিল তাহা বুঝিতে পারিবেন।

"প্রসন্নার্চির্[illegible] স্নু[illegible]হিনীতি যঃ।
[illegible] স্বয়ং হৈম[illegible] হবিঃ।
যদা [illegible] মহাভাগ ! মহারা[illegible] বদেৎ। ইত্যাদি।

হূয়মান অগ্নির যদি কোন দুর্লক্ষণ দৃষ্ট হয় তবে তৎসূচক অনিষ্টনাশের জন্য অন্য এক স্বতন্ত্র শান্তির অনুষ্ঠান করিতে হইবেক।

প্রধান হোম সমাপ্ত হইলে ঐন্দ্রী শান্তিতে যে সকল হোমের উপদেশ আছে, সেই সকল হোমেরও অনুষ্ঠান করিবেন। হোম সমাপ্ত হইলে পর রাজা স্নানাদির দ্বারা শুদ্ধ হইয়া পূর্ব্বকল্পিত স্নানশালায় গমন করিবেন, পুরোহিত ও দৈবজ্ঞ তখন তাঁহাকে নিম্নলিখিত প্রকারে অভিষেক করিবেন। পুরোহিত প্রথমে সেই রাজার মস্তকে "মূর্দ্ধ শীর্ষা—" ইত্যাদি মন্ত্রের দ্বারা পর্ব্বত মৃত্তিকা প্রদান, পরে কর্ণপ্রদেশে বল্মীকমৃত্তিকা, ক্রমে গ্রীবা, হৃদয়, হস্তদ্বয়, বাহুদ্বয়, পৃষ্ঠ, উদর, পার্শ্ব, কটি, উরুদ্বয়, জানুদ্বয়, জংঘাদ্বয়, পদদ্বয় এবং অবশেষে সর্ব্বাঙ্গে সেই সকল পূর্ব্বাহৃত মৃত্তিকা মন্ত্রপূত করিয়া লেপন করাইবেন।

এইরূপে মৃত্তিকাস্নান সমাপ্ত হইলে সেই পূর্ব্ব-স্থাপিত কলসস্থ পঞ্চগব্য-মিশ্রিত জলের দ্বারা স্নান করাইবেন।

(ইহার মন্ত্র ৬টী কিন্তু তাহা পরিত্যাগ করা গেল) অনন্তর রাজা সে আসন পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্বনির্ম্মিত ভদ্রাসনে উপবিষ্ট হইবেন। এই ভদ্রাসন স্বর্ণ কিংবা রৌপ্য অথবা তাম্র কিংবা ক্ষীরী কাষ্ঠের দ্বারা নির্ম্মিত হয়। মাণ্ডলিক হইলে ভদ্রাসনটীর উচ্চতা একহস্ত এবং বিস্তারেও এক হস্ত। রাজা হইলে তাহা সপাদ হস্ত এবং মহারাজা হইলে তাহা সার্দ্ধ হস্ত পরিমাণে নির্ম্মিত হইয়া থাকে। (*)

অভিষেচ্য রাজা ভদ্রাসনে বসিলে, পুরোহিত, পূর্ব্বদিকে দাঁড়াইয়া পূর্ব্বস্থাপিত সেই ঘৃতকুম্ভের দ্বারা তাঁহার দক্ষিণ ভাগে দাঁড়াইয়া অভিষেক করিবেন। পরে ক্ষত্রিয় জাতীয় অমাত্য সেই পূর্ব্বসংস্থাপিত দুগ্ধপূর্ণ রৌপ্য কলশের দ্বারা তাঁহার অভিষেক করিবেন। অনন্তর বৈশ্যামাত্য পশ্চিম দিকে দাঁড়াইয়া সেই দধিপূর্ণ তাম্রকলশের দ্বারা স্নান করাইবেন। পরে সামবেদী অমাত্য উত্তর দিকে অবস্থিতি করিয়া সেই মধুপূর্ণ মৃত্তিকা কলশের দ্বারা অভিষেক করিবেন এবং তিনিই সেই কুশোদকপূর্ণ মৃৎকুম্ভের

---

* ভদ্রাসন নির্ম্মাণের বিধি দেবীপুরাণে বিশদরূপে লিখিত আছে।

"হৈমঞ্চ রাজতং তাম্রং ক্ষীরীবৃক্ষময়ঞ্চ বা।
ভদ্রাসনঞ্চ কার্য্যং স্যাদ্ধস্তমুচ্ছ্রিতম্॥
সপাদহস্তমানঞ্চ রাজ্ঞো মাণ্ডলিকান্তরাৎ।" ইত্যাদি।

এতদ্ভিন্ন বরাহসংহিতাগ্রন্থেও ইহার নিয়মাবলী প্রদর্শিত হইয়াছে।

দ্বারা তাঁহাকে স্নান করাইবেন। ইহাঁদের জন্য ও স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র মন্ত্রের উল্লেখ আছে, এক্ষণে তাহার কোন প্রয়োজন নাই বলিয়া উদ্ধৃত করিলাম না।

অতঃপর পুরোহিত সদস্যদিগকে "অগ্নিহোত্রে যূয়ং অগ্নিং দধি রক্ষধম্" এইরূপে নিযুক্ত করিয়া হোমকালে যাহাতে আহুতির উচ্ছিষ্ট নিক্ষেপ করা হইয়াছে, সেই সুবর্ণকলশ লইয়া রাজসূয় যজ্ঞোক্ত অভিষেক মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক অভিষেক করিবেন। রাজসূয় যজ্ঞের সময় যে সকল মন্ত্র ঋক ও যজুর্ব্বেদোক্ত মন্ত্র উচ্চারিত হয় তাহা অনেকগুলি; সুতরাং তাহার সকল না লিখিয়া দুই একটা মন্ত্র এস্থলে প্রদর্শনার্থ লিখিত হইল।*

"सोमस्य त्वा द्युम्नेनाभिषिञ्चामि अग्नेर्भ्राजसा सूर्य्यस्य वर्च्चसा इन्द्रस्येन्द्रियेण क्षत्राणां क्षत्रपति रेध्यति दि द्युम्नान्पाहि। इमं देवा असपत्नं सुवध्वं महते क्षत्राय महते ज्यैष्ठाय महते जानराज्याय इन्द्रस्येन्द्रियाय इमं अमुष्य पुत्रं अमुष्यै पुत्रमस्यै विश एष वोऽमी-राजा सोमोऽस्माकं ब्राह्मणानां राजा।" इत्यादि।

অনন্তর পুরোহিত অগ্নিকুণ্ডের নিকটে গমন করিবেন। অন্য কোন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ তখন সেই ভদ্রাসনোপবিষ্ট রাজাকে শতছিদ্র কুম্ভে জলনিক্ষেপ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা তাঁহাকে স্নান করাইবেন। পরে মন্ত্রপূত করিয়া সর্ব্বৌষধি, গন্ধোদক, বীজ, পুষ্প, ফল, রত্ন, ও কুশ সংসৃষ্ট জলের দ্বারা অভি-

ষেক করিবেন। কোন কোন পুরোহিতেরা বলেন, যে, এই সময়ে কুশ, দূর্ব্বা ও পল্লবের দ্বারা সেই অভিষিক্ত রাজদেহ মার্জ্জনা করা কর্ত্তব্য। অনন্তর কেবল এক ঋগ্বেদী ব্রাহ্মণ গোরোচনাযুক্ত গন্ধের দ্বারা রাজার মস্তক ও কণ্ঠ বিলিপ্ত করিবেন। এই সময়ে নিমন্ত্রিত প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও শঙ্কর জাতীয় প্রজাগণ গঙ্গা যমুনা প্রভৃতি নদীর জল, সরোবর জল, কূপজল, চতুঃসমুদ্রের জল ও নির্ঝর জল (যিনি যাহা প্রাপ্ত হন তিনি তদ্দ্বারা) কলসে লইয়া অভিষেক করিবেন। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যেরা মন্ত্র উচ্চারণ করিবেন, শূদ্র ও সঙ্কর জাতীয় ব্যক্তিরা মন্ত্র পাঠ করিবেন না। এই সময়েই প্রধান অমাত্যেরা তাঁহার সমীপে রাজছত্র, চামর ও বেত্রহস্ত হইয়া দাঁড়াইবেন। বাদ্যকরেরা বাদ্যধ্বনি করিবেন। বৈদিকেরা বেদগান ও স্তুতিপাঠকেরা স্তুতিপাঠ করিবেন। যাঁহারা উপায়ন আনিয়াছেন তাঁহারা এই সময়ে তাহা অর্পণ করিবেন। এই উৎসব সমাধা হইলে পর দৈবজ্ঞ সমস্ত কুম্ভের অবশিষ্ট জল এক স্বুবর্ণ কুম্ভে রক্ষা করিয়া কুশমুষ্টির দ্বারা তাহা উৎক্ষিপ্ত করিয়া রাজার শিরঃপ্রদেশে অভিনিক্ষেপ করিবেন এবং "স্তুরোজ্ঞামভিষিঞ্চন্তু" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবেন। এই শেষ অভিষেক মন্ত্রের সংখ্যা ১৮০। সেই ১৮০টি মন্ত্র লিখিয়া প্রস্তাব বৃদ্ধি করিবার আবশ্যক নাই।

দৈবজ্ঞের অভিষেক শেষ হইলে রাজা সুগন্ধি তৈল ও সুগন্ধ উদ্বর্ত্তন ম্রক্ষণ করিয়া সুপরিষ্কার জলে স্নান করিয়া মস্তকে শ্বেত উষ্ণীষ, অঙ্গে শুভ্র পরিচ্ছদ ও হস্তে ধনুর্ব্বাণ কি কোন উত্তমাস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক আদর্শে ও ঘৃত পাত্রে আত্মপ্রতিবিম্ব দর্শন করিবেন। ঘৃতপাত্র সুবর্ণ দক্ষিণার সহিত ব্রাহ্মণকে দান করিয়া চন্দন, কুঙ্কুম, দধি, দূর্ব্বা ও অন্যান্য মঙ্গল দ্রব্য স্পর্শ করিয়া বিষ্ণুপূজা করিবেন। পরে ব্রাহ্মণ, পুরোহিত ও দৈবজ্ঞকে বস্ত্রালঙ্কার দ্বারা পূজা করিবেন।

এই অবকাশে দৈবজ্ঞ, রাজার ললাটোপরি পট্ট ও মুকুট পরাইবেন। * অনন্তর পট্ট ও মুকুটধারী রাজাকে

---

* পট্ট কি? তাহা বলা যাইতেছে। দেবীপুরাণে সামান্যতঃ পট্ট লক্ষণ উক্ত হইয়াছে কিন্তু বিশ্বকর্ম্মা তাহার নির্ম্মাণ পদ্ধতি অতি বিশদরূপে লিখিয়া গিয়াছেন। তাহার সারার্থ এই, ৮, ১৫, ২২, ২৯ কিংবা ২৬ অঙ্গুলি পরিমাণ দীর্ঘ, দীর্ঘের অর্দ্ধ পরিমাণ মধ্য ভাগের বিস্তার এবং দুই প্রান্তভাগের বিস্তার তাহার অর্দ্ধ পরিমাণ একটী সুবর্ণ পত্র;—ইহা বৃত্তাকার অথবা চতুরস্র অর্থাৎ চৌকোণ রূপে নির্ম্মিত। ইহার মধ্যে বা গর্ভভাগে ৩ টী কৃত্রিম পদ্ম; তৎসংশ্রবে বা তৎপার্শ্বে শ্রীবৎস, শিব, কি গণেশ, বৃষেভ বা বরাহেভ অর্থাৎ বৃষদেহ ও হস্তিমুখ কিংবা বরাহদেহ ও গজমুখ ও স্বস্তিকাদি চিহ্ন সকল অতি সূক্ষ্ম ও পরিষ্কার রূপে শিল্পীর দ্বারা খোদিত করিবেক। এই পট্টের ৫ টী শিখর, যুবরাজের হইলে ৩ টী শিখর, রাজমহিষীর জন্য হইলে শিখরাকারে গঠন করিবেক। বিশ্বকর্ম্মা বলেন, পট্ট কিংবা ভূষণে ব্যাঘ্র সর্প হস্তী সিংহ অশ্ব উষ্ট্র মহিষ বৃষ চিহ্ন খোদিত করিবেক না। এবং কৃমিকীট পতঙ্গাদি চিহ্নও খোদিত

শুভ লগ্নে মঞ্চোপরি অথবা রাজাসনোপরি উপবিষ্ট করাই-বেন। সেই রাজাসন বা মঞ্চটী উপর্য্যুপরি চর্ম্ম ও বস্ত্রের দ্বারা আচ্ছাদিত থাকিবেক অর্থাৎ মঞ্চের উপর প্রথমে বৃষচর্ম্ম পাতিবেক, তদুপরি মার্জ্জার চর্ম্ম, তদুপরি তরক্ষু চর্ম্ম, তদুপরি সিংহচর্ম্ম, তাহার উপর ব্যাঘ্র চর্ম্ম, তাহার উপর বহুমূল্য বস্ত্র পাতিত করিবেক। রাজা এতদ্রূপ মঞ্চে উপবিষ্ট হইলে দ্বারপাল যথাক্রমে অমাত্য, পুরবাসী, বণিক ও প্রজাদিগকে রাজদর্শন করাইবেক। তাঁহারা রিক্ত হস্তে রাজদর্শন করিবেন না, সকলেই কিছু না কিছু উপঢৌকন দান করিবেন। অনন্তর রাজা, পূর্ব্বোক্ত দৈবজ্ঞ, পুরোহিত, বৈদিক ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য বেদ বেত্তা ও জ্যোতির্ব্বেত্তাদিগকেও গ্রাম, বস্ত্র, হস্তী, অশ্ব, সুবর্ণ, গো, অজ, মেষ ও গৃহদান দ্বারা সম্মানিত করিবেন এবং

করিবেক না। পট্ট অষ্টাপদ অর্থাৎ বিশুদ্ধ কাঞ্চনের দ্বারা নির্ম্মিত হয় বলিয়া অষ্টাপদ পট্ট এবং পদ্ম, শ্রীবৎস, মৎস্য, স্বস্তিক বিনায়ক প্রভৃতি পৃথক পৃথক আট প্রকার চিহ্নাঙ্কিত পৃথক আট প্রকারের গঠন হয় বলিয়া অষ্টপট্ট নাম দেওয়া হইয়া থাকে। অথবা আট প্রকারের চিহ্ন থাকে বলিয়া অষ্টপট্ট নাম। প্রথমোক্ত মতের সহিত ইহার বৈলক্ষণ্য এই যে, প্রথম মতে আট প্রকারের যে প্রকার ইচ্ছা সেই প্রকার পট্ট গ্রহণ করিবেক। কেহ বলেন তাহা নহে, একাধারেই উক্ত আট প্রকার চিহ্ন খোদিত করিবেক। এই পট্টের প্রতিনিধি পট্টিকা অর্থাৎ ক্ষুদ্র পট্ট। এই পট্টিকা হইতেই টীকা ও রাজটীকা নাম উঠি-য়াছে।সংস্কৃত বচন গুলি অনাবশ্যক বোধে লিখিত হইল না।

মোদকাদি বিবিধ দ্রব্য ভোজন করাইবেন। অন্যান্য ব্রাহ্মণদিগকেও ভোজন করাইয়া, তাঁহাদিগকে গাভি, বস্ত্র, তিল, রৌপ্যমুদ্রা, বিবিধ অন্ন, ফল, সুবর্ণ, পুষ্প ও ভূমিদান করিবেন। পরে মাঙ্গল্য দ্রব্য স্পর্শ পূর্ব্বক ধনুর্ব্বাণহস্তে সেই যজ্ঞাগ্নি প্রদক্ষিণ করিবেন। গুরু প্রভৃতি নমস্যদিগকে নমস্কার করিয়া এক মহাবৃষ ও সবৎসা গাভী সম্মুখে রাখিয়া তাহার পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করিবেন। এই সময়ে পুরোহিত এক সর্ব্বসুলক্ষণযুক্ত উত্তম অশ্ব ও এক মহা হস্তী আনয়ন করিয়া মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক সর্ব্বৌষধি কলসস্থ জলের দ্বারা সেই দুইটাকেও অভিষেক করিবেন। মন্ত্র গুলি অশ্বশান্তি ও ছাগশান্তি পদ্ধতি হইতে গ্রহণ করিবেক। মন্ত্র গুলি শুনিতে মন্দ নহে, পরন্তু তাহা প্রস্তাব বাহুল্য ভয়ে পরিত্যক্ত হইল। পুরোহিত অশ্ব ও হস্তীকে অভিমন্ত্রিত করিলে রাজা অশ্বের পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করিয়া অবশেষে সেই অভিমন্ত্রিত হস্তীতে আরোহণ করিবেন। (ইহারই নাম রাজহস্তী) প্রধান অমাত্য ও দৈবজ্ঞ ও পুরোহিতেরা অন্ত হস্তীতে আরূঢ় হইবেন। সকলে একত্রিত হইয়া রাজপথে অবতীর্ণ হইবেন। এবং কিয়ৎকাল নগর ভ্রমণ করিয়া দেবালয় সকলে গমন পূর্ব্বক তথায় তাঁহাদিগকে পূজা ও দেবদ্রব্য দান করিবেন। পরে সকলে একত্রিত হইয়া পুরপ্রবেশ

করিবেন। ভ্রমণকালে ও পুরপ্রবেশ কালে তাঁহাদের অগ্রে বাদ্য ও চতুরঙ্গ সেনা অবস্থিত থাকিবেক। শিল্প প্রদর্শন ও অন্যান্য নাগরিক আনন্দোৎসবও অনুষ্ঠিত থাকিবেক। নবাভিষিক্ত রাজা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও অন্যান্য নিমন্ত্রিত অভ্যাগত ব্যক্তিদিগকে ভোজন করাইয়া, দান, ও যথোচিত সৎকার করিবেন। দীন, দরিদ্র, অনাথ ও অন্ধ পঙ্গু খঞ্জ কুব্জ ও বামনাদি দুর্গতদিগকে যথাশক্তি দান করিবেন। দান মান সৎকারাদির দ্বারা সকলকে বিদায় করিয়া অবশেষে সুহৃদগণের সহিত হৃষ্ট চিত্তে ভোজন করিবেন। রাত্রিকাল রাজমহিষীর সহিত একান্তে অতিবাহিত করিবেন। পূর্ব্বরাজার সময়ে যদি কোন ব্যক্তি কারারুদ্ধ থাকে তবে তাহাকে কারাবাস হইতে মুক্ত করিবেন। ইহাও একটী তৎকালের কর্ত্তব্য। কেহ বলেন যে, এই কার্য্য অভিষেক আরম্ভের পূর্ব্বেই করিতে হয়।

এতদূরে রাজাভিষেক-পদ্ধতি সমাপ্ত হইল। মনে যদি এরূপ সংশয় উপস্থিত হয় যে, এই পদ্ধতিটি যথাশাস্ত্র ও যথাক্রমে লিখিত হইল কি না, তাহা আমরা জানিনা। অতএব তাদৃশ সংশয়িত ব্যক্তির সংশয়াপনোদনের নিমিত্ত আমরা ইহার প্রমাণসূত্রটী উদ্ধৃত করিতে বাধ্য হইলাম।

येनानुलोमगः वह्नी सर्व्वासरसमूषितः ।
आयनवत्: सुखं भक्षेत् निजिताणि जनानये ॥
पक्षेयुरन्ये च तथा कपिङ्गलाः हैमवाचं निपुणाश्च भूपः ।
श्राद्धशरस्थाय सहस्रमुखाः सहस्रमुखाः च पुरोहितश्च ॥
प्रदक्षिणावर्त्तशिखस्तदा आज्यूनदमग्नः ।
रथौघमेघनिर्घोषी विधूमश्च जनाग्रनः ॥
अनुलोमः सुगन्धश्च———सन्निभः ।
वर्द्धमानाकृतिश्चैव नन्द्यावर्त्तनिभस्तथा ॥
प्रसन्नार्चिर्महाज्वालः स्फुलिङ्गरहितो हि यः ।
स्वाहावसाने ज्वलनः स्वयं देवमुखोऽहविः ॥
यदा भुङ्क्ते महाभाग तदा राज्ञो हितं वदेत् ।
हविषश्च यदा वह्नी न स्यात् किञ्चिन्निमायितम् ॥
न व्रजेयुश्च मध्येन मार्जारमृगपक्षिणः ।
पिपीलिकाश्च धर्म्मज्ञ तदा कुर्य्याज्जयं नृपे ॥
धाराशारादिनाशे तु वह्नी राज्ञो जयं वदेत् ।
तथैव च जयं ब्रूयात् प्रज्वलत्यप्यदक्षिणि ॥
स्नानं समारभेद्राज्ञो होमकार्य्यादनन्तरम् ।
… … होमश्च यातः पुनः कर्म्मभिः समारभेत् ॥
पर्व्वताग्रमृदा तावत् मूर्द्धानं शोधयेन्नृपः ।
वल्मीकाग्रमृदा कर्णौ वदनं केशवालयात् ॥
इन्द्रालयमृदा ग्रीवां हृदयन्तु नृपाजिरात् ।
करिदन्तोद्धृतमृदा दक्षिणन्तु तथा भुजम् ॥

सरोमृदा तथा पृष्ठं उदरं सङ्गमान्मृदा ।
नदीकूलद्वयमृदा पार्श्वौ संशोधयेत्ततः ।
वेश्याद्वारमृदा राज्ञः कटिशौचं विधीयते ।
यज्ञस्थानात् तथैवोरू गोस्थानाज्जानुनी तथा ॥
अश्वस्थानात्तथा जङ्घे राज्ञः संशोधयेद् बुधः ।
रथचक्रोद्धृतमृदा तथैव चरणद्वयम् ॥
मृत्पूतः संपनीयः स्यात् पञ्चगव्यजलेन तु ।
ततो भद्रासनगतं मुख्यामात्यचतुष्टयम् ।
[illegible]प्रधानं भूपालमभिषिञ्चेत् यथाविधि ॥
पूर्वतो हेमकुम्भेन घृतपूर्णेन वा ततः
दक्षिणे क्षीरपूर्णेन रौप्यकुम्भेन क्षत्रियः ॥
दध्ना च ताम्रकुम्भेन वैश्यः पश्चिमतो द्विज ।
मृण्मयेन जलेनोदक् शूद्रामात्योऽभिषेचयेत् ॥
ततोऽभिषेकं नृपतेर्बह्वृचप्रवरो द्विजः ।
कुर्वीत मधुना राम ! छन्दोगोऽथ कुशोदकैः ॥
सम्पातवन्तं कलशं तथा हुत्वा पुरोहितः ।
विधाय वह्निरक्षान्तु सदस्येषु यथाविधि ॥
राजश्रियाभिषेके तु ये मन्त्राः परिकीर्त्तिताः ।
तैस्तु दद्यान्महाभाग ! ब्राह्मणानां स्वरेण तु ॥
ततः पुरोहितो गच्छेत् वेदिमूलं तदेव तु ।
विभूषितन्तु राजानं संस्थितं भद्र आसने ॥
शतच्छिद्रेण पात्रेण सौवर्णेन यथाविधि ।

ভারতীয়-যুদ্ধরহস্য।

ধনুর্ব্বেদের প্রস্তাবে শ্রমবিধি বর্ণিত হইয়াছে। সেই সকল শ্রমক্রিয়া শিক্ষালাভের পরেও অবিস্মরণের জন্য মধ্যে মধ্যে অনুষ্ঠান করিতে হয়। যাহা অবিস্মরণের নিমিত্ত অনুষ্ঠান করিতে হয় তৎসম্বন্ধে কিছু বিশেষ ব্যবস্থা আছে। সেই ব্যবস্থাটি শার্ঙ্গধর প্রোক্ত ধনুর্ব্বেদ রহস্যের মধ্যে উত্তমরূপে বর্ণিত হইয়াছে। যথা—

> "एवं श्रमविधिं कुर्य्यात् यावत् सिद्धिः प्रजायते ।
> सिद्धे सिद्धे च वर्षान्तु नैव त्याज्यं धनुः करे ॥
> पर्वाभ्यासस्य मासानां मविस्मरणहेतवे ।
> मासद्वयं श्रमं कुर्य्यात् प्रतिवर्षं प्रयत्नतो ।
> मार्गे चाश्वयुजे माघे नवमीदेवतादिने ।
> पूजयेदीश्वरीं चण्डीं गुरुं शस्त्राणि वाजिनः ॥"

যতদিন না অস্ত্রশিক্ষা সমাপ্ত হয়, যতদিন না অস্ত্র সকল সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত হয়, তত দিন পূর্ব্বোক্ত প্রকারে

শ্রমবিধির অনুষ্ঠান করিবেক। শ্রম ক্রিয়ায় সুসিদ্ধ হই-লেও অর্থাৎ উত্তমরূপ শিক্ষা লাভ হইলেও অভ্যস্তাস্ত্রের অবিস্মরণের নিমিত্ত বৎসরের মধ্যে দুই মাস করিয়া শিক্ষিতাস্ত্রের পরিচালন ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিবেক। প্রত্যেক বৎসরের শরৎকালে অর্থাৎ আশ্বিন কার্ত্তিক এই দুই মাসে পূর্ব্বাভ্যস্ত শস্ত্রাদির শিক্ষানুরূপ পরিচালনাদি করা কর্ত্তব্য। অন্য ঋতুতে কদাচিৎ অনুষ্ঠান করিলেও করিতে পারিবে; পরন্ত বর্ষাকালে কদাচ ধনুর্ধারণ করিবে না। আশ্বিন মাসের নবমী দিনে ঈশ্বরী চণ্ডী দেবীর ও গুরুর পূজা করা কর্ত্তব্য এবং অস্ত্র শস্ত্রাদি ও অশ্বাদির পরিচর্য্যা করাও কর্ত্তব্য।

সৈন্য বিভাগ।

সেনাগণনার ও সেনাবিভাগের প্রণালীটী নীতিপ্রকাশিকা নামক গ্রন্থে উত্তমরূপ বর্ণিত হইয়াছে। তাহাতে লিখিত আছে যে, সেনা গণনার প্রথম প্রতীক পত্তি। তৎপরে সেনামুখ, গুল্ম, গণ, বাহিনী, পৃতনা, চমূ, অনীকিনী, তৎপরে অক্ষৌহিণী। এই সকল পরিভাষায় অর্থাৎ সাঙ্কেতিক নামের অর্থ যথাক্রমে বর্ণিত আছে; তাহা এক একটী করিয়া প্রদর্শিত হইতেছে।

পত্তি।

পত্তি সৈন্তের ও তাহাদের পরিবারের অর্থাৎ রক্ষক-সৈন্তদিগের বিভাগ এইরূপ—

"হস্তী রথী গজশ্চৈকো নরাঃ পঞ্চ হয়াস্ত্রয়ঃ।
যক্তা যা পত্তিরেতৈষা সঙ্ঘাতাৎ দশ বৈগুণা।

(বৈ, নীতি।)

১ রথ, ১ হস্তী, ৫ পদাতি, ৩ অশ্বারোহী, এই গুলি একত্রিত বা একযোগে থাকিলে পত্তি নামে কথিত হয়। ইহাদের সাহায্যকারী সৈন্যের কথা পশ্চাৎ বলা যাই-তেছে।

সেনামুখ।

"সেনামুখে তু গুল্মাস্ত্রয়শ্চৈব রথা গজাঃ।
ত্রিংশদ্বিংশপদ্মাজিতত্রয়ং হি বাজিনঃ॥"

(বৈ, নীতি)

৩০ রথী, ৩০ হস্ত্যারোহী, ৩০০০০০ পদাতি ও ৩০০০ অশ্বা-রোহী সৈন্যের সমবেতকে সেনামুখ বলিয়া গণ্য করা যায়।

গুল্ম।

"গুল্মে সমস্তাঃ যোদ্ধাঃ সাযাসা অযুতং বিদুঃ।
অশ্বানাং সপ্তাযুতং সহস্রাঃ পদাতয়ঃ॥"

গুল্ম সৈন্তে ৯ রথী, ৯০ হস্ত্যারোহী, ১০০০ অশ্বা-রোহী, ১০০০০০ পদাতি সৈন্য থাকিবেক।

গণ।

"গণাখ্যে তু রথানাগানাং বরাঙ্গা সপ্তবিংশতিঃ।
অশ্বৈস্তেষাং দ্বিশতং ত্বশ্বানিং প্রাক্তরোক্তকাঃ ॥
সপ্তবিংশতি সাহস্রা সাম্বর্ণঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
সপ্তবিংশতি সহস্রাণু বৃতানাঞ্চ পদাতয়ঃ ॥"

২৭ রথী, ২০০ হস্তী, ২৭০০ অশ্ব, ২৭০০০০ পদাতি সৈন্তের নাম গণ।

বাহিনী।

"বাহিন্যা স্যন্দনাঃ শীঘ্রং চৈকাশীতি নিযোজিতাঃ।
হস্তীনশ্চেহশতকাঃ দশভিশ্চাস্ত কীর্ত্তিতাঃ ॥
একাশীতি শতঞ্চাপি তুরঙ্গাঃ সম্প্রকীর্ত্তিতাঃ।
একাশীতিশতাণ্ডবৈ বিজ্ঞাতাঃ পাদচারিকা ॥"

(বৈ, নীতি)

৮১ রথ, ৮১০ হস্তী, ২১০০ অশ্ব ২১০০০০ পদাতি সৈন্তে এক বাহিনী সৈন্য হয়, ইহা যুদ্ধ শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে।

পৃতনা ।

शतद्व चत्वारिंशच त्रितयं पृतना रथाः ।
चतुःशतञ्च त्रिंशच द्वे सहस्रे च हस्तिनाम् ॥
तुरङ्गाणां सहस्राणि चत्वारिंशद्भवन्तु ।
द्वे लक्षे चैव राजेन्द्र द्वे कोटी च नृणां भवेत् ॥
(वै, नीति)

পৃতনা সৈন্যে ২৪৩ রথ, ২৪০০ হস্তী, ৪০০০০ অশ্ব এবং ২০০০০০ পদাতি থাকিবেক ।

চমূ ।

"चम्वाख्ये सप्तमव्यूहे शतानां वसूनि विंशतिः ।
रथानां सप्त शतं चैकत्रिंशदधिकाः स्मृताः ॥
सप्तैव च सहस्राणि द्वे शते नवतिस्तथा ।
गजानां सप्त लक्षाणि चैकोनत्रिंशद्भवन्तु ॥
सहस्राणि त्वनाश पदातीनामपी भृतु ।
सप्त कोट्यश्च चैकोनत्रिंशल्लक्षाणि भूपते ॥" (वै)

চমূ নামক সপ্তম বিভাগের ৭২৯ রথ, ৭২৯০ হস্তী, ৭২৯১০০ কিংবা ২১০০ অশ্ব এবং ৭০০০০০০ কিংবা ২১০০০০ পদাতি সম্মিলিত থাকে। অতঃপর অনীকিনী সৈন্যের বর্ণনা অভিহিত হইয়াছে ।

অনীকিনী।

"অনীকিন্যা হি সংখ্যা সপ্তাশীত্যধিকং শতম্।
[illegible] শতানাং রথানাং [illegible] ॥
একবিংশৎ সহস্রাণি তথাষ্টশতং নৃপ।
সপ্ততিশ্চ তথাশ্বানাং সংখ্যা প্রোক্তা সমাহিতৈঃ॥
একবিংশতি লক্ষাণি সপ্তাশীতিসহস্রকম্।
একবিংশতি কোট্যশ্চ পদাতীনাং নরাধিপ॥
সপ্তাশীতিশ্চ লক্ষাণি বিদ্ধি বুদ্ধিমতাং বর॥"

অনীকিনী নামক বিভাগে ২১৮৭ রথ, ২১৮৭০ হস্তী, ২১৮৭০০০ অশ্ব এবং একবিংশতি কোটী ও সাতাশী লক্ষ পদাতি থাকে।

অক্ষৌহিণী।

"এতদ্দশগুণা যা স্যাৎ তাং অক্ষৌহিণীং বিদুঃ।"

উক্ত অনীকিনীর দশ গুণ সৈন্য থাকিলে তাহাকে অক্ষৌহিণী বলিয়া জানিবে।

বৃদ্ধ শার্ঙ্গধর কৃত ধনুর্ব্বেদসংগ্রহে অক্ষৌহিণীর পরিমাণ যাহা উক্ত হইয়াছে, এস্থলে তাহাও বলা যাই-তেছে। শার্ঙ্গধর বলেন যে,—

"[illegible] রক্ষৌহিণী মতা।"

শূন্যদ্বয় (০০), অশ্ব (৭), বসু (৮), ইন্দু (১) নেত্র (২), এই গুলি অঙ্ক বামগতি ক্রমে স্থাপনা করিলে যে সংখ্যা লাভ হয়, তৎপরিমিত সৈন্যের নাম অক্ষৌহিণী। অর্থাৎ ২১৭৮০০ সংখ্যক সৈন্যের নাম অক্ষৌহিণী। ইহার বিস্তৃত ব্যাখ্যা এইরূপ :—

"অক্ষৌহিণ্যাং প্রসিদ্ধায়াং রথানাং দ্বিজসত্তমাঃ
সংখ্যা গণিততত্ত্বজ্ঞৈঃ সহস্রাণ্যেকবিংশতিঃ ॥
শতান্যষ্টৌ তথা ভূয়ঃ সপ্ততিঃ ।
গজানাস্তু পরীমাণমেতদেব বিনির্দিশেৎ ॥
জ্ঞেয়ং লক্ষং পদাতীনাং সহস্রাণি তথা নব ।
শতানি ত্রীণি পঞ্চার্দ্ধং যোধা শস্ত্রধারিণাম্ ॥
পঞ্চষষ্টিসহস্রাণি তথাশ্বানাং শতানি চ ।
দশোত্তরাণি ষট্প্রাহুঃ সংখ্যাতত্ত্ববিদো জনাঃ ॥"

অক্ষৌহিণী সৈন্যের মধ্যে ২১৮০০ রথ, ১০ রাজা (সামন্ত), উক্ত সংখ্যক হস্তী, ১০৯৩৫০ শস্ত্রধারী পদাতি এবং ৬৫১১০ অশ্ব বিদ্যমান থাকে।

মহাভারতেও অক্ষৌহিণী সংখ্যার নির্ণয় আছে।

চিহ্নকরণ।

ভিন্ন ভিন্ন ব্যূহিত সৈন্যের ভিন্ন ভিন্ন সাঙ্কেতিক চিহ্ন প্রদান করিবে ; যথা—

"পতাকাশ্চ ধ্বজাস্তাঃ পৃথক্ কার্য্যা বিধীয়তে।
অনৈকমত্য চ স্বকীয় বৈলক্ষণ্য বিধত্তে॥"

পূর্ব্বোক্ত পত্তি প্রভৃতি সৈন্যদলের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের ধ্বজপট অর্থাৎ পতাকা স্থাপন করিবেক। যুদ্ধকালে ও ব্যূহ-রচনার সময় সৈন্য দলের ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য করিবার বিধি থাকায় আপন সৈন্যের ও পরকীয় সৈন্যের বৈলক্ষণ্য বোধক পতাকাদি চিহ্ন প্রদান করিবেক।

সেনাপতি।

"সর্ব্বসৈন্যাধিপঃ কার্য্যঃ কুলপুত্রো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
হৃষ্টাপহারী হৃষ্টশ্চ রূপবান্ রাজবল্লভঃ॥
ব্যূহাভিজ্ঞো বিজয়ঃ সেনা নয়বিশারদঃ।
হৃষ্টঃ স্বাংবিধা চৈব কার্য্যোপায়া প্রয়োজিত॥"

যত প্রকার সৈন্য থাকুক, রাজা এক জন সদ্গুণান্বিত ব্যক্তিকে তত্তাবতের আধিপত্যে অভিষেক করিবেন। যিনি সৎকুলোদ্ভব, জিতেন্দ্রিয়, (অর্থাৎ লোভক্রোধাদি-রহিত), যুদ্ধবিদ্যায় ও যুদ্ধকার্য্যে পারদর্শী ও সুনিপুণ, সুন্দরাকৃতি, রাজপ্রিয়, ভাগ্যবান্, ইঙ্গিত বোদ্ধা, সৈন্যনীতিতে অভিজ্ঞ, দুর্দ্ধর্ষ, যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যদিগকে সান্ত্বনা করিতে সমর্থ, ঈদৃশ সৎপুরুষকেই রাজা সর্ব্বসৈনাপত্য প্রদান করিবেন।

"अक्षौहिणीनां पतयः पृथक् कार्य्यास्तथाधिपाः ।
सेनापतिपदे येऽपि निर्दिष्टास्तेन पार्थिवाः ॥
पत्तेः सेनामुखस्यापि गुल्मस्य च गणस्य च ।
वाहिन्याः पृतनायाश्च चम्वाश्चाप्यधिपाः पृथक् ॥
अनीकिन्याश्च कार्य्या वै योधशिक्षासु शिक्षिताः ।
द्वयोस्त्रयाणां पतयः कार्य्याः कार्य्यानुसारतः ॥"

যিনি সকল সেনার অধিপতি—তাঁহার নাম সেনাপতি। তদ্ভিন্ন অক্ষৌহিনীপতি, পত্তিপতি, সেনামুখনেতা, গুল্ম-নায়ক, গণনায়ক, অনীকিনীপতি, চমূপতি, ইহাঁরা স্ব স্ব সৈন্তের অধীশ্বর এবং ইহাঁরা সকলেই সেনাপতি কর্ত্তৃক পরিরক্ষিত ও পরিচালিত হইয়া তদীয় আজ্ঞাধীনে থাকিবেন। রাজা সেনাপতির ন্যায় উপযুক্ত ও দক্ষ ব্যক্তিকে পত্তি সৈন্তের, সেনামুখসৈন্তের, গুল্মসৈন্তের, গণসৈন্তের, বাহিনীসৈন্তের পৃতনাসৈন্তের, চমূসৈন্তের ও অনীকিনীসৈন্তের পৃথক পৃথক অধিপতি নিযুক্ত করিবেন। যাঁহারা শিক্ষা দিতে পারেন, তাদৃশ ব্যক্তিই সপ্তবিধ সেনাপতি পদের উপযুক্ত পাত্র। কার্য্যবিশেষে দুই দুই ও তিন তিন সেনার উপর এক কিংবা ততোধিক অধিপতি নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য।

"यावन् सैनाधिपत्ये तु पूर्वं शीघ्रविक्रमी भवेत्
न [illegible] नियम[illegible] ॥"

পূর্ব্বে যিনি যেরূপ সৈন্যের আধিপত্য গ্রহণ করিয়াছেন, সেই সৈন্যের প্রতিই তাহার স্বাতন্ত্র্য; পরন্তু তিনি জ্যেষ্ঠ বিদ্যমানে (তাহা অপেক্ষা উচ্চ পদস্থ সেনাপতি বর্ত্তমানে) সেই জ্যেষ্ঠেরই বশবর্ত্তী থাকিবেন। জ্যেষ্ঠের অভাবে তন্নিম্ন সেনাপতিই জ্যেষ্ঠত্ব লাভ করিতে পারিবেন।

"পত্ত্যাদ্যষ্টপতীনষ্টৌ যথোক্তাধিপানুগান্।
তথা জ্যৈষ্ঠানুসারেণ নিযচ্ছ্যাঃ সর্ব্বসৈনিকাঃ ॥"

পত্তি প্রভৃতি আটজন অঙ্গপতি অর্থাৎ স্বল্প সেনাপতি আপন আপন জ্যেষ্ঠের অনুগত থাকিবেন। জেষ্ঠ্যানুসারী থাকিয়া স্ব স্ব সৈন্যদিগকে রক্ষণাবেক্ষণাদি করিবেন। যিনি সর্ব্বসেনাপতি, তিনি সমুদায় সেনাপতিকেই আপনার অনুগামী করিয়া সৈন্যদিগকে সুনিয়মে অনুশাসন করিবেন।

"অধিপাঃ সন্তি সেনায়াস্ত্রয়ঃ পত্ত্যাঃ সুনিশ্চিতাঃ
উত্তমাধমমধ্যস্থা জ্যৈষ্ঠাজ্ঞা বশবর্ত্তিনঃ ॥"

পত্তি প্রভৃতি প্রত্যেক সৈন্যবিভাগে তিন জন করিয়া অধিপতি নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য। তাহার মধ্যে, কেহ উত্তম, কেহ মধ্যম, কেহ বা অধম (প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানীয়)। ইহারা সকলেই আপন আপন জ্যেষ্ঠের (প্রধানের) আজ্ঞাধীন থাকিবেন।

সাঙ্কেত* ।

সেনাপতিগণ আপন আপন সৈন্য মধ্যে বিভাগক্রমে (অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন ক্রমে) প্রতিদিন এক একটী করিয়া সাঙ্কেত প্রচার বা সঙ্কেত নির্দ্ধারণ করিবেন। সেই সঙ্কেত কেবল সেনাপতিরাই জ্ঞাত থাকিবেন, কোন সেনা কি অন্য কোন পুরুষ যেন তাহা জানিতে না পারে।

সৈন্যপালের একটী প্রধান কর্ত্তব্য ।

"দিবসে দিবসে সেনা পরিবর্ত্তং সমাচরেৎ ।
একত্র স্থিরিণং সৈন্যং, সদা শঙ্কাপি জায়তে ॥"

সেনাপতিগণ আপন আপন সেনাদিগকে এক স্থানে রাখিবেন না এবং প্রতিদিন তাহাদের পরবর্ত্তন করিয়া কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন। কেন না সৈন্যগণ এক স্থানে ও অপরিবর্ত্তিত থাকিলে শঙ্কার কারণ হইয়া উঠে।

বেতন ও পুরস্কার ।

মহর্ষি বৈশম্পায়ন স্বকৃত নীতি প্রকাশিকা গ্রন্থের ধনুর্ব্বেদ বিভাগে যোদ্ধৃগণের বেতনবিধি ও পুরস্কার দানের নিয়ম উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তাহা দেখিলে এদেশে

* ইউরোপীয় সৈন্যগণের মধ্যে এই সঙ্কেত বাক্যের নাম 'Parole'

তৎকালে কিরূপ ধনোন্নতি ছিল, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। পূর্ব্বকালের রাজারা যোদ্ধা দিগকে কিরূপ বেতন দিতেন, ইহা জানিবার জন্য সময়ে সময়ে অনেকেরই কৌতূহল হইয়া থাকে। এই দুই কারণেই আমরা এই প্রস্তাবে বেতন ও পুরস্কার ঘটিত বচনগুলি উদ্ধৃত করিলাম।

“युवराजाय वर्षाणां पञ्चसाहस्रिकी भृतिः ।
सर्वसेना-प्रवेशे च चतुःसाहस्रिकी च सा ।
अतिथ्यादिव्यये देया वर्षाणां नियुतत्रयम् ।
महारथाय षाण्मासं राज्याधिमासिकम् ॥
वेतनं रथिकायाऽर्द्धं मासिकं सैन्यीधिपे ।
दद्याद्‌ सर्वरथायाय वेतनं शतपञ्चकम् ॥
दशर्षे रथिकायाय मासके अश्ववाहिने ।
सिंहासने निमतं दद्यात्‌ वतसौ तत्‌ कुटुम्बिनी ॥
सर्वावाधिपतीनामधिकारावधं स वा इति ।
पादातानधिपतिश्चापि दिवाहबस्य मासकम् ॥
पादातानां सहस्रस्य भेदे पञ्च शतं स्मृतम् ।
तथा चानवरस्यैव सहस्रं वेतनं भवेत् ॥
महानवे तुरगाणां पञ्चकं वेतनं भवेत् ।
शतपत्नधिपे प्राप्त वर्षाणां सहस्राधिके ।
अन्यतः प्राप्तीय अधिके मासपाय च ।

पद्मातिविश्रुतेभ्याय पत्तिकोष्ठपदाय च ॥
सार्थिकाधिपतेश्चापि देविष्टां पतये तथा ।
सूतजातथ वन्दीनां पतये वीथकाधिपे ॥
सेनाया वनितद्वारे च भक्तानां गणनापरे ।
मासि मासित्तु वर्षाणां द्वय पञ्च च वेतनम् ॥
ततत् कार्य्यानुसारेण कुलपर्य्यायतस्तथा ।
भक्तानाञ्च धृतिः कल्प्या ततत् कालानुसारतः ॥"

রাজা যুবরাজকে মাসিক পাঁচ হাজার বর্ষ* এবং প্রধান সেনাপতিকে মাসিক চারি হাজার বর্ষ বেতন প্রদান করিবেন।

যিনি অতিরথ;† রাজার নিকট তিন হাজার বর্ষ মাসিক বৃত্তি পাইবেন এবং যিনি মহারথ তাঁহাকে অন্যূন দুই সহস্র বর্ষ মাসিক বৃত্তি প্রদান করা কর্ত্তব্য।

যিনি গজ-যোধী ও রথী; রাজা তাঁহাকে এক সহস্র বর্ষ এবং যিনি অর্দ্ধ-রথী রাজা তাঁহাকে পাঁচ শত বর্ষ বেতন দিয়া বাধ্য রাখিবেন।

যিনি কেবল মাত্র রথী, পরন্তু সুনিপুণ নহেন; তাঁহাকে

---

* ইহা এক প্রকার প্রাচীন সুবর্ণ মুদ্রা।

† সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রথ-যোদ্ধাকে অতিরথ বলে। ইহার পরিভাষাটী পৃথক স্থানে বর্ণন করা যাইবে।

এবং যিনি গজযোধী পরন্তু তদ্বিষয়ে অনভিজ্ঞ, এরূপ ব্যক্তিকে মাসিক তিন শত নিষ্ক প্রদান করা কর্ত্তব্য।

যিনি সমুদয় অশ্বারোহী সৈন্তের অধিপতি, তিনি মাসিক তিন হাজার নিষ্ক পাইবার যোগ্য এবং যিনি সমস্ত পদাতি সৈন্তের অধিনায়ক তিনি দুই হাজার নিষ্ক পাইবার যোগ্য।

যিনি এক হাজার পদাতি সৈন্তের নিয়ন্তা; তাঁহার মাসিক বেতন পাঁচ শত নিষ্কের অধিক নহে। যিনি সহস্র অশ্বারোহী সৈন্তের অধিনায়ক তাঁহাকে সহস্র নিষ্ক বেতন প্রদান করা কর্ত্তব্য।

শিক্ষিত ও কৃতযুদ্ধ পদাতি সৈন্তের বেতন পাঁচ সুবর্ণ ‡ এবং শত পদাতির অধিপতির বেতন ৭ বর্ষ হওয়া উচিত।

অশ্বনায়ক, হস্তিশিক্ষক, সারথি, চিহ্ননিয়ামক, চক্র-রক্ষক, তিন শত পদাতি সৈন্যের অধিপতি, পথপ্রদর্শক ও পথাভিজ্ঞ, উষ্ট্রচর, বার্ত্তাজীবী বা চরের অধিপতি, বেত্রধারীদিগের নিয়ন্তা, সূত, মাগধ ও স্তুতিপাঠকদিগের অধ্যক্ষ, বীবধ, গজের নায়ক, সেনাগণের বেতনদাতা, সৈন্ত গণনা কারক (যিনি সৈন্তগণের তালিকা রাখেন),—এই

‡ ইহাও এক প্রকার মুদ্রা। ৮০ রতি ওজনের মুদ্রিত কাঞ্চন খণ্ডকে পূর্ব্বে সুবর্ণ বলিত। নিষ্কও পূর্ব্বকালের স্বর্ণ মুদ্রা।

সকল ব্যক্তিকে প্রতি মাসে দশ ও পাঁচ অর্থাৎ পঞ্চদশ বর্ষ পর্য্যন্ত বেতন প্রদান করা উচিত।

যাহা বলা হইল তাহা একটা সাধারণ উল্লেখ মাত্র। বস্তুতঃ কার্য্য, কুল, পদমর্য্যাদা ও অবস্থা অনুসারেই পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিগণের এবং অন্যান্য সৈন্যগণের বেতন কল্পনা করা কর্ত্তব্য বলিয়া অভিহিত হইয়াছে।

এক্ষণকার ন্যায় পূর্ব্বকালেও বৃত্তিদান বা "পেন্‌সন" দিবার রীতি ছিল। প্রত্যেক রাজশাস্ত্রে, বিশেষতঃ নীতিপ্রকাশিকা নামক গ্রন্থে উহার বিশেষ ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়। যথা—

"युद्धे स्वार्थे हता ये च अपुत्रिस्तत्सुतस्य तु ।
सेवका जीविता ये च देयं तेषां हि जीवनम् ॥
हतानां जीवनाच्चापि पूर्वं सेवापरात्मनाम् ।
महीपानान्तु तेषां वा पूर्वं मध्यार्द्धजीवनम् ॥
संपाप्तोऽभिमुखाः स्वामी पुराणी न हता भटाः ।
राजसेवकजाता ये तेषां पूर्णार्द्धजीवनम् ॥
मनुष्याष्टमभागार्थं नव वर्षाणि दीर्घवेत् ।
षष्ठे तस्यापि वर्षान्ते द्विगुणं पारितोषिकम् ॥
मनुष्येषु विशेषात् कुमारीष्वसत्पत्सु ।
सदाच्च दद्यि कर्णार्द्धं जीवयेत् द्रविणीतृतैः ॥"

যে ব্যক্তি রাজার স্বার্থ সংসাধন করিতে গিয়া শত্রু কর্ত্তৃক যুদ্ধে মৃত হইবে, রাজা তাঁহার [illegible]

পিতা মাতা অথবা পুত্রকে তদীয় প্রাপ্য জীবিকা প্রদান করিবেন। (যে ব্যক্তি যাহা মাসিক বৃত্তি পাইত সেই মাসিক বৃত্তিই প্রদেয়।) যে ব্যক্তি দীর্ঘকাল রাজসেবা করিয়া জীর্ণ হইয়াছে, কার্য্যক্ষম হইলেও রাজা তাহাকে সম্পূর্ণ বৃত্তি প্রদান করিবেন।

যে ব্যক্তি পূর্ব্বে বিশেষরূপে সেবাতৎপর ছিল, (অবাধে ও প্রাণপণে কার্য্য করিয়া আসিয়াছে), সে ব্যক্তি কার্য্য ত্যাগ করিয়া জীবিত থাকুক, অথবা মৃত হউক, তাহাকে অথবা তাহার স্ত্রী পুত্রকে অর্দ্ধ-জীবিকা অর্থাৎ সে যাহা পাইত তাহার অর্দ্ধ-পরিমাণ বৃত্তি দেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য।

যে যোদ্ধা সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া শত্রু কর্ত্তৃক বিনষ্ট হয়, যে যুবা বিনষ্ট না হইয়া আহতপ্রযুক্ত কার্য্যকরণে অক্ষম ও আতি থাকে, সে ব্যক্তিকেও পূর্ব্ব বেতনের অর্দ্ধ পরিমাণ বেতন দেওয়া কর্ত্তব্য।

যে ব্যক্তি রাজার শত্রু বিনাশে উদ্যত হইয়া শত্রুর মর্ম্ম বিঘাতে অর্থাৎ যে ব্যক্তি শত্রু বিনাশে কৃতকার্য্য হয়, হইয়া পুনশ্চ রাজসেবায় নিযুক্ত থাকে, সে ব্যক্তি দ্বিগুণ বেতন পাইবার উপযুক্ত।

যে ব্যক্তি শত্রুসৈন্য ভেদ করিতে সমর্থ, দুর্গপ্রবেশে তৎপর, রাজ্যবৃদ্ধিকারী, রাজা তাহাকে ভূরি পরিমাণ অর্থের দ্বারা পরিতুষ্ট রাখিবেন।

পুরস্কার।

'সত্যপি স্বল্পং হি কৃতে স্বামিকার্যে জয়াহবে ।
যোধেভ্যঃ পূর্ণপাত্রং হি দদ্যাদ্রাজা বিশেষতঃ ॥"
[ঐ, নীতি ।

আজ্ঞানুরূপ কার্য্য সম্পাদন করিয়া আসিলে, রাজা তাহাকে সমাদর করিবেন, সর্ব্বসমক্ষে প্রশংসা করিবেন, তাহাকে এবং তাহার আজ্ঞাপালক যোধবর্গকে বিশেষরূপ পূর্ণ পাত্র (পরিমিত ধন ও দ্রব্য) প্রদান করিবেন।

এই সাধারণ বিধির অন্তর্গত বিশেষ বিধি অর্থাৎ কিরূপ কার্য্যের পুরস্কারার্থ কিরূপ পূর্ণপাত্র (পুরস্কারীয় ধন বা দ্রব্য) প্রদান করা কর্ত্তব্য তাহা নিম্নলিখিত শ্লোকে প্রকাশিত আছে।

"দদ্যাৎ প্রকৃষ্টে নিযুতং বর্ষাণাং রাজঘাতিনি ।
তদর্দ্ধং তৎসুতবধে সেনাপতিবধে তথা ॥
অন্বীক্ষিবীপতিবধে তদর্দ্ধং পরিকল্পয়েৎ ।
মন্ত্র্যমাত্যবধে চৈব তদর্দ্ধন্তু প্রদাপয়েৎ ॥
অনীকিন্যা যথৈব হতনাগাদিনীয়কঃ ।
গুল্মং সেনামুখং পত্তিরেতেষাং পতিঘাতিনে ॥
ক্রমাদর্দ্ধাংশহ্রাসেন তদর্দ্ধানি প্রদাপয়েৎ ।
সৈন্যমাহৃতিকং যৈস্তৎ প্রাপ্য স্থানঞ্চ তৈর্জিতম্ ॥

अक्षौहिण्याः पतिं हत्वा द्वितीयं वा तृतीयकम् ।
चम्वोरधिपतिश्चैव गुल्मानां पतिं तथा ॥
अनीकिनीपत्यं यावत् तावत् प्राप्नोति राजतः ।
इत्यमग्रेऽपि योद्धव्यं सम्मानमधिपाधवे ॥
पत्ताधिपं सायुधन्तु हत्वा सम्पद्राधिपे ।
स्वर्णानां पञ्च वै दद्यात् तस्मै सत्कृत्य भूमिपः ॥
पत्ताधिपं सध्वजिकं विशस्तं हेमशोभितं ।
हत्वा निवेदिने दद्यात् स्वर्णांशाञ्च मितं नृपः ॥
गजञ्च गजसादिञ्च महारथिकमस्त्रकम् ।
छित्त्वा निवेदयेद्राज्ञे द्विगुणं स च वा इति ॥
हत्वाश्ववरं हत्वा पत्त्यानाधिपतिं तथा ।
स्वर्णांशांस्तु सप्तदश योग्यो भवति राजतः ॥
शत्रुसैन्यात् कुञ्जरं वा रथं वा यः समाहरेत् ।
पञ्चाशदर्घ्यसम्मानं स प्राप्नोतीह राजतः ॥
प्रतिप्रयाणं भृत्यानां भक्तं देयं क्षितौ न हि ।
मार्गायासं विदित्वैषां वेतनाद्धिकं मितम् ॥
अन्येषु वा साहसेषु वेतनाद्धिकं नृपः ।
लोकसंग्रहणार्थञ्च दद्याद्वै पारितोषिकम् ॥
भटेभ्यश्चैव वस्त्राणि रजकांशाञ्च वेतनम् ।
तथैतेषां वस्त्राणि भोजनानि च रोगिणाम् ।
परराष्ट्राज्जितं द्रव्यमर्द्धं राजा विभज्य तु ।
योधेभ्योऽर्द्धं प्रदेयं वा सर्वं स्वयमाहरेत् ॥

> हयं वा मकटं वापि चरेत् दीपसङ्कुलं मतः ।
> तदर्द्धं युवंमन्तु च लभेत् राजवत्सलः ॥
> मिथिलानि च मत्ताधि सुष्वितं मनुमिग्रंधि ।
> सयीषाणां त्रपी दद्यात् वेतनं परितोष्य च ॥”

যে যোদ্ধা শত্রু রাজাকে বধ * করে, রাজা তাহাকে হৃষ্ট হইয়া নিযুত সংখ্যক বর্ম্ম প্রদান করিবেন। যুবরাজ বধ করিলে তাহার অর্দ্ধ এবং প্রধান সেনাপতি বধ করিলেও অর্দ্ধ পুরস্কার দান করা কর্ত্তব্য। নীতিবিশারদ পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে, অক্ষৌহিণীপতি বধ করিলে তাহার অর্দ্ধ, মন্ত্রী ও প্রধানামাত্য বধকারিদিগকে তদর্দ্ধ পুরস্কার দেওয়া কর্ত্তব্য।

অনীকিনী, চমূ, পৃতনা, বাহিনী, গণ, গুল্ম, সেনামুখ, ও পত্তি,—এই সকলের অধিপদিগকে বধ করিতে পারিলে যথাক্রমে অর্দ্ধার্দ্ধ পারিতোষিক পাইবার যোগ্য হইবে। ইহা তাহাদিগের অতিরিক্ত লাভ, বেতনের সহিত ইহার কোন সম্পর্ক নাই। এবম্প্রকার বেতনাধিক দান করিলে তাহারা অবশ্যই সাহস প্রকাশ করিবে, এতৎ কারণে রাজা উক্ত প্রকার পারিতোষিক দান করিবেন।

---

* বধ এই শব্দটী পারিভাষিক। "বধস্ত্বষ্টবিধঃ স্মৃতঃ।" ৮৮৯, তাড়ন, অবমাননা প্রভৃতি আট প্রকার কার্য্যের উপর বধ এই পরিভাষা স্থাপিত আছে। সুতরাং বধ শব্দ দেখিয়া সহসা প্রাণ বিনাশ অর্থ মনে হইবে বটে, পরন্ত এস্থলে সে অর্থ গ্রহণ না করিয়া বন্ধনাদি আট প্রকার অর্থই গ্রহণ করিতে হইবে।

অক্ষৌহিণী প্রভৃতি সৈন্যগণের তিনটী করিয়া অধিপ থাকে, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। সেই পৃথক্ পৃথক্ সৈন্যদলের প্রধান অধিনায়কদিগকে বধ বন্ধনাদি করিলে পুরস্কার পাইবে, ইহাও পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এক্ষণে ইহাও বলা যাইতেছে যে, সেই সকল সৈন্যদলের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধিপতিদিগকে বধ কিংবা বন্ধনাদি করিতে পারিলে তাহারাও আপন রাজার নিকট যথাযোগ্য পুরস্কার পাইবে। এই রূপ যে কোন অধিপতিকে বধ বন্ধনাদি করিতে পারিলেই পুরস্কার যোগ্য হইবে, ইহা রাজশাস্ত্র সম্মত ব্যবস্থা জানিবে।

কোন সৈন্য অস্ত্র সমেত পলায়ন করিতেছে, এমত অবস্থায় যদি কেহ তাহাকে অস্ত্র সমেত ধৃত করিয়া তাহার দলাধিপতির নিকট প্রদান করে, তবে রাজা সেই ধৃতকারী ব্যক্তিকে পাঁচ বর্ষ পারিতোষিক প্রদান করিবেন এবং বিশেষ সম্মান করিবেন।

কোন সৈন্য অস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল মাত্র দেহ লইয়া পলায়ন করিলে যদি কেহ তাহাকে ধৃত করিয়া তদ্দলাধিপতির নিকট প্রদান করে, তবে, রাজা তাহাকে তিন বর্ষ পারিতোষিক প্রদান করিবেন।

যে ব্যক্তি সৈন্য ভঙ্গকারী শত্রুপক্ষীয় বৃহৎ গজ, গজযোধী ও মহারথীর মস্তক ছেদন করিয়া রাজার নিকট

অর্পণ করে, সে ব্যক্তি রাজার নিকট দুই সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা পুরস্কার পাইবার যোগ্য।

শত্রুপক্ষীয় প্রধান অশ্বারোহী বিনাশ করিয়া এবং পদাতি সৈন্যের অধিপতি বধ করিয়া রাজার নিকট সহস্র বর্ষ পুরস্কার পাইবার যোগ্য হয়।

যে ব্যক্তি শত্রু সৈন্যের মধ্য হইতে যুদ্ধকুশল হস্তী কি কোন প্রধান রথ কাড়িয়া আনে, সে ব্যক্তিও রাজার নিকট পঞ্চাশ বর্ষ পুরস্কার পায়।

যত বার যুদ্ধযাত্রা হইবে, তাহার প্রত্যেক যুদ্ধযাত্রাতেই রাজা সৈন্য ও ভৃত্যদিগকে ভক্ত অর্থাৎ আহারাচ্ছাদন স্বকীয় কোষ হইতে প্রদান করিবেন; কিন্তু স্থিতিকালে অর্থাৎ যখন কোন কার্য্য নাই, তখন তাহাদিগকে ভক্ত প্রদান করিবেন না, কেবল মাত্র বেতনই দিবেন। (তাহারা তখন আপন আপন বেতনের দ্বারা আহার নির্ব্বাহ করিবে) পথের ও গতিবিধি ক্লেশ বিবেচনা করিয়া বেতনাধিক ভক্ত অর্থাৎ নিজ কোষ হইতে আহারীয় ব্যয় প্রদান করিবেন। এইরূপ, অন্যান্য সাহসিক কার্য্যেও বেতনাতিরিক্ত পৃথক প্রদান করা কর্ত্তব্য এবং লোকসংগ্রহের নিমিত্ত রাজার পারিতোষিক দান করা কর্ত্তব্য।

স্থিতিকালে যোদ্ধৃগণের বস্ত্র পরিচ্ছদ ও রজকদিগের বেতন রাজার অধীনে থাকিবে, পরন্তু তাহার ব্যয় তাহা-

দের নিজ নিজ প্রাপ্য বেতন হইতে কর্ত্তিত হইবে। কোন সৈন্য যদি পীড়িত হয় তবে তাহাদের চিকিৎসাও রাজার অধীনে থাকিবে, পরন্তু ঔষধের ব্যয় তাহার বেতন হইতে প্রদত্ত হইবে।

পররাজ্য জয় হইলে, রাজা লুণ্ঠন দ্রব্য ও লুণ্ঠনলব্ধ ধন সকল দুই ভাগ করিবেন। তাহার একভাগ যোদ্ধা দিগকে এবং একভাগ ধনাগারে স্থাপন করিবেন।

কোন সৈন্য যদি সসজ্জ অশ্ব কিংবা অলঙ্কৃত রথ আহরণ করে, তবে সে তাহার চতুর্থাংশ এবং রাজার নিকট সম্মান প্রাপ্ত হইবে।

যদি কোন সৈন্য আপনার অস্ত্র কিংবা শস্ত্র হারাইয়া ফেলে, অথবা তাহা শত্রু সৈন্যের দ্বারা লুণ্ঠিত হয় (অর্থাৎ শত্রু পক্ষীয়েরা যদি কাহারও অস্ত্র কাড়িয়া লয়) তবে রাজা তাহাকে পুনর্ব্বার অস্ত্র প্রদান করিবেন; কিন্তু তাহার মূল্য তাহার বেতন হইতে পরিগৃহীত হইবে।

ব্যূহ।

ধনুর্ব্বেদ ও যুদ্ধ-প্রসঙ্গে ব্যূহরচনার প্রণালী বর্ণন করা আবশ্যক হইতেছে। তজ্জন্য আগের ধনুর্ব্বেদ, শুক্রনীতি, মহাভারত, নীতিময়ূখ ও কামন্দকীয় নীতিসার প্রভৃতি মহান্ নিবন্ধ হইতে এই ব্যূহপ্রস্তাব সঙ্কলিত হইল।

যুদ্ধকালে ও অভিনির্ষাণকালে যে হয়, হস্তী, রথ ও পদাতিসৈন্যদিগকে বিশেষ বিশেষ প্রণালীক্রমে বিন্যস্ত করা হয় (সাজান হয়), সেই বিন্যাস পরিপাটীর নাম ব্যূহ। এই ব্যূহ অসংখ্য প্রকার হইলেও প্রধান কল্পে ছয় প্রকার। নীতিময়ূখগ্রন্থকার প্রধানকল্পের ছয়টী ব্যূহ উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, "যদ্যপ্যন্যে চ গরুড়াদয়ো ব্যূহভেদাঃ সন্তি তথাপ্য- নেনানুক্রমেণ ষোঢ়ৈব ব্যূহভেদা মুখ্যাঃ।" যদিও গরুড় প্রভৃতি অন্যান্য বহুবিধ ব্যূহ গ্রন্থান্তরে কথিত হইয়াছে, তথাপি সে সকল ব্যূহ এই ছয় প্রকারের মধ্যেই অন্তর্ভূত হয়, সুতরাং ছয় প্রকার ব্যূহই প্রধান, অন্যান্য ব্যূহ ঐ ছয়প্রকারের শাখা প্রশাখা মাত্র। উক্ত গ্রন্থকার প্রধান ছয় প্রকার ব্যূহের নাম ও বিনিয়োগ ব্যবস্থা বর্ণন করিয়াছেন। যথা—

"ব্যূহস্তু মকরশ্যেনসূচীশকটবজ্রসর্বতোভদ্রভেদাৎ ষোঢ়া। তেষাং বিনিয়োগ উক্তো মহাভারতে॥"

ব্যূহ ছয় প্রকার। মকর (১), শ্যেন (২), সূচী (৩), শকট (৪), বজ্র (৫), ও সর্ব্বতোভদ্র (৬)। এই ছয় প্রকার ব্যূহের বিনিয়োগ অর্থাৎ কিরূপ স্থলে বা কিরূপ অবস্থায় কোন ব্যূহ করিতে হয়, তাহার ব্যবস্থা মহাভারতে কথিত হইয়াছে। যথা—

"যায়াদ্ব্যূহেন মহতা মকরেণ পুরোভয়ে।
শ্যেনেনোভয়পক্ষেণ সূচ্যা বা বীরবক্ত্রয়া॥

পশ্চাদ্ভয়ে তু শকটং পার্শ্বয়োর্ব্বজ্রসংজ্ঞিতম্ ।
সর্ব্বতঃ সর্ব্বতোভদ্রং ভয়ে ব্যূহং প্রকল্পয়েৎ ॥”

যে স্থানে সম্মুখে ভয়, সেস্থানে মকরব্যূহ রচনা করিয়া গমন করিবেক; অথবা শ্যেনব্যূহ কিম্বা শূচীব্যূহ অবলম্বন করিবেক। পশ্চাদ্ভাগে ভয়কারণ উপলব্ধ হইলে শকটব্যূহ এবং পার্শ্বদ্বয়ে বজ্রব্যূহ আশ্রয় করা কর্ত্তব্য। আর যদি ভয়ের দিঙ্‌নির্ণয় না থাকে, সকল দিকেই ভয়সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে সর্ব্বতোভদ্রব্যূহ রচনা করিবেক।

অগ্নিপুরাণোক্ত রণদীক্ষা প্রকরণে কতকগুলি ব্যূহের উল্লেখ আছে। যথা—

“গরুড়ো মকরব্যূহশ্চক্রঃ শ্যেনস্তথৈব চ।
অর্দ্ধচন্দ্রশ্চ বজ্রশ্চ শকটব্যূহ এব চ ॥
মণ্ডলঃ সর্ব্বতোভদ্রঃ সূচীব্যূহস্তথৈব চ ॥”

গরুড়, মকর, চক্র, শ্যেন, অর্দ্ধচন্দ্র, বজ্র, শকট, মণ্ডল, সর্ব্বতোভদ্র ও শূচী,—অগ্নিপুরাণের মতে এই দশ প্রকার ব্যূহ প্রধান বলিয়া গণ্য। অগ্নিপুরাণ আরও বলিয়াছেন যে,—

“ব্যূহাঃ প্রাণ্যঙ্গরূপাশ্চ দ্রব্যরূপাশ্চ নৈকধা ॥”

যুদ্ধকালে প্রাণীর অঙ্গের সাদৃশ্য লইয়া এবং ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যের গঠন প্রকার অবলম্বন করিয়া অনেক প্রকার ব্যূহ

রচিত হইয়াথাকে। বস্তুতঃ ব্যূহের সংখ্যা কল্পনা করা বা সৈন্যরচনাকে সীমাবদ্ধ করা অসঙ্গত ভিন্ন সুসঙ্গত নহে। তবে দিগদর্শনের নিমিত্ত, সৈন্যরচনার মর্য্যাদা বুঝাইবার নিমিত্ত, নীতিবক্তৃগণ উক্ত প্রকার সীমাবদ্ধ কথা বলিয়া গিয়াছেন। অগ্নিপুরাণের রণদীক্ষা প্রকরণোক্ত নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটীর তাৎপর্য্য পর্য্যালোচনা করিলে উহাই প্রতীত হইবে। যথা—

"देशे न्यूह्यः व्यूहं वा कुर्य्यात् शत्रुनिरीक्षणात् ।
संहतान् योधयेदल्पान् कामं विस्तारयेद्बहून् ॥"

উপযুক্ত যুদ্ধস্থান অবলম্বন করিয়া, শত্রুগণের অজ্ঞাতসারে, আপনার সৈন্যরচনা করিবেক। অল্পসৈন্য সমবেত হইয়া বহুর সহিত, ইচ্ছা হইলে সংহত অল্পের সহিত, আবশ্যকমতে বহুসৈন্যকেও বিস্তৃত করিয়া যুদ্ধ করিবেক।

ব্যূহরচনার সম্বন্ধে নীতিসার ও নীতিময়ূখ গ্রন্থে লিখিত আছে যে, ব্যূহের সর্ব্বাগ্রভাগে নায়ক অর্থাৎ সেনাপতি অবস্থান করিবেন। অন্যান্য বীরপুরুষ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া যুদ্ধ করিবেন। পরন্তু তাঁহারা সকলেই সেনাপতির রক্ষণাবেক্ষণ কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবেন। স্ত্রীলোক, কোষ অর্থাৎ ধনাগার, রাজা, আর ফল্গুসৈন্য অর্থাৎ খাদ্যদ্রব্যাদি ও তদ্রক্ষক,—ইহাদিগকে ব্যূহের মধ্যস্থলে সংরক্ষণ করা কর্ত্তব্য। যথা—

"নায়কঃ পুরতো যায়াৎ প্রবীরপুরুষাবৃতঃ।
মধ্যে কলত্রং কোষশ্চ স্বামী ফল্গু চ যদ্বলম্॥"

হস্তী সৈন্য, অশ্বারোহী, রথারোহী ও পদাতি সৈন্য,—এই চতুর্ব্বিধ সৈন্যই ব্যূহে বিন্যস্ত হয়। পরন্তু যে কোন প্রকার ব্যূহ রচিত হউক, সমুদায় ব্যূহেই উক্ত সৈন্য স্থাপনের এক সাধারণ বিধি আছে। যথাঃ—

"পার্শ্বয়োরুভয়োরশ্বা বাজিনাং পার্শ্বয়ো রথাঃ।
রথানাং পার্শ্বয়োর্নাগা নাগানাঞ্চাটবী বলম্॥"

ব্যূহের উভয় পার্শ্বে অশ্বারোহী থাকিবেক। অশ্বারোহীর পার্শ্বে রথারোহী থাকিবেক। রথের পার্শ্বে হস্ত্যারোহী, এবং হস্তীর পার্শ্বে পদাতি সৈন্য থাকিবেক।

নীতিময়ূখকার বলেন, প্রত্যেক ব্যূহে দুই দুই সেনাপতি থাকে। একজন অগ্রণী এবং অন্যজন পশ্চাদ্বায়ক। ইঁহাদের একজন অর্থাৎ যিনি অগ্রণী, তিনি সম্মুখ, অন্যজন অর্থাৎ যিনি পশ্চাদ্বায়ক তিনি পশ্চাদ্ভাগ রক্ষা করিয়া থাকেন। যথা—

"পশ্চাৎ সেনাপতিঃ সর্বং পুরস্কৃত্য কৃতী বলম্।
আয়াৎ কবচসৈন্যাঙ্কি খিন্নাশ্বাসয়ন্ শনান্॥"

রণদক্ষ সেনাপতি চতুরঙ্গ বল অগ্রগামী করিয়া যুদ্ধোপকরণযুক্ত সৈন্যসমূহের পশ্চাদ্ভাগে গমন ও অবস্থান

করিবেন এবং খেদপ্রাপ্ত, পলায়মান ও ভঙ্গোদ্যত সৈন্য-দিগকে আশ্বাস প্রদান করিবেন।

এই শ্লোকের ব্যাখ্যাস্থলে দুই দুই সেনাপতি থাকার কথা বিস্পষ্টরূপে উক্ত হইয়াছে। যথা—

"पूर्वं सेनापतेरग्रे यानमुक्तम् । अधुना तु पश्चाद्यानम् । अतो-ज्ञायते अग्रे याता पश्चाद्यातापीति सेनापद्वयमस्तीति ।"

অগ্নিপুরাণীয় রণদীক্ষা অধ্যায়ে উপদেশ আছে যে, রাজা এককালে সমস্ত সৈন্য ব্যূহে নিয়োজিত করিবেন না। পাঁচ ভাগ করিয়া তাহার দুইভাগ পক্ষে, দুই ভাগ অনুপক্ষে এবং অবশিষ্ট এক ভাগ লুক্কায়িত রাখিবেন। আবশ্যক বিবেচনা করিয়া, কার্য্যসঙ্কট বিবেচনা করিয়া, হয় একভাগ, না হয় দুইভাগ দ্বারা যুদ্ধ করিবেন। অন্য তিন ভাগ তাহাদের রক্ষার্থে স্থাপন করিবেন। যিনি রাজা, তিনি যদি স্বয়ং সৈনাপত্যে অবস্থিত না থাকেন, তবে তিনি কদাচ যুদ্ধক্ষেত্রে থাকিবেন না; অন্যূন একক্রোশ দূরে রক্ষিবর্গে পরিবৃত হইয়া পলায়মান যোদ্ধাদিগকে আশ্বাস দানার্থ থাকিবেন। যুদ্ধকালে যদি প্রধান সেনাপতি রণে ভঙ্গ দেয়, তবে আর কাহারও রণে থাকা উচিত নহে। সকলেরই আত্মরক্ষার্থে পলায়মান হওয়া উচিত। কি প্রকার নিয়মে ব্যূহমধ্যে সঞ্চরণ করিতে হয়? অগ্নি পুরাণ অপেক্ষা

শুক্রনীতিগ্রন্থে তাহার বিশেষ ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়। অগ্নিপুরাণীয় ব্যবস্থাটী এই:—

"ন সংহতান্ ন বিরলান্ যোধান্ ব্যূহে প্রকল্পয়েত্ ॥
আয়ুধানান্তু সম্মর্দ্দো যথা ন স্যাৎ পরস্পরম্ ।
ভেত্তু কামঃ পরানীকং সংহতৈরেব ভেদয়েত্ ॥
ভেদ্যশ্চা পরেণাপি কর্ত্তব্যা সংহতৈস্তথা ।
ব্যূহং ভেদাবহং কুর্য্যাৎ পরব্যূহেষু চেচ্ছয়া ॥
গজস্য পাদরক্ষার্থাশ্চত্বারস্তু তথা দ্বিজ ।
রথস্য চাশ্বাশ্চত্বারঃ সমাস্তস্য চ চর্ম্মিণঃ ॥
ধন্বিনশ্চর্ম্মিভিস্তুল্যাঃ পুরস্তাচ্চর্ম্মিণো রণে ।
পৃষ্ঠতো ধন্বিনঃ পশ্চাদ্ধন্বিনাং তুরগা রথাঃ ॥
রথানাং কুঞ্জরাঃ পশ্চাদ্দাতব্যাঃ পৃথিবীক্ষিতা ।
পদাতিকুঞ্জরাশ্বানাং ধর্ম্মকার্য্যং প্রযত্নতঃ ॥
শূরাঃ প্রমুখতো···কিঞ্চিন্মাত্রপ্রদর্শনম্ ।
কর্ত্তব্যং ভীরুসঙ্ঘেন শত্রু বিদ্রাবকারকম্ ॥
দারয়ন্তি পুরঃ শূরা ন দেয়া ভীরবঃ পুরঃ ।
প্রোৎসাহয়ন্ত্যেব রণে ভীরূন্ শূরাঃ পুরঃস্থিতাঃ ॥
প্রাংশবঃ শুকনাসাশ্চ যে চাজিহ্মেক্ষণা নরাঃ ।
সংহতভ্রূযুগাশ্চৈব ক্রোধনাঃ কলহপ্রিয়াঃ ॥
নিত্যহৃষ্টা প্রহৃষ্টাশ্চ শূরা জ্ঞেয়াশ্চ কামিনঃ ।
সংহতানাং হতানাঞ্চ রণাপনয়নক্রিয়া ॥

प्रतिग्रहं भञ्जनाञ्च तोयद्वारादिकस्य यत् ।
चाप्युपानयनं चैव पत्तिकर्म्म विधीयते ॥
रिपूणां भेत्तुकामानां स्वसैन्यस्य तु रक्षणम् ।
भेदनं संहतानाञ्च चर्म्मिणां कर्म्म कीर्त्तितम् ॥
विमुखीकरणं युद्धे धन्विनाञ्च तथोच्यते ।
दूरापसरणं यानं मूर्च्छितस्य तथोच्यते ॥
भेदनं संहतानाञ्च भेद्यानामपि संहतिः ।
प्राकारतोरणाट्टालद्रुमभङ्गश्च सद्गजैः ॥
पत्तिभिर्विषमा ज्ञेया रथाश्वस्य तथा समा ।
सकर्द्दमा च नागानां युद्धभूमिरुदाहृता ॥
एवं विरचितव्यूहः कृतपृष्ठदिवाकरः ।
तथानुलोमशुक्रार्कि दिक्पालो मृदुमारुतः ।
योधानुत्साहयेत् सर्व्वान् नाम गोत्रादिना ततः ॥”

এই সকল শ্লোকের তাৎপর্য্যার্থ এই যে, ব্যূহমধ্যে যোদ্ধাদিগকে সংহত (অত্যন্ত একত্রিত) করিবেক না। বিরল অর্থাৎ অত্যন্ত ফাঁক থাকিতেও দিবেক না। অস্ত্র-সঞ্চালনের ব্যাঘাত না হয়, অস্ত্রে অস্ত্রে ঠেকাঠেকি না হয়, এরূপ ভাবে যোদ্ধাদিগকে পরিচালন করিবেক।

যখন পরসৈন্যের বা পরকৃতব্যূহের ভেদ করিবার ইচ্ছা হইবে, বা আবশ্যক হইবে, তখন সংহত হইয়া অর্থাৎ বহুসৈন্য একত্রিত হইয়া ও স্রোতের ন্যায় হইয়া

ভেদ করিতে হইবে এবং পরসৈন্য যখন আপন সৈন্য-দিগকে অর্থাৎ আপনার ব্যূহকে ভাঙ্গিবার উপক্রম করিবে, তখনও তাহা সংহত হইয়া রক্ষা করিতে হইবে।

এরূপ নিয়মে ব্যূহ করিবে যে, ইচ্ছা করিলে, তাহা ভিন্ন ভিন্ন (একটী ভাঙ্গিয়া বত ব্যূহ) করা যাইতে পারে। অথবা পরব্যূহ ভেদ করা যাইতে পারে। অপিচ হস্তিসৈন্যের চারিটী করিয়া পাদরক্ষক নিযুক্ত থাকিবেক, রথের জন্য চারিটী অশ্বসৈন্য নিযুক্ত রাখিবেক, তাহাদের জন্য চারিটী করিয়া চর্ম্মধারী, তাহাদের রক্ষণার্থ তাহাদেরই সমান ধনুর্ধারী নিযুক্ত থাকিবেক। রণমুখে অর্থাৎ রণাগ্রে চর্ম্মী অর্থাৎ ঢালধারী সৈন্যেরা (সম্মুখে) অবস্থান করিবেন।

তাহাদের পশ্চাদ্ভাগে ধনুর্ধারী সৈন্য থাকিবেক। ইহাদের পৃষ্ঠে অশ্বারোহী এবং অশ্বারোহীর পৃষ্ঠে রথারোহী থাকিবেক। এবং রথারোহীর পশ্চাদ্ভাগে হস্তিসৈন্য স্থাপন করিবেক।

পদাতিসৈন্য, হস্তিসৈন্য ও অশ্বসৈন্য, ইহারা বিশেষ যত্নের সহিত আপন আপন কর্ত্তব্য করিবেন। যাহারা শূর অর্থাৎ উৎসাহী ও নির্ভীক, তাহাদিগকেই সকলের সম্মুখভাগে দেওয়া কর্ত্তব্য। অনেক ভীরু একত্রিত হইলে ব্যূহ ভাঙ্গিয়া যায়, এ নিমিত্ত ভীরুদিগকে সম্মুখে দিবেক না এবং একত্রিত হইতেও দিবেক না।

যাহারা শূর, তাহারা সম্মুখে থাকিবে। কেননা তাহারা ভীরুদিগকে, নির্ভীক ও উৎসাহিত করিতে পারে। এ নিমিত্ত শূরদিগকেই সম্মুখে স্থাপন করিতে হয়।

শূরদিগের বাহ্যিক আকার ও লক্ষণ এই যে, যাহারা প্রাংশু অর্থাৎ দীর্ঘকায়, যাহাদের দৃষ্টি বক্র, যাহাদের ভ্রূযুগল সংহত, যাহারা ক্রোধনস্বভাব ও কলহপ্রিয়, যাহারা সর্ব্বদাই হৃষ্ট থাকে এবং বিপদকালেও যাহারা ক্ষুব্ধ হয় না, এমন সকল ব্যক্তিই শূর।

হত হইলে, আহত হইলে, তাহাদিগকে রণস্থল হইতে অপনয়ন করা, হস্তিদিগকে পানাদি করান, অস্ত্রাদি আনিয়া দেওয়া, ইত্যাদি কার্য্যসমূহ পদাতিদিগের কর্ত্তব্য বলিয়া বিহিত হইয়া থাকে।

চর্ম্মধারীরা শত্রুসৈন্যভেদ, সৈন্যের রক্ষা, সংহতদিগকে বিরল করা, ইত্যাদি ইত্যাদি কার্য্য করিবেন এবং ধনুর্দ্ধারীরা শত্রুদিগকে বিমুখ করিবেন অর্থাৎ অগ্রসর হইতে দিবেন না এবং রথীরা শত্রুদিগের ত্রাস উৎপাদনে নিযুক্ত থাকিবেন।

গজের দ্বারা সংহতের ভেদ, ভেদের সংঘাত একত্রীকরণ এবং প্রাচীর, তোরণ ও অট্টাল প্রভৃতির ভঙ্গসাধন করা কর্ত্তব্য।

বিষম অর্থাৎ বন্ধুর ভূমিতে পদাতিসৈন্যের দ্বারা,

সমতল স্থানে রথিসৈন্যের দ্বারা, জলকর্দমাদিযুক্ত স্থানে গজসৈন্যের দ্বারা যথাযোগ্য যুদ্ধ করা কর্ত্তব্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

এবম্প্রকারে, ব্যূহরচনাপূর্ব্বক সূর্য্যদেবকে পশ্চাদ্ভাগে রাখিয়া এবং অনুকূল বায়ু ও অনুকূল গ্রহ অবলোকন করিয়া যুদ্ধারম্ভ করিবেক এবং নাম ও গোত্র উল্লেখ পূর্ব্বক নানাপ্রকার উত্তেজক বাক্যে স্বসৈন্যদিগকে উত্তেজিত করিবেক।

ব্যূহস্থসেনা ও সেনাপতিগণ কিপ্রকারে সঞ্চরণ করিবেন; কিরূপেই বা যুদ্ধ করিবেন; তত্তাবৎবৃত্তান্ত শুক্রনীতির সপ্তম প্রকরণ দেখিলে জানা যায়। পাঠকগণের সুখ-বোধার্থ এস্থলে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি; দেখিবেন, প্রচীন সৈনিক পুরুষেরা কিরূপে যুদ্ধকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন।

"ব্যূহরচনসঙ্কেতান্ বাদ্যভাষাসমীরিতান্।
স্বসৈনিকৈর্বিনা কোঽপি ন জানীয়াত্তথাবিধান্॥
নিযোজয়েচ্চ মতিমান্ ব্যূহান্ নানাবিধান্ সদা।
অশ্বানাঞ্চ গজানাঞ্চ পদাতীনাং পৃথক্ পৃথক্॥
উচ্চৈঃ সংশ্রাবয়েদ্ব্যূহসঙ্কেতান্ সৈনিকান্ নৃপঃ।
বামদক্ষিণসংস্থো বা মধ্যস্থো বাগ্রসংস্থিতঃ॥
শ্রুত্বা তান্ সৈনিকঃ কার্য্যমনুশিষ্টং যথা তথা।

सम्मीलनं प्रसरणं परिभ्रमणमेव च ॥
आकुञ्चनं तथा यानं प्रयाणमपयानकम् ।
पर्यायेण च सामुख्यं समुत्थानञ्च लुण्ठनम् ॥
संस्थानञ्चाष्टदलवत् चक्रवद्गोलतुल्यकम् ।
सूचीतुल्यं शकटवदर्द्धचन्द्रं समन्ततः ॥
पृथग्भवनमल्पाल्पैः पर्यायैः पङ्क्तिवेशनम् ।
शस्त्रास्त्रयोर्धारणञ्च सन्धानं लक्ष्यभेदनम् ॥
मोक्षणञ्च तथास्त्राणां शस्त्राणां परिघातनम् ।
द्राक् सन्धानं पुनः पातो ग्रहो मोक्षः पुनः पुनः ।
स्वगूहनं प्रतीघातः शस्त्रास्त्रपदविक्रमैः ॥
द्वाभ्यां त्रिभिश्चतुर्भिर्वा पङ्क्तिशो गमनं ततः ।
तथा प्राग्भवनं चापसरणं तूपसर्पणम् ॥
अपसृत्यास्त्रसिद्ध्यर्थमुपसृत्य विमोचनम् ।
प्रागभूत्वा मोचयेदस्त्रं व्यूहस्थः सैनिकः सदा ॥
आसीनः स्याद्विसृष्टास्त्रः प्राग्गा चापसरेत्पुनः ।
प्रागासीनं तूपसृतो दृष्ट्वास्त्रं विमोचयेत् ॥”

ব্যূহরচনার জন্য বাদ্য অথবা ভাষার সঙ্কেত কল্পনা করিবেক। (অমুক প্রকার বাদ্য বাদিত হইলে অমুক ব্যূহ হইবেক অথবা অমুকশব্দ উচ্চারিত হইলে অমুক ব্যূহ করিতে হইবেক ইত্যাদি)। সেই সাঙ্কেতিক বাদ্য অথবা সাঙ্কেতিক ভাষা কেবল স্বীয় সৈন্যেরাই জানি

থাকিবেক; তাহা অন্য কেহ জানিতে না পারে—এরূপ নিয়মে করিবেক।

বুদ্ধিমান রাজা অথবা সেনানায়ক বহুবিধ ব্যূহরচনা করিবেন। (উপযুক্ততা-অনুসারে) অশ্বসৈন্যের, হস্তিসৈন্যের ও পদাতিসৈন্যের পৃথক্ পৃথক্ বা ভিন্ন ভিন্ন ব্যূহ নির্ম্মাণ করিবেন।

রাজা কিংবা রাজপ্রতিনিধি ব্যূহ-সঙ্কেত সকল উচ্চরবে শুনাইবেন। ব্যূহের বামভাগে, অথবা দক্ষিণভাগে, এবং (সময় বিশেষে) মধ্যস্থলে থাকিয়া এরূপ উচ্চরবে সাঙ্কেতিক শব্দ করিবেন, যেন ব্যূহস্থ সমস্ত সৈনিকেই শুনিতে পায়।

সৈনিকগণ সেই সেই সঙ্কেত ধ্বনি বা সাঙ্কেতিক ভাষা শুনিয়া শিক্ষাকালে যেরূপ উপদেশ পাইয়াছিলেন, ঠিক্ সেইরূপ কার্য্য করিবেন। সম্মীলন, প্রসরণ, প্রভ্রমণ, আকুঞ্চন, যান, প্রয়াণ, অপযান, পর্য্যায়ক্রমে সাম্মুখ্য, সমুত্থান, লুণ্ঠন, অষ্টদলাকারে অবস্থান, অথবা চক্রাকারে বেষ্টন, সূচীতুল্য, শকটাকার, অর্দ্ধচন্দ্রাকার, পৃথক্ ভবন, (পঙ্‌ক্তি ছাড়া হওয়া), অঙ্গে অঙ্গে ও পর্য্যায়ক্রমে পঙ্‌ক্তি-প্রবেশ, ভিন্নভিন্ন প্রকারে অস্ত্রশস্ত্রাদির ধারণ, সন্ধান, লক্ষ্য-ভেদ, অস্ত্রক্ষেপ, শস্ত্রনিপাত, শীঘ্র সন্ধান, শীঘ্র অস্ত্রাদি-গ্রহণ, শীঘ্র অস্ত্রনিপাত, শীঘ্র অস্ত্রক্ষেপ, শীঘ্র আত্মরক্ষা

অথবা আপনাকে লুকায়িত করা, অস্ত্রের দ্বারা, শস্ত্রের দ্বারা, অথবা পাদসঞ্চার দ্বারা আত্মরক্ষা ও পরকীয় সৈন্যের বা প্রহরীর প্রতিঘাত করা, দুই দুই জনে, তিন তিন জনে, কিংবা চারি চারি জনে একত্রিত হইয়া পঙ্‌ক্তিক্রমে গমন করা, পিছু হাঁটা, সম্মুখদিকে বা সম্মুখভাবে পলায়ন করা, পশ্চাদ্ভাগে সৈনিকগণের সঙ্কেত অনুসারে পলায়ন করা, অথবা শত্রুর দিকে ধাবিত হওয়া, ইত্যাদি বহুবিধ কার্য্য পূর্ব্বশিক্ষা অনুসারেই করিবেন, অন্যথাচরণ করিবেন না।

ব্যূহস্থিত সৈনিক অস্ত্রসিদ্ধির নিমিত্ত (অব্যর্থতার নিমিত্ত) উপসরণ অর্থাৎ অগ্রে (সম্মুখে) ধাবিত হইবেন, পশ্চাৎ কিঞ্চিৎ পিছু হাঁটিয়া অস্ত্র পরিত্যাগ করিবেন।

বিক্ষিপ্তাস্ত্র সৈনিক বসিয়া পড়িবেন অথবা পাছু হাঁটিয়া আসিবেন। বিপক্ষকে যখন উপবিষ্ট দেখিবেন, তখনই অমনি তৎসমীপবর্ত্তী হইয়া অস্ত্র পরিত্যাগ করিবেন।

শুক্রনীতি গ্রন্থে এইরূপ আশ্চর্য্য যুদ্ধকার্য্যসকল বর্ণিত হইয়াছে। অবশেষে কার্য্যসঙ্কট অনুসারে ক্রিয়া পরিবর্ত্তন করিবার উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। সে সকল ক্রিয়াকৌশল পর্য্যালোচনা করিলে জ্ঞান হয় যে ইহা অপেক্ষা গুরুতর ও কঠিন কার্য্য আর নাই। এই কার্য্যে যে কত মনোবল ও কত তৎপরতা লাগে, তাহা নির্ণয় করা যায় না। পূর্ব্বে যে ক্রৌঞ্চ ও মকর প্রভৃতি ব্যূহের উল্লেখ

করা হইয়াছে, শুক্রনীতি গ্রন্থে সে সকলের সঞ্চালন সম্বন্ধে কয়েকটী উপদেশ আছে। যথা—

"एकैकशो द्विशो वापि संघशो बोधितो यथा ।
क्रौञ्चानां खे गतिर्यादृक् पङ्क्तिशः सम्प्रजायते ।
तादृक् सञ्चारयेत् क्रौञ्च व्यूहं देशबलं यथा ॥
सूक्ष्मग्रीवं मध्यपुच्छं स्थूलपक्षन्तु पङ्क्तिशः ।
बृहत् पक्षं मध्यगल पुच्छं श्येनं मुखेन तु ॥
चतुष्पान्मकरो दीर्घः स्थूलवक्त्रोद्विरोष्ठकः ।
सूची सूक्ष्ममुखो दीर्घः समदण्डान्तरन्ध्रयुक् ॥
चक्रव्यूहश्चैकमार्गो ह्यष्टधा कुण्डलीकृतः ।
चतुर्दिक्ष्वष्टपरिधिः सर्वतोभद्रसंज्ञकः ॥
अमार्गश्चाष्टवलयी गोलकः सर्वतोमुखः ।
शकटः शकटाकारो व्यालो व्यालाकृतिः सदा ॥
सैन्यमल्पं वृहद्वापि दृष्ट्वा मार्गं रणस्थलम् ।
व्यूहैर्व्यूहेन व्यूहाभ्यां साङ्कर्य्येणापि कल्पयेत् ॥"

রাজা অথবা সেনাপতি যেমন সঙ্কেত প্রকাশ করিবেন সৈনিকগণ তদনুসারে হয় একে একে, না হয় দুই দুই জনে, কিংবা বহুজনে শিক্ষানুরূপ সঞ্চরণে প্রবৃত্ত হইবেন। বলাকাসমূহ যেমন আকাশে পঙ্‌ক্তিক্রমে গমন বা ভ্রমণ করে, দেশ (যুদ্ধস্থান) ও সৈন্যবল বিবেচনা করিয়া, সেই-রূপ ক্রমে ক্রৌঞ্চব্যূহ সঞ্চালন করিবেক। (ক্রৌঞ্চ অর্থাৎ

বক। ইহা তৎপঙ্‌ক্তি সঞ্চরণের ন্যায় সঞ্চারিত হয় বলিয়া এই ব্যূহের নাম ক্রৌঞ্চ)।

পঙ্‌ক্তিক্রমে গ্রীবাদেশ সূক্ষ্ম, পুচ্ছদেশ মধ্যম, পক্ষদ্বয় স্থূল অর্থাৎ বিস্তীর্ণ করা আবশ্যক। শ্যেনব্যূহের পক্ষ বিস্তৃত, গলদেশ ও পুচ্ছ মধ্যম, মুখ শ্যেনপক্ষীর তুল্য।

মকরব্যূহ চতুষ্পদাকার, বক্ত্রদেশ স্থূল ও দীর্ঘ, ওষ্ঠ দ্বিগুণ। সূচীব্যূহের মুখ সূক্ষ্ম, দীর্ঘ ও সমদণ্ডাকার, এবং রন্ধ্রযুক্ত।

চক্রব্যূহের মার্গ অর্থাৎ প্রবেশযোগ্য পথ একটি, ৮টি কুণ্ডলাকৃতি পঙ্‌ক্তির দ্বারা বেষ্টিত। সর্ব্বতোভদ্র ব্যূহের চতুর্দ্দিকে ৮ পরিধি, এতাবন্মাত্র বিশেষ আছে। ইহার প্রবেশযোগ্য দ্বার নাই, বলয়াকৃতি ৮ পঙ্‌ক্তির দ্বারা নির্ম্মিত ও গোল। সকল দিকেই ইহার মুখ থাকে।

শকটব্যূহ শকটাকার, ব্যালব্যূহ সর্পাকার, এইরূপ অন্যান্য ব্যূহও অন্যান্য জন্তুর আকারবিশিষ্ট।

সৈন্য অল্প কি অধিক, তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া, রণভূমি কিরূপ তাহা নির্ণয় করিয়া, সঞ্চরণের পথ কিরূপ তাহা দেখিয়া, হয় একটী, না হয় দুইটী অথবা ৩।৪টী ব্যূহ রচনা করিয়া যুদ্ধ করিবেক এবং রণভূমি, সৈন্যভ্রমণের পথ,—ইত্যাদি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া হয় কোন নির্দ্দিষ্টব্যূহ রচনা করিবেক, অথবা সঙ্কর বা মিশ্র ব্যূহ নির্ম্মাণ করিবেক।

ব্যূহসম্বন্ধে ইহার অতিরিক্ত কথা মহাভারতের টীকায় সংগৃহীত আছে। বিস্তার ভয়ে সে সকল উল্লেখ করিলাম না। ফল, যাহা বলা হইল, তদ্দ্বারা ভারতবর্ষীয় প্রাচীন যুদ্ধপ্রণালীর এক প্রকার সামান্য ছবি প্রদর্শিত হইল। অতঃপর আমরা ধর্ম্মযুদ্ধ ও কূটযুদ্ধের কতিপয় নিয়ম বর্ণনা করিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব ; সম্প্রতি দুর্গ সম্বন্ধে দু একটী কথা বলা যাউক।

দুর্গ।

রাজাদিগের বহু শত্রু, পররাজ্যের সহিত তাঁহাদের সর্ব্বদাই যুদ্ধ বিগ্রহ হইবার সম্ভব, এনিমিত্ত তাঁহাদের এক একটী অন্যের দুর্গম্য স্থান প্রস্তুত রাখা আবশ্যক। সেই সকল দুর্গম্য ও দুর্ভেদ্য স্থানের নাম "দুর্গ"। ইহা তাঁহাদের একটী প্রধান সম্পদ, এনিমিত্ত শাস্ত্রকারেরা রাজাদিগের ষষ্ঠ সম্পদের মধ্যে দুর্গকে প্রধান সম্পদ বলিয়া গণনা করিয়াছেন।

মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, কামন্দক, ভোজ এবং অন্যান্য সমস্ত রাজ-শাস্ত্র-উপদেষ্টৃগণ দুর্গ সম্পত্তির উল্লেখ করিয়া তাহার নির্ম্মাণ পদ্ধতি ও প্রকারভেদ বর্ণনা করিয়াছেন। বিশ্বকর্ম্মসংহিতা ও রাজবল্লভ প্রভৃতি সমুদায় বাস্তুশাস্ত্রে

ইহার নির্ম্মাণবিধি ও স্থান পরীক্ষা প্রভৃতি লিখিত আছে। রাজ্য, রাজধানী ও দুর্গস্থাপন বিষয়ে কামন্দকোক্ত স্থান পরীক্ষা এতৎপ্রস্তাবের প্রথমে সংগ্রহ করা হইল।

১ম, স্থান-পরীক্ষা।

"भूगुणैर्वर्द्धते राष्ट्रं तद्वृद्धिर्वृद्धये पत्युः ।
तस्मात् गुणवतीं भूमिं भूत्यै भूपतिः कारयेत् ॥"
"सस्याकरवती पुण्या खनिद्रव्यसमन्विता ।
गोहिता भूरिसलिला पुण्यैर्जनपदैर्युता ॥"
"रम्या सकुञ्जरबला वारिस्थलपथान्विता ।
अदेवमातृका चेति शस्यते भूर्विभूतये ॥"
(कामन्दक ।

স্থানের গুণে রাজার সম্পত্তি বর্দ্ধিত হয় এবং রাজ্য-সম্পত্তির বৃদ্ধিতেই রাজার উন্নতি হয়; এজন্য রাজা আপনার ঐশ্বর্য্য বর্দ্ধনের নিমিত্ত প্রথমতঃ গুণবতী ভূমি গ্রহণ করিবেন। কিরূপ ভূমি গুণবতী? তাহা বলা যাইতেছে।

যে স্থান শস্যশালিনী, যে স্থানে আকর আছে, যে স্থান অতি পুণ্য অর্থাৎ পবিত্র (স্বাস্থ্যকর ও সুদৃশ্য), যে স্থানে খনি আছে, যে স্থানে ব্যবহার্য্য দ্রব্য সুলভ, যে স্থান গো ও অশ্ব প্রভৃতি বহু পশু রাখিবার উপযুক্ত,

যে স্থানে জলকষ্ট নাই, যাহার চতুর্দ্দিকে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট জনপদ আছে, যে স্থান সুন্দর অর্থাৎ রমণীয়, যে স্থানে বা যাহার নিকটস্থ বনে হস্তী পাওয়া যায়, ও যাহার নিকটে বন আছে, যে প্রদেশে জলপথ ও স্থলপথ উভয়ই বিদ্যমান, যে দেশ দেবমাতৃক নহে, অর্থাৎ যে দেশের শস্য উৎপাদন করিতে কেবল বৃষ্টির জলের উপর নির্ভর করিতে হয় না, এরূপ দেশে উক্তবিধ স্থানই রাজাদিগের পক্ষে প্রশস্ত।

২য়, নিষিদ্ধ দেশ ও স্থান।

"অশর্করা অপাষাণা আটবী নিত্যদস্যবা।
রুক্ষা সকণ্টকবনা সব্যালা নেতি ভূতয়ে॥"

যে স্থানে অত্যন্ত কাঁকর, অত্যন্ত প্রস্তর, নিবিড় বন, সর্ব্বদাই দস্যুভয়,—সে স্থান উত্তম নহে। যে স্থান রুক্ষ অর্থাৎ ৮ গুণ জলসেক করিলেও উত্তম শস্য হয় না, যে স্থানে কণ্টক বন নিবারিত হয় না, যে প্রদেশে অধিক সবিষ সর্প জন্মে, সে স্থানও বাসের ও দুর্গের অযোগ্য।

কামন্দকি আরও বলিয়াছেন যে,—

"আজীবী মৃগৈর্ভুক্তঃ আনূপঃ পর্ব্বতাশ্রয়ঃ।

মূল কন্দ বণিক্ প্রায়ো শ্রমাঢ্যঃ কৃষীবলঃ ॥
অনুরাগী রিপুদ্বেষী পীড়াসহকরঃ পৃথুঃ ।
নানাদেশ্যৈঃ সমাকীর্ণো ধার্ম্মিকৈঃ পশুমান্ ধনী ॥
তং বর্দ্ধয়েৎ প্রযত্নেন যস্মাৎ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে ॥”

যে দেশে কন্দ (শূরণ ও আলু প্রভৃতি) মূল ও কন্দ প্রভৃতি বহু পরিমাণে উৎপন্ন হয়, যে দেশ পূর্ব্বোক্ত গুণযুক্ত, যে দেশ আনূপ অর্থাৎ যে দেশে প্রচুর জল আছে, যে সকল দেশ পর্ব্বত আশ্রয় করিয়া প্রতিষ্ঠিত, যে দেশে দাস, দাসী, শিল্পী ও বাণিজ্যকারী লোক অধিক, যে দেশের কৃষকেরা অত্যন্ত পরিশ্রমী ও মহা উদ্যোগী, যে দেশের লোক সকল স্বভাবতঃই প্রভুর প্রতি অনুরাগী ও শত্রুর প্রতি বিদ্বেষ্টা, যে দেশের লোকেরা কষ্টসহ ও করভার বহনে কষ্টবোধ করে না, যে দেশের লোকেরা বলবান্, যে দেশ নানাদেশীয় লোকে সমাকীর্ণ, যে দেশের লোকেরা স্বভাবতঃই ধার্ম্মিক, পশুপোষণকারী ও ধনশালী, রাজা এরূপ দেশ যত্ন পূর্ব্বক রক্ষা করিবেন। যে হেতু তাদৃশ দেশ হইতেই রাজার সমস্ত অভিলাষ সিদ্ধ হয়।

৩ য়, রাজপুরী ও দুর্গবাস।

“[illegible] ।
“সমাবসেৎ পুরং শ্রেষ্ঠং পরিখাবপ্রসংযুতম্ ॥”

চতুঃপার্শ্বে মহাখাত (গড়কাটা), তৎপ্রান্ত অত্যুচ্চ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত, বিস্তীর্ণ দ্বার,—রাজা এরূপ পুরে বাস করিবেন। নিকটে কোন পর্ব্বত, কি নদী, বন অথবা ভূমি থাকিলে ভাল হয়। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি বলিয়াছেন যে,—

"रम्यं पशव्य माजीव्यं जाङ्गलं देशमावसेत् ।
तत्र दुर्गाणि कुर्व्वीत जनकोषात्मगुप्तये ॥"

রমণীয়, পশু পোষণের উপযুক্ত, বিবিধ ভক্ষ্য দ্রব্যের উৎপত্তি ভূমি, জল ও পর্ব্বতশালী,—রাজা এরূপ দেশে বাস করিবেন; এবং তাদৃশ স্থানে স্বজন বর্গ, ধনাগার ও আত্মরক্ষার্থ দুর্গ নির্ম্মাণ করিবেন।

মহর্ষি মনু দুর্গবাসের উপকারিতা বর্ণন করিয়া গিয়াছেন। যথা—

"एकः शतं योधयति प्राकारस्थोधनुर्धरः ।
शतं दश सहस्राणि तस्माद् दुर्गं समाश्रयेत् ॥"

যে হেতু এক যোদ্ধা দুর্গ প্রাকারে অবস্থিত থাকিয়া শত যোদ্ধার সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হয়, এবং শত যোদ্ধা, দশ সহস্র যোদ্ধাকে পরাভব করিতে পারে, এই হেতু রাজারা দুর্গ আশ্রয় করত বাস করিবেন।

৪৫, দুর্গের সংখ্যা ও প্রকারভেদ

দুর্গ অনেক প্রকার। তন্মধ্যে মনুর মতে ৭, কামন্দকীর মতে ৯ নববিধ দুর্গই প্রধান। মহর্ষি মনু প্রাধান্য ক্রমে ৭ প্রকার দুর্গের উল্লেখ করিয়াছেন, পরন্তু কামন্দক ও মহর্ষি ব্যাস তদপেক্ষা দুইটী অধিক দুর্গের ব্যবস্থা করিয়াছেন। মনু-মতানুযায়ী সপ্ত দুর্গ এই—

"ধন্বদুর্গং মহীদুর্গং অব্‌দুর্গং বার্ক্ষমেব বা।
নৃদুর্গং গিরিদুর্গং বা সমাশ্রিত্যাবসেৎ পুরম্ ॥"

যাহার নিকটবর্ত্তী দিক সমূহে জলবর্জ্জিত স্থান অর্থাৎ মরু ভূমি বিদ্যমান আছে, তাদৃশ দুর্গের নাম ধন্ব দুর্গ। মহীদুর্গ অর্থাৎ মৃত্তিকার দ্বারা সম্পাদিত দুর্গ। অব্‌দুর্গ অর্থাৎ জলদুর্গ। যাহার নিকটবর্ত্তী দিক সমূহে মহাজল বিদ্যমান আছে, তাহারই নাম জল দুর্গ। বৃক্ষের দ্বারা রচিত দুর্গ বিশেষের নাম বার্ক্ষ দুর্গ; যাহার চতুর্দ্দিক নিবিড় দুশ্ছেদ্য বৃক্ষে পরিব্যাপ্ত তাহাই বার্ক্ষ দুর্গ। নৃদুর্গ অর্থাৎ যাহার আশ্রয়ে বহুতর বীরমনুষ্য বাস করে। গিরিদুর্গ অর্থাৎ দুরারোহ পর্ব্বত যাহার চতুর্দ্দিকে আছে। মনু এই ছয় প্রকার দুর্গের উল্লেখ করিয়াছেন; পরন্তু কামন্দকী এতদপেক্ষা ঐরিণ নামক আর একটী অতিরিক্ত দুর্গের কথা বলিয়াছেন। যথা—

औदकं पार्व्वतं वार्क्षं ऐरिणं धन्वमानवम् ।
प्रथमं प्राज्ञमतिभिः दुर्गं दुर्गोपचिन्तकैः ॥"

ঔদক অর্থাৎ জলদুর্গ। পার্ব্বত অর্থাৎ গিরিদুর্গ। বার্ক্ষ অর্থাৎ বৃক্ষরচিত দুর্গ। ঐরিণ অর্থাৎ উষরস্থানরূপ দুর্গ। ধন্ব অর্থাৎ জলবর্জ্জিত দুর্গ। মানব অর্থাৎ বীর মনুষ্য বেষ্টিত দুর্গ। মহাভারতেও ছয় প্রকার দুর্গের উল্লেখ আছে, তন্মধ্যে মহীদুর্গ ও মৃদ্দুর্গ এই দুইটীর ভিন্নতা প্রতিপাদিত হইয়াছে। যথা—

"धन्वदुर्गं महीदुर्गं गिरिदुर्गं तथैव च ।
मनुष्यदुर्गं मृद्दुर्गं अम्बुदुर्गं च तानि षट् ॥"

এই শ্লোকে মহীদুর্গ ও মৃদ্দুর্গ এই দুইটী পৃথক্ উল্লেখ থাকায় বুঝিতে হইবে যে, যাহা স্বাভাবিক মৃত্তিকাচিত স্থান, তাহাই মহীদুর্গ এবং যাহা মৃত্তিকার দ্বারা, ইষ্টকের দ্বারা কি প্রস্তরের দ্বারা নির্ম্মিত দুর্গম স্থান, তাহাই মৃদ্দুর্গ। নীতি ময়ূখ গ্রন্থে লিখিত আছে যে, "मृद्दुर्गमिति मार्त्तिकं पाषाणं ऐष्टकं वा" মৃদ্দুর্গ ৩ প্রকার,—মৃত্তিকানির্ম্মিত, পাষাণ রচিত ও ইষ্টকগ্রথিত। লিখিত বচনগুলির দ্বারা সর্ব্ব সমেত নববিধ (৯ প্রকার) দুর্গের ব্যবস্থা পাওয়া যাইতেছে। তদ্যথা—

ধন্বদুর্গ	…	১	ইহা অকৃত্রিম মৃত্তিকাচিত ও কৃত্রিম মৃত্তিত্তি নির্ম্মিত এতদ্রূপে দ্বিবিধ। মৃত্তিত্তি দুর্গের আবার প্রস্তর নির্ম্মিত ও ইষ্টক নির্ম্মিত এই দুই প্রকার প্রভেদ আছে।
মহীদুর্গ	…	২	
জলদুর্গ	…	১	
বৃক্ষদুর্গ	…	১	
		৫	
নৃদুর্গ	…	১	ইহা বীরগণের দ্বারা বেষ্টিত থাকা এবং সৈন্য রচনার দ্বারা বেষ্টিত থাকা, এই দুই প্রকার।
গিরিদুর্গ	…	১	
		৭	
বন্ধুদুর্গ	…	১	শূর ও আত্মীয়গণের গৃহের দ্বারা বেষ্টিত থাকা ও প্রান্তর বেষ্টিত থাকা।
ঐরিণদুর্গ	…	১	
		৯	

এই নববিধ দুর্গের মধ্যে মহীদুর্গের দ্বিতীয়টী অর্থাৎ মৃদ্দুর্গটী আবার ৩ প্রকার। স্তূপীকৃতমৃত্তিকারাশিবেষ্টিত, প্রস্তরপ্রাকারবেষ্টিত, এবং ইষ্টকপ্রাকারবেষ্টিত। অপর, নৃদুর্গ অর্থাৎ মনুষ্যদুর্গও দ্বিবিধ। বন্ধু দুর্গ ও ইতর মনুষ্য দুর্গ। নীতি-ময়ূখে এই মনুষ্যদুর্গের নিম্নলিখিত লক্ষণ ও ব্যবস্থা লিখিত হইয়াছে।

"মনুষ্যদুর্গং নাম শৌর্য্যাদিযুক্তা মনুষ্যা রাজমন্দিরং পরিতঃ স্থাপনীয়াঃ। এবং বন্ধুদুর্গমপি স্থলে মনুষ্য দুর্গং ন কুর্বীত।"

ভ্রাতৃ প্রভৃতি বীর ও অন্তরঙ্গ স্বজনগণের দ্বারা বেষ্টিত

রাজ পুরীর নাম বন্ধুদুর্গ। বন্ধু বান্ধব না থাকিলে বীর পুরুষের দ্বারা পরিবেষ্টিত রাজ পুরীকে সামান্যতঃ মনুষ্য দুর্গ বলিয়া উল্লেখ করা যায়। পরন্তু যে স্থলে বন্ধুদুর্গের সম্ভাবনা থাকে—সে স্থলে ইতর মনুষ্য দুর্গ করা কর্ত্তব্য নহে।

অসুরাচার্য্য উশনা স্বকৃত নীতিসার গ্রন্থে উল্লিখিত দুর্গ সমূহের পৃথক্ নাম ও লক্ষণ বর্ণনা করিয়াছেন। যথা—

"षष्ठं दुर्गप्रकरणं प्रवक्ष्यामि समासतः।
खात कण्टक पाषाणैर्दुष्पथं दुर्गमैरिणम्॥
परितस्तु महाखातं पारिखं दुर्गमेव तत्।
इष्टकोपलमृद्भित्ति प्राकारं पारिघं स्मृतम्॥
महाकण्टक वृक्षौघैर्व्याप्तं तद्वन दुर्गमम्।
जलाभावस्तु परितो धन्वदुर्गं प्रकीर्त्तितम्॥
जलदुर्गं स्मृतं तज्ज्ञैरासमन्तात् महाजलम्।
सवारिपृष्ठोच्चयुतं विविक्ते गिरिदुर्गमम्॥
अभेद्यं व्यूहविद्वीरैर्व्याप्तं तत् सैन्यदुर्गमम्।
सहायदुर्गं तज्ज्ञेयं शूरानुकूलबान्धवम्॥"

আমি তোমাদিগকে দুর্গনামক ষষ্ঠ প্রকরণ সংক্ষেপে বলি, শ্রবণ কর। খাত, কণ্টক ও পাষাণাদির দ্বারা দুর্গম স্থানের নাম ঐরিণ দুর্গ। যাহার চতুর্দ্দিকে মহাখাত, তাদৃশ দুর্গের নাম পারিখ দুর্গ। ইষ্টক, প্রস্তর ও মৃত্তিকার দ্বারা প্রাচীর দিলে তাহার নাম পারিঘ দুর্গ। মহাকণ্টকযুক্ত

বৃক্ষের দ্বারা (বেউড় বাঁস প্রভৃতির দ্বারা) চতুর্দ্দিক ব্যাপ্ত থাকিলে তাহা বনদুর্গ বা বৃক্ষদুর্গ। দুর্গের চতুর্দ্দিকে অধিক দূর পর্য্যন্ত জলবর্জ্জিত স্থান থাকিলে তাহা ধন্বদুর্গ হইবে। চতুর্দ্দিকে মহাজল (বৃহৎনদী কি সমুদ্র), তন্মধ্যে দুর্গ, এরূপ হইলে তাহা জলদুর্গ। মনুষ্যাবাস বর্জ্জিত সজল প্রদেশে অথবা পর্ব্বত পৃষ্ঠোপরি অত্যুচ্চ গৃহ সমূহকে গিরিদুর্গ বলা যায়। ব্যূহ (সৈন্য বিন্যাস) বেত্তা বীর সমূহে পরিব্যাপ্ত থাকিলে তাহাকে সৈন্যদুর্গ বলা যায়। বীর বন্ধু বান্ধব অনুকূল থাকিলে তাহা সহায় দুর্গ আখ্যা প্রাপ্ত হয়।

এই সকল দুর্গের মধ্যে গিরিদুর্গ ও সহায়দুর্গই শ্রেষ্ঠ। দুর্গের শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে মনু ও কামন্দক বলিয়াছেন যে,—

সর্ব্বেণ তু প্রযত্নেন গিরিদুর্গং সমাশ্রয়েৎ।
এষাং হি বাহুগুণ্যেন গিরিদুর্গং বিশিষ্যতে॥"

এই সকল দুর্গের মধ্যে গিরি দুর্গই বহুগুণে উৎকৃষ্ট; অতএব রাজা প্রযত্নের সহিত গিরিদুর্গ অবলম্বন করিয়া বাস করিবেন। এবিষয়ে শুক্রাচার্য্য বলিয়াছেন, যে,—

"পারিখাদৈরিণং শ্রেষ্ঠং পারিঘন্তু ততো বনম্।
ততো ধন্ব জলং তস্মাদ্গিরিদুর্গং ততঃ স্মৃতম্॥
সহায়সৈন্যদুর্গে দ্বে সর্ব্বদুর্গপ্রসাধকে।
তাভ্যাং বিনান্যদুর্গাণি নিষ্ফলানি মহীভুজাম্॥
শ্রেষ্ঠন্তু সর্ব্বদুর্গেভ্যঃ সেনাদুর্গং স্মৃতং বুধৈঃ।

সর্ব্বাধরাণি শাস্ত্রাণি সর্ব্বস্বরূপতিঃ সদা ॥
সৈন্যদুর্গন্তু যস্য স্যাৎ তস্য বশ্যা তু ভূরিয়ম্ ।
বিনা তু সৈন্যদুর্গং ন দুর্গস্যান্তু বন্ধনম্ ॥
আপৎ কালেঽন্যদুর্গাণামাশ্রয়ীভূতমুত্তমঃ ।”

পারিখ দুর্গ অপেক্ষা ঐরিণ দুর্গ শ্রেষ্ঠ। তাহা অপেক্ষা পারিষ দুর্গ উত্তম। পারিষ অপেক্ষা বনদুর্গ অর্থাৎ বৃক্ষদুর্গ ভাল। বৃক্ষদুর্গ হইতে ধম্ব দুর্গ এবং ধম্ব অপেক্ষা জলদুর্গ উৎকৃষ্ট। জলদুর্গ অপেক্ষা গিরিদুর্গ উত্তম বলিয়া কথিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন সহায়দুর্গ ও সৈন্যদুর্গ এই দুই দুর্গ সকল দুর্গের সাধক; এবং ঐ সকল দুর্গের মধ্যে সৈন্যদুর্গই শ্রেষ্ঠ। অন্যান্য যে কোন দুর্গ সমস্তই সৈন্যদুর্গের দ্বারা সাধিত হয়। একারণ রাজা যত্নপূর্ব্বক, সদাসর্ব্বদা সৈন্যদুর্গ রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন। যে রাজার সৈন্যদুর্গ উৎকৃষ্ট থাকে; এই পৃথিবী তাহারই বশীভূতা হন। সৈন্যদুর্গ না থাকিলে, অন্যান্য সমস্ত দুর্গই বন্ধন স্বরূপ হইয়া থাকে। অন্যান্য দুর্গ কেবল বিপদকালের আশ্রয়, এজন্য তাহাও উত্তম বলিয়া গণ্য। দুর্গ সম্বন্ধে মনু অন্য এক কথা বলিয়াছেন। যথা—

“তৎস্যাদায়ুধসম্পন্নং ধনধান্যাশ্ববাহনৈঃ।
ব্রাহ্মণৈঃ শিল্পিভির্যন্ত্রৈর্যবসেনোদকেন্ধনৈঃ ॥”

দুর্গ সকল অস্ত্র সম্পন্ন থাকা আবশ্যক। ধনধান্য (আহারীয় দ্রব্য) ও অশ্বাদি বাহন তাহাতে রক্ষা করিবেক।

ব্রাহ্মণ (শাস্ত্রবেত্তা ও বুদ্ধিজীবী মন্ত্রী সমূহ), শিল্পী, বিবিধ যন্ত্র, যবস অর্থাৎ অশ্ব প্রভৃতি পশুর ভক্ষ্য, জল (পুষ্করিণী প্রভৃতি), ও কাষ্ঠ থাকা অত্যাবশ্যক।

মহাভারতেও প্রায় এইরূপ ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়। যথা—

"শূরাঢ্যজনসম্পন্নং ব্রহ্মঘোষানুনাদিতম্।
বশ্যামাত্যবলী রাজা তৎপুরং স্বয়মাবিশেৎ॥"

শূর অর্থাৎ বীরপুরুষে পরিপূর্ণ, বেদশব্দে নিনাদিত, বশীভূত অমাত্য ও সৈন্য সমূহে পরিপূর্ণ, এতাদৃশ পুরে রাজা অমাত্য সহ বাস করিবেন।

এ পর্য্যন্ত যতগুলি দুর্গের উল্লেখ করা হইল, তৎসমস্তের মধ্যে মৃদ্দুর্গই প্রায় প্রচলিত ও বিশেষ কৃত্রিম। অদ্যাপি পর্য্যন্ত মৃত্তিকা ভিত্তির দ্বারা প্রস্তর ভিত্তির দ্বারা ও ইষ্টক ভিত্তির দ্বারা দুর্গ প্রস্তুত হইয়া থাকে। এক্ষণকার সেই সকল দুর্গ কিরূপ কৌশল সম্পন্ন তাহা আমরা উত্তমরূপ জানি না। পরন্ত পুরাতন কালের দুর্গনির্ম্মাণবিধি পর্য্যালোচনা করিলে আধুনিক দুর্গগুলির ব্যবস্থা কৌশল অল্পপরিমাণে বোধগম্য করা যায়। রাজবল্লভ নামক বাস্তুশাস্ত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ে দুর্গ নির্ম্মাণ সম্বন্ধে বিশেষ ব্যবস্থা আছে। পাঠকগণের কুতূহল চরিতার্থ জন্য তাহার কতক অংশ আমরা প্রবন্ধাকারে অন্য এক গ্রন্থাবয়বে প্রকাশ করিব।

যুদ্ধ-ধর্ম্ম।

প্রাচীন ভারতের সকল কার্য্যেই ধর্ম্ম-সংযোগ ছিল। আহার করিবে তাহাতেও ধর্ম্ম, ব্যবহার করিবে তাহাতেও ধর্ম্ম, বিহার করিবে, তাহাতেও ধর্ম্ম, যুদ্ধ করিবে তাহাতেও ধর্ম্ম। কোন কার্য্যই অধর্ম্মপূর্ব্বক করা বিধেয় নহে; সকল কার্য্যই ধর্ম্মপূর্ব্বক করা কর্ত্তব্য; এইরূপ দৃঢ়তর বিশ্বাস পূর্ব্বাচার্য্য দিগের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত ছিল। যুদ্ধ যে এত নৃশংসের কার্য্য, পূর্ব্বকালে তাহাও ধর্ম্মের দ্বারা আবদ্ধ ছিল। মানুষ মারিব, কিন্তু ধর্ম্ম বা নিয়মপূর্ব্বক মারিব, —এরূপ ইচ্ছা, এরূপ নিয়ম, এরূপ অভিসন্ধি, এরূপ সতর্কতা,—ভাবিয়া দেখিলে উহা বীরসমাজের ভূষণ বলিয়া প্রতীতি হয়।

কুরুক্ষেত্রে সর্ব্বান্তকর যুদ্ধ উপস্থিত হইল,—কুরু পাণ্ডব-সৈন্য পূর্ণ উৎসাহে পরস্পর পরস্পরের যথার্থ উদ্বোধ করিল,—যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বে ধর্ম্মনিয়ম প্রচার করাও হইল। উভয়পক্ষ হইতেই ধ্বনিত হইল যে আমরা অধর্ম্ম বা

অন্যায় পূর্ব্বক যুদ্ধ করিব না; আরব্ধ-যুদ্ধ সমাপ্ত হইলে পুনর্ব্বার আমাদের প্রীতি সংস্থাপিত হইবে; দিন দিন দৈনিক যুদ্ধের অবসানে রাত্রিকালে আমাদের শত্রুতা বিদূরিত থাকিবে; তুল্যযোগ অতিক্রম, অন্যায়াচরণ ও কেহ কাহাকে প্রতারণা করিব না। বাক্‌যুদ্ধকালে বাক যুদ্ধই হইবে, অস্ত্রযুদ্ধকালে অস্ত্রযুদ্ধই হইবে। পলায়িত ব্যক্তিকে ও ব্যূহ-চ্যুত ব্যক্তিকে প্রহার করা হইবে না। রথী রথীর সহিত, গজারোহী গজারূঢ়ের সহিত, অশ্বারোহী অশ্বারূঢ়ের সহিত, পদাতি পদাতির সহিত যোগ্যতা, উৎসাহ, বল ও অভিলাষানুসারে যুদ্ধ করিবে, তাহাতে কেহ প্রতিকূল কি প্রতিবন্ধক হইবে না। অগ্রে সতর্ক করিয়া পশ্চাৎ প্রহার করা হইবে। বিশ্বস্ত ও ভয়বিহ্বল ব্যক্তিকে প্রহার করা হইবে না। নিরস্ত্র হইলে, বর্ম্মরহিত হইলে, কদাচ তাহাকে প্রহার করা হইবে না। সারথি, ভারবাহী, শস্ত্রনেতা দাস ও বাদ্যকর প্রভৃতিকে বধ করা হইবে না। ভারত যুদ্ধে ইত্যাদি প্রকার অদ্ভুত যুদ্ধধর্ম্মের নিয়ম প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছিল।

যুদ্ধে কি প্রকার কার্য্য করিলে ধর্ম্মরক্ষা হয়, তাহা মনুসংহিতা, নীতিময়ূখ, কামন্দকীয় নীতিসার, বৃদ্ধ শার্ঙ্গধর, নীতিপ্রকাশিকা ও শুক্রনীতি প্রভৃতি গ্রন্থে সবিস্তর বর্ণিত আছে। যথা—

न च हन्यात् स्थलारूढं न क्लीवं न कृताञ्जलिम्।
न मुक्तकेशमासीनं न तवास्मीति वादिनम्॥
न सुप्तं न विसन्नाहं न नग्नं न निरायुधम्।
नायुध्यमानं पश्यन्तं न परेण समागतम्॥
न भीतं न परावृत्तं सतां धर्ममनुस्मरन्॥"

(नीतिमयूखधृत मनुवचन।)

যে ব্যক্তি যান হইতে অবতরণ করিয়াছে, স্থলারূঢ় হইয়াছে, তাহাকে আঘাত করা বিধেয় নহে। ক্লীবকে আঘাত করা কর্ত্তব্য নহে। যে অঞ্জলি বদ্ধ করিয়া দাঁড়ায়, তাহাকে প্রহার করা কর্ত্তব্য নহে। মুক্তকেশ ব্যক্তিকে, উপবিষ্ট ব্যক্তিকে এবং যে ব্যক্তি "আমি তোমার শরণাগত হইলাম," বলে, তাহাকে বধ করিতে নাই। নিদ্রিত ব্যক্তিকে, যুদ্ধযোগ্য পরিচ্ছদ রহিত ব্যক্তিকে, নগ্ন ব্যক্তিকে ও নিরস্ত্র ব্যক্তিকে আঘাত করিবে না। যে যুদ্ধ করিতেছে না, যে যুদ্ধ দেখিতে আসিয়াছে, যে অপরের সহিত সংগ্রাম করিতেছে, যে ভয়বিহ্বল হইয়াছে, যে পলাইবার উদ্যোগ করিয়াছে, যে পশ্চান্মুখ হইয়াছে, সাধুদিগের ধর্ম্ম মনে করিয়া এই সকল ব্যক্তিকেও আঘাত করা কর্ত্তব্য নহে।

"हस्ती वाजी न हन्तव्यो नैव स्त्री नैव यो द्विजः।
बलपूर्वंमुखश्चैव तवास्मीति च यो वदेत्॥"

বৃদ্ধ, বালক, স্ত্রী, ব্রাহ্মণ, এবং যে তৃণ মুখে করিয়া "আমি তোমার" এইরূপ কথা বলে, তাহাকে কোনক্রমেই বিনাশ করা কর্ত্তব্য নহে।

মহর্ষি বৈশম্পায়নও স্বকৃত নীতিপ্রকাশিকা গ্রন্থে উক্ত প্রকার উপদেশ করিয়াছেন। যথা—

"न कूटैरायुधैर्हन्यात् युध्यमानो रणे रिपून्।
दिग्धैरत्युग्रपीतैर्वा वर्णैश्चैव पृथग्विधैः॥
न हन्यात् स्थलमारूढं न क्लीवं न कृताञ्जलिम्।
न मुक्तकेशं नासीनं न तवास्मीति वादिनम्॥
न प्रसुप्तं न प्रमत्तं न नग्नं न निरायुधम्॥
नायुध्यमानं पश्यन्तं न परेण समागतम्।
आयुधव्यसनं प्राप्तं नार्त्तं नातिपरिक्षतम्॥
न भीतं न पराहत्तं न च पङ्कीकमाश्रितम्।
न सुप्ते क्षपितं हन्यात् न स्त्रीवेशधारिणम्॥
एतादृशान् भटैर्वापि घातयन् किल्विषी भवेत्॥"

নীতি প্রকাশিকার এই সকল বচন অতি সরল শব্দে গ্রথিত আছে। বিশেষতঃ এ গুলির অর্থ প্রায় পূর্ব্বোক্ত বচনাবলীর দ্বারায় গতার্থ হইয়াছে। ফল, প্রথমোক্ত কূটাস্ত্রের প্রকৃত ব্যাখ্যা করিতে হইলে শতঘ্নী প্রভৃতি আগ্নেয় অস্ত্রগুলিকেই প্রধান রূপে গণ্য করিতে হয়।

এক্ষণকার কামান্-যুদ্ধ অত্যন্ত কূট। কামানের ন্যায় কূটাস্ত্র আর কিছুই নাই ও ছিল না।

আমরা পূর্ব্বেই প্রতিপন্ন করিয়াছি যে, পূর্ব্বকালে কামানের ন্যায় অথবা অন্য এক আকারের কামান ছিল কিন্তু তদ্দ্বারা তাঁহারা যুদ্ধ করিতেন না। কামানের দ্বারা যুদ্ধ করায় অধর্ম্ম হয় এবং উহাতে কিছুমাত্র পৌরুষ নাই এইরূপ বোধ থাকাতেই তৎকালের ক্ষত্রবীরেরা কামান কি কোনরূপ যন্ত্রাগ্নির দ্বারা মনুষ্য বধ করিতে উৎসাহী হইতেন না। মহাভারতে উক্ত হইয়াছে যে,—

"নাবশ্যং ন্ পীড়য়েৎ মন্ত্রীঃ প্রকৃতয়ঃ স্বয়ম্ ।
বশে জাতঃ পুনস্তাস্তু পিতৃবদ্দৃষ্টিমাচরেৎ ॥"

শত্রু যতকাল না বশীভূত হয়, ততকাল তাহার অনুগত প্রজা ও অমাত্যদিগকে পীড়িত করিবেক এবং তাহার ধনও লুণ্ঠন করিবেক; পরন্তু সে যখন বশীভূত হইবেক, তখন আর তাহার প্রতি কোন প্রকার অত্যাচার করিবেক না, প্রত্যুত তাহাকে পিতৃবৎ অর্থাৎ পিতাকে যেমন বৃত্তি প্রদান করিতে হয় সেই রূপ তাহাকেও বৃত্তি প্রদান করিবেক।

ধর্ম্মযুদ্ধ সম্বন্ধে মনুর উক্তি এইরূপ। যথা :—

"সমোত্তমাধমৈ রাজা ত্বাহূতঃ পালয়ন্ প্রজাঃ ।
ন নিবর্ত্তেত সংগ্রামাৎ ক্ষাত্রধর্ম্মমনুস্মরেৎ ॥"

“আহবেষু মিথোঽন্যোন্যং জিঘাংসন্তো মহীক্ষিতঃ।
যুধ্যমানাঃ পরং শক্ত্যা স্বর্গং যান্ত্যপরাঙ্মুখাঃ॥”

প্রজা পালনকারী রাজা সমান, মধ্যম ও উত্তম ব্যক্তি কর্ত্তৃক সংগ্রামে আহুত হইলে, ক্ষত্রধর্ম্ম স্মরণ করতঃ যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইবেন না। পরস্পর পরস্পরের বধেচ্ছু রাজগণ সমধিক শক্তি অবলম্বন পূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া যাঁহারা পরাঙ্মুখ না হন, তাঁহারা স্বর্গ গমন করিয়া থাকেন।

উৎসাহ বাক্য।

যুদ্ধকালে রাজা ও সেনানায়ক উৎসাহ বর্দ্ধক বাক্যের দ্বারা যোধগণকে উত্তেজিত করিবেন। ওজো-বাক্য বা উৎসাহ বাক্য কিরূপ তাহা মহাভারতাদি গ্রন্থে অধিক পরিমাণে আছে। নীতিপ্রকাশিকা প্রভৃতি রাজনীতিগ্রন্থেও আছে। মহাভারতাদি গ্রন্থ প্রায় সকল পাঠকেরই জানা আছে, এজন্য আমরা নীতিগ্রন্থের উদাহৃত কতিপয় ওজো-বাক্য আহরণ করিয়া প্রস্তাব্ সমাপ্ত করিলাম। যথা—

দ্বৈপায়নেন মুনিনা মনুনা চ ধর্ম্মা
যুদ্ধেষু যে নিগদিতা বিহিতাস্ত তে বঃ।
স্বাম্যর্থমী ক্ষিজয়িনে ত্যজতা শরীরং

लोका भवन्ति सुलभा विपुलं यशश्च ॥" ॥

"तपस्विभिर्या सुचिरेण लभ्यते
प्रयत्नतः सत्त्रिभिरिष्यते च या ।
व्रजन्ति तां तामगतिं मनस्विनो
रणाश्वमेधे पशुतामुपागताः ॥" ॥ १ ॥

"स्वर्गस्य मार्गा बहवः प्रदिष्टाः
ते कष्टसाध्याः कुटिलाः सविघ्नाः ।
निमेषमात्रेण महाफलोऽयं
ऋजुश्च पन्थाः समरे त्वतुलम् ॥" २ ॥

"संरक्ष्यमाणामपि नाशमुपैत्यवश्यं
एतच्छरीरमपहाय सुहृत् सुतार्थान् ।
तत् किं वरं प्रकृपतो शहस्रां समक्षम्
किं जिघ्नतः परवशं भ्रुकुटीमुखस्य ॥"

"हा तात मातेति च वेदनार्त्तैः
क्रिरन् सखश्चू च कफातुरिमः ।
वरं मृतः किं भवने किमाजौ
सन्दष्टदन्तच्छदभीमवक्त्रः ॥" ४ ॥

"यस्य तपो न जना; कथयन्ति
शौर्य्यं समरे विजयं वा ।
स सुवंशात् महाचपला वा

ঝিল্লিরিব মুধা বধিরং বয়ঃ ক্ষপয়ন্ ॥" ১০ ॥

১। যোদ্ধাগণ! তোমারা ব্যাসের ও মনুর কথিত যুদ্ধধর্ম্ম জ্ঞাত আছ। প্রভুর জন্য, গোজাতির রক্ষণাবেক্ষণ জন্য ও ব্রাহ্মণের জন্য যাহারা যুদ্ধে শরীর পরিত্যাগ করে, তাহাদের স্বর্গলোক সুলভ ও বিপুল যশোলাভ হয়।

২। তপস্বিগণ যাহা দীর্ঘকাল তপস্যার পর প্রাপ্ত হন, যাজ্ঞিকেরা যাহা যত্নসাধ্য যজ্ঞের দ্বারা লাভ করেন, প্রশস্ত-চেতা বীরগণ যুদ্ধরূপ অশ্বমেধের পশু হইয়া তাহা ক্ষণকাল মধ্যে লাভ করিয়া থাকেন।

৩। ঋষিগণ স্বর্গগমনের বহুবিধ পথ উপদেশ করিয়াছেন, পরন্তু সে সকল পথ অতিশয় কষ্টগম্য, কুটিল ও বিঘ্ন পরিপূর্ণ; কিন্তু যুদ্ধে প্রাণপরিত্যাগরূপ পথটী ঋজু ও মহাফল-দায়ক। আরও সুগমতা এই যে, এই পথের পথিক এক নিমেষের মধ্যেই স্বর্গগমন করেন।

৪। এই ভৌতিক শরীর যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিলেও ইহা রক্ষিত হইবে না। অবশ্যই ইহার পতন বা বিনাশ হইবে। অবশ্যই ইহা বন্ধু, বান্ধব, স্ত্রী, পুত্র ও ধন,—এই সমস্তই পরিত্যাগ করিয়া ভূমিসাৎ হইবে। এমত স্থলে বল দেখি, রোরুদ্যমান বন্ধুগণের চক্ষের উপর ইহার পতন ভাল? কি শত্রুবলবিনাশকারী ভ্রূকুটীবদ্ধমুখ বীরপুরুষের সমক্ষে ইহার বিনাশ হওয়া ভাল?

৫। হা পিতঃ! হা মাতঃ! ইত্যাদি বিলাপ ও আর্ত্ত-নাদ শুনিতে শুনিতে মূত্র, বিষ্ঠা ও শ্লেষ্মাক্ত কলেবর হইয়া গৃহে মরা ভাল? কিযুদ্ধে অধরদংশনপূর্ব্বক শত্রুগণের ভয়প্রদ হইয়া মরণ লাভ করা ভাল? (ইহাও বিচার করিয়া দেখ)।

৬। মানুষে যাহার তপস্যা, যুদ্ধজয়, কিংবা যুদ্ধ মরণ ঘোষণা না করে, অথবা যাহার বিদ্যা, (বেদাধ্যয়ন প্রভৃতি), দান ও মহাধনের যশঃ কীর্ত্তন না করে, তাহার জন্ম কৃমির ও কীটের তুল্য।

৭। যে পুরুষ সমরে পরাঙ্মুখ হয় তাহার শুভলোক লাভ দূরে থাকুক তাহার পত্নিগণও তাহার নিকট লজ্জায় মুখ দেখাইতে কুণ্ঠিত হইয়া পুরবাসিনী সখীগণের মুখপানে চাহিয়া থাকে।

৮। যাহারা শত্রুসৈন্য বিদারণ পূর্ব্বক অবস্থান করে, যাহারা আপনার দিগন্তব্যাপী সুযশঃ শ্রবণ করে, তাহাদের যে কি সুখ তাহা আমি পশ্চাৎ বর্ণন করিব।

৯। সিংহ আপনা অপেক্ষা শতগুণ অধিক মাংসরাশি-মূর্ত্তি হস্তীর উপর নিপতিত হয় এবং তাহার মদ-গন্ধ রক্তও পান করে।

১০। বীরপুরুষেরা যে প্রভুর জন্য সাহসিক কার্য্য করে, এবং প্রাণকে তুচ্ছ জ্ঞান করে, তাহা আশ্চর্য্য নহে। মূর্খেরা যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন পূর্ব্বক শত্রু কর্ত্তৃক

কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান থাকিয়া শূরের উপাসনায় নিযুক্ত থাকে। (কি আশ্চর্য্য! ইহাদেরও হস্ত ও পদাদি আছে অথচ তাহারা হস্তপদাদির কার্য্য বিষয়ে অক্ষম)।

এইরূপ অনেক উত্তেজক বাক্য আছে, তৎসমুদায় একত্রিত করিতে গেলে একখানি বিস্তীর্ণ গ্রন্থ হইয়া পড়ে। সুতরাং আমরা এই স্থানেই প্রস্তাব শেষ করিলাম।

PRINTED BY B. N. NANDI AT THE VALMIKI PRESS.
40, GURUPROSAD CHOWDURY'S LANE CALCUTTA.